

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ (প্রথম ভাগ)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে
বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে।

الْكَبَائِرُ وَالْمَحْرَمَاتُ

الجزء الأول

فِي ضَوْءِ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ্

(প্রথমাংশ)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদশাহ্ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল্-বাতিন ৩১৯৯১

www.QuranerAlo.com

ح) المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزیز، مستفیض الرحمن حکیم
الکبائر والمحرمات./ مستفیض الرحمن حکیم عبدالعزیز.-
حضر الباطن، ١٤٣٠هـ
٣ مج. ٢٤٠ ص: ١٢ × ١٧ سم
ردمک : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٤ - ٠٣ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
(النص باللغة البنغالية)
١- الکبائر ٢- الوعظ والإرشاد أ- العنوان
دیوی ٢٤٠ ١٤٣٠/٧٤٧١

رقم الإيداع : ١٤٣٠/ ٧٤٧١
ردمک : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٤ - ٠٣ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)

حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم التغير في الغلاف الداخلي

والمضمون والمادة العلمية

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م



সূচীপত্রঃ

<u>বিষয়ঃ</u>	<u>পৃষ্ঠাঃ</u>
অবতরণিকা	৫
মুখবন্ধ	৭
গুনাহ্'র কিছু ছুতানাতা	১৯
গুনাহ্'র বাহান্নটি অপকার	৩৩
আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকারীদের বিশেষণ সমূহ	৬৫
আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যদের বিশেষণ সমূহ	৬৫
হারাম ও কবীরা গুনাহ্	৮৬
হারাম ও কবীরা গুনাহ্'র সংজ্ঞা	৮৬
গুনাহ্'র তারতম্যের মূল রহস্য	৯০
১. অস্বীকার বা অধিকার খর্বের শির্ক	৯৩
আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য ইলাহ্ স্বীকার করার শির্ক	৯৪
ইবাদাতের শির্ক	৯৫
ক্ষমার অযোগ্য শির্ক	৯৮
ক্ষমায়োগ্য শির্ক	৯৮
শির্কের মূল রহস্য কথা	৯৮
বড় শির্ক	১০৯
ছোট শির্ক	১১৩
ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্য	১১৫
২. যাদু	১১৬
৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা	১১৮
হত্যাকারীর শাস্তি	১২৭
৪. সুদ	১৪৬

৫. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ	১৫১
৬. কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন	১৫১
৭. সতী-সাধবী মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া	১৫২
কোন সতী-সাধবী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তি	১৫২
যে যে কারণে অপবাদকারীকে বেত্রাঘাত করতে হয় না	১৫৫
৮. ব্যভিচার	১৫৬
চারটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়	১৬৪
ব্যভিচারের অপকার ও তার ভয়াবহতা	১৭৪
ব্যভিচারের স্তর বিন্যাস	১৮০
ব্যভিচারের শাস্তি	১৮৮
দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কিছু কথা	১৯৫
দণ্ডবিধি প্রয়োগের সময় চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখবে	১৯৬
কোন দণ্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা যাবে না	১৯৬
৯. সমসকাম বা পায়ুগমন	১৯৮
সমকামের অপকার ও তার ভয়াবহতা	২০২
ধর্মীয় অপকার সমূহ	২০২
চারিত্রিক অপকার সমূহ	২০৩
মানসিক অপকার সমূহ	২০৩
শারীরিক অপকার সমূহ	২০৫
সমকামের শাস্তি	২০৮
সমকামের চিকিৎসা	২১০



প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহু তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ “আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহু তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। (মুওয়াত্তা/মালিক : ১৫৯৪ , ১৬২৮, ৩৩৩৮) .

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহু তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা “ইন্শা আল্লাহ” আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই-পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরণ সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যত্নবান হবো “ইন্শা আল্লাহু”।

বাদশাহু খালিদু সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শিরুক
২. ছোট শিরুক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতাজর্ন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে

দা'ওয়াহু অফিস

কে. কে. এম. সি. হাফ্ফর আল-বাতিন

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

মানব সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানশূন্যতার দরুন অনেক ধরনের হঠকারিতাই বিরাজমান। তন্মধ্যে লঘু পাপকে গুরু মনে করা এবং গুরু পাপকে লঘু মনে করা অন্যতম। অনেক তো এমনো রয়েছেন যে, যে কাজ পাপের নয় সে কাজকেও মহাপাপ বলে গণ্য করেন। অন্য দিকে মহাপাপকে কিচ্ছুই জ্ঞান করেন না। ঠিক এরই বিপরীতে কেউ কেউ সামান্য সাওয়াবের ব্যাপারকে ফরযের চাইতেও বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন ; অথচ অন্য দিকে তিনি ফরযেরই কোন ধার ধারেন না। যদরুন শরীয়তের দৃষ্টিকোণে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাওয়াবের কাজ এমনো থেকে যাচ্ছে যে, আজো পর্যন্ত যা কোন না কোন মুসলিম সমাজে কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। অনেক তো এমনো রয়েছেন যে, কোন কোন গুনাহ'র কাজকে তিনি মহা সাওয়াবের কাজ মনে করছেন এবং সেগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে কসরত চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ দয়াপরবশ হয়ে সেগুলোর সঠিক রূপ ধরিয়ে দিতে চাইলে সে উক্ত সমাজের শয়তান প্রকৃতির মানুষ কর্তৃক ইসলামের শত্রু, গাদ্দার, বেঈমান, কাফির, মুনাফিক, মতলববাজ, বেয়াদব, বুয়ুর্গদের খাঁটি দুশমন ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত হন। সুতরাং সঠিক বিবেচনার জন্য গুনাহ'র পর্যায় ও স্তরগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের জন্য একেবারেই অত্যাবশ্যক এবং উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ‘আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেবের হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধানির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসঙ্গেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নির্রোট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-দ্রাষ্টি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহু তা’আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি। ইহপরকালে আল্লাহু তা’আলা প্রত্যেককে তার আকাঙ্ক্ষাভীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

সর্বশেষে জনাব আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছি। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহু তা’আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এবং পরিশেষে তাঁকে জান্নাত দিয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

মুখবন্ধঃ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহু তা'আলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহু তা'আলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথলষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে আল্লাহু তা'আলা পথলষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহু তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহু তা'আলার বান্দাহ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহু তা'আলা মানুষের উপর যা যা ফরয করে দিয়েছেন তা অবশ্যই করতে হবে এবং যা যা হারাম করে দিয়েছেন তা অবশ্যই ছাড়তে হবে।

হযরত আবু সা'লাবাহু খুশানী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ، فَلَا تَبْخُثُوا عَنْهَا
(দারাকুতুনী/ আর-রাযা', হাদীস ৪২ ত্বাবারানী/ কাবীর,
হাদীস ৫৮৯ বায়হাক্বী, হাদীস ১৯৫০৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা কিছু কাজ ফরয তথা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যার প্রতি তোমরা কখনোই অবহেলা করবে না এবং আরো কিছু কাজ তিনি হারাম করে দিয়েছেন যা তোমরা কখনোই করতে যাবে না, আরো

কিছু সীমা (তা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহু যাই হোক না কেন) তিনি তোমাদেরকে বাতলিয়ে দিয়েছেন যা তোমরা কখনোই অতিক্রম করতে যাবে না। তেমনিভাবে তিনি কিছু ব্যাপারে চুপ থেকেছেন (তা ইচ্ছে করলেই) ভুলে নয়। সুতরাং তোমরা তা খুঁজতে যাবে না।

অনুরূপভাবে আল্লাহু তা'আলা যা যা হালাল করে দিয়েছেন তা হালাল বলে মনে করতেই হবে এবং যা যা তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

হযরত আবুদ্বারদা' রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ
 مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ
 فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ
 نَسِيًّا﴾

(হা'কিম ২/৩৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা কোর'আন মাজীদে যা যা হালাল করে দিয়েছেন তাই হালাল এবং যা যা হারাম করে দিয়েছেন তাই হারাম। আর যে সম্পর্কে তিনি চুপ থেকেছেন তা মানুষের জন্য আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড় (যা করাও যাবে ছাড়াও যাবে, তা নিজে তেমন কোন চিন্তাও করতে হবে না)। সুতরাং তোমরা আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে সেগুলোকে সেভাবেই গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহু তা'আলা ভুলে যাওয়ার নন। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থঃ তোমার প্রভু কখনো ভুলে যাওয়ার নন।

হারাম কাজগুলোকেও কোর'আনের ভাষায় “হুদূদ” বলা হয় যা করা তো দূরের কথা বরং তার নিকটবর্তী হওয়াও নিষিদ্ধ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে বাতলানো সীমা। অতএব তোমরা সেগুলোর নিকটেও যাবে না।

যারা আল্লাহু তা'আলার বাতলানো সীমা অতিক্রম করবে আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ، وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

(নিসা' : ১৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহু'র দেয়া সীমা অতিক্রম করে আল্লাহু তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তন্মধ্যে সে সদা সর্বদা অবস্থান করবে এবং তাতে তার জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে।

এ কথা সবারই মনে রাখতে হবে যে, নিষিদ্ধ কাজগুলো একেবারেই বর্জনীয়। তাতে কোন ছাড় নেই। তবে আদেশগুলো যথাসাধ্য পালনীয়।

হযরত আবু হুরায়রাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করি তখন তোমরা তা সাধ্যানুযায়ী করতে চেষ্টা করবে। তবে যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে বলি তখন তোমরা তা অবশ্যই বর্জন করবে।

যারা কবীরা গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আল্লাহু তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَ نُدْخِلَكُم مَدْخَلَ الْجَنَّةِ﴾
 ﴿كَرِيمًا﴾

(নিসা' : ৩১)

অর্থাৎ তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা হতে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তাহলে আমি তোমাদের সকল (ছোট) পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থান তথা জান্নাতে।

আর তা এ কারণেই যে, ছোট পাপগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামায এবং রামাযানের রোযার মাধ্যমেই ক্ষমা হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরায়রাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

الصلوات الخمس ، و الجمعة إلى الجمعة ، و رمضان إلى رمضان ،
 مكفرات لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر

(মুসলিম, হাদীস ২৩৩)

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অন্য জুমা, এক রামাযান থেকে অন্য রামাযান এগুলোর মধ্যকার সকল ছোট গুনাহ'র ক্ষমা বা কাফ্ফারাহু হয়ে যায় যখন কবীরা গুনাহ থেকে কেউ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়।

সুতরাং কবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং এরই পাশাপাশি হারাম কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। তবে কবীরা গুনাহ ও হারাম সম্পর্কে পূর্বের কোন ধারণা না থাকলে তা থেকে বাঁচা কারোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হবে না। তাই সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং তারপরই আমল। নতুবা আপনি না জেনেই তা করে ফেলবেন। অথচ সে কাজটি করার আপনার আদৌ ইচ্ছে ছিলো না।

এ কারণেই হযরত হুযাইফাহ রা একদা বলেছিলেনঃ

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ ، وَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً
أَنْ يُذَرَّ كُنْيِي

(বুখারী, হাদীস ৩৬০৬ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৭)

অর্থাৎ সবাই রাসূল ﷺ কে লাভজনক বস্তু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতো। আর আমি তাঁকে শুধু ক্ষতিকর বস্তু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতাম যাতে আমি না জেনেই সে ক্ষতিকর বস্তুতে লিপ্ত না হই।

বাস্তবে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক প্রবৃত্তিপ্রেমী জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির যখন কোন নসীহতকারী ব্যক্তির মুখ থেকে এ কথা শুনে যে, অমুক কাজ কবীরা গুনাহ অথবা অমুক বস্তু হারাম তখন সে বিরক্তির সুরে বলে থাকেঃ সবই তো হারাম। আপনারা আর আমাদের জন্য এমন কি রাখলেন যা হারাম করেননি। আপনারা তো আমাদেরকে বিরক্ত করেই ছাড়লেন। সকল স্বাদকে বিস্বাদ করে দিলেন। জীবনকে একটু মনের মতো করে উপভোগ করতে দিচ্ছেন না। আপনাদের কাছে শুধু হারামই হারাম। অথচ ইসলাম একেবারেই সহজ। আর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমাশীল।

বান্দাহ হিসেবে আমাদের সকলকে এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাই চান তাই বান্দাহ'র জন্য বিধান করেন। তাতে কারোর কোন কিছু বলার নেই। তিনি ভালোমন্দ সব কিছুই জানেন। তিনি হলেন হিকমত ওয়ালা। কখন এবং কার জন্য তিনি কি বিধান করবেন তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তিনি যা চান হালাল করেন আর যা চান হারাম করেন। বান্দাহ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সমুদ্রটিতে সেগুলো মেনে চলা।

আল্লাহ তা'আলার সকল বিধি-বিধান সত্য ও ইনসাফ ভিত্তিক। তাতে কারোর প্রতি কোন যুলুম নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

(আন'আম : ১১৫)

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যতা ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেউই নেই। তিনি সবকিছু শুনে ও জানেন।

আল্লাহ তা'আলা কোর'আন মাজীদে হালাল ও হারামের একটি সহজ ও সরল সূত্র বাতলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾

(আ'রাফ : ১৫৭)

অর্থাৎ সে (মুহাম্মাদ ﷺ) তাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয় এবং সকল অপবিত্র ও খারাপ বস্তু তাদের উপর হারাম করে দেয়।

সুতরাং সকল পবিত্র বস্তু হালাল এবং সকল অপবিত্র বস্তু হারাম। আর হালাল ও হারাম নির্ধারণের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। অতএব কেউ নিজের জন্য উক্ত অধিকার দাবি করলে অথবা সে অধিকার আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য রয়েছে বলে স্বীকার করলে সে কাফির ও মুশ্রিক হলে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾

(শূরা : ২১)

অর্থাৎ তাদের কি (আল্লাহ ভিন্ন) এমন কতক শরীক বা দেবতা রয়েছে? যারা তাদের জন্য এমন কোন ধর্মীয় বিধান রচনা করেছে যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি।

তেমনিভাবে কোর'আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান ছাড়া হালাল ও হারামের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া অথবা সে ব্যাপারে কোন আলোচনা করাও কারোর জন্য জায়িয নয়। বরং আল্লাহু তা'আলা কোর'আন মাজীদে এ জাতীয় কর্মের বিশেষ নিন্দা করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ، لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾
(বাহল : ১১৬)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের কথার উপর ভিত্তি করে মিথ্যা বলো না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। কারণ, তাতে আল্লাহু তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহু তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবে না।

আল্লাহু তা'আলা কোর'আন মাজীদে মাধ্যমে কিছু জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে রাসূল ﷺ ও কিছু জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন তাঁর হাদীসের মাধ্যমে। যেমনঃ

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ، وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ، وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكَمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾
(আন'আম : ১৫১-১৫২)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ!) তুমি সবাইকে বলোঃ আসো! তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর যা যা হারাম করে দিয়েছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাবো।

তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করবে, দরিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারণ, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিচ্ছি, অশ্লীল কথা ও কাজের নিকটেও যেও না, চাই তা প্রকাশ্যই হোক অথবা গোপনীয়, আল্লাহু তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে অবৈধভাবে হত্যা করো না, এ সব বিষয়ে আল্লাহু তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো। ইয়াতীমদের সম্পদের নিকটেও যেও না। তবে একান্ত সদুদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করতে পারো যতক্ষণ না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন মদ, মৃত পশু, শুকর ও মূর্তি বিক্রি।

রাসূল সঃ আরো ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

(দারাকুতুত্বা ৩/৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন উহার বিক্রি পয়সাও হারাম করে দেন।

কখনো কখনো আল্লাহু তা'আলা নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের হারাম সমূহ একত্রে বর্ণনা করেন। যেমনঃ তিনি খাদ্য সংক্রান্ত হারাম সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ ، وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ،
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيحَةُ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ،
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ، ذَلِكَ فِسْقٌ ﴾
(মায়িদাহ : ৩)

অর্থাৎ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত, আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নামে উৎসর্গীকৃত পশু, গলায় ফাঁস পড়ে তথা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পড়ে মরা পশু, শিথলের আঘাতে মরা ও হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু। তবে এগুলোর কোনটিকে তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই যবেহ করতে সক্ষম হলে তা অবশ্যই খেতে পারো। তোমাদের উপর আরো হারাম করা হয়েছে সে সকল পশু যা দেবীদের আস্তানায় যবেহ করা হয় এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের উপর হারাম। এ সবগুলো পাপ কর্ম।

তেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা বিবাহ সংক্রান্ত হারাম সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ امْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّائُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

(নিসা' : ২৩-২৪)

অর্থাৎ তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মায়াদেরকে, মেয়েদেরকে, বোনদেরকে, ফুফুদেরকে, খালাদেরকে, ভাইয়ের মেয়েদেরকে,

বোনের মেয়েদেরকে, সে মায়েদেরকে যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন, তোমাদের দুধবোনদেরকে, স্ত্রীদের মায়েদেরকে এবং সে মেয়েদেরকে যাদেরকে লালন-পালন তোমরাই করছে এবং যাদের মায়েদের সাথে তোমরা সহবাসে লিপ্ত হয়েছে, তবে যদি তোমরা তাদের মায়েদের সাথে সহবাস না করে থাকো তা হলে তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করতে কোন অসুবিধে নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত সন্তানদের স্ত্রীদেরকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে দু' সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম। তবে ইতিপূর্বে যা ঘটে গিয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল করুণাময়। আরো হারাম করা হয়েছে তোমাদের উপর সধবা নারীগণ তথা অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীদেরকে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা উপার্জন সংক্রান্ত হারাম সমূহের বর্ণনায় বলেনঃ

﴿ وَ أَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ﴾

(বাক্বারাহ : ২৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং হারাম করেছেন সুদ।

ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য খুব দয়া করে অসংখ্য অগণিত অনেক পবিত্র বস্তুকে হালাল করে দিয়েছেন এবং তা সামগ্রিকভাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾

(বাক্বারাহ : ১৬৮)

অর্থাৎ হে মানব! পৃথিবীর অভ্যন্তরের সকল হালাল-পবিত্র বস্তু তোমরা খাও।

সুতরাং দুনিয়ার যে কোন বস্তু হালাল যতক্ষণ না হারামের কোন দলীল পাওয়া যায়। অতএব আমরা সবাই সদা সর্বদা তাঁরই আনুগত্য, প্রশংসা ও

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

উক্ত হালাল বস্তু সমূহ বেশি হওয়ার কারণেই আল্লাহু তা'আলা তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি এবং হারাম বস্তু সমূহ তিনি বিস্তারিতভাবে এ কারণেই বর্ণনা করেছেন যে, সেগুলো অতীব সীমিত।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾

(আব'আম : ১১৯)

অর্থাৎ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা খাচ্ছে না সে পশুর গোস্ত যা যবাই করা হয়েছে আল্লাহু তা'আলার নাম নিয়ে। অথচ তিনি তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করে দিয়েছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তোমরা নিরুপায় অবস্থায় উক্ত হারাম বস্তুও খেতে পারো।

ঈমানের দুর্বলতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে যারা হারামের বিস্তারিত বর্ণনা শুনলে মনে কষ্ট পান তারা কি এমন চান যে, আল্লাহু তা'আলা যেন প্রতিটি হালাল বস্তু বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে বলে দিক। তিনি বলুক যে, উট, গরু, ছাগল, হরিণ, মুরগি, কবুতর, হাঁস, পঙ্গপাল, মাছ সবই হালাল।

সকল ধরনের শাক-সবজি ও ফল-মূল হালাল।

পানি, দুধ, মধু, তেল ইত্যাদি সবই হালাল।

লবন, মসলা, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি সবই হালাল।

প্রয়োজনে যে কোন কাজে কাঠ, লোহা, বালি, সিমেন্ট, কঙ্কর, প্লাস্টিক, কাঁচ, রবার ইত্যাদি সবই ব্যবহার করা জাযিয়।

বাই সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ি, ট্রেন, নৌকা, উড়োজাহাজ ইত্যাদি সবগুলোতেই আরোহণ করা জাযিয়।

এসি, ফ্রিজ, কাপড় ধোয়ার মেশিন, কোন কিছু পেশার মেশিন, কোন ফলের

রস বের করার মেশিন ইত্যাদি সবই ব্যবহার করা জাযিয়।

চিকিৎসা, প্রকৌশল, খনিজ ও হিসাব বিজ্ঞান, নির্মাণ, পানি বিশুদ্ধ করণ, নিষ্কাশন, মুদ্রণ ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল আসবাবপত্রই ব্যবহার করা জাযিয়।

সুতি, পলিস্টার, টেট্রন, নাইলন, পশম ইত্যাদি জাতীয় সকল পোশাক-পরিচ্ছদ পরা জাযিয়।

মৌলিকভাবে যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, ভাড়া, চাকুরি এবং যে কোন ধরনের পেশা অবলম্বন করা জাযিয়। আরো কতগুলো কী?

আপনার কি মনে হয় যে, কখনো কারোর পক্ষে এ জাতীয় সকল হালালের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া সম্ভবপর হবে, না এ জাতীয় বর্ণনার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তাদের আরেকটি কথা, ইসলাম একেবারেই সহজ। তাতে কোন কঠিনতা নেই। তাদের উক্ত কথা শুনতে খুবই সুমধুর। কিন্তু এতে তাদের উদ্দেশ্য একেবারেই ভালো নয়। তারা চায় সহজতার ছুতোয় সব কিছু একেবারেই হালাল করে নিতে। তা কখনোই ঠিক নয়। বরং আমাদের জানা উচিত যে, নিজস্ব গতিতে শরীয়ত একেবারেই সহজ। তবে তা কারোর রুচি নির্ভরশীল নয় এবং সাধারণভাবে শরীয়ত তো সহজই বটে। এরপরও শরীয়তের তুলনামূলক কঠিন বিধানগুলোকে প্রয়োজনের খাতিরে আরো সহজ করে দেয়া হয়। যেমনঃ সফরের সময় দু' ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া, চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযকে দু' রাক্'আত করে পড়া এবং পরবর্তীতে আদায়ের শর্তে তখন রোযা না রাখার সুযোগও রয়েছে। তেমনিভাবে মুক্কীম (নিজ বাসস্থানে যিনি রয়েছেন) ও মুসাফির তথা ভ্রমণরত ব্যক্তির জন্য ২৪ ও ৭২ ঘন্টা মোজা মাসূহ করার বিধানও রয়েছে। পানি ব্যবহারে অক্ষম অথবা পানি না পাওয়ার সময় ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের ব্যবস্থাও রয়েছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এবং বৃষ্টি পড়ার সময় ফজরের নামায ছাড়া অন্য চার

ওয়াস্ত নামায দু' ওয়াস্ত করে একত্রে পড়া যায়। সত্যিকার বিবাহের নিয়্যতে বেগানা মেয়েকে দেখা যায়। কসমের কাফ্ফারায় গোলাম আযাদ, খানা খাওয়ানো অথবা কাপড় পরানোর মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি কঠিন মুহূর্তে মৃত পশু খাওয়াও জাযিয় রাখা হয়েছে। আরো কন্তো কী?

বিশেষ কিছু জিনিসকে হারাম করার রহস্য সমূহের একটি এও যে, আল্লাহ তা'আলা এরই মাধ্যমে তাঁর অনুগত ও অব্যাহতকে পৃথক করতে চান। সুতরাং ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের আশায় বিধানগুলো পালন করে বলেই তাদের জন্য তা সহজ হয়ে যায়। আর মুনাফিকরা অসন্তুষ্ট চিন্তে বিধানগুলো পালন করে বিধায় তা তাদের জন্য অতি কঠিন।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কেউ কোন হারাম পরিত্যাগ করলে সে তার অন্তরে বিশেষ এক ধরনের ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে এরই পরিবর্তে আরেকটি ভালো জিনিস দান করবেন।

গুনাহ'র কিছু ছুতানাতাঃ

অনেকেই মনে করে থাকেন, গুনাহ করতেই থাকবো। আর সকাল-বিকাল "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী" ১০০ বার বলে দেবো। তখন সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে অথবা এক বার হজ্জ করে ফেলবো তা হলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো, আপনি শুধু আল্লাহ তা'আলার রহুমত ও দয়ার আয়াত এবং এ সংক্রান্ত রাসূল ﷺ এর হাদীসগুলোই দেখছেন। কোর'আন ও হাদীসে কি আল্লাহ তা'আলার শাস্তির কোন উল্লেখ নেই? সুতরাং আপনি তাঁর শাস্তির ভয় না পেয়ে শুধু রহুমতের আশা করছেন কেন?

কেউ কেউ মনে করেন যে, মানুষ গুনাহ করতে বাধ্য। সুতরাং গুনাহ করায় মানুষের কোন দোষ নেই। আমরা বলবোঃ মানুষ যদি গুনাহ করতেই বাধ্য হয়

তা হলে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কোর'আন ও হাদীসে গুনাহ'র শাস্তির কথা উল্লেখ করলেনই বা কেন? আল্লাহ তা'আলা কি (নাউযু বিল্লাহ) এতো বড় যালিম যে, কার্টকে কোন কাজ করতে বাধ্য করবেন। আবার তাকে সে জন্য শাস্তিও দিবেন।

আপনি দয়া করে বাস্তবে একটুখানি পরীক্ষা করে দেখবেন কি? আপনার অন্তরে যখন কোন গুনাহ'র ইচ্ছে জন্মে তখন আপনি উক্ত গুনাহ করার জন্য একটুও সামনে অগ্রসর হবেন না। তখন আপনি দেখবেন, কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে কাজটি করিয়ে নেয়।

আপনি কি দেখছেন না যে, দুনিয়াতে এমনও কিছু লোক রয়েছেন যারা গুনাহ না করেও শান্তিতে জীবন যাপন করছেন। সুতরাং আপনি একাই গুনাহ করতে বাধ্য হবেন কেন?

কেউ কেউ মনে করেন, গুনাহ করলে তো ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, আমল ঈমানের কোন অংশ নয়। সুতরাং গুনাহ করতে কি? কারণ, জান্নাত তো একদিন না একদিন মিলবেই। তাদেরকে আমরা বলবোঃ আমল ঈমানের কোন অংশ না হয়ে থাকলে রাসূল ﷺ ঈমানের শাখা সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে আমলের কথা কেনই বা উল্লেখ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কোর'আন ও হাদীসে বাস্তবায়ন'র আমলের কারণেই ঈমান বাড়বে বলে অনেকগুলো প্রমাণ উল্লেখই বা করলেন কেন?

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, আমরা যতই গুনাহ করি না কেন আমরা তো পীর-ফকির ও ব্যুর্গদেরকে খুবই ভালোবাসি। সুতরাং তাদের ভালোবাসা আমাদেরকে বেড়া পার করিয়ে দিবে এবং তাদের উসিলায় দো'আ করলে কাজ হয়ে যাবে। আমরা বলবোঃ সাহাবারা কি রাসূল ﷺ কে ভালোবাসতেন না? সুতরাং তাঁরা কেন এ আশায় গুনাহ করতে থাকেননি। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির কোন অভাব ছিলো কি?

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, আমার বংশে অনেক আলিম ও বুযুর্গ রয়েছেন। সুতরাং তাঁরা আমাদেরকে সঙ্গে না নিয়ে জান্নাতে যাবেন না। আমরা বলবোঃ রাসূল ﷺ এবং সাহাবাদের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা এ আশায় কেন গুনাহ করতে থাকেননি। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির কোন অভাব ছিলো কি?

কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহু তা'আলার এমন কি প্রয়োজন রয়েছে যে, আমাকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং তিনি দয়া করেই সে দিন আমাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। আমরা বলবোঃ কাউকে জান্নাত দেয়ারও আল্লাহু তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে মারাত্মক দোষ করা সত্ত্বেও কাউকে জান্নাত দিবেন কেন?

কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহু তা'আলা কুর'আন মাজীদের সূরা যুহর ৫ নং আয়াতে বলেছেনঃ তিনি রাসূল ﷺ কে ততক্ষণ পর্যন্ত দিবেন যতক্ষণ না তিনি রাজি হন। সুতরাং রাসূল ﷺ কখনো রাজি হবেন না আমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে জান্নাতে যেতে। আমরা বলবোঃ আল্লাহু তা'আলা যখন যালিম ও ফাসিকদেরকে শাস্তি দিতে রাজি তখন রাসূল ﷺ কেন সে ব্যাপারে রাজি হবেন না? তিনি কি আল্লাহু তা'আলার একান্ত বন্ধু নন? তিনি কি তখন আল্লাহু তা'আলার পছন্দের বিরুদ্ধাচরণ করবেন?

কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহু তা'আলা কোর'আনের সূরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতে বলেছেনঃ তিনি সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং গুনাহ করতে কি? আল্লাহু তা'আলা তো সকল গুনাহ ক্ষমাই করে দিবেন। আমরা বলবোঃ আল্লাহু তা'আলা কি কুর'আন মাজীদের সূরা নিসা'র ৪৮ নং আয়াতে বলেননি যে, তিনি শিরুক ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্য গুনাহ ক্ষমা করতেও পারেন ইচ্ছে করলে। সুতরাং সকল প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারটি একান্ত তাওবা ও আল্লাহু তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইনফিতারের ৩ নং আয়াতে মানুষকে উয়র শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার কারণেই ধোকা খাচ্ছে বা খাবে। সুতরাং আমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তাঁরই শেখানো উক্ত উয়রই পেশ করবো। আমরা বলবোঃ আপনার উক্ত ধারণা একেবারেই মূর্থতা বশত। বরং মানুষ ধোকা খাবে বা খাচ্ছে শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও মূর্থতার কারণে; আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার নয়। কারণ, কেউ অত্যন্ত দয়াশীল হলে তাঁর সাথে ভালো ব্যবহারই করা উচিত। খারাপ ব্যবহার নয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদে সূরা লাইলের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বলেছেন যে, জাহান্নামে দগ্ধ হবে সেই ব্যক্তি যে নিতান্ত হতভাগ্য। যে (আল্লাহ্, রাসূল ও কুর'আন এর প্রতি) মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আমরা তো এমন নই। সুতরাং আমরা জান্নাতেই যাবো যত গুনাহুই করি না কেন। আমরা বলবোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরপরই ১৭ নং আয়াতে বলেছেনঃ উক্ত লেলিহান জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে পরম সংযমী তথা চরম আল্লাহুভীরু। সুতরাং গুনাহুগাররা সাধারণত জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ, তারা পরম সংযমী তথা চরম আল্লাহুভীরু নয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাক্বারাহ্'র ২৪ নং আয়াতে বলেনঃ জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। সুতরাং আমরা তো মুসলমান। আমাদের জন্য তো জাহান্নাম নয়। আমরা বলবোঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আ'লি ইম্রানের ১৩৩ নং আয়াতে বলেছেনঃ জান্নাত তৈরি করা হয়েছে আল্লাহুভীরুদের জন্য। সুতরাং পাপীরা তো খুব সহজেই সেখানে ঢুকতে পারবে না। কারণ, তারা তো আল্লাহুভীরু নয়।

কেউ কেউ মনে করেন, গুনাহ করতেই থাকবো। এক বছরের গুনাহ মাহের জন্য একটি আশুরার রোযাই যথেষ্ট। আরো বাড়তি সাওয়াব বা স্পেশাল দয়ার জন্য তো আরাফার রোযাই যথেষ্ট। সুতরাং তাও রেখে দেবো। অতঃপর জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর কিছুই করতে হবে না। আমরা বলবোঃ রামাযানের রোযা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো ফরয। আর এগুলো কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচার শর্তে সগীরা গুনাহগুলো শুধু ক্ষমা করতে পারে। সুতরাং উক্ত নফল রোযা কি এর চাইতেও আরো মর্যাদাশীল যে, সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবে।

কেউ কেউ বলে থাকেনঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাহ'র ধারণা অনুযায়ীই তার সাথে ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং আমরা তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা করি যে, আমরা যতই গুনাহ করি না কেন তিনি আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং গুনাহ করতে কি? আমরা বলবোঃ কেউ কারোর উপর তাঁর সাথে তার ব্যবহারের ধরন অনুযায়ীই ধারণা করে থাকে। যদি সে উক্ত ব্যক্তির সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করে থাকে তখন সে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা করতে পারে যে, তিনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। আর যদি সে তাঁর সাথে সর্বদাই দুর্ব্যবহার করে থাকে তা হলে সে কখনোই তাঁর ব্যাপারে এমন ধারণা করবে না যে, তিনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।

এ কারণেই হযরত হাসান বসুরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنِّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَسْأَأَ الظَّنِّ بِرَبِّهِ
فَأَسْأَأَ الْعَمَلِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মু'মিন ব্যক্তি নিজ প্রভু সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে বলেই সর্বদা সে ভালো আমল করে। আর পাপী ব্যক্তি নিজ প্রভু সম্পর্কে খারাপ

ধারণা করে বলেই সে সর্বদা খারাপ আমল করে।

বান্দাহ্ তো আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এমন ধারণা করবে যে, সে ভালো আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা বিনষ্ট করে দিবেন না। বরং তিনি তা কবুল করে নিবেন এবং তিনি তাকে দয়া করে জান্নাত দিয়ে দিবেন। তার উপর একটুখানিও যুলুম করবেন না।

একদা রাসূল ﷺ হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট ছয় অথবা সাতটি দিনার রেখে তাঁকে তা গরিবদের মাঝে বন্টন করতে বললেন। কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ এর অসুখের কারণে তা করতে ভুলে গেলেন। রাসূল ﷺ সুস্থ হয়ে তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা জানালেন। রাসূল ﷺ তখন সে দিনারগুলো হাতে রেখে বললেনঃ

مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَ هَذِهِ عِنْدَهُ

(আহমাদ্ ৬/৮৬, ১৮২ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৬৮৬ 'ইমায়দী, হাদীস ২৮৩ ইবনু সা'দ ২/২৩৮)

অর্থাৎ মুহাম্মাদের নিজ প্রভু সম্পর্কে কি ধারণা হতে পারে যদি সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে অথচ তার নিকট এ দিনারগুলো রয়েছে।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেও তাঁর রহুমতের আশা করা যেতে পারে। কারণ, তাঁর রহুমত অপার ও অপরিমিত। আমরা বলবোঃ আপনার কথা ঠিকই। কিন্তু তারই সাথে সাথে আপনাকে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো অপাত্রে দয়া করবেন না। কারণ, তিনি হিকমতওয়ালা এবং অত্যন্ত পরাক্রমশীল। যে দয়ার উপযুক্ত তাকেই দয়া করবেন। আর যে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত তাকে তিনি অবশ্যই শাস্তি দিবেন। বরং সে ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে সুধারণা রাখতে পারে যে তাওবা করেছে, নিজ কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়েছে, বাকি জীবন ভালো কাজে খরচ করবে বলে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ﴾

(বাক্বারাহ : ২১৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ ও হিজরত করেছে একমাত্র তারাই আল্লাহ'র রহমতের আশা করতে পারে।

এ কথা সবারই মনে রাখতে হবে যে, একটি হচ্ছে আশা। আরেকটি হচ্ছে দুরাশা। কেউ কোন বস্তুর যৌক্তিক আশা করলে তাকে তিনটি কাজ করতে হয়। যা নিম্নরূপঃ

ক. যে বস্তুর সে আশা করছে সে বস্তুটিকে খুব ভালোবাসতে হবে।

খ. সে বস্তুটি কোনভাবে হাত ছাড়া হয়ে যায় কি না সে আশঙ্কা সদা সর্বদা মনে রেখে সে ব্যাপারে তাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

গ. যথাসাধ্য উক্ত বস্তুটি হাসিলের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

এর কোন একটি কারোর মধ্যে পাওয়া না গেলে তার আশা দুরাশা বৈ আর কি?

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَافَ أَذْلَجَ ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ؛ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪৫০ হা'কিম, হাদীস ৪/৩০৭ 'আবুদ্বনু 'হমাইদ, হাদীস ১৪৬০)

অর্থাৎ যার ভয় রয়েছে সে অবশ্যই প্রথম রাত্রে যাত্রা শুরু করবে। আর যে প্রথম রাত্রেই যাত্রা শুরু করলো সে অবশ্যই মঞ্জিলে (গন্তব্যে) পৌঁছাবে।

তোমরা মনে রাখবে যে, আল্লাহু তা'আলার পণ্য খুবই দামি। আর আল্লাহু তা'আলার পণ্য হচ্ছে জান্নাত।

সাহাবাদের জীবনী পড়ে দেখলে খুব সহজেই এ কথা বুঝে আসবে যে, আমাদের আশা সত্যিই দুরাশা যা কখনোই পূরণ হবার নয়। তাঁদের আশার পাশাপাশি ছিলো আল্লাহু তা'আলার প্রতি অত্যন্ত ভয়।

একদা হযরত আবু বকর রা নিজকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ

(আহমাদ/যুহুদ, পৃষ্ঠাঃ ১০৮)

অর্থাৎ হায়! আমি যদি মু'মিন বান্দাহু'র পার্শ্ব দেশের একটি লোম হতাম।

একদা তিনি নিজ জিহ্বাহু টেনে ধরে বলেনঃ

هَذَا الَّذِي أُوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ

(আহমাদ/যুহুদ, পৃষ্ঠাঃ ১০৯)

অর্থাৎ এটিই আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে।

তিনি বেশি বেশি কাঁদতেন এবং সবাইকে বলতেনঃ

اَبْكُوا ، ؛ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبَيَّكُوا

(আহমাদ/যুহুদ, পৃষ্ঠাঃ ১০৮)

অর্থাৎ কাঁদো ; কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান করো।

একদা হযরত 'উমর রা সূরা ত্বুর পড়তে পড়তে যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছুলেন তখন কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তিনি রুগ্ন হয়ে গেলেন এবং মানুষ তাঁর শুশ্রূষা করতে আসলো। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾

(ত্বুর : ৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যস্বাবী।

বেশি কান্নার কারণে তাঁর চেহারা কালো দু'টি দাগ পড়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর ছেলেকে বললেনঃ আমার গণ্ডদেশকে জমিনের সাথে লাগিয়ে দাও। তাতে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর দয়া করবেন। আহ! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে ক্ষমা না করেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

একদা হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আপনার মাধ্যমেই দুনিয়ার অনেকগুলো শহর আবাদ হয়েছে এবং অনেকগুলো এলাকা বিজয় হয়েছে। আরো আরো। তখন তিনি বললেনঃ আমি শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। না চাই কোন গুনাহু না চাই কোন পুণ্য।

হযরত 'উস্মান রা যে কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেলতেন। এমন কি তাঁর সমস্ত দাড়ি কান্নার পানিতে ভিজ়ে যেতো। তিনি বলতেনঃ আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রাখা হয় এবং তখন আমি জানি না যে, আমাকে কোন দিকে যেতে বলা হবে। তখন আমি আমার গন্তব্য জানার আগেই চাবো ছাই হয়ে যেতে।

হযরত 'আলী রা সর্বদা দু'টি বস্তুকে ভয় করতেন। দীর্ঘ আশা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। কারণ, দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে রাখে।

তিনি আরো বলেনঃ দুনিয়া চলে যাচ্ছে, আখিরাত এগিয়ে আসছে এবং প্রত্যেকটিরই অনুগামী রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের অনুগামী হও। দুনিয়ার অনুগামী হয়ো না। কারণ, এখন কাজের সময়। হিসাব নেই। আর আখিরাতে হিসাব রয়েছে। কোন কাজ নেই।

হযরত আবুদ্দারদা' রা বলেনঃ আমি আখিরাতে যে ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে, আমাকে বলা হবেঃ হে আবুদ্দারদা'! তুমি অনেক কিছু জেনেছো। তবে সে মতে কতটুকু আমল করেছো?

তিনি আরো বলেনঃ মৃত্যুর পর তোমাদের কি হবে তা যদি তোমরা এখন জানতে পারতে তা হলে তোমরা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতে পারতে না। এমনকি নিজ ঘরেও অবস্থান করতে পারতে না। বরং তোমরা খালি ময়দানে নেমে পড়তে, ভয়ে বুকে থাপড়াতে এবং শুধু কাঁদতেই থাকতে। তিনি আপসোস করে বলেনঃ আহ! আমি যদি গাছ হতাম মানুষ আমাকে কেটে কাজে লাগাতো।

বেশি বেশি কান্না করার কারণে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাসের উভয় চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যায়।

হযরত আবু যর রা বলেনঃ আহ! আমি যদি গাছ হতাম মানুষ আমাকে কেটে কাজে লাগাতো। আহ! আমি যদি জন্মই না নিতাম। একদা কেউ তাঁকে খরচ বাবত কিছু দিতে চাইলে তিনি বললেনঃ আমার নিকট একটি ছাগল আছে যার দুধ আমি পান করি। কয়েকটি গাধা আছে যার উপর চড়ে আমি এদিক ওদিক যেতে পারি। একটি আযাদ করা গোলাম আছে যে আমার খিদমত আঞ্জাম দেয় এবং গাশ্বে দেয়ার মতো একটি বাড়তি আলখাল্লাও রয়েছে। আমি এগুলোর ব্যাপারেই হিসাব-কিতাবের ভয় পাচ্ছি। আর বেশির আমার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত আবু 'উবাইদাহ্ রা বলেনঃ আহ! আমি যদি একটি ভেড়া হতাম। আমার পরিবারবর্গ আমাকে যবেহু করে খেয়ে ফেলতো।

হযরত ইব্নু আবী মুলাইকাহ্ রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি ত্রিশ জন সাহাবাকে এমন পেলাম যে, তারা নিজের ব্যাপারে মুনাক্কির ভয় পেতো।

কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়ার পরও শান্তিতে জীবন যাপন করছে বিধায় এমন মনে করে থাকেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এখানে শান্তিতে রাখছেন তখন তিনি পরকালেও আমাকে শান্তিতে রাখবেন। সুতরাং পরকাল নিয়ে চিন্তা করার এমন কি রয়েছে? মূলতঃ উক্ত চিন্তা-চেষ্টা একেবারেই ভুল।

হযরত 'উক্বাহু বিন্ 'আমির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مَا يُحِبُّ ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِزْجَاجٌ ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ، فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾
(আন'আম : ৪৪)

(আহমাদ্ ৪/১৪৫ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৯১৩)

অর্থাৎ তুমি যখন দেখবে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাহকে তাঁর অবাধ্যতা সত্ত্বেও পার্থিব সম্পদ হতে সে যা চায় তাই দিচ্ছেন তা হলে এ কথা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঢিল দিচ্ছেন। তিনি দেখছেন যে, সে এভাবে কতদূর যেতে পারে। অতঃপর রাসূল সঃ উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন যার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর যখন তারা সকল নসীহত (অবহেলা বশত) ভুলে গেলো তখন আমি তাদের জন্য (রহমত ও নি'য়ামতের) সকল দরোজা খুলে দিলাম। পরিশেষে যখন তারা সেগুলো নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলো তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়লো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ، وَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ، كَلَّا ﴾
(ফাজর : ১৫-১৭)

অর্থাৎ মানুষ তো এমন যে, যখন তাকে পরীক্ষামূলক সম্মান ও সুখ-সম্পদ দেয়া হয় তখন সে বলেঃ আমার প্রভু আমাকে সম্মান করেছেন। আর যদি তাকে পরীক্ষামূলক রিযিকের সঙ্কটে ফেলা হয় তখন সে বলেঃ আমার প্রভু আমাকে অসম্মান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ না, কখনো ব্যাপারটি এমন নয়।

কেউ কেউ মনে করেন, দুনিয়া নগদ আর আখিরাত বাকি। সুতরাং নগদ ছেড়ে বাকির চিন্তা করতে যাবো কেন? আমরা বলবোঃ বাকি থেকে নগদ ভালো তখন যখন নগদ ও বাকি লাভের দিক দিয়ে সমান। কিন্তু যখন বাকি নগদ চাইতে অনেক অনেক গুণ ভালো প্রমাণিত হয় তখন সত্যিকারার্থে নগদ চাইতে বাকিই বেশি ভালো। আর এ কথা সকল মু'মিন ব্যক্তি জানে যে, আখিরাত দুনিয়ার চাইতে অনেক অনেকগুণ ভালো এবং চিরস্থায়ী। সুতরাং আখিরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া বোকামি বৈ কি?

হযরত মুস্তাউরিদ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ
 وَ اللَّهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ
 بِمِ تَرْجِعُ !؟

(মুসলিম, হাদীস ২৮৫৮ তিরমিযী, হাদীস ২৩২৩ আহমাদ
 ১/২২৯, ২৩০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪১৮৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এমন যে, কেউ তার (তজনী) অঙ্গুলি সাগরে রাখলো। অতঃপর সে অঙ্গুলির সাথে যে পানিটুকু উঠে আসলো তার তুলনা যেমন পুরো সাগরের সাথে।

এ যদি হয় দুনিয়ার তুলনা আখিরাতের সাথে তা হলে এক জন মানব জীবনের তুলনা আখিরাতের সাথে কতটুকু হবে তা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, দুনিয়া হচ্ছে নিশ্চিত আর আখিরাত হচ্ছে অনিশ্চিত। সুতরাং নিশ্চিত রেখে অনিশ্চিতের পেছনে পড়বো কেন? আমরা বলবোঃ আপনি কি সত্যিই আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, না কি নন? আপনি যদি আখিরাতকে সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন তা হলে এ জাতীয় কথাই আপনার মুখ থেকে বেরুতে পারে না। আর যদি আপনি আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী না হলেই থাকেন তা হলে আপনার ঈমানকে প্রথমে শুদ্ধ করে নিন। অতঃপর জান্নাত অথবা জাহান্নামের কথা ভাবুন।

গুনাহ'র অপকারঃ

মুসলিম বলতেই সবারই এ কথা জানা উচিত যে, বিষ যেমন শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তেমনিভাবে গুনাহও অন্তরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে তাতে ক্ষতির তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতে যত অকল্যাণ অথবা ব্যাধি রয়েছে তার মূলে রয়েছে গুনাহ ও পাপাচার।

এরই কারণে হযরত আদম ও হাউওয়া' বা হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) একদা জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হন।

এরই কারণে শয়তান ইব্লীস আল্লাহ তা'আলার রহুমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

এরই কারণে হযরত নূহ عليه السلام এর যুগে বিশ্বব্যাপী মহা প্লাবন দেখা দেয় এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরই কারণে হযরত হুদ عليه السلام এর যুগে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরই কারণে হযরত সা'লিহ عليه السلام এর যুগে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে সবাই হৃদয় ফেটে অথবা হৃদয় ছিঁড়ে মারা যায়।

এরই কারণে হযরত লুত عليه السلام এর যুগে তাঁরই আবাসভূমিকে উলটিয়ে তাতে পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং শুধু একজন ছাড়া তাঁর পরিবারের সকলকেই রক্ষা করা হয়। আর অন্যরা সবাই দুনিয়া থেকে একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়।

এরই কারণে হযরত শু'আইব عليه السلام এর যুগে আকাশ থেকে আগুন বর্ষিত হয়।

এরই কারণে ফির'আউন ও তার বংশধররা লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়।

এরই কারণে ক্বারুন তার ঘর, সম্পদ ও পরিবারসহ ভূমিতে ধসে যায়।

এরই কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল তথা ইহুদিদের উপর এমন শত্রু পাঠিয়ে দেন যারা তাদের এলাকায় ঢুকে তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে

দেয়, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে, তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সকল সম্পদ লুটে নেয়। এভাবে একবার নয়। বরং দু' দু' বার ঘটে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কসম করে বলেনঃ

﴿ وَ إِذِ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾

(আ'রাফ : ১৬৭)

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করলেন, তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের প্রতি এমন লোক পাঠাবেন যারা ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে।

হযরত ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) গুনাহ'র অপকার সম্পর্কে বলেনঃ হে গুনাহ্গার! তুমি গুনাহ'র কঠিন পরিণাম থেকে নিশ্চিত হয়ো না। তেমনিভাবে গুনাহ'র সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট তার ভয়াবহতা থেকেও। গুনাহ'র চাইতেও মারাত্মক এই যে, তুমি গুনাহ'র সময় ডানে-বামের লেখক ফিরিশ্বাদের লজ্জা পাচ্ছে না। তুমি গুনাহ করে এখনো হাসছো অথচ তুমি জানো না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কিয়ামতের দিন কি ব্যবহার করবেন। তুমি গুনাহ করতে পেরে খুশি হচ্ছে। গুনাহ না করতে পেরে ব্যথিত হচ্ছে। গুনাহ'র সময় বাতাস তোমার ঘরের দরোজা খুলে ফেললে মানুষ দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছে অথচ আল্লাহ তা'আলা যে তোমাকে দেখছেন তা ভয় করছে না। তুমি কি জানো হযরত আইয়ূব (عليه السلام) কি দোষ করেছেন যার দরুন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেন এবং তাঁর সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর দোষ এতটুকুই ছিলো যে, একদা এক ময়লুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে তাঁর সহযোগিতা চেয়েছিলো। তখন তিনি তার সহযোগিতা করেননি এবং অত্যাচারীর অত্যাচার তিনি প্রতিহত করেননি। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উক্ত শাস্তি দিয়েছেন।

এ কারণেই হযরত ইমাম আওয়ামী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ গুনাহ যে ছোট তা দেখো না বরং কার শানে তুমি গুনাহ করছো তাই ভেবে দেখো।

হযরত ফুয়াইল বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ তুমি গুনাহকে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তা ততই বড় হয়ে দেখা দিবে। আর যতই তুমি তা বড় মনে করবে ততই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট ছোট হয়ে দেখা দিবে।

কখনো কখনো গুনাহ'র প্রতিক্রিয়া দ্রুত দেখা যায় না। তখন গুনাহ্গার মনে করে থাকে যে, এর প্রতিক্রিয়া আর দেখা যাবে না। তখন সে উক্ত গুনাহ'র কথা একেবারেই ভুলে যায়। অথচ এটি একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা-চরিতা।

হযরত আবুদারদা' رضي الله عنه বলেনঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করো যে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। নিজকে সর্বদা মৃত বলে মনে করো। এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বল্প সম্পদ অনেক ভালো এমন বেশি সম্পদ থেকে যা মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। নেক কখনো পুরাতন হয় না এবং গুনাহ কখনো ভুলা যায় না। বরং উহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য।

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি একদা এক অল্প বয়স্ক ছেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে ভাবতে ছিলেন। তখন তাকে স্বপ্নে বলা হলো যে, তুমি এর পরিণতি চল্লিশ বছর পরও দেখতে পাবে।

এ ছাড়াও গুনাহ'র আরো অনেকগুলো অপকার রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. গুনাহ্গার ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় জ্ঞান হচ্ছে নূর বা আলো যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কারোর অন্তরে ঢেলে দেন। আর গুনাহ সে নূরকে নিভিয়ে দেয়।

২. গুনাহ্গার ব্যক্তি গুনাহ'র কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

হযরত সাউবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

(হা'কিম, হাদীস ১৮১৪, ৬০৩৮ আহমাদ, হাদীস ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৮৯, ৪০৯৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি গুনাহ'র কারণেই রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ্‌ভীরুতাই রিযিক বর্ধনের কারণ হয়। সুতরাং রিযিক পেতে হলে গুনাহ অবশ্যই ছাড়তে হবে।

উল্লেখ্য যে, কারো কারোর নিকটে উক্ত হাদীস শুদ্ধ নয়।

৩. গুনাহ'র কারণে গুনাহ্‌গারের অন্তরে এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ভাব সৃষ্টি হয়। যার দরুন আল্লাহ তা'আলা ও তার অন্তরের মাঝে এমন এক দূরত্ব জন্ম নেয় যার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ তা'আলা না চায় তো কখনোই সম্ভব নয়।

৪. গুনাহ'র কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নেককার লোকদের মাঝে ও গুনাহ্‌গারের মাঝে বিরাট এক দূরত্ব জন্ম নেয়। যার দরুন সে কখনো তাদের নিকটবর্তী হতে চায় না। বরং সর্বদা সে শয়তান প্রকৃতির লোকদের সাথেই উঠা-বসা করা পছন্দ করে। কখনো এ দূরত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেয় যে, তার স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কিছুই তার ভালো লাগে না। বরং পরিশেষে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, ধীরে ধীরে নিজের উপরও তার এক ধরনের বিরক্তি ভাব জন্ম নেয়। যার পরিণতি কখনোই কারোর জন্য সুখকর নয়।

তাই তো কোন এক বুয়ুর্গ বলেছিলেনঃ আমি যখন গুনাহ করি তখন এর প্রতিক্রিয়া আমার আরোহণ এমনকি আমার স্ত্রীর মধ্যেও দেখতে পাই।

৫. গুনাহ'র কারণে গুনাহ্‌গারের সকল কাজকর্ম তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক এরই বিপরীতে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে ভয় করলে আল্লাহ তা'আলা তার সকল কাজ সহজ করে দেন।

৬. সত্যিকারার্থেই গুনাহ'র কারণে গুনাহ্‌গারের অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য হচ্ছে এক

ধরনের নূর। আর গুনাহ হচ্ছে এক ধরনের অন্ধকার। উক্ত অন্ধকার যতই বাড়বে তার অস্তিত্ব ততই বাড়বে। তখন সে বিদ্'আত, শিরুক, কুফর সবই করে ফেলবে অথচ সে তা একটুও টের পাবে না। কখনো কখনো উক্ত অন্ধকার তার চোখেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন তা কালো হতে থাকে এবং তার চেহারাও।

এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ কোন নেক কাজ করলে চেহারা উজ্জলতা ফুটে উঠে। অন্তরে আলো জন্ম নেয়। রিযিকে সচ্ছলতা, শরীরে শক্তি ও মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা যায়। আর গুনাহ করলে চেহারা কালো, অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। রিযিকে ঘাটতি আসে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষভাব জন্ম নেয়।

৭. ধীরে ধীরে গুনাহ'র কারণে গুনাহগারের অন্তর ও শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্তরের শীর্ণতা তো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর শরীরের জীর্ণতা তো এভাবেই যে, মু'মিনের সত্যিকার শক্তি তো অন্তরেই। যখনই তার অন্তর শক্তিশালী হবে তখন তার শরীরও শক্তিশালী হবে। আর গুনাহগার ব্যক্তি তাকে দেখতে যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন কাজের সময় ঈমানদারদের সম্মুখে সে অত্যন্তই দুর্বল। তাই ইসলামী ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, পারস্যবাসী ও রোমানরা যতই শক্তিশালী থেকে থাকুক না কেন ঈমানদারদের সম্মুখে তারা এতটুকুও টিকতে পারে নাই।

৮. গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ'র কারণে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য তথা নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। নেক কাজের কোন উৎসাহই তার মধ্যে জন্ম নেয় না। আর জন্ম নিলেও তাতে তার মন বসে না। যেমনঃ কোন রোগী কোন খানা খেয়ে দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকলে অনেক ধরনের ভালো খানা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

৯. গুনাহ বয়স বা উহার বরকত কমিয়ে দেয় যেমনিভাবে নেক কাজ বয়স বা উহার বরকত বাড়িয়ে দেয়।

হযরত সাউবান রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সাঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَزِيدُ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ

(হা'কিম, হাদীস ১৮১৪, ৩০৩৮ আহমাদ, হাদীস ২২৪৪০, ২২৪৩৬, ২২৪৯১ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৮৯, ৪০৯৪)

অর্থাৎ ভাগ্য (যা পরিবর্তন যোগ্য) একমাত্র দো'আই পরিবর্তন করতে পারে এবং বয়স বা উহার বরকত নেক কাজ করলেই বেড়ে যায়।

জীবন বলতে আত্মার জীবনকেই বুঝানো হয়। আর আত্মার জীবন বলতে সে জীবনকেই বুঝানো হয় যা আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যয়িত হয়। নেক কাজ, আল্লাহুভীরুতা ও তাঁরই আনুগত্য এ জীবনকে বাড়িয়ে দেয়।

১০. একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহ'র জন্ম দেয়। পরিশেষে গুনাহ করতে করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, গুনাহ থেকে বের হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি এ ব্যাপারে দয়া করেন। ঠিক এরই বিপরীতে একটি নেক কাজ আরেকটি নেক কাজের উৎসাহ জন্ম দেয়। এভাবেই নেক ও গুনাহ অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন এমন হয় যে, কোন নেককার নেক কাজ করতে না পারলে সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং কোন বদকার নেক কাজ করতে চাইলে তার জন্য তা সহজ হয় না। উহার মধ্যে তার মন বসে না। তাতে সে মনের শান্তি অনুভব করে না যতক্ষণ না সে আবার গুনাহে ফিরে না আসে। এ কারণেই দেখা যায়, অনেকেই গুনাহ করছে ঠিকই। কিন্তু সে আর গুনাহে মজা পাচ্ছে না। তবে সে তা এ কারণেই করে যাচ্ছে যে, সে তা না করলে মনে খুব অস্থিরতা অনুভব করে।

এ কারণেই জনৈক কবি বলেনঃ

فَكَأَنْتَ دَوَائِي ، وَهِيَ دَائِي بَعِينِهِ كَمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ

অর্থাৎ সেটিই আমার চিকিৎসা ; অথচ সেটিই আমার রোগ যেমনিভাবে মদ্যপায়ী মদ দিয়েই তার চিকিৎসাকর্ম চালিয়ে যায়।

বান্দাহ যখন বার বার নেক কাজ করতে থাকে, নেক কাজকেই সে ভালোবাসে এবং নেক কাজকেই সে অন্য কাজের উপর প্রাধান্য দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ফিরিশ্তা দিয়েই সহযোগিতা করে থাকেন। ঠিক এরই বিপরীতে যখন কেউ বার বার গুনাহ করতে থাকে, গুনাহকেই ভালোবাসে এবং গুনাহকেই নেক কাজের উপর প্রাধান্য দেয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর শয়তানকেই ছেড়ে দেন। তখন সে তার পক্ষ থেকে শয়তানিরই সহযোগিতা পেয়ে থাকে। ভালোর নয়।

১১. গুনাহগারের অন্তর বার বার গুনাহ'র ইচ্ছা পোষণ করতে করতে আর ভালোর ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। এমনকি তখন তার মধ্যে গুনাহ থেকে তাওবা করার ইচ্ছাও একেবারেই ক্ষীণ হয়ে যায়। বরং ধীরে ধীরে উক্ত ইচ্ছা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। তখন দেখা যায়, এক জন ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ রোগী অথচ সে এখনো আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করছে না। আর কখনো সে মুখে তাওবা ইস্তিগ্ফার করলেও তা মিথ্যুকের তাওবা বলেই বিবেচিত। কারণ, তার অন্তর তখনো গুনাহুলোভী। সে সুযোগ পেলেই গুনাহ করবে বলে আশা পোষণ করে থাকে।

১২. গুনাহ করতে করতে গুনাহকে গুনাহ মনে করার চেতনাটুকুও গুনাহগারের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তখন গুনাহ করাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। তাকে কেউ গুনাহ করতে দেখলে অথবা কেউ এ ব্যাপারে তার সম্পর্কে কথা বললে সে এতটুকুও লজ্জা পায় না। বরং অন্যকে দেখিয়ে করতে পারলে সে তাতে বেশি মজা পায়। গুনাহ করতে পেরেছে বলে সে অন্যের কাছে গর্ব করে এবং যে তার গুনাহ সম্পর্কে অবগত নয় তাকেও

সে তা জানিয়ে দেয়। সাধারণত এ জাতীয় মানুষের তাওবা নসীব হয় না এবং তাকে ক্ষমাও করা হয় না।

হযরত আবু হুরাইরাহু رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانٌ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

(বুখারী, হাদীস ৬০৬৯ মুসলিম, হাদীস ২৯৯০)

অর্থাৎ প্রকাশ্য গুনাহ্‌গার ছাড়া সকল উম্মতই ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত। আর প্রকাশ্য গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত এটিও যে, জনৈক ব্যক্তি গভীর রাত্রে কোন একটি গুনাহ্‌র কাজ করলো। ভোর হয়েছে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এখনো তার গুনাহ্‌টিকে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সে নিজেই জনসম্মুখে তার গুনাহ্‌টি ফাঁস করে দিয়েছে। সে বলছে, হে অমুক! শুনো, আমি গত রাত্রিতে এমন এমন করেছি। অথচ তার প্রভু তার গুনাহ্‌টিকে রাত্রি বেলায় লুকিয়ে রেখেছেন। আর সে ভোর হতেই আল্লাহ্ তা'আলার গোপন রাখা বিষয়টিকে ফাঁস করে দিলো।

১৩. গুনাহ্‌গার ব্যক্তি গুনাহ্‌র মাধ্যমে পূর্বের কোন এক অভিশপ্ত তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির যোগ্য (?) ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়। যেমনঃ

সমকামী ব্যক্তি লুত্‌ সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

মাপে কম দেয় যে সে শু'আইব সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী ফির'আউন সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

দাস্তিক ও আত্মস্তরি হুদ সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

সুতরাং গুনাহ্‌গার যে গুনাহ্‌ই করুক না কেন তার সাথে পূর্বের কোন এক জাতির সাথে সে বিষয়ে মিল রয়েছে। তবে উক্ত মিল কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কারণ, তারা ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অবাধ্য এবং তাঁর কঠিন শত্রু।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(আহমাদ ২/৫০, ৯২ আবু দাউদ, হাদীস ৪০৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (মুসলমান ছাড়া) অন্য কোন জাতির সঙ্গে কোন বিষয়ে মিল রাখলো সে তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে।

১৪. গুনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে একেবারেই গুরুত্বহীন।

হযরত হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ তারা (গুনাহ্গাররা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুরুত্বহীন বলেই তো তাঁর অবাধ্য হতে পারলো। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে গুরুত্বই দিতেন তাহলে তাদেরকে গুনাহ্ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতেন।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কারোর সম্মান না থাকলে মানুষের নিকটও তার কোন সম্মান থাকে না। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে তাকে কোন প্রয়োজনে বা তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾

(হাঙ্ক : ১৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অসম্মান করেন তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউ নেই।

১৫. গুনাহ্ করতে করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, তার নিকট বড় গুনাহ্ও ছোট মনে হয়। এটিই ধ্বংসের মূল। কারণ, বান্দাহ্ গুনাহ্কে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা ততই বড় হিসেবে পরিগণিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসুউদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই মু'মিন গুনাহকে এমন মনে করে যে, যেন সে পাহাড়ের নিচে। ভয় পাচ্ছে পাহাড়টি কখন যে তার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। আর ফাসিক (আল্লাহ্'র অবাধ্য) গুনাহকে এমন মনে করে যে, যেমন কোন একটি মাছি তার নাকে বসলো আর সে হাত দিয়ে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলে তা উড়ে গেলো।

১৬. গুনাহ্'র কারণে শুধু গুনাহ্গারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং তাতে অন্য পশু এবং অন্য মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই পাখি তার বাসায় মরে যায় শুধুমাত্র যালিমের যুলুমের কারণেই।

হযরত মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যখন এলাকায় দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন পশুরা গুনাহ্গারদের প্রতি লা'নত করে এবং বলেঃ এটি আদম সন্তানের গুনাহ্'রই অপকার।

১৭. গুনাহ্ গুনাহ্গার ব্যক্তির অসম্মান ও লাঞ্ছনার কারণ হয়। সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾

(ফাতির : ১০)

অর্থাৎ কেউ সম্মান চাইলে তার জানা উচিত যে, সকল সম্মান আল্লাহ্'র জন্যই তথা তাঁরই আনুগত্যে নিহিত।

হযরত 'হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ গুনাহ্গাররা যদিও উন্নত মানের ঘোড়া ও খচ্ছরে সাওয়ার হয় তবুও গুনাহ্'র লাঞ্ছনা তাদের অন্তর থেকে কখনো পৃথক হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যে কোনভাবে গুনাহ্গারকে লাঞ্চিত করবেনই।

১৮. গুনাহ গুনাহগারের মেধা নষ্ট করে দেয়। কারণ, মেধার এক ধরনের আলো রয়েছে। আর গুনাহ উক্ত আলোকে একেবারেই নষ্ট করে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ মানুষের মেধা নষ্ট হলেই তো সে গুনাহ করতে পারে। কারণ, তার মেধা সচল থাকলে সে কিভাবে এমন সত্তার অব্যাহত হতে পারে যার হাতে তার জীবন ও মরণ এবং যিনি তাকে সর্বদা দেখছেন। ফিরিশ্‌তারাত তাকে দেখছেন। কোর'আন, ঈমান, মৃত্যু ও জাহান্নাম তাকে গুনাহ করা থেকে নিষেধ করেছে। গুনাহ'র কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সবার পরও গুনাহ করা কি একজন সচল মেধাবী লোকের কাজ হতে পারে?!

১৯. গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তরের উপর শ্রষ্টাচারের সিল-মোহর পড়ে যায়। তখন সে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে গাফিল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

(মুত়াফ্‌ফীন : ১৪)

অর্থাৎ না, তাদের কথা সত্য নয়। বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেনঃ উক্ত মরিচা গুনাহ'র মরিচা। কারণ, গুনাহ করলে অন্তরে এক ধরনের মরিচা ধরে। আর উক্ত মরিচা বাড়লেই উহাকে "রান" বলা হয়। আরো বাড়লে উহাকে "ত্বাব্ব" বা "খাত্ম" তথা সীল-মোহর বলা হয়। তখন অন্তর এমন হয়ে যায় যেন তা পর্দা দিয়ে বেষ্টিত।

২০. কিছু কিছু গুনাহ'র উপর আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এবং ফিরিশ্‌তাদের লা'নত রয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় গুনাহগারের উপর উক্ত

www.QuranerAlo.com

হাদীস ৫০২৫ আহমাদ, হাদীস ৬৩৫, ৬৬০, ৮৪৪, ১১২০, ১২৮৮, ১৩৬৪, ৩৭২৫, ৩৭৩৭, ৩৮০৯, ৪৩২৭, ১৪৩০২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লা'নত তথা অভিসম্পাত করেছেন সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তিকে। তারা হচ্ছেঃ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়। রাসূল ﷺ আরো বলেছেনঃ তারা সবাই সমপর্যায়েরই দোষী।

হযরত 'আলী ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحْلَلَّ لَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৭৬)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে।

হযরত জাবির, 'আলী ও 'আব্দুল্লাহু বিনু মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحْلَلَّ لَهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৯৬১, ১৯৬২ তিরমিযী, হাদীস ১১১৯, ১১২০)

অর্থাৎ আল্লাহু'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে।

হযরত 'উক্বাহু বিনু 'আমির ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هُوَ الْمُحْلِلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحْلَلَّ لَهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৯৬৩)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে ধার করা পাঠার সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেনঃ হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন তিনি বললেনঃ সে হচ্ছে হালালকারি। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারিকে এবং যার জন্য তা হালাল করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন এমন চোরকে যার হাত খানা কাটা গেলো একটি লোহার টুপি অথবা এক খানা রশি চুরির জন্য।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর রাঃ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا ، وَ مُعْتَصِرَهَا ، وَ شَارِبَهَا ، وَ حَامِلَهَا ، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَ سَاقِيَهَا ، وَ بَائِعَهَا ، وَ آكَلَ ثَمَنِهَا ، وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا ، وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ ، وَ فِي رِوَايَةٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بَعَيْنِهَا

(তিরমিযী, হাদীস ১২৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৩, ৩৪৪৪)

অর্থাৎ রাসূল সঃ মদের ব্যাপারে দশ জন ব্যক্তিকে লা'নত তথা অভিসম্পাত করেনঃ যে মদ বানায়, প্রস্তুত কারক, যে পান করে, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি মদকেই অভিসম্পাত করা হয়।

হযরত 'আলী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ
 لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى
 مُحَدَّثًا ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে যে নিজ পিতাকে
 লা'নত করে, যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন পশু যবেহ
 করে, যে কোন বিদু'আতীকে আশ্রয় দেয় এবং যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন
 করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ সা مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

(মুসলিম, হাদীস ১৯৫৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রাসূল সা লা'নত করেন এমন ব্যক্তিকে যে কোন জীবন্ত
 প্রাণীকে (তীরের) লক্ষ্যবস্তু বানায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ সা الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
 بِالرِّجَالِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৫৮৮৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রাসূল সা লা'নত করেন এমন পুরুষকে যারা মহিলাদের
 সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে
 উৎসাহী এবং সে মহিলাদেরকে যারা পুরুষদের সাথে যে কোন ভাবে
 (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী।

হযরত আবু হুরাইরাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ সা الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৮ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৫৭৫১, ৫৭৫২ হা'কিম ৪/১৯৪ আহমাদ ২/৩২৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এমন পুরুষকে লা'নত করেন যে পুরুষ মহিলার ঢংয়ে পোশাক পরে এবং এমন মহিলাকে লা'নত করেন যে মহিলা পুরুষের ঢংয়ে পোশাক পরে।

হযরত আবু জু'হাইফাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَوِّرَ

(বুখারী, হাদীস ২০৮৬, ২২৩৮, ৫৩৪৭)

অর্থাৎ নবী ﷺ লা'নত করেন (যে কোনভাবে কোন প্রণীর) ছবি ধারণকারীকে।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ

(আহমাদ, হাদীস ২৯১৫ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ বায়হাকী, হাদীস ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫৩৯ 'আব্দুবু 'হমাইদ, হাদীস ৫৮৯ হা'কিম ৪/৩৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ

(ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ বায়হাকী, হাদীস ১৬৭৯৪ আহমাদ, হাদীস ১৮৭৫, ২৯১৫ ইবনু 'হমাইদ, হাদীস ৫৮৯ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ আবু ইয়া'লা', হাদীস ২৫৩৯ হা'কিম ৮/২৩১)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা লা'নত করেন এমন ব্যক্তিকে যে কোন অন্ধকে পথপ্রদষ্ট করে এবং সে ব্যক্তিকেও যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

হযরত জাবির রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১১৭)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার চেহায়ায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া হয়েছিলো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহু তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে গাধাটির চেহায়ায় পুড়িয়ে দাগ দিলো।

হযরত 'হাস্‌সান বিন্ সাবিত, আবু হুরাইরাহু ও হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'আব্বাস রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৫৯৬, ১৫৯৭)

অর্থাৎ আল্লাহু'র রাসূল ﷺ বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিগীদেরকে লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي ذُبْرِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৬২ আহমাদ ২/৪৪৪, ৪৭৯)

অর্থাৎ অভিশপ্ত সে ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّاءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

(বুখারী, হাদীস ৩২৩৭ , ৫১৯৩ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৬)

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে (সহবাসের জন্য) নিজ বিছানায় ডাকে

অথচ সে সেখানে আসতে অস্বীকার করে তখন ফিরিশ্তারা তাকে সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে।

হযরত 'আলী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ জন্মদাতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করলো অথবা নিজ মনিব ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বলে পরিচয় দিলো তার উপর আল্লাহু তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলা তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করবেন না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করলো তার উপরও আল্লাহু তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত এবং কিয়ামতের দিন তার পক্ষ থেকেও কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করা হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬১৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রতি ধারালো কোন লোহা (ছুরি, চাকু, দা তথা যে কোন অস্ত্র) দ্বারা ইশারা করলো ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত

করতে থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে যদিও সে তার সহোদর ভাই হোক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَقَلْبُهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

(তাবারানী/কবীর ১২৭০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদেরকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾

(রা'দ : ২৫)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন (আত্মীয়তার বন্ধন) তা ছিন্ন করে। পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের জন্যই রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ، وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾

(আহযাব : ৫৭)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে লা'নত করেন এবং (আখিরাতে) তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ، أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৫৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ নির্দেশ কিতাবের মাধ্যমে মানুষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার পরও তা লুকিয়ে রেখেছে। আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং সকল অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

(নূর : ২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা সতী-সাক্ষী, সরলমনা মু'মিন মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যই রয়েছে মহা শাস্তি।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَ مَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾

(নিসা' : ৫১-৫২)

অর্থাৎ তুমি কি ওদের প্রতি লক্ষ্য করেছো যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। তারা (আল্লাহু তা'আলাকে ছেড়ে) যাদুকর, গণক, প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে, তারাই

মু'মিনদের চাইতে অধিক সুপথগামী। এদেরই প্রতি আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে অভিসম্পাত করেন তার জন্য তুমি কোন সাহায্যকারীই পাবে না।

হযরত সাউবান, আবু হুরাইরাহু ও আব্দুল্লাহ বিনু আমর রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৬, ১৩৩৭ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৫০৭৬, ৫০৭৭ হাকিম ৪/১০৩)

অর্থাৎ আল্লাহ'র রাসূল সা লা'নত করেন ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন ঘুষখোর, ঘুষদাতা এবং তাদের মাধ্যমকেও।

এ ছাড়াও আরো অনেক গুনাহ রয়েছে যে গুনাহগারের উপর আল্লাহ তা'আলা, তদীয় রাসূল সা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত রয়েছে। এ জাতীয় গুনাহগাররা যদি গুনাহ করার সময় এতটুকুই ভাবে যে তাদের উপর অনেকেরই লা'নত পড়ছে তা হলে তাদের জন্য উক্ত গুনাহ ছাড়া একেবারেই সহজ হয়ে যাবে।

২১. গুনাহগার ব্যক্তি রাসূল সা ও ফিরিশ্তাদের দো'আ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, তাদের দো'আ তো ওদেরই জন্যই যারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এবং গুনাহ করলেও তাওবা করে নেয়।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সা কে আদেশ করে বলেনঃ

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

(মুহাস্সাদ : ১৯)

অর্থাৎ অতএব তুমি জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ

নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মু'মিন নর-নারীদের গুনাহ'র জন্য।

আল্লাহু তা'আলা আরশ বহনকারী ফিরিশ্বাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

(গাফির/মু'মিন ৭-৯)

অর্থাৎ যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা মু'মিনদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে এ বলে যে, হে আমাদের প্রভু! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সংকর্মশীল রয়েছে তাদেরকেও। আপনি তো নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আপনি তাদেরকে গুনাহ'র পরিণাম (শাস্তি) থেকেও রক্ষা করুন। আপনি যাকে সে দিন গুনাহ'র পরিণাম থেকে রক্ষা করবেন তাকেই তো অনুগ্রহ করবেন। আর এটাই তো (তাদের জন্য) মহা সাফল্য।

২২. এ ছাড়াও কিছু গুনাহ'র নির্ধারিত কিছু শাস্তি রয়েছে যা পরকালে গুনাহ্গারকে অবশ্যই ভুগতে হবে। তা নিম্নরূপঃ

হযরত সামুরাহু বিন্ জুন্দুব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ বেশির

ভাগ সময় ভোর বেলায় সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা কি কেউ গত রাত কোন স্বপ্ন দেখেছে? তখন সাহাবাদের যে যাই দেখেছেন তাঁর নিকট তা বলতেন। এক সকালে তিনিই ভোর বেলায় সাহাবাদেরকে বললেনঃ গত রাত আমার নিকট দু' জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললোঃ চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছুলাম যে এক পেশে অথবা চিং হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর হাতে। লোকটি পাথর মেরে শায়িত ব্যক্তির মাথা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে এবং পাথরটি মাথায় লেগে দূরে ছিটকিয়ে পড়ছে। লোকটি ছিটকে পড়া পাথর খণ্ড নিয়ে ফিরে আসতে আসতেই শায়িত ব্যক্তির মাথা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। অতঃপর দাঁড়ানো ব্যক্তি আবাবো শায়িত ব্যক্তির মাথায় পূর্বের ন্যায় আঘাত হানছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললোঃ সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা আবাবো এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছুলাম যে বসা অথবা চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে চিরে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব চিরতে না চিরতেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি বসা অথবা শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললোঃ সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা চুলার ন্যায় একটি বড় গর্তের মুখে পৌঁছুলাম। গর্ত থেকে খুব

চিৎকার শুনা যাচ্ছে। তখন আমরা গর্তের ভেতরে তাকালে দেখলাম, সেখানে অনেকগুলো উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা। নিচ থেকে কঠিন লেলিহান আগুন তাদেরকে ধাওয়া করছে এবং তা তাদের নিকট পৌঁছুতেই তারা খুব চিৎকারে ফেটে পড়ছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললোঃ সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা একটি রক্তিম নদীর পার্শ্বে পৌঁছুলাম। নদীতে জনৈক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। নদীর পার্শ্বে অন্য আরেক জন অনেকগুলো পাথর খণ্ড সামনে নিয়ে বসে আছে। লোকটি সাঁতার কাটতে কাটতে পাথর ওয়ালার নিকট এসে হা করতেই সে তার মুখে একটি পাথর গুঁজে দেয়। অতঃপর সে আবারো সাঁতার কাটতে যায় এবং সাঁতার কাটতে কাটতে আবারো পাথর ওয়ালার নিকট আসলে সে পূর্বের ন্যায় আরেকটি পাথর তার মুখে গুঁজে দেয়। ...

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আজ রাত তো আমি অনেকগুলো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই দেখলাম তা তোমরা আমাকে খুলে বলবে কি? তখন তারা আমাকে বললোঃ অবশ্যই আমরা আপনাকে ব্যাপারগুলো এখনই খুলে বলছি। তাই শুনুন। প্রথম ব্যক্তির দোষ এই যে, সে কোর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করে সে মতে আমল করে না এবং ফরয নামায না পড়ে সে ঘুমিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। আর উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলাদের দোষ এই যে, তারা ছিলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। আর চতুর্থ ব্যক্তিটি হচ্ছে সুদখোর।

(বুখারী, হাদীস ১৩৮৬, ৭০৪৭)

২৩. গুনাহ'র কারণে পৃথিবীর পানি, বাতাস, ফলমূল, শস্য, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

(রুম : ৪১)

অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের কারণেই জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আর তা এ কারণেই যে, আল্লাহু তা'আলা এরই মাধ্যমে বান্দাহকে তার কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করান যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে।

২৪. গুনাহ'র কারণেই পৃথিবীতে ভূমিধস ও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এমনকি ভূমি থেকে বরকত একেবারেই উঠে যায়।

এ কথা কারোর অজানা নয় যে, ইতিপূর্বে এখনকার চাইতেও ফলমূল আরো বড় ও আরো সুস্বাদু হতো। এমনকি হাজারে আস্‌ওয়াদ একদা সূর্যের ন্যায় জ্বলজ্বলে এবং সাদা ছিলো। অথচ মানুষের গুনাহ'র কারণেই তা আজ আস্‌ওয়াদ বা কালো। সুতরাং বুঝা গেলো, গুনাহ'র প্রভাব সকল বস্তুর উপরই পড়ে। এ কারণেই রাসূল ﷺ যখন সামুদ্র সম্প্রদায়ের এলাকায় পৌঁছুলেন তখন তিনি সাহাবাদেরকে তাদের কুয়া থেকে পানি পান ও তা সংগ্রহ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি গুনাহ'র প্রভাব মানুষের উপরও পড়ে। যার দরুন কোন কোন আলিমের ধারণা মতে মানুষ দিন দিন খাটো হতে চলছে।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ طَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ... فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ

(বুখারী, হাদীস ৩৩২৬ মুসলিম, হাদীস ২৮৪১)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা হযরত আদম ﷺ কে সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি ছিলেন ষাট হাত লম্বা। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ খাটো হতেই চলছে।

তবে কিয়ামতের পূর্বে আবাবো যখন হযরত ঈসা ﷺ দুনিয়াতে অবতরণ করে বিশ্বের বুক পুরো শরীয়ত বাস্তবায়ন করবেন তখন আবাবো আকাশ থেকে বরকত নেমে আসবে। তখন এক আনারের খোসার ছায়া দশ থেকে চল্লিশ জন মানুষ গ্রহণ করতে পারবে এবং তা সকলের খাদ্যের জন্যও যথেষ্ট হবে। আঙ্গুরের একটি ছড়া একটি উটের বোঝাই হবে।

২৫. গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তর থেকে ইসলামী চেতনায় লালিত মানব আত্মসম্মানবোধ একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, যার ঈমান যতই দৃঢ় তার এই আত্মমর্যাদাবোধ ততই মজবুত। ঠিক এরই বিপরীতে যার ঈমান যতই দুর্বল তার এই আত্মমর্যাদাবোধও ততই দুর্বল। এ কারণেই তা পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায় রাসূলদের মধ্যে। এরপর ঈমানের তারতম্য অনুযায়ী অন্যদের মধ্যেও।

হযরত সা'দ বিন্ 'উবাদা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَيْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مُصْنَعٍ

অর্থাৎ আমি কাউকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখলে তৎক্ষণাত্ই তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।

উল্লিখিত উক্তিটি রাসূল সঃ এর কানে পৌঁছতেই তিনি বললেনঃ

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لَأَنَا أَعْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৪৯৯)

অর্থাৎ তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছে সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে? আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছিঃ আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়েও বেশি এবং আল্লাহ তা'আলার আরো বেশি। যার দরুন তিনি হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَّتُهُ

(বুখারী, হাদীস ১০৪৪ মুসলিম, হাদীস ৯০১)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মতরা! আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছিঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার চাইতে আর কারোর আত্মসম্মানবোধ বেশি হতে পারেনা। যার দরুন তিনি চান না যে, তাঁর কোন বান্দাহ বা বান্দি ব্যভিচার করুক।

তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত কোন 'উযর বা কৈফিয়ত গ্রহণ করা উক্ত আত্মসম্মানবোধ বিরোধী নয়। বরং তা প্রশংসনীয়ও বটে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাস্‌উদ্ব্‌ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِلَّذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ

(বুখারী, হাদীস ৪৬৩৪, ৪৬৩৭, ৫২২০, ৭৪০৩ মুসলিম, হাদীস ২৭৬০)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার চাইতেও অধিক আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার চাইতেও কারোর যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত গ্রহণ করা বেশি পছন্দ করেন এমন আর কেউ নেই। এ জন্যই তিনি কিতাব নাযিল করেন এবং রাসূল প্রেরণ করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার চাইতেও অন্যের প্রশংসা বেশি পছন্দ করেন এমন আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেন।

হযরত জাবির বিন্‌ 'আতীক্ব্‌ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ ، وَ مِنْهَا مَا يُغْضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيَّةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُغْضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيَّةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৬৫৯ ইবনু হিব্বান, হাদীস ২৯৫ দা'রাযী, হাদীস ২২২৬ নাসায়ী, হাদীস ২৫৫৮ আহমাদ ৫/৪৪৫, ৪৪৬)

অর্থাৎ কিছু আত্মসম্মানবোধ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন আর কিছু অপছন্দ। পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ এই যে, যা হবে যুক্তিসঙ্গত তথা ব্যভিচার সম্বন্ধে সংশয়াকুল। আর অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ এই যে, যা হবে অযৌক্তিক তথা সংশয়হীন।

কারোর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ দুর্বল হয়ে গেলে সে আর গুনাহকে গুনাহ বলে মনে করে না। না নিজের ব্যাপারে না অন্যের ব্যাপারে। কেউ কেউ তো গুনাহ করতে করতে ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে গুনাহকে সুন্দর রূপে অন্যের নিকটও উপস্থাপন করে। তাকে সে গুনাহ করতে বলে এবং করার জন্য উৎসাহ জোগায়। বরং তা সংঘটনের জন্য তাকে সহযোগিতাও করে থাকে। এ কারণেই “দাইয়ুস” তথা যে নিজ পরিবারের ইয়তহানী হলেও তা সহজেই সহ্য করে যায় তার উপর জান্নাত হারাম।

২৬. গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তর থেকে লজ্জাবোধ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আর লজ্জাশীলতা তো কল্যাণই কল্যাণ।

হযরত 'ইম্রান বিন্ 'হুস্বাইন عليه السلام থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ

(মুসলিম, হাদীস ৩৭)

অর্থাৎ লজ্জা বলতে সবটাই ভালো।

লজ্জাবোধ চলে গেলে মানুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

হযরত আবু মাস্'উদ্ বাদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ : إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৮৩, ৩৪৮৪)

অর্থাৎ নবীদের যে কথাটি মানুষ আজো স্মরণ রেখেছে তা হচ্ছে, যখন তুমি লজ্জাই পাচ্ছে না তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।

লজ্জা হারিয়ে কখনো মানুষ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে একাকী কোন খারাপ কাজ করার পরও জনসম্মুখে তা জানিয়ে দেয় এবং তা করতে পেরেছে বলে সে নিজ মনে খুব আনন্দ বোধ করে। এমন পর্যায়ে কোন ব্যক্তি উপনীত হলে তখন সে ব্যক্তির সঠিক পথে ফিরে আসার আর তেমন কোন সম্ভাবনা থাকে না।

২৭. গুনাহ করতে করতে অন্তর থেকে আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মাহাত্ম্য একেবারেই উঠে যায়। কারণ, গুনাহগারের অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মহিমা অটুট থাকতো তা হলে সে উক্ত গুনাহ সম্পাদন করতেই পারতো না এবং এরই পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকেও তার সম্মান উঠিয়ে নেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে অসম্মান করবেন তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউই নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ

(হাঙ্ক : ১৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা আর কেউই নেই।

২৮. গুনাহ'র কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকে পরিত্যাগ করেন। তাকে আর কোন ব্যাপারে সহযোগিতা করেন না। বরং তাকে প্রবৃত্তি ও শয়তানের হাতে ছেড়ে দেন। তখন তার ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا لَعْدَهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(হাশ্ব : ১৮-১৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহু তা'আলাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেরই এ কথা ভেবে দেখা দরকার যে, সে কিয়ামত দিবসের জন্য কি পুঁজি তৈরি করেছে। অতএব তোমরা আল্লাহু তা'আলাকেই ভয় করো। তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহু তা'আলা নিশ্চয়ই অবগত এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহু তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। যার ফলে আল্লাহু তা'আলা (শুধু তাদেরকেই ভুলে যান নি) বরং তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই তো সত্যিকার পাপাচারী।

এর চাইতেও বেশি ক্ষতি কারোর জন্য আর কি হতে পারে যে, সে নিজের পরিণতির কথা ভাবে না। নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে না। নিজের পূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা তথা তা অর্জনের কোন প্রচেষ্টাই তার নেই।

২৯. গুনাহ গুনাহ্গারকে ইহুসানের পর্যায় থেকে বঞ্চিত করে। ইহুসানের পর্যায় হলো সর্বোচ্চ পর্যায়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহু তা'আলার ইবাদাত এমনভাবে করা যে, যেন আপনি আল্লাহু তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছেন। আর তা না হলে এমন যেন হয় যে, আল্লাহু তা'আলা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন। ফলে সে মুহসিনীদের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। কখনো কখনো এমনো হয় যে, সে ঈমানের পর্যায় থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে ঈমানের সকল কল্যাণও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। ঈমানের প্রায় একশতটি কল্যাণ রয়েছে। তন্মধ্যে মু'মিনদের জন্য মহা পুণ্য, দুনিয়া ও

আখিরাতের সকল বাল্য-মুসীবত থেকে উদ্ধার, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আরশবাহী ফিরিশ্তাদের মাগফিরাত কামনা, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বন্ধুত্ব, তাদেরকে ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে শরীয়তের উপর দৃঢ়পদ করণ, তাদের জন্য স্পেশাল সম্মান, তাদের জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতা, দুনিয়া ও আখিরাতের সুউচ্চ সম্মান, গুনাহ মাফ ও সম্মান জনক উপজীবিকা, পরকালে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত ও দীর্ঘ অন্ধকার পথ পাড়ি দেয়ার জন্য নূরের সুব্যবস্থা, ফিরিশ্তা, নবী ও নেক্কারদের ভালোবাসা, আখিরাতের নিরাপত্তা এবং তারাই পরকালে আল্লাহ তা'আলার একমাত্র নি'য়ামতপ্রাপ্ত ও তাদের জন্যই কুর'আনের হিদায়াত ও সুচিকিৎসা ইত্যাদি অন্যতম। কখনো কখনো এমন হয় যে, বার বার গুনাহ'র কারণে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর কুফরির মোহর মেলে দেন এবং সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকেই সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। তারপরও আল্লাহ চায় তো তাওবা'র দরোজা সর্বদা তার জন্য খোলা রয়েছে।

৩০. গুনাহ বান্দাহ'র আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতমুখী পুণ্যময় পদযাত্রাকে শ্লথ করে দেয় এবং সে পথে বাধা তথা অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, এ পদযাত্রা একান্ত আন্তরিক শক্তির উপরই নির্ভরশীল। আর একমাত্র গুনাহ'র কারণেই উক্ত আন্তরিক শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পায়। এমনকি তা কখনো কখনো সমূলেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, গুনাহ'র একান্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অন্তরকে নির্জীব, রোগাক্রান্ত অথবা দুর্বল করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি আটটি সমস্যার সম্মুখীন হয় যেগুলো থেকে রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট একান্তভাবে আশ্রয় কামনা করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে চিন্তা, আশঙ্কা, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের চাপ ও মানুষের অপমান।

৩১. গুনাহ'র কারণে আল্লাহ তা'আলার নি'য়ামতের পরিবর্তে আযাব নেমে আসে। কারণ, একমাত্র গুনাহ'র কারণেই দুনিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার

নি'য়ামত উঠে যায় এবং সমূহ বিপদ নেমে আসে।

হযরত 'আলী রা ইরশাদ করেনঃ

مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ

অর্থাৎ গুনাহ'র কারণেই সমূহ বিপদ নেমে আসে এবং তাওবা'র কারণেই তা উঠিয়ে নেয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾

(শূরা' : ৩০)

অর্থাৎ তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।

৩২. গুনাহ'র কারণে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ্গারের অন্তরে ভীষণ ভয়-ভীতি ঢেলে দেন। সুতরাং গুনাহ্গার সর্বদা ভয়ানক থাকে। সামান্য বাতাস তার ঘরের দরোজা একটু করে নাড়া দিলেই অথবা সে কারোর পদধ্বনি শুনতে পেলেই বিপদের আশঙ্কা করে।

৩৩. গুনাহ গুনাহ্গারের অন্তরে এক ধরনের একাকীত্ব, ভয় ও ভয়ঙ্কর বিক্ষিপ্তভাব সৃষ্টি করে। তখন তার মাঝে ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে এবং তার মাঝে ও অন্য মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে এক ধরনের দূরত্ব জন্ম নেয়। তখন সে কারোর সান্নিধ্যে আগ্রহী হয় না। বরং তাদের সান্নিধ্যে সে সমূহ অকল্যাণের আশঙ্কা করে। গুনাহ যতই বাড়বে এ দূরত্বও ততই বৃদ্ধি পাবে।

৩৪. গুনাহ গুনাহ্গারের অন্তরের সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতা এবং স্থিরতার পরিবর্তে স্থলন বাড়িয়ে দেয়। বাহ্যিক রোগ যেমন শরীরকে অসুস্থ করে তেমনিভাবে গুনাহও অন্তরকে অসুস্থ করে। আর এ রোগের চিকিৎসা একমাত্র গুনাহ পরিত্যাগ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠিক এরই বিপরীতে যে

নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পেরেছে সে যেমন পরকালে আল্লাহ্ চায় তো জান্নাতে থাকবে তেমনিভাবে এ দুনিয়াতেও সে জান্নাতে। কবরের জীবনেও সে জান্নাতে। কোন শক্তিকেই এ শক্তির সাথে তুলনা করা যায় না। বরং অন্য শক্তির তুলনা এ শক্তির সাথে এমন যেমন দুনিয়ার শক্তির সাথে আখিরাতের শক্তির তুলনা। আর সবারই এ কথা জানা যে, এতদুভয়ের মাঝে কোন তুলনাই হয় না। এ ব্যাপার শুধু ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই অনুভব করতে পারবে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে সে এ দুনিয়াতে তিন প্রকারের শক্তি ভোগ করে। সে জিনিস পাওয়ার আগে তা পাচ্ছে না বলে মানসিক শক্তি, তা পাওয়ার পর হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাগত শক্তি এবং তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিরহের শক্তি। কবরের জীবনেও তার জন্য অনেকগুলো শক্তি রয়েছে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার শক্তি, তা আর কখনো ফিরে আসবে না বলে আপসোসের শক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহুমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার শক্তি। সুতরাং চিন্তা, আশঙ্কা ও আফসোস তার অন্তরকে সেখানে এমনভাবে ক্লান্ত করে তুলবে যেমনিভাবে কিড়া-মাকড় তার শরীরকে খেয়ে নষ্ট করে ফেলবে। আর জাহান্নামে তো তার জন্য হরেক রকমের শক্তি রয়েছেই। যার কোন ইয়ত্তা নেই।

৩৫. গুনাহ্'র কারণে অন্তর্দৃষ্টি ও উহার বিশেষ আলোকরশ্মি নষ্ট হয়ে যায়। তখন জ্ঞানের পথগুলো তার জন্য একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, গুনাহ্'র অন্ধকার সে আলোকে ঢেকে ফেলে। কখনো এ অন্ধকার গুনাহ্‌গারের চেহারাও ফুটে উঠে। এমনকি পরিশেষে এ অন্ধকার তার কবরে গিয়েও প্রতিভাত হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহু رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ৯৫৬)

অর্থাৎ এ কবরগুলো অধিবাসীদেরকে নিশ্চয় অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আর আল্লাহ তা'আলা আমার দো'আয় তাদের জন্য তা আলোকিত করে দেন।

কিয়ামতের দিন এ অন্ধকার গুনাহগারের চেহারা আরো সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে। যা তখন সবাই দেখতে পাবে। দেখতে কয়লার মতো দেখাবে।

৩৬. গুনাহ গুনাহগারের অন্তরকে হীন, লাঞ্ছিত ও কলুষিত করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

(শামস : ৯-১০)

অর্থাৎ সে ব্যক্তিই একমাত্র সফলকাম যে নিজ অন্তরাত্মাকে (আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে) পবিত্র করেছে এবং একমাত্র সে ব্যক্তিই ব্যর্থ যে নিজ অন্তরাত্মাকে (আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার মাধ্যমে) কলুষিত করেছে।

৩৭. গুনাহগার সর্বদা শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বেড়া জালে আবদ্ধ থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত অভিমুখী পদযাত্রা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর আল্লাহভীরুতাই উক্ত কয়েদখানা থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ। মূল কথা হচ্ছে, বান্দাহ'র অন্তর আল্লাহ তা'আলা থেকে যতই দূরে সরবে ততই নানা বিপদাপদ তার দিকে ঘনিষ্ঠে আসবে। আর যতই নিকটবর্তী হবে ততই বিপদাপদ দূরে সরে যাবে। আল্লাহ তা'আলা থেকে অন্তরের দূরত্ব চার ধরনের। গাফিলতির দূরত্ব, সাধারণ গুনাহ'র দূরত্ব, বিদ্'আতের দূরত্ব এবং মুনাফিকি, শির্ক ও কুফরির দূরত্ব।

৩৮. গুনাহ্‌গার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সকল বান্দাহ্‌র নিকট লাক্ষিত। তাকে কেউই সম্মান দিতে চায় না। এমনকি তার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্মরণও করে না। ঠিক এরই বিপরীতে নবী ও নবীদের সত্যিকার অনুসারীদের সম্মান ও পরিচিতি অনস্বীকার্য।

৩৯. গুনাহ্‌র কারণে গুনাহ্‌গার ব্যক্তি ভালো বিশেষণের পরিবর্তে অনেকগুলো খারাপ বিশেষণে বিশেষিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকারীদের বিশেষণ সমূহঃ

ঈমানদার, নেককার, নির্ঠাবান, আল্লাহ্‌ভীরু, আনুগত্যশীল, আল্লাহ্‌ অভিমুখী, বুযুর্গ, পরহেযগার, সৎকর্মশীল, 'ইবাদাতগুয়ার, রোনায়ার, মুত্তাক্বী, খাঁটি ও সর্বগ্রাহ্য ব্যক্তি ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যদের বিশেষণ সমূহঃ

কাফির, মুশ্রিক, মুনাফিক, বদকার, গুনাহ্‌গার, অবাধ্য, খারাপ, ফাসাদী, খবীস, আল্লাহ্‌র রোযানলে পতিত, হঠকারী, ব্যভিচারী, চোর, চোড়া, চোগলখোর, পরদোষ চর্চাকারী, হত্যাকারী, লোভী, ইতর, মিথ্যুক, খিয়ানতকারী, সমকামী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, গাদ্দার ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَسْأَلُ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾

(হজুরাত : ১১)

অর্থাৎ ঈমানের পর ফাসিকি তথা অবাধ্যতা খুবই নিকৃষ্ট নাম।

৪০. গুনাহ্‌ গুনাহ্‌গারের বুদ্ধিমত্তায় একান্ত প্রভাব ফেলে। আপনি স্বচক্ষেই দু' জন বুদ্ধিমানের মধ্যে বুদ্ধির তফাৎ দেখবেন। যাদের এক জন আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল আর আরেক জন অবাধ্য। দেখবেন, আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারীর বুদ্ধি অপর জনের চাইতেও বেশি। তার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত একান্তই সঠিক।

এমন ব্যক্তিকে কিভাবে বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে যে অনন্তকালের সুখ শান্তি কে কুরবানি দিয়ে দুনিয়ার সামান্য সুখকে গ্রহণ করলো। মু'মিন তো এমনই হওয়া উচিত যে, সে দুনিয়ার সামান্য সুখভোগকে কুরবানি দিয়ে আখিরাতের চিরসুখের আশা করবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾

(নিসা' : ১০৪)

অর্থাৎ তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো তা হলে তারাও তো তোমাদের ন্যায় কষ্ট পেয়েছে। তবে আল্লাহু তা'আলার নিকট তোমাদের যে (পরকালের) আশা ও ভরসা রয়েছে তা তাদের নেই।

৪১. গুনাহ'র কারণে আল্লাহু তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ'র মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্ক একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যখন কারোর সম্পর্ক আল্লাহু তা'আলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সকল অকল্যাণ ও অনিষ্ট তাকে ঘিরে ফেলে এবং সকল কল্যাণ ও লাভ তার থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।

জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ বান্দাহ'র অবস্থান আল্লাহু তা'আলা ও শয়তানের মাঝে। অতএব যখন বান্দাহু আল্লাহু তা'আলা থেকে বিমুখ হয় তখন শয়তান তার বন্ধু রূপে তার কাছে ধরা দেয়। আর যে সর্বদা আল্লাহুমুখী থাকে শয়তান তাকে কখনো কাবু করতে পারে না।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ، كَانَ مِنَ الْجِنِّ ، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ، وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ، يَنْسُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾

(কাহফ : ৫০)

অর্থাৎ স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফিরিশ্বাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সিজ্জাহু করো। তখন সবাই সিজ্জাহু করলো শুধু ইবলীস ছাড়া। সে জিনদের অন্যতম। সে তার প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। তবুও কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালিমদের জন্য এ হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট বিকল্প।

৪২. গুনাহ বয়স, রিযিক, জ্ঞান, আমল ও আনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেয়। তথা দীন-দুনিয়ার সকল বরকতে ঘাটতি আসে। কারণ, সকল বরকত তো আল্লাহু তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ﴾
(আ'রাফ : ৯৬)

অর্থাৎ জনপদবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তা হলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও জমিনের বরকতের দ্বার খুলে দিতাম।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ أَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴾
(জিন : ১৬)

অর্থাৎ তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ ও আবু উমা'মাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ ، وَ إِنَّ اللَّهَ

جَعَلَ الرُّوحَ وَ الْفَرَحَ فِي الرُّضَى وَ الْيَقِينَ ، وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ فِي الشُّكِّ
وَالسُّخْطِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২১৪৪ বায়হাকী ৫/২৬৫ আবু
নু'আঈম/হিল্‌ইয়াহ ১০/২৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই জিব্রীল عليه السلام আমার অন্তরে এ মর্মে ভাবোদয় করলেন যে, কোন প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে না যতক্ষণ না সে নিজ রিযিক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহু তা'আলাকে ভয় করো এবং শরীয়ত সম্মত উপায়ে ভালোভাবে উপার্জন করো। কারণ, এ কথা সবারই জানতে হবে যে, আল্লাহু তা'আলার নিকট থেকে কিছু পেতে হলে তাঁর আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে। আর আল্লাহু তা'আলা একমাত্র তাঁর উপর সম্ভ্রুতি ও দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেই মানুষের জন্য রেখেছেন সুখ ও শান্তি এবং তাঁর উপর অসম্ভ্রুতি ও সন্দেহের মধ্যেই রেখেছেন ভয় ও আশঙ্কা।

৪৩. গুনাহ'র কারণে গুনাহ্‌গার উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে নেমে আসে। এমনকি পরিশেষে সে জাহান্নামীদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে তাওবা করার পর সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতেও পারে। আবার নাও আসতে পারে। আবার কখনো সে আরো উঁচু পর্যায়েও যেতে পারে। আর তা নির্ণীত হবে একমাত্র তার তাওবার ধরনের উপরই।

৪৪. গুনাহ'র কারণে গুনাহ্‌গারের ক্ষতি করতে এমন ব্যক্তিও সাহসী হবে যে ইতিপূর্বে তা করতে সাহস পায়নি। তখন শয়তান তাকে ভয়ানক ও চিত্তিত করতে সাহস পাবে। তাকে পথভ্রষ্ট করতে ও ওয়াসুওয়াসা দিতে সে উৎসাহী হবে। এমনকি মানবরূপী শয়তানও তাকে কষ্ট দিতে সক্ষম হবে। তার পরিবার, সন্তান, কাজের লোক, প্রতিবেশী এমনকি তার পালিত পশুও তার কথার মূল্যায়ন বা তার আনুগত্য করবে না। প্রশাসকরাও তার উপর যুলুম করবে। এমনকি তার অন্তরও তার আনুগত্য করবে না। ভালো কাজে তার

সহযোগী হবে না। বরং খরাপের দিকেই তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

জনৈক বুয়ুর্গ বলেনঃ আমি আল্লাহু তা'আলার নাফরমানি করলেই তার পরিণাম আমার স্ত্রী ও বাহনের মধ্যে অনুভব করতে পারি।

৪৫. গুনাহু করতে করতে গুনাহুগারের অন্তরে গুনাহু'র জংলের এক আস্তর পড়ে যায়। তখন বিপদের সময়ও তার অন্তর তা কাটিয়ে উঠতে তার সহযোগিতা করে না। আল্লাহু তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করতে চায় না। যিকিরে ব্যস্ত হয় না এবং একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করতে রাজি হয় না। বরং কখনো কখনো এমন হয় যে, তার ইত্তিকালের সময় তার যবানও তাকে ঈমান নিয়ে মরতে সহযোগিতা করে না।

জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় বলা হলোঃ “লা’ ইলা’হা ইল্লাল্লাহু” পড়ে। তখন সে গান গাইতে শুরু করলো এবং এমতাবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করলো। আরেক জন উত্তর দিলোঃ কালিমা এখন আর আমার কোন ফায়দায় আসবে না। কারণ, দুনিয়াতে এমন কোন গুনাহু নেই যা আমি করতে ছাড়িনি এবং এমতাবস্থায়ই সে মারা গেলো। আরেক জন বললোঃ আমি এ কালিমায় বিশ্বাস করি না। অথচ ইতিপূর্বে সবাই তাকে মুসলমান হিসেবেই চিনতো। আরেক জন বললোঃ আমি তো কালিমা উচ্চারণ করতেই পারছি। আরেক জন বললোঃ আল্লাহু'র জন্য আমাকে একটি টাকা দাও। আল্লাহু'র জন্য আমাকে একটি টাকা দাও। আরেক জন বললোঃ এ কাপড়টি এতো। আর ও কাপড়টি অতো। আরো কণ্ডো কী?

৪৬. গুনাহু'র কারণে গুনাহুগারের অন্তর একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়। পুরো অন্ধ না হলেও তার অন্তর্দৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সে আর হিদায়াতের দিশা পায় না। আর পেলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে না।

মানব পরিপূর্ণতা তো দু'টি জিনিসেই সীমাবদ্ধ। আর তা হচ্ছে, সত্য জানা ও মিথ্যার উপর সত্যকে প্রাধান্য দেয়া। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহু তা'আলার

নিকট মানুষের সম্মানের তারতম্য এ দু'য়ের কারণেই হয়ে থাকে এবং এ দু'য়ের কারণেই আল্লাহু তা'আলা নবীদের প্রশংসা করেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ اذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُولٰٓئِ الْاَيْدِي وَ الْاَبْصَارِ ﴾

(স্বাদ্ : ৪৫)

অর্থাৎ স্মরণ করো আমার বান্দাহু ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়া'কুব এর কথা ; তারা ছিলো শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

এ ব্যাপারে মানুষ চার ভাগে বিভক্তঃ

১. যাদের ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য রয়েছে এবং এরই পাশাপাশি সত্য বাস্তবায়নের ক্ষমতাও রয়েছে। এরাই হচ্ছেন আল্লাহু তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ। এরা সংখ্যায় খুবই কম এবং এরাই দ্বীন-দুনিয়ার সার্বিক নেতৃত্বের একমাত্র উপযুক্ত।

২. যাদের ধর্মীয় জ্ঞান নেই এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাও নেই। এরা সংখ্যায় খুবই বেশি।

৩. যাদের ধর্মীয় জ্ঞান রয়েছে ঠিকই তবে তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা খুবই ক্ষীণ। না সে নিজে তা বাস্তবায়ন করছে, না সে অন্যকে এর প্রতি দা'ওয়াত দিচ্ছে।

৪. যাদের যে কোন বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষমতা তো রয়েছে ঠিকই তবে তার ধর্মীয় কোন জ্ঞান নেই।

৪৭. গুনাহু'র মাধ্যমে শয়তান ও তার সহযোগীদেরকে তাদের কাজে সহযোগিতা করা হয়। এ কথা সবারই জানা যে, আল্লাহু তা'আলা শয়তানের মাধ্যমে মানব জাতিকে বিশেষ এক পরীক্ষায় ফেলেছেন। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। মানুষের শত্রুতা করতে সে কখনো পিছুপা হয় না। বরং সে তার সকল শক্তি বিনিয়োগ করছে এই একই পথে। তার সাথে সহযোগী হিসেবে

রয়েছে বিশেষ এক সেনাদল মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহু তা'আলা তাঁরই প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বিশেষ এক সেনাদল দিয়েছেন এবং এ যুদ্ধের পরিণতিতে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে যেমনিভাবে ওদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ ক্ষেত্রে আল্লাহু তা'আলা স্বেচ্ছায় মু'মিনদের সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ، تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَ أُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ ، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(স্বাফ্ফ : ১০-১৩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বাণিজ্যের সংবাদ দেবো না? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তোমরা আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল এর উপর ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহু তা'আলার পথে জিহাদ করবে। এটাই তো তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা তা জানতে! (আর এরই মাধ্যমে) আল্লাহু তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন একটি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অনেকগুলো নদী। তিনি আরো প্রবেশ করাবেন তোমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম আবাসগৃহে এবং এটিই তো মহা সাফল্য। তিনি তোমাদেরকে আরেকটি পছন্দসই বস্তু দান করবেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহু তা'আলার পক্ষ

থেকে বিশেষ সাহায্য এবং অত্যাশ্চর্য বিজয়। অতএব (হে রাসূল!) তুমি মু'মিনদেরকে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দাও।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ! فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

(তাওবাহ : ১১১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জ্ঞান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে এ শর্তে ক্রয় করেছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধ করবে। তারা অন্যকে হত্যা করবে ও নিজে প্রয়োজনে নিহত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সত্যিকার ওয়াদা রয়েছে যা তিনি ব্যক্ত করেন তাওরাত, ইনজীল ও কুর'আনে। আর কে আছে আল্লাহ তা'আলার চাইতেও বেশি ওয়াদা রক্ষাকারী? অতএব তোমরা আনন্দিত হতে পারো এ ব্যবসা নিয়ে যা তোমরা (আমার সাথে) সম্পাদন করেছে। আর এটিই তো মহা সাফল্য।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করেছেন মানুষের অন্তরের হাতে এবং তার বিশেষ সহযোগী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন নিজ ফিরিশ্বাদেরকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

(রা'দ : ১১)

অর্থাৎ মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একের পর এক প্রহরী। তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কোর'আন মাজীদ এ যুদ্ধে আরো এক বিশেষ সহযোগী। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ রেখে যুদ্ধকে আরো অগ্রসর করেন। জ্ঞান

তার পরামর্শদাতা। ঈমান তাকে দৃঢ়পদ করে এবং ধৈর্য শিখায়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার ইয়াক্বীন ও দৃঢ় বিশ্বাস সত্য উদঘাটনে তাকে আরো সহযোগিতা করে। যার দরুন সে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে চায়।

চোখ তাকে পর্যবেক্ষণের সহযোগিতা দেয়। কান সংবাদ সংগ্রহের। মুখ অভিব্যক্তির এবং হাত ও পা কর্ম বাস্তবায়নের। সাধারণ ফিরিশ্তারা বিশেষ করে আরশবাহীরা তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দো'আ করছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে ব্যক্তি তাঁর অনুগতদের দলভুক্ত বলে তার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ﴾

(স্বাফ্যাত : ১৭৩)

অর্থাৎ আমার বাহিনীই হবে নিশ্চিতভাবে বিজয়ী।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(মুজাদালাহ : ২২)

অর্থাৎ এরাই আল্লাহ'র দলের। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার দলই সর্বদা সফলকাম হবে।

মূলতঃ চারটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হলেই উক্ত যুদ্ধে সফলকাম হওয়া সম্ভব। যা আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(আ'লি 'ইমরা'ন : ২০০)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো, ধৈর্যের সাথে শত্রুর মুকাবিলা

করো, শত্রু আসার পথগুলো সতর্কভাবে পাহারা দাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

উক্ত চারটি বিষয়ের কোন একটি বাদ পড়ে গেলে অথবা কারোর নিকট তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়লে তার পক্ষে উক্ত যুদ্ধে সফলতা অর্জন করা কখনোই সম্ভবপর হবে না।

অতএব শত্রু ঢোকার বিশেষ পথগুলো তথা অন্তর, চোখ, কান, জিহ্বা, পেট, হাত ও পা খুব যত্নসহ পাহারা দিতে হবে। যাতে এগুলোর মাধ্যমে শয়তান অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

শয়তান মানুষকে কাবু করার জন্য তার মনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কার মন কি কি জিনিস ভালোবাসে সেগুলোর প্রতি সে গুরুত্ব দেয় এবং তাকে সেগুলোর ওয়াদা এবং আশাও দেয়। এমনকি সেগুলোর চিত্রও তার মানসপটে অঙ্কন করে। যা শয়নে স্বপনে সে দেখতে থাকে। যখন তা তার অন্তরে পুরোভাবে বসে যায় তখন সে সেগুলোর প্রতি তার উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। আর যখন অন্তর সেগুলো পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় তখনই শয়তান অন্যান্য পথ তথা চোখ, কান, জিহ্বা, মুখ, হাত ও পায়ের উপরও জয়ী হয়। আর তখনই তারা তা আর ছাড়তে চায় না। তারা এ পথে অন্যকে আসতে প্রতিরোধ করে। সম্পূর্ণরূপে তাকে প্রতিরোধ না করতে পারলেও একেবারে অন্ততপক্ষে তাকে দুর্বলই করে ছাড়ে। আর তখনই অন্যদের প্রভাব তার উপর আর তেমন কার্যকরী হয় না।

যখন শয়তান কারোর উক্ত পথগুলো কাবু করতে পারে বিশেষ করে চক্ষুকে তখন সে ব্যক্তি কিছু দেখলেও তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। বরং তা মন ভুলানোর জন্যই দেখে। আবার কখনো সে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শয়তান তা দীর্ঘক্ষণ টিকতে দেয় না।

উক্ত পথগুলোর মধ্যে শয়তান চোখকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ,

এটাই কাউকে পথভ্রষ্ট করার একমাত্র সর্ববৃহৎ মাধ্যম। শয়তান কোন অবৈধ বস্তুকে দেখার জন্য এ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো উক্ত বস্তুটি দেখার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তা দেখতে তোমার অসুবিধে কোথায়? কখনো কখনো সে কোন কোন বুয়ুর্গ প্রকৃতির ব্যক্তিকে তো এভাবেও ধোকা দেয় যে, এ বস্তু আর আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সবই তো আল্লাহ্। আর যদি সে ব্যক্তি এ কথায় সন্তুষ্ট না থাকে তা হলে শয়তান তাকে এতটুকু পরামর্শ দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুটির মধ্যে ঢুকে আছেন অথবা বস্তুটি আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে ঢুকে আছে। এ কথাগুলো যখন শয়তান কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিতে পারে তখন সে তাকে দুনিয়া থেকে বিরাগ ও বেশি বেশি ইবাদাত করতে বলে এবং তারই মাধ্যমে সে অন্যকে গোমরাহ্ করতে শুরু করে।

শয়তান যখন কারোর কানকে কাবু করে ফেলে তখন সে সে পথে এমন কিছু প্রবেশ করতে দেয় না যা তার নেতৃত্বকে খর্ব করবে। বরং সে যাদুকরী ও সুমিষ্ট শব্দে উপস্থাপিত অসত্যকেই তার কানে ঢুকতে দেয় এবং কারোর নিকট এ জাতীয় কথা স্থান পেলে তাকে তা শুন্যার প্রতি আরো আগ্রহী করে তোলে। তখন এ জাতীয় কথা শুন্যার প্রতি তার মধ্যে এক ধরনের নেশা জন্ম নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এবং যে কোন উপদেশদাতার কথা এ পথে আর ঢুকতে দেয়া হয় না। এমনকি কোনভাবে কোর'আন ও বিশুদ্ধ হাদীসের কথা তার কানে প্রবেশ করলেও তা বুঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করা এবং তা কর্তৃক উপদেশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কঠিন বাধা সৃষ্টি করা হয় এর বিপরীতমুখী চিন্তা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অথবা তা করা কঠিন এবং তা করতে গেলে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা বলেও তাকে বুঝানো হয়। এ কথাও তাকে বুঝানো হয় যে, এ ব্যাপারটি খুবই সাধারণ। এর চাইতে আরো কতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে গেছে যা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া আরো দরকার অথবা এ কথা

শুনার লোক কোথায়? এ কথা বললে তোমার শত্রু বেড়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বরং যারা সং কাজের আদেশ ও অসং কাজ থেকে নিষেধ করার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে হেয় করা এবং তাদের যে কোন দোষ খুঁজে বের করা, তারা বেশি বাড়াবাড়ি করছে বলে আখ্যা দেয়া এবং তারাই একমাত্র এলাকার মধ্যে ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে বলেও বুঝানো হয় তথা তাদের কথার অপব্যাক্তা দেয়া হয়। পরিশেষে কখনো কখনো উক্ত ব্যক্তিই শয়তানের পুরো কাজ হাতে নিয়ে সমাজের অপনেতৃত্ব দিতে থাকে। তখনই শয়তান তার উপর নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে উক্ত এলাকা থেকে বিদায় নেয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

(আন'আম : ১১২)

অর্থাৎ আর এমনভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানব বহু শয়তানকে সৃষ্টি করেছি। তারা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর ও ষোকাপূর্ণ কথা শিক্ষা দেয়। তোমার প্রভুর ইচ্ছে হলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের বানানো কথাগুলোকে বর্জন করে চলবে।

শয়তান কারোর জিহ্বাকে কাবু করতে পারলে সে এমন কথাই তাকে বলা শেখাবে যা তার শুধু ক্ষতিই সাধন করবে। বরং তাকে যিকির, তিলাওয়াত, ইস্তিগ্ফার এবং অন্যকে সদুপদেশ দেয়া থেকেও সর্বদা বিরত রাখবে।

শয়তান এ ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাপারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে অসত্য বলা অথবা সত্য বলা থেকে বিরত থাকা। কারণ, দু'টিই তার জন্য বিশেষ লাভজনক।

শয়তান কখনো এ কৌশল গ্রহণ করে যে, সে কোন ব্যক্তির মুখ দিয়ে একটি অসত্য কথা বলে দেয় এবং শ্রোতার নিকট তা মনোমুগ্ধকর করে তোলে। তখন ধীরে ধীরে তা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

এরপরই শয়তান মানুষের হাত ও পা কাবু করার চেষ্টা চালায়। যাতে সে ক্ষতিকর বস্তুই ধরতে যায় এবং ক্ষতিকর বস্তুর দিকেই অগ্রসর হয়।

মানুষের অন্তরকে কাবু করার জন্য বিশেষ করে শয়তান তার কুপ্রবৃত্তির সহযোগিতা নিয়ে থাকে। যাতে তার মধ্যে কখনো ভালোর স্পৃহা জন্ম না নিতে পারে এবং এ ব্যাপারে দু'টি মাধ্যমই ভালো ফল দেয়। আর তা হচ্ছে আল্লাহু তা'আলা ও আখিরাতের ব্যাপারে গাফিলতি এবং প্রবৃত্তির পূজা।

শয়তান মানুষের খারাপ চাহিদা পূরণার্থে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে এবং নিজে না পারলে এ ব্যাপারে অন্য মানব শয়তানেরও সহযোগিতা নেয়। তাতেও তাকে কাবু করা সম্ভব না হলে সে তার রাগ ও উত্তেজনা কর সময়ের অপেক্ষায় থাকে। কারণ, তখন মানুষ নিজের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আর তখনই শয়তান তাকে দিয়ে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারে।

৪৮. গুনাহু'র কারণে গুনাহু'র নিজকেই ভুলে যায় যেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলাও তাকে ভুলে যান।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

(হাশ্ব : ১৯)

অর্থাৎ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহু তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। যার ফলে আল্লাহু তা'আলা (শুধু তাদেরকেই ভুলে যান নি) বরং তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই তো সত্যিকার পাপাচারী।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾

(তাওবাহ : ৬৭)

অর্থাৎ তারা আল্লাহু তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন।

আল্লাহু তা'আলা কাউকে ভুলে গেলে তার কল্যাণ চান না যেমনভাবে কেউ নিজকে ভুলে গেলে তার সুখ, শান্তি ও কল্যাণ সম্পর্কে সে আর ভাবে না। তার নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো আর তার চোখে পড়ে না। যার দরুন সে তা সংশোধনও করতে চায় না। এমনকি তার রোগের কথাও সে ভুলে যায়। তাই সে রোগগুলোর চিকিৎসাও করতে চায় না। সুতরাং এর চাইতেও দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? তবুও এ জাতীয় মানুষের সংখ্যা আজ অনেক বেশি। তারা দীর্ঘ আখিরাতকে ক্ষণিকের দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রি করে দিয়েছে। সুতরাং তারা সদা সর্বদা ক্ষতি ও লোকসানেরই ভাগী। লাভের নয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ৮৬)

অর্থাৎ এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের আযাব আর কম করা হবে না এবং তাদেরকে কোন ধরনের সাহায্যও করা হবে না।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৬)

অর্থাৎ সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয় নি এবং তারা এ ব্যাপারে সঠিক কোন দিক-নির্দেশনাও পায় নি।

প্রত্যেকেই নিজ জীবন নিয়ে ব্যবসা করে। তবে তাতে কেউ হয় সফলকাম। আর কেউ হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত আবু মা'লিক আশ্'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ ، فَمُعْتَقٌ أَوْ مُؤَبَّقٌ

(মুসলিম, হাদীস ২২৩)

অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ জীবনকে কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করে। তাতে কেউ নিজ জীবনকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। আর কেউ উহাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

ঠিক এরই বিপরীতে বুদ্ধিমানরা আখিরাতকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা নিজের জান ও মালের পরিবর্তে জান্নাত খরিদ করেন। তারা এ দুনিয়ার জীবনটাকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন। তবে কিয়ামতের দিন সবার নিকটই এ কথার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হবে। দুনিয়ার জীবনটাকে সবার নিকট তখন খুব সামান্যই মনে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾

(ইউনুস : ৪৫)

অর্থাৎ আর তুমি ওদেরকে সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একত্রিত করবেন (কিয়ামতের মাঠে) তখন তাদের এমন মনে হবে যে, তারা দুনিয়াতে একটি দিনের কিছু অংশই অবস্থান করেছে এবং তা ছিলো পরস্পর পরিচিত হওয়ার জন্যই।

তবে যারা উক্ত ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্যও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষতি পূরণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এবং যারা নিজ জান ও মালের পরিবর্তে জান্নাত খরিদ করতে পারছেন না তাদের জন্যও আরেকটি সুব্যবস্থা

তথা সুসংবাদ রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النََّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(তাওবাহ : ১১২)

অর্থাৎ তারা তাওবাকারী, ইবাদাতগুহার ও আল্লাহু তা'আলার প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকু' ও সিজদাহকারী, সৎ কাজের আদেশকর্তা ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহু তা'আলার বিধান সমূহের হিফায়তকারী। (হে নবী!) তুমি এ জাতীয় মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

রাসূল ﷺ উক্ত পণ্য সংগ্রহের আরেকটি সংক্ষিপ্ত পন্থা বাতলিয়েছেন। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

হযরত সাহুল বিন্ সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু' চোয়ালের মধ্যভাগ তথা মুখ এবং দু' পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফায়তের দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো।

৪৯. গুনাহ'র কারণে উপস্থিত নি'য়ামতগুলোও উঠে যায় এবং আসন্ন নি'য়ামতগুলোর পথে সমূহ বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, আল্লাহু তা'আলার নি'য়ামতগুলো একমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

৫০. গুনাহ'র কারণে ফিরিশ্তারা গুনাহ্গার থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং শয়তান তার অতি নিকটে এসে যায়।

জনৈক বুয়ুর্গ বলেনঃ যখন কেউ ঘুম থেকে উঠে তখন শয়তান ও ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হয়। যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির, তাঁর প্রশংসা, বড়ত্ব ও একত্ববাদ উচ্চারণ করে তখন ফিরিশ্তা শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়ে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। আর যখন সে এর বিপরীত করে তখন ফিরিশ্তা অনেক দূরে সরে যায় এবং তার দায়িত্ব শয়তানই গ্রহণ করে।

আর ফিরিশ্তা কারোর জীবন সাথী হলে সে তার জীবিতাবস্থায়, মৃত্যুর সময় ও তার পুনরুত্থানের সময় তার সহযোগিতা করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخْفُوا، وَلَا تَحْزَنُوا، وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾

(ফুসসিলাত/ হা' মীম আস্ সাজ্জাদাহ : ৩০-৩২)

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যারা বলেঃ আমাদের প্রভু আল্লাহ্। অতঃপর (তাদের স্বীকারোক্তির উপর) তারা অবিচল থাকে তখন ফিরিশ্তারা তাদের নিকট (মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সময়) নাযিল হয়ে বলবেঃ তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না। বরং তোমাদেরকে দুনিয়াতে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা তোমরা পাবে বলে আনন্দিত হতে পারো। আমরাই তোমাদের পরম বন্ধু ও একান্ত সহযোগী দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতের জীবনেও। জান্নাতে তোমাদের জন্য রয়েছে তখন যা কিছু তোমাদের মন চাবে তা এবং তাতে রয়েছে তা যার তোমরা ফরমাণেশ করবে। যা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বিশেষ আপ্যায়ন।

ফিরিশ্তা কারোর বন্ধু হলে সে তার অন্তরে ভালোর উদ্বেক করবে এবং তার মুখ দিয়ে ভালো কথা উচ্চারণ করবে। এমনকি তার পক্ষ হয়ে অন্যকে

প্রতিরোধ করবে। সে কারোর জন্য তার অলক্ষ্যে দো'আ করলে ফিরিশ্তারা বলবেঃ তোমার জন্যও হুবহু তাই হোক। সে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করলে ফিরিশ্তারা আমিন বলবে। সে গুনাহ করলে ফিরিশ্তারা ইস্তিগ্ফার করবে এবং সে ওয়ু করে শু'লে ফিরিশ্তা তার শরীরের সাথে লেগেই সেখানে অবস্থান করবে।

৫১. গুনাহ'র মাধ্যমে গুনাহ্গার নিজেই নিজের ধ্বংসের জন্য সমূহ পথ খুলে দেয়। তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ, শরীর সুস্থ থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন যা তার শক্তি আনয়ন করে, শরীর থেকে ময়লা নিষ্কাশনের প্রয়োজন যা বেড়ে গেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন যাতে এমন কিছু শরীর গ্রহণ না করে যাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে অন্তরকে সুস্থ ও সজীব রাখার জন্য ঈমান ও নেক আমলের প্রয়োজন যা তার শক্তি বর্ধন করবে, তাওবার মাধ্যমে গুনাহ'র ময়লাগুলো পরিষ্কার করা প্রয়োজন যাতে অন্তর অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং বিশেষ সতর্কতারও প্রয়োজন যাতে তাকে এমন কিছু আক্রমণ করতে না পারে যা তার ধ্বংসের কারণ হয়। আর গুনাহু তো উক্ত বস্তুত্রয়ের সম্পূর্ণই বিপরীত। অতএব তার ধ্বংস আসবে না কেন?

গুনাহ'র উক্ত অপকারগুলো যদি গুনাহ্গারের জন্য গুনাহু ছাড়ার ব্যাপারে সহযোগী না হয় তা হলে অবশ্যই তাকে গুনাহ'র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দুনিয়ার শারীরিক শাস্তিগুলোর কথা ভাবতে হবে। যদিও ইসলামী আইন অনুযায়ী অনেক দেশেই বিচার হচ্ছে না তবুও গুনাহ্গারকে এ কথা অবশ্যই ভাবতে হবে যে, আমি এ গুলো থেকে বেঁচে গেলেও সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত তো আমি থেকেই যাচ্ছি এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে তো কখনোই নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়।

শরীয়তের শাস্তিগুলো হচ্ছে চুরিতে হাত কাটা, ছিনতাই বা হাইজাক করলে

হাত-পা উভয়টিই কেটে ফেলা, নেশাকর বস্তু সেবন করলে অথবা কোন সতী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে বেত্রাঘাত করা, বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা, অবিবাহিত হলে একশ'টি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর, কুফরি কোন কথা বা কাজ করলে, ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ছেড়ে দিলে, সমকাম করলে এবং কোন পশুর সাথে যৌন সঙ্গম করলে হত্যা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুনাহ্‌গারকে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, গুনাহ্‌র শাস্তি কিছু রয়েছে নির্ধারিত যা উপরে বলা হয়েছে। আর কিছু রয়েছে অনির্ধারিত যা গুনাহ্‌গারকে এমনকি পুরো জাতিকেও কখনো কখনো ভুগতে হতে পারে এবং তা যে কোন পর্যায়েরই হতে পারে। শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরাসরি অথবা পরোক্ষ। শাস্তির ব্যাপকতা গুনাহ্‌র ব্যাপ্তির উপরই নির্ভরশীল। তবে কেউ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি থেকে কোনভাবে বেঁচে গেলেও অন্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই বাঁচতে পারবে না।

কিছু কিছু গুনাহে শারীরিক শাস্তি না থাকলেও তাতে অর্থনৈতিক দণ্ড অবশ্যই রয়েছে। যেমনঃ ইহ্রামরত ও রমযানের রোযা থাকাবস্থায় স্ত্রী সহবাস, ভুলবশত হত্যা, শপথভঙ্গ ইত্যাদি।

এ ছাড়া সামাজিক পর্যায়ের কোন পাপ বন্ধ করার জন্য চাই তা যতই ছোট হোক না কেন প্রশাসক বা বিচারক অপরাধীকে যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কোন শারীরিক দণ্ড বিধি থাকলে তা প্রয়োগ না করে অথবা তা প্রয়োগের পাশাপাশি বিচারকের খেয়ালখুশি মতো অপরাধীর উপর অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। যা বর্তমান গ্রাম্য বিচারাচারে বিচারক কর্তৃক প্রয়োগ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, শরীয়ত নির্ধারিত কোন দণ্ড বিধি গ্রাম্য বিচারে প্রয়োগ করা যাবে না। বরং

তা একমাত্র প্রশাসক বা তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত ব্যক্তিই প্রয়োগ করার অধিকার রাখে।

গুনাহ'র শারীরিক শাস্তি ছাড়াও যে শাস্তিগুলো রয়েছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্যতমঃ

ক. গুনাহগারের অন্তর ও শ্রবণ শক্তির উপর মোহর মেরে দেয়া, তার অন্তরকে আল্লাহু তা'আলার স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়া, তাকে নিজ স্বার্থের কথাও ভুলিয়ে দেয়া, আল্লাহু তা'আলা তার অন্তরকে পঙ্কিলতামুক্ত করতে না চাওয়া, অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়া, সত্য থেকে বিমুখ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

খ. আল্লাহু তা'আলার আনুগত্য করা থেকে বিমুখ হওয়া।

গ. গুনাহগারের অন্তরকে মূক, বধির ও অন্ধ করে দেয়া। তখন সে সত্য বলতে পারে না এবং তা শুনতে ও দেখতে পায় না।

ঘ. গুনাহগারের অন্তরকে নিম্নগামী করে দেয়া। যাতে সে সর্বদা ময়লা ও পঙ্কিলতা নিয়েই ভাবতে থাকে।

ঙ. কল্যাণকর কথা, কাজ ও চরিত্র থেকে দূরে থাকা।

চ. গুনাহগারের অন্তরকে পশুর অন্তরে রূপান্তরিত করা। তখন কারো কারোর অন্তর রূপ নেয় শুকর, কুকুর, গাধা ও সাপ-বিচ্ছুর। আবার কারো কারোর অন্তর রূপ নেয় আক্রমণাত্মক পশু, ময়ূর, মোরগ, কবুতর, উট, নেকড়ে বাঘ ও খরগোশের।

ছ. গুনাহগারের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে উল্টো করে দেয়া। তখন সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য, ভালোকে খারাপ এবং খারাপকে ভালো, সংশোধনকে ফাসাদ এবং ফাসাদকে সংশোধন, ভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং হিদায়াতকে ভ্রষ্টতা, আনুগত্যকে অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতাকে আনুগত্য আল্লাহ'র রাস্তায় বাধা সৃষ্টিকে আহ্বান এবং আহ্বানকে বাধা সৃষ্টি মনে করে থাকে।

জ. বান্দাহ ও তার প্রভুর মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতে আড়াল সৃষ্টি করা।

ঝ. দুনিয়া ও কবরে তার জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়া এবং আখিরাতে শাস্তি ভোগ করা।

গুনাহু'র পর্যায় ও ফাসাদের ব্যাপকতা এবং সংকীর্ণতার তারতম্যের দরুনই শাস্তির তারতম্য হয়ে থাকে। তাই গুনাহু'র ধরন ও প্রকারগুলো আমাদের জানা উচিত যা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ গুনাহু দু' প্রকারঃ আদিষ্ট কাজ না করা এবং নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করা। এ গুলোর সম্পর্ক কখনো শরীরের সাথে আবার কখনো অন্তরের সাথে হয়ে থাকে। আবার কখনো আল্লাহু তা'আলার অধিকারের সাথে আবার কখনো বান্দাহু'র অধিকারের সাথে।

অন্য দৃষ্টিকোণে গুনাহুকে আবার চার ভাগেও বিভক্ত করা যায় যা নিম্নরূপঃ

ক. প্রভু ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত গুনাহু তথা যা আল্লাহু তা'আলার জন্য মানায় তা নিজের মধ্যে স্থান দেয়া। যেমনঃ মহিমা, গর্ব, পরাক্রম, কঠোরতা ও মানুষকে পদানত করা ইত্যাদি। এরই সাথে শিরুক সংশ্লিষ্ট।

খ. ইবলীসি বা শয়তানী গুনাহু। যেমনঃ হিংসা, দ্রোহ, ধোঁকা, বিদ্বেষ, বৈরিতা, ষড়যন্ত্র, কুটকৌশল, অন্যকে গুনাহু'র পরামর্শ দেয়া বা গুনাহু'র আদেশ করা এবং গুনাহুকে তার সম্মুখে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা, আল্লাহু'র আনুগত্য করতে নিষেধ করা বা কোন ইবাদাত অন্যকে নিকৃষ্টভাবে দেখানো, বিদ্'আত করা বা ইসলামে নব উদ্ভাবন এবং বিদ্'আত ও পথপ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহ্বান করা ইত্যাদি।

গ. বাঘ ও সিংহ প্রকৃতির গুনাহু। যেমনঃ অত্যাচার, রাগ, অন্যের রক্ত প্রবাহিত করা, দুর্বল ও অক্ষমের উপর চড়াও হওয়া এবং মানুষকে অযথা কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

ঘ. সাধারণ পশু প্রকৃতির গুনাহ। যেমনঃ অত্যধিক লোভ, পেট ও লজ্জাস্থানের চাহিদা পূরণে উঠেপড়ে লাগা, ব্যভিচার, চুরি, কৃপণতা, কাপুরুষতা, অস্থিরতা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিকাংশ মানুষ এ জাতীয় গুনাহে বেশি লিপ্ত হয় এবং এটাই গুনাহু'র প্রথম সোপান। কারণ, দুর্বল মানুষের সংখ্যাইতো দুনিয়াতে অনেক বেশি।

আল্লাহু তা'আলা আমাদের সকলকে সমূহ নেক কাজ করা ও সমূহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আ-মিন ইয়া রাব্বাল আ-লামীন।

হারাম ও কবীরা গুনাহ্:

“হারাম” শব্দের আভিধানিক অর্থঃ অবৈধ বা নিষিদ্ধ (বস্ত্র, কথা, কাজ, বিশ্বাস ও ধারণা)। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহগার শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোনভাবে নিষিদ্ধ।

“কবীরা” শব্দের আভিধানিক অর্থঃ বড়। শরীয়তের পরিভাষায় কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহু'র ব্যাপারে কোর'আন বা সহীহ হাদীসে নির্দিষ্ট ঐহিক বা পারলৌকিক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে অথবা সে সকল গুনাহকে কোর'আন, হাদীস কিংবা সকল আলিমের ঐকমত্যে কবীরা বা মারাত্মক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহু'র ব্যাপারে শাস্তি, ক্রোধ, ঈমানশূন্যতা বা অভিশাপের মারাত্মক হুমকি বা জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহগারকে আল্লাহু তা'আলা বা তদীয় রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন অথবা যে সকল গুনাহগারকে কোর'আন কিংবা সহীহ হাদীসে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল শরীয়ত একমত।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোর'আনের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ'র বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসা'র শুরু থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنْ تَجْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

(নিসা' : ৩১)

অর্থাৎ তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা হতে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তাহলে আমি তোমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থানে।

অনুরূপভাবে কোন ফরয কাজ পরিত্যাগ করাও কবীরা গুনাহ'র শামিল। কবীরা গুনাহ'র উক্ত সংজ্ঞাদাতারা উহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেননি। বরং তাঁরা ওই সকল গুনাহকেই কবীরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেন যে সকল গুনাহ'র মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান।

ঠিক এরই বিপরীতে কিছু সংখ্যক সাহাবা ও বিশিষ্ট আলিম কবীরা গুনাহ'র নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাস্'উদ রা বলেনঃ কবীরা গুনাহ সর্বমোট চারটি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেনঃ কবীরা গুনাহ

সর্বমোট সাতটি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাখিয়াল্লাহ্ 'আনুহুমা) বলেনঃ কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট নয়টি।

কেউ কেউ বলেনঃ কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট এগারোটি।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট সত্তরটি।

হযরত আবু ত্বালিব মাক্কী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ কবীরা গুনাহ্ সংক্রান্ত সাহাবাদের সকল বাণী একত্রিত করলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ

অন্তরের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ চারটিঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন গুনাহ্ বার বার করতে থাকার মানসিকতা, যদিও তা একেবারেই ছোট হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার রহুমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ এবং তাঁর পাকড়াও থেকে একেবারেই নিশ্চিত হওয়া।

মুখের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ চারটিঃ মিথ্যা সাক্ষী, কোন সতী-সাক্ষী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, মিথ্যা কসম ও যাদু।

পেটের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ তিনটিঃ মদ্য পান, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ ও সুদ খাওয়া।

লজ্জাস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ দু'টিঃ ব্যভিচার ও সমকাম।

হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ দু'টিঃ হত্যা ও চুরি।

পায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ একটি। আর তা হচ্ছে কাফির ও মুশ্রিকের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন।

পুরো শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ একটি। আর তা হচ্ছে নিজ মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।

আবার কোন কোন আলিমের মতে সকল পাপই মহাপাপ। কারণ, যে কোন গুনাহ্'র মানেরই আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে চরম স্পর্ধা প্রদর্শন ও তাঁর একান্ত নাফরমানি।

তাদের ধারণা, কোন গুনাহুই তা যে পর্যায়েই হোক না কেন তা আল্লাহ তা'আলার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং সকল গুনাহুই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সমান। সকল গুনাহুই তাঁর নাফরমানি বৈ কি?

তারা আরো বলেনঃ গুনাহু'র ভয়ঙ্করতা নির্ভরশীল আল্লাহ তা'আলার অধিকার বিনষ্ট ও উহার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনের উপরই। তা না হলে যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধান না জেনে হালাল মনে করে মদ পান বা ব্যভিচার করেছে তার শাস্তি অনেক বেশি হতো সে ব্যক্তির চাইতে যে ব্যক্তি তা হারাম জেনে সংঘটন করেছে। কারণ, প্রথম ব্যক্তির দোষ দু'টিঃ মূর্খতা ও হারাম কাজ সংঘটন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দোষ শুধুমাত্র একটি। আর তা হচ্ছে হারাম কাজ সংঘটন। অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দিষ্ট শাস্তি পাচ্ছে এবং প্রথম ব্যক্তি তা পাচ্ছে না। আর তা হচ্ছে এ কারণেই যে, প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অধিকারের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেনি। কারণ, সে জানেই না যে তা আল্লাহ তা'আলার অধিকার। ঠিক এরই বিপরীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা আল্লাহ তা'আলার অধিকার জেনেই তার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে।

তারা আরো বলেনঃ গুনাহু মানেই আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধকে তুচ্ছ মনে করা এবং তাঁর দেয়া নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গুনাহুই সমান। সবই বড়।

যেমনঃ জনৈক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে ভারী কাজের আদেশ করেছেন আর অন্য জনকে হালকা কাজের। অথচ তাদের কেউই উক্ত আদেশ পালন করেনি। তখন সে ব্যক্তি উভয় গোলামকেই ঘৃণা করবে এবং তাদেরকে বিক্রি করে দিবে।

তারা আরো বলেনঃ উক্ত কারণেই যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করেও হজ্জ করেনি অথবা যে ব্যক্তি মসজিদের পাশে থেকেও নামায পড়েনি তার অপরাধ অনেক বেশি সে ব্যক্তির চাইতে যার ঘর মক্কা বা মসজিদ থেকে অনেক দূরে।

ঠিক এরই বিপরীতে অপর দু' ব্যক্তি সমান দোষী যাদের একজন পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক অথচ সে যাকাত আদায় করেনি। আর অন্য জন দু' লক্ষ টাকার মালিক তবুও সে যাকাত আদায় করেনি। কারণ, উভয় জনই যাকাত দিচ্ছে না। চাই তাদের কারোর সম্পদ বেশি হোক বা কম। অন্য দিকে যাকাত দিতে তেমন কোন পরিশ্রমও নেই।

কবীরা গুনাহ্'র ব্যাপক পরিচিতিঃ

ইমাম 'ইযুদ্দীন বিন্ 'আব্দুস্ সালাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ওই সকল গুনাহুগুলোকেও কবীরা গুনাহ্ বলে ধরে নিতে হবে যেগুলোর ক্ষতি কোন না কোন কবীরা গুনাহ্'র সমান অথবা তার চাইতেও অনেক বেশি। যদিও সেগুলোকে কোর'আন বা সহীহ হাদীসে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। যেমনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বা তদীয় রাসূল ﷺ কে গালি দেয়া। রাসূল ﷺ কে অসম্মান করা, কোন রাসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, কা'বা শরীফকে ময়লাযুক্ত করা, কোর'আন মাজীদকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা, কোন সতী মহিলাকে অন্য কারোর ব্যভিচার অথবা কোন মুসলমানকে অন্য কারোর হত্যার জন্য ধরে রাখা, কোন কাফির গোষ্ঠীকে মুসলমানদের ব্যাপারে তথ্য দেয়া অথচ সে জানে যে, তারা সুযোগ পেলে উক্ত মুসলমানদেরকে হত্যা করবে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে যাবে অথবা তাদের ধন-সম্পদ লুট করবে কিংবা তাদের স্ত্রী-কন্যার সাথে ব্যভিচার করবে এমনকি তাদের ঘর-বাড়িও ভেঙ্গে দিবে, তেমনিভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কারোর জীবন নাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুনাহ্'র তারতম্যের মূল রহস্যঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র একটি কারণে। আর তা

হচ্ছে সঠিকভাবে তাঁকে চেনা ও এককভাবে তাঁরই ইবাদাত ও আনুগত্য করা। ডাকলে একমাত্র তাঁকেই ডাকা।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

(যারিয়াত : ৫৬)

অর্থাৎ আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদাত করার জন্যে।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

(ত্বালাক : ১২)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ এবং তদনুরূপ (সপ্ত) জমিনও। ওগুলোতে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা সর্ব বিষয়ে শক্তিমান এবং সব কিছুই নিশ্চিতভাবে তাঁর জ্ঞানধীন।

সুতরাং আল্লাহু তা'আলার সৃষ্টি এবং তাঁর আদেশের লক্ষ্যই হচ্ছে তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁকে চেনা ও একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। বরং দুনিয়াতে ইনসারফ প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

(হা'দীদ : ২৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি রাসূলদেরকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাঁদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড তথা ন্যায়-নীতি পরিমাপক জ্ঞান।

যেন মানুষ ইনসাফের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মানবস্রষ্টার প্রতি তার বান্দাহূ'র একান্ত সুবিচার হচ্ছে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

(লুকুমান : ১৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম।

সুতরাং যে কাজই উক্ত উদ্দেশ্যের চরম বিরোধী তাই মহাপাপ এবং যে কোন পাপই উক্ত বিরোধীতার মানানুসারে ছোট বা বড় বলে বিবেচিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে যে কাজই উক্ত উদ্দেশ্যকে দুনিয়ার বুকে বাস্তবায়ন করতে সত্যিকারার্থে সহযোগিতা করবে তাই হবে অবশ্য করণীয় অথবা ঈমান ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

উক্ত সূত্র বুঝে আসলেই আপনি বুঝতে পারবেন সকল ইবাদাত ও গুনাহূ'র পরস্পর তারতম্য।

শিরক যখন উক্ত উদ্দেশ্যের চরম বিরোধী অতএব তা বিনা বাক্যে সর্ববৃহৎ মহাপাপ। তাই আল্লাহু তা'আলা মুশ্রিকের উপর জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার জান, মাল ও পরিবারবর্গ তাওহীদপন্থীদের জন্য হালাল করেন। কারণ, সে যখন আল্লাহু তা'আলার একচ্ছত্র গোলামি ছেড়ে দিয়েছে তখন তিনি তাকে ও তার অনুগত পরিবারবর্গকে তাঁর তাওহীদপন্থী বান্দাহূ'দের গোলামি করতে বাধ্য করেছেন। তেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা মুশ্রিকের কোন নেক আমল কবুল করবেন না এবং তার ব্যাপারে কিয়ামতের দিন কারোর কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। আখিরাতে তার কোন ফরিয়াদ শুনা হবে না এবং সে দিন তার কোন গুনাহু ক্ষমা করা হবে না। কারণ, সে আল্লাহু তা'আলার শানে নিতান্ত মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে এবং তাঁর প্রতি চরম

অবিচার করেছে।

কেউ বলতে পারেনঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যম বানিয়েছে তারা তো সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক সম্মান করে। কারণ, তারা মনে করে, আল্লাহ্ তা'আলা বড় মহীয়ান। সুতরাং কোন মাধ্যম ছাড়া সে মহীয়ানের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি এতো অসন্তুষ্ট কেন?

উত্তরে বলতে হয়ঃ শিরুক প্রথমতঃ দু' প্রকারঃ

১. যা আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তা, তাঁর নাম, কাম ও গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

২. যা তাঁর ইবাদাত ও তাঁর সঙ্গে সঠিক আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও উক্ত মুশরিক এমন মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তা, কর্ম ও গুণাবলীতে একক। তাঁর কোন শরীক নেই।

প্রথমোক্ত শিরুক আবার দু' প্রকারঃ

১. অস্বীকার বা অধিকার খর্বের শিরুকঃ

উক্ত শিরুক অতি মারাত্মক ও অতিশয় ঘৃণ্য। যা ছিলো ফির'আউনের শিরুক। কারণ, সে বলেছিলোঃ

﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

(শু'আরা' : ২৩)

অর্থাৎ জগতগুলোর প্রভু আবার কে?

সে আরো বলেঃ

﴿يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا ، لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأُظْهِرَهُ كَاذِبًا﴾

(গা'ফির/মু'মিন : ৩৬-৩৭)

অর্থাৎ হে হা'মান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করো যাতে আমি আকাশের দরোজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি এবং আমি স্বচক্ষে দেখতে পাই মুসা (عليه السلام) এর মা'বুদকে। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই সে (মুসা (عليه السلام)) মিথ্যাবাদী।

শিরুক বলতেই অস্বীকার অথবা যে কোন ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার খর্ব করাকে বুঝায়। চাই তা সামান্যটুকুই হোক না কেন। সুতরাং প্রতিটি মুশ্রিকই অস্বীকারকারী বা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার খর্বকারী এবং প্রতিটি অস্বীকারকারী বা অধিকার খর্বকারীই মুশ্রিক।

অস্বীকার বা অধিকার খর্বকরণ আবার তিন প্রকারঃ

১. সৃষ্টিকুলের সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। বরং কোন কোন জিনিস মানুষও সৃষ্টি করেছে বা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে এমন মনে করা।

২. আল্লাহ্ তা'আলার নাম, কাম বা গুণাবলীর কিয়দংশ বা সম্পূর্ণটুকুই অস্বীকার করা।

৩. মানুষ থেকে প্রাপ্য আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার তথা একচ্ছত্র আনুগত্য ও শিরুক অবিমিশ্র ইবাদাত আদায় না করা।

ওয়াহদাতুল উজুদ (সৃষ্টিই স্রষ্টা) মতবাদ, বিশ্ব অবিনশ্বর মতবাদ এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নাম, কাম ও গুণাবলী শূন্য মতবাদ ইত্যাদি উক্ত শিরকেরই অন্তর্গত।

২. আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য ইলাহ্ স্বীকার করার শিরুকঃ

উক্ত মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার নাম, গুণাবলী ও প্রভুত্ব স্বীকার করে। তবে তারা তাঁরই পাশাপাশি অন্য ইলাহ্‌তেও বিশ্বাস করে।

যেমনঃ খ্রিস্টানদের শিরুক। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি 'ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর মাকে ইলাহ্ বলে স্বীকার করে।

অগ্নিপূজকদের শিরুকও উক্ত শিরূকের অন্তর্গত। কারণ, তারা সকল কল্যাণকর কর্মকাণ্ডকে আলো এবং সকল অকল্যাণকর কর্মকাণ্ডকে আঁধারের সৃষ্টি বলে মনে করে।

তাক্বদীর বা ভাগ্যে অবিশ্বাসীদের শিরুকও উক্ত শিরূকের অন্তর্গত। কারণ, তারা মনে করে, মানুষ বা যে কোন প্রাণী আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা-অনুমতি ছাড়াও নিরেট নিজ ইচ্ছায় যে কোন কাজ করতে পারে। এরা বাস্তবে অগ্নিপূজকদেরই অনুরূপ।

হযরত ইব্রাহীম عليه السلام এর সঙ্গে তর্ককারী "নাম্রাদ্ বিন্ কিন্'আন" এর শিরুকও উক্ত শিরূকের অন্তর্গত। কারণ, তার অন্যতম দাবি এটিও ছিলো যে, সে ইচ্ছে করলেই কাউকে মারতে বা জীবিত করতে পারে।

কবরপূজারীদের শিরুকও উক্ত শিরূকের অন্তর্গত। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলার পাশাপাশি নিজ পীর-বুয়ুর্গদেরকেও রব্ ও ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।

রাশি-নক্ষত্রে বিশ্বাসী এবং সূর্যপূজারীদের শিরুকও উক্ত শিরূকের অধীন।

উক্ত মুশ্রিকদের কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলাকে বাস্তব মা'বুদ বলেও বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলাকে বড় মা'বুদ বা মা'বুদদের অন্যতম বলেও মনে করে। আবার কেউ কেউ এমনো মনে করে যে, তাদের ছোট মা'বুদগুলো অতি তাড়াতাড়ি তাদেরকে তাদের বড় মা'বুদের নিকটবর্তী করে দিবে।

২. ইবাদাতের শিরুকঃ

ইবাদাতের শিরুক কিন্তু উপরোক্ত শিরুক অপেক্ষা সামান্যটুকু গৌণ। তন্মধ্যে কিছু রয়েছে ক্ষমার অযোগ্য। আবার কিছু কিছু রয়েছে ক্ষমাযোগ্য। কারণ, তা প্রকাশ পায় এমন ব্যক্তি থেকে যিনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। তিনি ছাড়া কেউ কারোর কোন ক্ষতি বা লাভ করতে পারে না। কিছু দিতে বা বঞ্চিত করতে পারে না। তিনিই একমাত্র

প্রভু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রতিপালক নেই। তবে তার সমস্যা এই যে, সে ব্যক্তি ইবাদাত করতে গেলে একনিষ্ঠার সাথে তা একমাত্র আল্লাহু তা'আলার জন্য করে না। বরং তা কখনো কখনো নিজের সুবিধার জন্যে, আবার কখনো কখনো দুনিয়া কামানোর জন্যে, আবার কখনো কখনো সমাজের নিকট নিজ পজিশন, সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য করে থাকে। সুতরাং তার ইবাদাতের কিয়দংশ আল্লাহু তা'আলার জন্য, আবার কিছু নিজ নফস ও প্রবৃত্তির জন্য, আবার কিছু অংশ শয়তানের জন্য, আবার কিছু মানুষের জন্যও হয়ে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যকার অধিকাংশ মানুষই উক্ত শির্কে নিমগ্ন এবং এ শির্ক সম্পর্কেই রাসূল ﷺ বললেনঃ

الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلَةِ ، قَالُوا : كَيْفَ نَنْجُو مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ !
قَالَ : قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

(আহমাদ্ : ৪/৪০৩ সা'হী'হুল জামি', হাদীস ৩৭৩১)

অর্থাৎ শির্ক এ উম্মতের মধ্যে লুক্কায়িত বা অস্পষ্ট যেমন লুক্কায়িত বা অস্পষ্ট পিপীলিকার চলন। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! তবে আমরা কিভাবে তা থেকে বাঁচতে পারি? তিনি বললেনঃ তুমি বলবেঃ হে আল্লাহু! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জেনেবুঝে শির্ক করা থেকে। তেমনিভাবে আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আমার অজানা শির্ক থেকে।

যেমনঃ কোন আমল কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা শির্ক।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ، أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾
(কাহফ : ১১০)

অর্থাৎ হে নবী! তুমি বলে দাওঃ আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। আমার প্রতি প্রত্যাশে হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সংকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে।

যখন আল্লাহ তা'আলা একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তখন সকল ইবাদাতও একমাত্র তাঁরই জন্য হতে হবে। আর নেক আমল বলতে এমন আমলকেই বুঝানো হয় যা সম্পাদন করা হবে একমাত্র সুন্নাত ভিত্তিক এবং যা কাউকে দেখানোর জন্য সংঘটিত হবে না।

হয়রত 'উমর রাঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নোক্ত দো'আ করতেনঃ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا ، وَ اجْعَلْهُ لِرَجَائِكَ خَالِصًا ، وَ لَا تَجْعَلْ لَأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার সকল আমল যেন নেক আমল হয় এবং তা যেন একমাত্র আপনারই জন্য হয়। উহার কিয়দংশও যেন আপনি ভিন্ন অন্য কারোর জন্য না হয়।

উক্ত শিরুক যে কোন আমলের সাওয়াব বিনষ্টকারী। বরং কখনো কখনো এ জাতীয় আমলকারীকে এ জন্য শাস্তির সম্মুখীনও হতে হবে। বিশেষ করে সে আমল যখন তার উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং শিরুকযুক্ত হওয়ার দরুন তা আদায় বলে গণ্য না হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে একমাত্র খাঁটি আমল করারই আদেশ করেছেন। শিরুক মিশ্রিত আমলের নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾

(বাইয়িনাহ : ৫)

অর্থাৎ তাদেরকে তো আদেশই করা হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করবে নিষ্ঠা ও ঈমানের সাথে এবং শিরুকমুক্তভাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي ، تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৮৫)

অর্থাৎ আমি শরীকদের শিরুক তথা অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো তখন আমি তাকেও প্রত্যাখ্যান করি এবং তার শিরুককেও।

উক্ত শিরুক (ইবাদাতের শিরুক) আবার দু' প্রকারঃ

১. ক্ষমার অযোগ্য শিরুক।

২. ক্ষমাযোগ্য শিরুক।

প্রথম প্রকার আবার বৃহৎ এবং সর্ববৃহৎও হয়ে থাকে। যা বিনা তাওবায় কখনো ক্ষমা করা হয় না। যেমনঃ ভালোবাসার শিরুক, ভয়ের শিরুক, একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সিজ্দাহু করার শিরুক, কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য কোন গৃহ তাওয়াফের শিরুক, হাজ্জে আসুওয়াদ্ ছাড়া অন্য কোন পাথর চুষন করার শিরুক ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ছোট শিরুক। যা ক্ষমাযোগ্য। যেমনঃ শব্দ ও নিয়্যাতের শিরুক।

শিরুকের মূল রহস্য কথাঃ

শিরুকের মূল রহস্য কথা দু'টিঃ

১. আল্লাহু তা'আলার কোন সৃষ্টিকে তাঁর সাথে তুলনা করা।

২. কোন বান্দাহু নিজকে আল্লাহু তা'আলার ন্যায় মনে করা।

একমাত্র আল্লাহু তা'আলাই লাভ-ক্ষতির মালিক। একমাত্র তিনিই কাউকে

কোন কিছু দেন বা তা থেকে বঞ্চিত করেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কোন কিছু চাইতে হবে। তাঁকেই ভয় করতে হবে এবং তাঁর নিকটই কোন কিছু কামনা করতে হবে। তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে। যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করলো অথবা অন্য কারো উপর ভরসা করলো তাহলে সে অবশ্যই ওব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তুলনা করেই তা করলো।

আল্লাহ্ তা'আলাই সকল গুণের একচ্ছত্র মালিক। সুতরাং সকল ইবাদাত তাঁরই জন্য হতে হবে। একান্ত সম্মান, ভয়, আশা, ভালোবাসা, নম্রতা, অধীনতা, তাওবা, দো'আ, ভরসা, সাহায্য প্রার্থনা ও শপথ করা ইত্যাদি শরীয়তের দৃষ্টিকোণানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে তাঁরই জন্য হতে হবে। মানুষের বিবেক এবং তার সহজাত প্রকৃতিও তা সমর্থন করে।

যে ব্যক্তি নিজকে বড় মনে করে মানুষের প্রশংসা, সম্মান, অধীনতা কামনা করে এবং সে চায় সকল মানুষ তাকেই ভয় করুক, তারই নিকট আশ্রয় কামনা করুক, তারই নিকট কোন কিছু আশা করুক, তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুক তাহলে সে অবশ্যই নিজকে প্রভুত্ব ও উপাসনায় আল্লাহ্ তা'আলার সমপর্যায়ের মনে করেই তা করছে।

যদি কোন ছবি কারকে শুধু ছবি তৈরির মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাদৃশ্যতার দরুন কিয়ামতের দিন সর্ববৃহৎ শক্তির অধিকারী হতে হয় তা হলে যে ব্যক্তি নিজকে প্রভুত্ব ও উপাসনায় আল্লাহ্ তা'আলার সমপর্যায়ের মনে করে তার শক্তি বাস্তবে কি হতে পারে তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫০ মুসলিম, হাদীস ২১০৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ছবিকাররা।
যদি কোন মানুষ শাহনশাহ নামী হওয়ার দরুন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বনিকৃষ্ট এবং সে জন্য তাঁর কোপানলে পতিত হতে হয় তাহলে যে ব্যক্তি নিজকে প্রভুত্ব ও উপাসনায় আল্লাহ তা'আলার সমপর্যায়ের মনে করে তার শাস্তি বাস্তবে কি হতে পারে তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

أَغِيظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغِيظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمِّي مَلِكَ
الْمَلَائِكَةِ ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৪৩)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বনিকৃষ্ট এবং সে জন্য তাঁর কোপানলে পতিত সে ব্যক্তি যার নাম শাহেনশাহ বা রাজাধিরাজ। কারণ, সত্যিকারের রাজা বা সম্রাট তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

উক্ত আলোচনার পাশাপাশি আরেকটি গুঢ় রহস্যের কথা আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্ববৃহৎ গুনাহ হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শানে খারাপ ধারণাকারীদের সম্পর্কে বলেনঃ
﴿ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴾

(ফাত্হ : ৬)

অর্থাৎ অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যই। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। উপরন্তু তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম এবং ওটা কতইনা নিকৃষ্ট গন্তব্য।

যারা আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে এবং তিনি ও তাঁর বান্দাহু'র মাঝে কাউকে মাধ্যম স্থির করে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলার শানে ভালো ধারণা রাখে না। সুতরাং ইসলামী শরীয়ত কখনো আল্লাহু তা'আলা ও তাঁর বান্দাহু'র মাঝে কোন মাধ্যম স্বীকার করতে পারে না। মানব প্রকৃতি এবং তার বিবেকও তা সম্ভব বলে মনে করতে পারে না।

হযরত ইব্রাহীম عليه السلام তাঁর উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

﴿ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ، أَنْفَكَآ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

(সা'ফ্যাত : ৮৫-৮৭)

অর্থাৎ তোমরা কিসের পূজা করছে? তোমরা কি আল্লাহু তা'আলার পরিবর্তে কতক অলীক মা'বুদকেই চাচ্ছে? জগতপ্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। তোমাদের ধারণা কি এই যে, তিনি তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন? তা অবশ্যই নয়।

কোন মালিকই নিজ ভৃত্যকে তার কোন নিজস্ব অধিকারের অংশীদার মনে করতে কখনোই রাজি নয়। সুতরাং যারা কোন মানুষকে আল্লাহু তা'আলার নিজস্ব অধিকারের অংশীদার মনে করে তার জন্য তা ব্যয় করে তারা কিছতেই আল্লাহু তা'আলার সঠিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেনি।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّلَكٍ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(রুম : ২৮)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? ফলে

তোমরা তাদেরকে সেরূপ ভয় করো যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় করো।
আমি এভাবেই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ، مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

(হাঙ্ক : ৭৩-৭৪)

অর্থাৎ হে মানব সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে। খুব মনোযোগ দিয়ে তোমরা তা শ্রবণ করো। তোমরা আল্লাহু তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকছো তারা সবাই একত্রিত হয়েও একটি মাছি পর্যন্ত তৈরি করতে পারবে না। এমনকি কোন মাছি যদি তাদের সম্মুখ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তারা তাও উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল। বস্তুতঃ তারা আল্লাহু তা'আলার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী।

যারা পীর-বুয়ুর্গ পূজা করে তাদের পীর-বুয়ুর্গ একটি মাছিও বানাতে সক্ষম নয়। সুতরাং তারা আল্লাহু তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ'র মাঝে ওদেরকে মাধ্যম মেনে সতীকারার্থে আল্লাহু তা'আলাকেই অসম্মান করেছে। কারণ, তিনিই হচ্ছেন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের একমাত্র মালিক। সুতরাং সবাইকে সরাসরি তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে। অন্য কারোর নয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(যুম্মার : ৬৭)

অর্থাৎ তারা আল্লাহু তা'আলার যথোচিত সম্মান করেনি। অথচ কিয়ামতের

দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁরই মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলও আবদ্ধ থাকবে তাঁরই ডান হাতে। তিনি পবিত্র ও সুমহান তাদের শিরুক থেকে।

যারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলা কোন রাসূল পাঠাননি এবং কোন কিতাবও অবতীর্ণ করেননি। প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীন। সে যাচ্ছেতাই আচরণ করবে। তারা সত্যিই আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর গুণাবলীর সরাসরি অর্থে বিশ্বাসী নয় এবং যারা মনে করে, তিনি শুনেন না, দেখেন না, কোন কিছুই ইচ্ছেও করেন না, তাঁর কোন স্বাধীনতা নেই, তিনি সকল সৃষ্টির উপরে নন। বরং তিনি সর্বস্থানে বিরাজমান, তিনি যখন ইচ্ছে এবং যার সাথে ইচ্ছে কথা বলেন না এবং সকল মানব কর্মকাণ্ড তাঁর ইচ্ছে, ক্ষমতা ও সৃষ্টির বাইরে তারা সবাই নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা মনে করে, মানুষ যা করে তা সে একান্ত বাধ্য হয়েছে করে। তাতে তার কোন স্বাধীনতা নেই। অতএব মানুষ যা করেছে তা পরোক্ষভাবে আল্লাহুই করেছে। তবুও আল্লাহ তা'আলা খারাপ কাজের জন্য পরকালে বান্দাহকে শাস্তি দিবেন তারাও সত্যিকারার্থে আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা আল্লাহ তা'আলাকে সর্বস্থানে মনে করে। এমনকি টয়লেট এবং সকল অপবিত্র স্থানেও। যারা আল্লাহ তা'আলাকে নিজ আরুশে 'আযীমে সমাসীন বলে মনে করে না তারাও নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা মনে করে, বাস্তবার্থে আল্লাহ তা'আলা কাউকে ভালোবাসেন না, কারো প্রতি দয়া করেন না, কারো উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না, তাঁর কোন কাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে না, তিনি সরাসরি কোন কাজ করেন না। অতএব তিনি আরুশে সমাসীন নন, রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন না, হযরত মুসা عليه السلام এর সাথে তিনি তুর পাহাড়ের দিক থেকে কথা বলেননি, কিয়ামতের দিন তিনি নিজ বান্দাহদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে

আসবেন না তারাও তাঁকে অসম্মান করেছে।

যারা মনে করে, আল্লাহু তা'আলার স্বী-সন্তান আছে, তিনি তাঁর খাছ বান্দাহদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। যেমনঃ সূফী মানসূর হাল্লাজ অথবা আল্লাহু তা'আলা দুনিয়ার সকল বস্তুর মাঝে বিরাজমান তারাও আল্লাহু তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা মনে করে, আল্লাহু তা'আলা তাঁর রাসূল ও তদীয় পরিবারবর্গের শত্রুদেরকে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে রাসূলের মৃত্যুর পরপরই মুসলিম বিশ্বের খিলাফত ও রাষ্ট্র দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল ও তদীয় পরিবারবর্গ শ্রেমীদেরকে তথা শিয়াদেরকে অসম্মান ও লাঞ্ছিত করেছেন তারাও আল্লাহু তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

উক্ত বিশ্বাস ইহুদী ও খ্রিস্টান থেকে চরিত। তারাও আল্লাহু তা'আলা সম্পর্কে মনে করতো, তিনি একদা এক যালিম রাষ্ট্রপতি তথা মুহাম্মদ ﷺ কে পাঠিয়েছেন। যে মিথ্যাভাবে নবী হওয়ার দাবি করেছে। এমনকি সে দীর্ঘদিন বেঁচেও ছিলো। সর্বদা মিথ্যা কথা বলতো। বলতোঃ আল্লাহু তা'আলা এ কথা বলেছেন, এ কাজের আদেশ করেছেন, এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, পূর্বের সকল নবী ও রাসূলদের শরীয়তকে রহিত করেছেন, আল্লাহু তা'আলা সে ও তার অনুসারীদের জন্য পূর্বের সকল নবী ও রাসূলদের অনুসারী হওয়ার এ যুগের দাবিদারদের জান, মাল ও স্বী-সন্তান হালাল করে দিয়েছেন, এতদসঙ্গেও আল্লাহু তা'আলা তাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন, তার সকল দো'আ কবুল করেছেন, তার শত্রুদের উপর তাকে জয়ী করেছেন।

যারা মনে করে, পরকালে আল্লাহু তা'আলা তাঁর খাঁটি ওলীদেরকে শান্তি ও জাহান্নাম এবং তাঁর শত্রুদেরকে তিনি শান্তি ও জান্নাত দিতে পারেন। উভয়ই তাঁর নিকট সমান। কোর'আন ও হাদীসে এ ব্যাপারে যা রয়েছে তা সংবাদ মাত্র। তিনি এর উল্টাও করতে পারেন। অথচ আল্লাহু তা'আলা কোর'আন

মাজীদের মধ্যে এ জাতীয় চিন্তা-চতনার কঠোর নিন্দা করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾

(সোয়াদ : ২৮)

অর্থাৎ কাকিররা কি এমন ধারণা করে যে, যারা আমার উপর ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তেমনিভাবে যারা আমাকে কঠিন ভয় করে এবং যারা অপরাধী তাদের সকলকে আমি সমপর্যায়ের মনে করবো? কখনোই তা হতে পারে না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، سَوَاءٌ مَجْيَاهُكُمْ وَمِمَّا تُهُمْ ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ، وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

(জাসিয়াহ : ২১-২২)

অর্থাৎ দুষ্কৃতীরা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের ন্যায় মনে করবো। তা কখনোই হতে পারে না। বরং তাদের উক্ত সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ। আল্লাহু তা'আলা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীকে তৈরি করেছেন যথার্থভাবে এবং (তাতে প্রত্যেককে কর্ম স্বাধীনতাও দিয়েছেন) যেন প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফলাফল দেয়া যেতে পারে এবং তাদের প্রতি এতটুকুও যুলুম করা হবে না।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

(ক্বালাম : ৩৫-৩৬)

অর্থাৎ আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের ন্যায় মনে করবো? তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত।

যারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলা মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। যে দিন আল্লাহ তা'আলা সংকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দিবেন। অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করবেন। যারা এ দুনিয়াতে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য দুঃসহ ক্লান্তি সহ করেছে তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান করবেন। তারাও আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করে, তাঁর অধিকার বিনষ্ট করে, তাঁর স্মরণ থেকে গাফিল থাকে, তাঁর সন্তুষ্টির পরিবর্তে নিজেদের প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের আনুগত্য যাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যারা তাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিকে অধিক মূল্যায়ন করে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির চাইতে, যারা মানুষকে লজ্জা করে; আল্লাহ তা'আলাকে নয়, মানুষকে ভয় করে; নিজ প্রভুকে নয়, মানুষের সাথে সাধ্যমতো ভালো আচরণ করে; আল্লাহ তা'আলার সাথে নয়, যারা নিজ প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়েও খুব মনোযোগ সহকারে অন্য মানুষের পূজা করে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে তাদের মন এতটুকুও বসে না তারাও আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে।

যারা আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্য শয়তান ইবলিসকে তাঁর সাথে সম্মান, আনুগত্য, অধীনতা, ভয় ও আশায় শরীক করেছে তারাও আল্লাহ তা'আলাকে অসম্মান করেছে। কারণ, মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যারই ইবাদাত করুক না কেন তা পরোক্ষভাবে শয়তানের ইবাদাত বলেই গণ্য। যেহেতু মূল পলিসিদাতা সেই।

তাই আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেনঃ

﴿ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

(ইয়াসীন : ৬০)

অর্থাৎ হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না। কারণ, সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে নিম্ন বিষয়গুলো জানতে পারলামঃ

ক. কেনই বা শিরুক সর্ববৃহৎ গুনাহ।

খ. কেনই বা আল্লাহ তা'আলা তা তওবা ব্যতীত কখনোই ক্ষমা করবেন না।

গ. মুশরিক ব্যক্তি কেনই বা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। কখনোই সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

ঘ. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ'র মাঝে কেনই বা মাধ্যম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হবে। যা দুনিয়ার নীতিতে নিষিদ্ধ নয়।

উক্ত কারণেই রাসূল ﷺ সর্বনাশা বলে আখ্যায়িত সাতটি কবীরা গুনাহ'র সর্বশীর্ষে শিরুকের কথাই উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اجْتَنِبُوا السَّعَ الْمُؤَبَّاتِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَ السَّحَرُ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَ أَكْلُ الرِّبَا ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

(বুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭ মুসলিম, হাদীস ৮৯)

অর্থাৎ তোমরা বিধবৎসী সাতটি গুনাহ থেকে বিরত থাকো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! ওগুলো কি? তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করা, যাদু আদান-প্রদান, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা

করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীম-অনাথের সম্পদ ভক্ষণ, সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন এবং সতী-সাক্ষী মু'মিন মহিলাদের ব্যাপারে কুৎসা রটানো।

নিম্নে উক্ত বিষয় সমূহের ধারাবাহিক বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

১. আলাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা।

তা প্রতিপালন, উপাসনা, আলাহু'র নাম ও গুণাবলীর যে কোনটিরই ক্ষেত্রে হোক না কেন।

শিরুক নির্দিধায় সকল গুনাহু'র শীর্ষে অবস্থিত।

হযরত আবু বাকরা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ
 أَلَا أُتْبِكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ...
 (বুখারী, হাদীস ২৬৫৪, ৫৯৭৬ মুসলিম, হাদীস ৮৭)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে বড় গুনাহু'র কথা বলবো না? রাসূল সঃ উক্ত কথাটি সাহাবাদেরকে তিন বার জিজ্ঞাসা করেন। সাহাবারা বললেনঃ হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহু'র রাসূল! তিনি বললেনঃ আলাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা।

শিরুক সকল ধরনের আমলকেই বিনষ্ট করে দেয়।

আলাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(আন'আম : ৮৮)

অর্থাৎ তাঁরা (নবীগণ) যদি আলাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করতো তা হলে তাঁদের সকল আমল পণ্ড হয়ে যেতো।

শিরুক আবার দু' প্রকারঃ বড় শিরুক ও ছোট শিরুক। প্রকারদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমাদেরই রচিত দু' খণ্ডে বিভক্ত "শিরুক: কি ও কত প্রকার" বইটিতে অচিরেই পাচ্ছেন। তবুও এ ব্যাপারে সর্ব সাধারণের কিঞ্চিৎ ধারণার

জন্য তার ইঙ্গিতপূর্ণ সখক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

● বড় শিরুকঃ

উক্ত শিরুক এতে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডী থেকেই বের করে দেয়। আল্লাহু তা'আলা তাওবা ছাড়া এ ধরনের শিরুক কখনো ক্ষমা করবেন না।

তিনি বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

(নিসা: ৪৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা কখনো ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি এ ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন।

এ ধরনের শিরুকে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

(মায়িদাহ: ৭২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহু তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান্নামকে করেন তার চিরস্থায়ী ঠিকানা। আর এরূপ অত্যাচারীদের তখন আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

বড় শিরুকগুলো সখক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপঃ

১. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করার শিরুক।

২. বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট ফরিয়াদ করার শির্ক।
৩. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার শির্ক।
৪. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট আশা ও বাসনার শির্ক।
৫. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট সাহায্য প্রার্থনার শির্ক।
৬. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য রুকু, সিজ্দাহ, তার সামনে বিনম্রভাবে দাঁড়ানো, নামায ইত্যাদির শির্ক।
৭. একমাত্র আল্লাহু তা'আলার ঘর কা'বাহু শরীফ ছাড়া অন্য কোন ঘর বা মাযারের তাওয়াফ করার শির্ক।
৮. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট তাওবাহু করার শির্ক।
৯. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন পশু জবাইয়ের শির্ক।
১০. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন কিছু মানত করার শির্ক।
১১. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর একচ্ছত্র আনুগত্য করার শির্ক।
১২. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে এককভাবে ভালোবাসার শির্ক।

১৩. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে এককভাবে ভয় করার শির্ক।
১৪. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুলের শির্ক।
১৫. একমাত্র আল্লাহু তা'আলার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কারোর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
১৬. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ কাউকে হিদায়াত দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
১৭. কবর পূজার শির্ক।
১৮. আল্লাহু তা'আলা নিজ সত্তা সহ সর্বস্থানে রয়েছেন এমন মনে করার শির্ক।
১৯. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও বিশ্ব পরিচালনায় অন্য কারোর হাত রয়েছে এমন মনে করার শির্ক।
২০. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন ব্যক্তি বা দল শরীয়তের বিশুদ্ধ কোন প্রমাণ ছাড়া নিজ মেধা ও বুদ্ধির আলোকে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য জীবন বিধান রচনা করতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
২১. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে ধনী বা গরিব বানাতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
২২. কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার কাছ থেকে কেউ কারোর গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবে এমন মনে করার শির্ক।
২৩. কিয়ামতের দিন কেউ কাউকে আল্লাহু তা'আলার কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে এমন মনে করার শির্ক।

২৪. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন গাউস-কুতুব দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, লাওহ, ক্বলম, 'আরশ, কুরসী তথা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখে বা শুনে এমন মনে করার শির্ক।
২৫. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ গায়েব জানে বা কখনো কখনো তার কাশ্ফ হয় এমন মনে করার শির্ক।
২৬. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কারোর অন্তরের লুক্কায়িত কথা বলে দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
২৭. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কাউকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
২৮. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ কারোর অন্তরের সামান্যটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
২৯. একমাত্র আল্লাহু তা'আলার ঘর মসজিদ ছাড়াও অন্য কোন মাজারের খাদিম হওয়া যায় এমন মনে করার শির্ক।
৩০. একমাত্র আল্লাহু তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কারোর ইচ্ছা স্বকীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
৩১. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
৩২. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে সুস্থতা দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
৩৩. একমাত্র আল্লাহু তা'আলার তাওফীক ছাড়াও কেউ ইচ্ছে করলেই কোন নেক আমল করতে পারে এমন মনে করার শির্ক।
৩৪. একমাত্র আল্লাহু তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও কেউ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

৩৫. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও কেউ কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে এমন মনে করার শির্ক।

৩৬. একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়াও অন্য কোন ব্যক্তি সর্বদা জীবিত রয়েছে বা থাকবে এমন মনে করার শির্ক।

● ছোট শির্কঃ

ছোট শির্ক বলতে এমন কাজ ও কথাকে বুঝানো হয় যা তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবে না বটে। তবে তা কবীরা গুনাহ তথা মহা পাপ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(বাকুরাহ : ২২)

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করো না। অথচ তোমরা এ সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছো।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

الْأندَادُ هُوَ الشَّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ الثَّمَلِ عَلَى صَفَاةِ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ : وَ اللَّهِ وَ حَيَاتِكَ يَا فَلَانَةَ ! وَ تَقُولَ : لَوْلَا كَلْبَةٌ هَذِهِ لِأَتَانَا اللَّصُوصُ ، وَ لَوْلَا الْبُطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللَّصُوصُ ، وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتَ ، وَ قَوْلُ الرَّجُلِ : لَوْلَا اللَّهُ وَ فَلَانٌ ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فَلَانًا ، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شَرْكَ

অর্থাৎ “আন্দাদ” বলতে এমন শির্ককে বুঝানো হচ্ছে যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরে পিঁপড়ার চলন চাইতেও সূক্ষ্ম। যা টের পাওয়া খুবই দুরূহ। যেমনঃ তোমার এ কথা বলা যে, হে অমুক! আল্লাহু তা'আলা এবং তোমার ও

আমার জীবনের কসম! অথবা এ কথা বলা যে, যদি এ কুকুরটা না হতো তা হলে (আজ রাত) চোর অবশ্যই আসতো। যদি ঘরে হাঁসগুলো না থাকতো তা হলে (আজ রাত) চোর অবশ্যই ঢুকতো অথবা কারোর নিজ সাথীকে এ কথা বলা যে, আল্লাহু তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না অথবা কারোর এ কথা বলা যে, আল্লাহু তা'আলা এবং অমুক না থাকলে কাজটা হতো না। অমুক শব্দটি সাথে লাগাবে না। (বরং বলবেঃ আল্লাহু তা'আলা যদি না চাইতেন কাজটা হতো না)। কারণ, এ সব কথা শির্কের অন্তর্গত।

ছোট শির্কগুলো সর্ক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপঃ

১. কোন বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য সুতা বা রিং পরার শির্ক।
২. শির্ক মিশ্রিত মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের শির্ক।
৩. তাবিজ-কবচের শির্ক।
৪. শরীয়ত অসম্মত বস্ত্র বা ব্যক্তি কর্তৃক বরকত গ্রহণের শির্ক।
৫. যাদুর শির্ক।
৬. ভাগ্য গণনার শির্ক।
৭. জ্যোতিষীর শির্ক।
৮. চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহের অবস্থানক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টি হয় এমন মনে করার শির্ক।
৯. আল্লাহু তা'আলার যে কোন নিয়ামত অস্বীকার করার শির্ক।
১০. কোন প্রাণীর বিশেষ কোন আচরণে অমঙ্গলের আশংকা রয়েছে এমন মনে করার শির্ক।
১১. শরীয়ত অসম্মত কোন বস্ত্র বা ব্যক্তির ওয়াসীলা ধরার শির্ক।
১২. নামায ত্যাগের শির্ক।

১৩. আল্লাহু তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না এমন বলার শিরুক।

১৪. আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়ার শিরুক।

১৫. যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার শিরুক।

১৬. কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর "যদি এমন করতাম তা হলে এমন হতো না" বলার শিরুক।

১৭. কোন নেক আমল দুনিয়া কামানোর নিয়্যাতে করার শিরুক।

১৮. কোন নেক আমল আল্লাহু ভিন্ন অন্য কারোর সম্ভৃতির জন্য করার শিরুক।

১৯. কোন নেক আমল কাউকে দেখানো বা শুনানোর জন্য করার শিরুক।

ছোট শিরুক ও বড় শিরুকের মধ্যে পার্থক্যঃ

ছোট শিরুক ও বড় শিরুকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. বড় শিরুক তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডী থেকেই সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। ঠিক এরই বিপরীতে ছোট শিরুক এমন নয় বটে। তবে তা কবীরা গুনাহ তথা মহা পাপ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।

২. বড় শিরুক তাতে লিপ্ত ব্যক্তির সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। ঠিক এরই বিপরীতে ছোট শিরুক শুধু সে আমলকেই বিনষ্ট করে যে আমলে এ জাতীয় শিরুকের সধ্মিশ্রণ রয়েছে। অন্য আমলকে নয়।

৩. বড় শিরুক তাতে লিপ্ত ব্যক্তির জান ও মাল তথা সার্বিক নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দেয়। ঠিক এরই বিপরীতে ছোট শিরুক এমন নয়।

৪. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং সে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে গেলেও পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া হবে।

৫. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবে না। বরং তার সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। যদিও সে নিকট আত্মীয় হোক না কেন। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং তার সাথে সম্পর্ক ততটুকুই রাখা যাবে যতটুকু তার ঈমান রয়েছে। তেমনিভাবে তার সাথে ততটুকুই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে যতটুকু তার মধ্যে শির্ক রয়েছে।

২. যাদুঃ

যাদু শিক্ষা দেয়া বা শিক্ষা নেয়া শুধু কবীরা গুনাহই নয়। বরং তা শির্ক এবং কুফর ও বটে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَМАَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

(সূরা বাকারাহ : ১০২)

অর্থাৎ সুলাইমান عليه السلام কুফরি করেননি, তবে শয়তানরাই কুফরি করেছে, তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো বাবেল শহরে বিশেষ করে হারুত-মারুত ব্যক্তিদ্বয়কে। (জিব্রীল ও মীকাঈল) ফিরিশ্তাদ্বয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি (যা ইহুদিরা ধারণা করতো)। তবে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতো, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ মাত্র, অতএব তোমরা (যাদু শিখে) কুফরী করো না।

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হয়ে

গেলে তাকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে।

হযরত জুনদুব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

حَدَّثَنَا السَّاحِرُ ضَرْبَةُ بِالسَّيْفِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৬০)

অর্থাৎ যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের কোপ তথা শিরশ্ছেদ।

হযরত জুনদুব রাঃ শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করেও দেখিয়েছেন।

হযরত আবু 'উসমান নাহদী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ رَجُلٌ يَلْعَبُ ، فَذَبَحَ إِنْسَانًا وَ أَبَانَ رَأْسَهُ ، فَعَجَبْنَا فَأَعَادَ رَأْسَهُ ، فَجَاءَ جُنْدُبُ الْأَزْدِيُّ فَقَتَلَهُ

(বুখারী/আত্ঠারীখুল কাবীর : ২/২২২ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬)

অর্থাৎ ইরাকে ওয়ালীদ বিন্ 'উক্বার সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিলো। সে জনৈক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এতে আমরা খুব বিস্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে হযরত জুনদুব রাঃ এসে তাকে হত্যা করেন।

তেমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও নিজ ক্রীতদাসীকে জাদুকরী প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَحَرَتْ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - جَارِيَةً لَهَا ، فَأَقْرَتْ بِالسَّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ ، فَقَتَلَتْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانُ রাঃ فَغَضِبَ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : جَارِيَتُهَا سَحَرَتْهَا ، أَقْرَتْ بِالسَّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عُثْمَانُ রাঃ قَالَ الرَّأْيِيُّ : وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لِقَتْلِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ

('আব্দুর রাযযাক, হাদীস ১৮৭৪৭ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬)

অর্থাৎ হযরত 'হাফসা বিন্ত 'উমর (রাখিয়াল্লাহু আনহা) কে তাঁর এক ক্রীতদাসী যাদু করে। এমনকি সে ব্যাপারটির স্বীকারোক্তিও করে এবং যাদুর বস্তুটি উঠিয়ে ফেলে দেয়। এতদ্ কারণে হযরত 'হাফসা (রাখিয়াল্লাহু আনহা) ক্রীতদাসীটিকে হত্যা করেন। সংবাদটি হযরত 'উসমান (রাঃ) এর নিকট পৌঁছলে তিনি খুব রাগান্বিত হন। অতঃপর হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাঃ) তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ ব্যাপারে চুপ হয়ে যান তথা তাঁর সম্ভৃতি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ হযরত 'উসমান (রাঃ) এর অনুমতি না নিয়ে ক্রীতদাসীটিকে হত্যা করার কারণেই তিনি এতো রাগান্বিত হন।

অনুরূপভাবে হযরত 'উমর (রাঃ) ও তাঁর খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন।

হযরত বাজলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (রাঃ) أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ ، قَالَ الرَّأُوِيْ:
 فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩০৪৩ বায়হাকী : ৮/১৩৬ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৯৯৭২ আহমাদ, হাদীস ১৬৫৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৮৬০, ৮৬১)

অর্থাৎ হযরত 'উমর (রাঃ) নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আমরা তিনজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি।

হযরত 'উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখাননি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণিত হলো।

৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করাঃ

কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করাও কবীরা গুনাহ। তবে উক্ত হত্যা আরো ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত হয় যখন তা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যাকে বাঁচানো

সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং যাকে হত্যা করা একেবারেই অমানবিক। যেমনঃ নিষ্পাপ শিশু, নিজ মাতা-পিতা, নবী-রাসূল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি অথবা উপদেশদাতা আলিমকে হত্যা করা।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴾

(ত্রা'লি 'ইমরা'ন : ২১-২২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহু তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা ন্যায় ও ইনসাফের আদেশ করে তাদেরকেও। (হে নবী) তুমি তাদেরকে যজ্ঞগাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদেরই আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হলে যাবে এবং এদেরই জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না।

আল্লাহু তা'আলা উক্ত হত্যাকারীকে চির জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তেমনিভাবে তার উপর তাঁর অভিশাপ ও আখিরাতে তার জন্য দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَنَاهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

(নিসা : ৯৩)

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহু তা'আলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি।

আল্লাহু তা'আলা নিজ বান্দাহদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

(ফুরকান : ৬৮-৭০)

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহু তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহু তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, (নতুনভাবে) ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে; আল্লাহু তা'আলা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহু তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

উক্ত হত্যার ভয়াবহতার কারণেই আল্লাহু তা'আলা শুধুমাত্র এক ব্যক্তির হত্যাকারীকে সকল মানুষের হত্যাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

(মায়িদাহ : ৩২)

অর্থাৎ উক্ত কারণেই আমি বানী ইসরাঈলকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময় অথবা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির হেতু ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করলো সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কাউকে অবৈধ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করলো সে যেন সকল মানুষকেই

রক্ষা করলো।

উক্ত হত্যাকাণ্ডকে হাদীসের পরিভাষায় সর্ববৃহৎ গুনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ
 أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ قَوْلُ
 الزُّوْرِ ، أَوْ قَالَ: وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৭১ মুসলিম, হাদীস ৮৮)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ হচ্ছে চারটিঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেনঃ হয়তো বা রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।

নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্করতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ نَاصِيَتُهُ وَ رَأْسُهُ بِيَدِهِ ، وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِي ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ ، قَالَ: فَذَكِّرُوا لِابْنِ عَبَّاسِ التَّوْبَةَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:

﴿ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

(নিসা' : ৯৩)

قَالَ: مَا تُسَخِّتُ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَ لَا بُدَّكَ ، وَ أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ!?

(তিরমিযী, হাদীস ৩০২৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৭০ নাসায়ী, হাদীস ৪৮৬৬)

অর্থাৎ হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীকে সঙ্গে নিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। হত্যাকৃত ব্যক্তির মাথা তার হাতেই থাকবে। শিরাগুলো থেকে তখন রক্ত পড়বে। সে আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে হত্যাকারীকে আরশের অতি নিকটেই নিয়ে যাবে। শ্রোতারা ইবনে 'আব্বাস রা কে উক্ত হত্যাকারীর তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উপরোক্ত সূরা নিসা'র আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেনঃ উক্ত আয়াত রহিত হয়নি। পরিবর্তনও হয়নি। অতএব তার তাওবা কোন কাজেই আসবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبِّ دَمًا حَرَامًا
(বুখারী, হাদীস ৬৮৬২)

অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে যতক্ষণ না সে কোন অবৈধ রক্তপাত করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكُ الدِّمِ الْحَرَامِ
بَغَيْرِ حِلٍّ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৬৩)

অর্থাৎ এমন ঝামেলা যা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই তা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর রক্তপাত করা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসুউদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

(বুখারী, হাদীস ৬৫৩৩, ৬৮৬৪ মুসলিম, হাদীস ১৬৭৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৬৪, ২৬৬৬)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বপ্রথম হিসেব হবে রক্তের।
হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত
তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ أَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ
(তিরমিযী, হাদীস ১৩৯৮)

অর্থাৎ যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকলে মিলেও কোন মু'মিন হত্যায় অংশ গ্রহণ করে তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে মুখ খুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসুউদ (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৪৮ মুসলিম, হাদীস ৬৪)

অর্থাৎ কোন মুসলিমকে গালি দেয়া আল্লাহ্'র অবাস্যতা এবং তাকে হত্যা করা কুফরি।

হযরত জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহ আল-বাজালী, আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর, আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস ও আবু বাক্রাহ (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

(বুখারী, হাদীস ১২১, ১৭৩৯, ৪৪০৫, ৬১৬৬, ৬৭৮৫, ৬৮৬৮, ৬৮৬৯, ৭০৮০ মুসলিম, হাদীস ৬৫, ৬৬, ১৬৭৯)

অর্থাৎ আমার ইত্তিকালের পর তোমরা কাফির হয়ে যেও না। পরস্পর হত্যাকাণ্ড করো না।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৯৫ নাসায়ী, হাদীস ৩৯৮৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৬৮)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলার নিকট পুরো বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিকতর সহজ একজন মুসলিম হত্যা অপেক্ষা।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرْحَ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ رَيْحَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

(বুখারী, হাদীস ৩১৬৬, ৬৯১৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৮৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন কাফিরকে হত্যা করলো সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না ; অথচ জান্নাতের সুব্রাণ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।

হযরত জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি কতক তাবী'য়ীকে অসিয়ত করতে গিয়ে বলেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتَنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا ، فَلْيَفْعَلْ ،

وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلَّةٍ كَفَّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ

(বুখারী, হাদীস ৭১৫২)

অর্থাৎ মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম পেটই পঁচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। সুতরাং যার পক্ষে এটা সম্ভবপর হয় যে, সে সর্বদা হালাল ও প্রবিত্র বস্তুই ভক্ষণ করবে তা হলে সে যেন তাই করে। তেমনিভাবে যার পক্ষে এটাও সম্ভবপর হয় যে, সে ও তার জান্নাতে যাওয়ার মাঝে এক করতলভর্তি অবৈধভাবে প্রবাহিত রক্তও বাধার সৃষ্টি করবে না তা হলে সে যেন তাই করে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একদা কা'বা শরীফকে

সম্বোধন করে বলেনঃ

مَا أَعْظَمَكَ وَ أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ! وَ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ!

(তিরমিযী, হাদীস ২০৩২ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৫৭৬৩)

অর্থাৎ তুমি কতই না সম্মানী! তুমি কতই না মর্যাদাশীল! তবে একজন মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহু তা'আলার নিকট তোমার চাইতেও বেশি।

হত্যাকারী এবং হত্যাকৃত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী।

হযরত আবু বাক্রাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ سَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

(বুখারী, হাদীস ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩ মুসলিম, হাদীস ২৮৮৮)

অর্থাৎ যখন দু'জন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সম্মুখীন হয় তখন হত্যাকারী এবং হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। রাসূল সা কে বলা হলোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল সা! হত্যাকারীর ব্যাপারটি তো বুঝলাম। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তির দোষ কি যার কারণে সে জাহান্নামে যাবে? রাসূল সা বললেনঃ কারণ, সেও তো নিজ সঙ্গীকে মারার জন্য অত্যন্ত উদ্বীণ ছিলো।

আল্লাহু তা'আলার নিকট ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ক্ষমার আশা খুবই ক্ষীণ।

হযরত মু'আবিয়া রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا ، أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

(নাসায়ী, হাদীস ৩৯৮৪ আহমাদ, হাদীস ১৬৯০৭ হা'কিম ৪/৩৫১)

অর্থাৎ প্রতিটি গুনাহ আশা করা যায় আল্লাহু তা'আলা তা ক্ষমা করে দিবেন। তবে দু'টি গুনাহ যা আল্লাহু তা'আলা ক্ষমা করবেন না। আর তা

হচ্ছে, কোন মানুষ কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে অথবা ইচ্ছাকৃত কেউ কোন মু'মিনকে হত্যা করলে।

কোন মহিলার গর্ভ ধারণের চার মাস পর দরিদ্রতার ভয়ে তার গর্ভপাত করাও কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করার শামিল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিনু মাসুউদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نَذًّا وَهُوَ خَلْقُكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِخَلِيلَةٍ جَارِكَ

(বুখারী, হাদীস ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২ মুসলিম, হাদীস ৮৬)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা কে জিজ্ঞাসা করলোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কোন পাপটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মহাপাপ বলে বিবেচিত? রাসূল সা বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললোঃ অতঃপর কি? তিনি বললেনঃ নিজ সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে বলে। সে বললোঃ অতঃপর কি? তিনি বললেনঃ নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।

তবে শরীয়ত সম্মত তিনটি কারণের কোন একটি কারণে শাসক গোষ্ঠীর জন্য কাউকে হত্যা করা বৈধ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিনু মাসুউদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَ النَّيْبُ الزَّانِي، وَ التَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৭৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৭৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৫২ তিরমিযী, হাদীস ১৪০২ ইবনু মাজাহ, হাদীস

২৫৮২ ইউনু হিফ্বান, হাদীস ৪৪০৮ ইউনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩৬৪৯ আহমাদ, হাদীস ৩৬২১, ৪০৬৫)

অর্থাৎ এমন কোন মুসলমানকে হত্যা করা জাযিয় নয় যে এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহু তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (নবী ﷺ) আল্লাহু'র রাসূল। তবে তিনটি কারণের কোন একটি কারণে তাকে হত্যা করা যেতে পারে অথবা হত্যা করা শরীয়ত সম্মত। তা হচ্ছে, সে কাউকে হত্যা করে থাকলে তাকেও হত্যা করা হবে। কোন বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে। কেউ ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে এবং জামা'আত চ্যুত হলে।

কেউ কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করলে গুনাহু'র কিয়দংশ আদম ﷺ এর প্রথম সন্তান কাবিলের উপর বর্তাবে। কারণ, সেই সর্ব প্রথম মানব সমাজে হত্যাকাণ্ড চালু করে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসুউদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

(বুখারী, হাদীস ৩৩৩৫ ৭৩২১ মুসলিম, হাদীস ১৬৭৭)

অর্থাৎ কোন মানুষ অত্যাচার বশতঃ হত্যা হলে তার রক্তের কিয়দংশ আদম ﷺ এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে। কারণ, সেই সর্ব প্রথম মানব সমাজে হত্যা কাণ্ড চালু করে।

হত্যাকারীর শাস্তিঃ

অবৈধভাবে কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার শাস্তি হচ্ছে, ক্বিসাস্ তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদ। তবে এ ব্যাপারে হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা রাজি থাকতে হবে অথবা আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে নির্ধারিত সম্পদ।

অনুরূপভাবে হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা হত্যাকারীকে একেবারে ক্ষমাও করে দিতে পারে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ، فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৭৮)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে ক্বিসাস্ তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যা নির্ধারণ করা হলো। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। তবে কাউকে যদি তার ভাই (মৃত ব্যক্তি) এর পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করে দেয়া হয় তথা মৃতের ওয়ারিশরা ক্বিসাসের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করতে রাজি হয় তবে ওয়ারিশরা যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে তা আদায়ের ব্যাপারে তাগাদা দেয় এবং হত্যাকারী যেন তা সন্তোষে আদায় করে। এ হচ্ছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে লঘু সর্ঘবিধান এবং (তোমাদের উপর) তাঁর একান্ত করুণা। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে তথা হত্যাকারীকে হত্যা করলে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ক্বিসাস সত্যিকারার্থে কোন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। বরং তাতে এমন অনেকগুলো ফায়েরদা রয়েছে যা একমাত্র বুদ্ধিমানরাই উদ্ঘাটন করতে পারেন।

আল্লাহু তা'আলা ক্বিসাসের ফায়েরদা বা উপকার সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৭৯)

অর্থাৎ হে জ্বনী লোকেরা! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের সকলের বাস্তব জীবন লুক্কায়িত আছে। (কোন হত্যাকারীর উপর কিসাসের বিধান প্রয়োগ করা হলে অন্যরা এ ভয়ে আর কাউকে হত্যা করবে না। তখন অনেকগুলো তাজা জীবন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে) এতে করে হয়তো বা তোমরা আল্লাহুভীরু হবে।

হযরত আ'য়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٌ مُحْصَنٌ فَيَرْجَمُ، وَ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيَقْتُلُ، وَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَيَقْتُلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৫৩ নাসায়ী : ৭/৯১ হা'কিম : ৪/৩৬৭)

অর্থাৎ তিনটি কারণের কোন একটি কারণ ছাড়া অন্য যে কোন কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করা জাযিব নয়। উক্ত তিনটি কারণ হচ্ছেঃ ব্যভিচারী বিবাহিত স্বাধীন পুরুষ। তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে তার পরিবর্তে হত্যা করা হবে। কেউ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা ফাঁসি দেয়া হবে অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাড়ানো হবে তথা তাকে কোথাও স্থির হতে দেয়া যাবে না।

হযরত আবু শুরাইহু খুযায়ী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا بِالْعُقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫০৪ তিরমিযী, হাদীস ১৪০৬)

অর্থাৎ আমার এ কথার পর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তার ওয়ারিশরা দু'টি অধিকার পাবে। দিয়াত গ্রহণ করবে অথবা হত্যাকারীকে হত্যা করবে।
হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ

(বুখারী, হাদীস ১১২ মুসলিম, হাদীস ১৩৫৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৫০৫ তিরমিযী, হাদীস ১৪০৬)

অর্থাৎ কাউকে হত্যা করা হলে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশরা দু'টি অধিকার পাবে। তার মধ্য থেকে ভেবেচিন্তে তারা উত্তমটিই গ্রহণ করবে। তার দিয়াত নেয়া হবে অথবা তার ওয়ারিশদেরকে তার কিসাস নেয়ার সুবিধা দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪০৫)

অর্থাৎ কাউকে হত্যা করা হলে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশরা দু'টি অধিকার পাবে। তার মধ্য থেকে ভেবেচিন্তে তারা উত্তমটিই গ্রহণ করবে। হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে অথবা তাকে হত্যা করবে।

তবে বিচারকের দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি সর্বপ্রথম হত্যাকৃতের ওয়ারিশদেরকে ক্ষমার পরামর্শ দিবে।

হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ سঃ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭৪২)

অর্থাৎ নবী সঃ এর নিকট কিসাস সংক্রান্ত কোন ব্যাপার উপস্থাপন করা হলে

তিনি সর্বপ্রথম ক্ষমারই আদেশ করতেন।

পিতা-মাতা অথবা দাদা-দাদী তাদের কোন সন্তানকে হত্যা করলে তাদেরকে তার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

হযরত 'উমর বিনু খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪০০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭১২ আহমাদ : ১/২২ ইবনুল জারুদ, হাদীস ৭৮৮ বায়হাকী : ৮/৩৮)

অর্থাৎ পিতা-মাতা অথবা দাদা-দাদীকে তাদের সন্তান হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

তবে তাদেরকে সন্তান হত্যার দিয়াত অবশ্যই দিতে হবে এবং তারা হত্যাকৃতের ওয়ারিস সম্পত্তি হিসেবে উক্ত দিয়াতের কোন অংশই পাবে না।

এ ছাড়াও হত্যাকারী ব্যক্তি হত্যাকৃত ব্যক্তির যে কোন ধরনের ওয়ারিশ হলেও সে উক্ত ব্যক্তির ওয়ারিস সম্পত্তির কিছুই পাবে না। এমনকি দিয়াতের কোন অংশও নয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৯৫)

অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যক্তি কোন মিরাসই পাবে না।

হত্যাকারী কোন মুসলমানকে কোন কাফির হত্যার পরিবর্তে কিসাস হিসেবে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে উক্ত হত্যার পরিবর্তে দিয়াত দিতে হবে।

হযরত 'আলী, হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'আমর ও হযরত আব্দুল্লাহ বিনু আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

(বুখারী, হাদীস ১১১ আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৩০ তিরমিযী, হাদীস ১৪১২ নাসায়ী : ৮/১৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭০৮, ২৭০৯, ২৭১০ আহমাদ : ১/১২২ হা'কিম : ২/১৫৩)

অর্থাৎ কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

হত্যাকারী যে কোন পুরুষকে যে কোন মহিলা হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে। অনুরূপভাবে হত্যাকারী ব্যক্তি যেভাবে হত্যাকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবেই হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে।

হযরত আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ ، قِيلَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ ، أَفْلَانٌ؟ أَفْلَانٌ ، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَاغْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ

(বুখারী, হাদীস ২৪১৩ মুসলিম, হাদীস ১৬৭২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৩৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭১৫, ২৭১৬)

অর্থাৎ জনৈক ইহুদি ব্যক্তি দু'টি পাথরের মাঝে এক আনসারী মেয়ের মাথা রেখে তা পিষে দিলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কে সে ব্যক্তি যে তোমার সাথে এমন ব্যবহার করলো? ওমুক না ওমুক। একে একে অনেকের নামই তার সামনে উল্লেখ করা হয়। সর্বশেষে তার সামনে ইহুদিটির নাম উল্লেখ করা হলে সে মাথা দিয়ে ইশারা করে জিজ্ঞাসাকারীর প্রতি সমর্থন জানায় এবং ইহুদিটিকে পাকড়াও করা হলে সে তা স্বীকারও করে। তখন নবী ﷺ অনুরূপভাবে তার মাথা পিষে দেয়ার আদেশ জারি করেন এবং তাঁর আদেশ যথোচিত কার্যকরী করা হয়।

হত্যাকারী ছাড়া অন্য কাউকে কারোর হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

(আন'আম : ১৬৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী। কোন পাপীই অন্যের পাপের বোঝা নিজে বহন করবে না।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا ، فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾

(ইস্রা' / বানী ইস্রা'ঈল : ৩৩)

অর্থাৎ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার ওয়ারিশকে আমি (আল্লাহ) ক্বিসাস্ গ্রহণের অধিকার দিলে থাকি। তবে (হত্যার পরিবর্তে) হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। (যেমনঃ হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্য নির্দোষকে হত্যা, হত্যাকারীর সঙ্গে অন্য নিরপরাধকেও হত্যা অথবা হত্যাকারীকে অমানবিকভাবে হত্যা করা ইত্যাদি)। কারণ, তার এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, ক্বিসাস্ নেয়ার ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِدُخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

(আহমাদ্ : ২/১৭৯, ১৮৭ ইবনু হিব্বান : ১৩/৩৪০)

অর্থাৎ মানব জাতির মধ্য থেকে তিন ব্যক্তিই আল্লাহু তা'আলার সঙ্গে সব চাইতে বেশি গাদ্দারী করে থাকে। তারা হচ্ছেঃ (মক্কা-মদীনার) হারাম এলাকায় কাউকে হত্যাকারী। যে ব্যক্তি হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্যকে হত্যা করে। শত্রুতাবশতঃ অন্যকে হত্যাকারী। যা বরবর যুগের নিয়ম ছিলো।

হযরত 'আমর বিন্ আ'হুওয়াস্ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা কে বিদায় হজ্জের দিবসে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ
 أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭১৯)

অর্থাৎ যে কোন অপরাধী অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্য কেউ নয়। অতএব পিতার অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী নয়। অনুরূপভাবে সন্তানের অপরাধের জন্য পিতাও দায়ী নন।

কেউ কাউকে এমন বস্তু দিয়ে হত্যা করলে যা কর্তৃক সাধারণত কেউ কাউকে হত্যা করে না সে জন্য তাকে অবশ্যই দিয়াত দিতে হবে। এ জাতীয় হত্যা "তুলনামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যা" নামে পরিচিত। এ হত্যার সাথে ইচ্ছাকৃত হত্যার কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ, তাতে হত্যার সামান্যটুকু ইচ্ছা অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে উক্ত হত্যাকে নিরৈট ইচ্ছাকৃত হত্যা এ কারণেই বলা হয় না যে, যেহেতু তাতে এমন বস্তু ব্যবহার করা হয়নি যা কর্তৃক সাধারণত কাউকে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে এ জাতীয় হত্যাকাণ্ডে ক্বিসাস্ নেই বলে ভুলবশতঃ হত্যার সঙ্গেও এর সামান্যটুকু সাদৃশ্য থেকে যায়।

কারোর হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর না হলেও তার দিয়াত দিতে হয়। কারণ, কোন মুসলমানের রক্ত কখনো বৃথা যেতে দেয়া হবে না। তবে সরকারই সে দিয়াত বহন করবে। সে জন্য কাউকে হত্যা করা যাবে না। যেমনঃ কোন ভিড় শেষ হওয়ার পর সেখানে কাউকে মৃত পাওয়া গেলে।

কোন ব্যক্তি কারোর ক্বিসাস্ অথবা দিয়াত বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করলে তার উপর আল্লাহু তা'আলার অভিশাপ নিপতিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ আব্বাস্ রা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قُتِلَ عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَاً فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطَا ، وَ مَنْ قُتِلَ
عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ ، وَ مَنْ حَالَ ذَوْنُهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ،
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৪০, ৪৫৯১ নাসায়ী : ৮/৩৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৮৫)

অর্থাৎ যার হত্যাকারীর পরিচয় মিলেনি অথবা যাকে পাথর মেরে কিংবা লাঠি ও বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হচ্ছে ভুলবশত হত্যার দিয়াত। তবে যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে তার শাস্তি হবে ক্বিসাস। যে ব্যক্তি উক্ত ক্বিসাস বা দিয়াত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে তার উপর আল্লাহু তা'আলা, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লা'নত। তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার তাওবা অথবা ফিদ্যা (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করা হবে না। অন্য অর্থে, তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদাত গ্রহণ করা হবে না।

সরকারী কোষাগার চার ধরনের দায়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য। যা নিম্নরূপঃ

১. কোন মুসলমান ঋণগ্রস্তাবস্থায় মারা গেলে এবং ঋণ পরিশোধ করার মতো কোন সম্পদ সে রেখে না গেলে উক্ত ঋণ তার সরকারই পরিশোধ করবে।
২. কেউ কাউকে ভুলবশতঃ অথবা তুলনামূলক ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে এবং সে ব্যক্তি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হলে অথবা তার কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকলে উক্ত দিয়াত তার সরকারই পরিশোধ করবে। তবে তার কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে তারাই তা পরিশোধ করবে।
৩. কোন হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা নির্দিষ্ট কোন আলামতের ভিত্তিতে কাউকে সে হত্যার জন্য দায়ী করলে অতঃপর বিচারক তাদেরকে সে ব্যাপারে পঞ্চাশটি কসম করতে বলার পরও তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানালে এবং বিবাদীর পক্ষ থেকেও তারা সে জাতীয় কসম গ্রহণ না করলে সরকার কোষাগার থেকেই তার দিয়াত আদায় করবে।

৪. কোন হত্যাকৃত ব্যক্তির হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া না গেলেও সরকার তার দিয়াত বায়তুলমাল্ থেকেই আদায় করবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যা বলতে স্বভাবতঃ হত্যা করা হয় এমন বস্তু দিয়ে কাউকে হত্যা করাকে বুঝানো হয়।

নিম্নে ইচ্ছাকৃত হত্যার কয়েকটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১. কোন ভারী বস্তু দিয়ে হত্যা।

২. শরীরে ঢুকে যায় এমন বস্তু দিয়ে হত্যা।

৩. হিংস্র পশুর থাবায় নিষ্ক্ষেপ করে হত্যা।

৪. আগুনে বা পানিতে নিষ্ক্ষেপ করে হত্যা।

৫. গলা টিপে হত্যা।

৬. খানা-পানি না দিয়ে খিদে ও তৃষ্ণায় হত্যা।

৭. বিষ পানে হত্যা।

৮. যাদু করে হত্যা।

৯. হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'জন মিলে সাক্ষী দিয়ে কাউকে হত্যা করানো।

নিরেট ইচ্ছাকৃত অথবা তুলনামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত হচ্ছেঃ একশতটি উট। যার মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطِئِ شَبَهُ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهُ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৪৭, ৪৫৮৮ নাসায়ী : ৮/৪১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৭৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৫২৬)

অর্থাৎ কাউকে লাঠি ও বেত্রাঘাতে হত্যা করা হলে তথা তুলনামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত হচ্ছেঃ একশতটি উট। যার মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعْلَظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَ لَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৬৫)

অর্থাৎ তুলনামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াতের ন্যায় বেশি। এ জাতীয় হত্যাকারীকে কখনো হত্যা করা হবে না।

ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত হচ্ছেঃ বিশটি দু'বছরের মাদি উট, চল্লিশটি তিন বছরের নর ও মাদি উট, বিশটি চার বছরের মাদি উট ও বিশটি পাঁচ বছরের মাদি উট।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دِيَةُ الْخَطَاِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حَقَّةً ، وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَ عِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ ، وَ عِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ ، وَ عِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ

(দারাকুতুনী, হাদীস ৩৩৩২)

অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত হচ্ছেঃ বিশটি চার বছরের মাদি উট, বিশটি পাঁচ বছরের মাদি উট, বিশটি দু' বছরের মাদি উট ও চল্লিশটি তিন বছরের নর ও মাদি উট।

বর্তমান সৌদি রিয়ালের হিসাবানুযায়ী নিম্নে ইচ্ছাকৃত অথবা তুলনামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত হচ্ছেঃ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) রিয়াল এবং ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত হচ্ছেঃ ১০০,০০০ (এক লক্ষ) রিয়াল। তবে সর্ব যুগেই উটের মূল্যের পরিবর্তনের কারণে উক্ত দিয়াতের হার

পরিবর্তনশীল।

ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত স্বয়ং হত্যাকারীই পরিশোধ করতে বাধ্য। অন্য কেউ উহার সামান্যটুকুও বহন করবে না। তবে তুলনামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত হত্যাকারীর পুরুষ আত্মীয়-স্বজনই পরিশোধ করবে। যদিও হত্যাকারী ধনীই হোক না কেন। তবে বিজ্ঞ বিচারক ব্যক্তি উক্ত দিয়াতকে আত্মীয়তার দূরত্ব ও নৈকট্যের কথা বিবেচনা করে সকল আত্মীয়-স্বজনের উপর বন্টন করে দিবে। যা তারা তিন বছরের মধ্যেই সহজ ও সরল কিস্তিতে পরিশোধ করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

اَفْتَلَّتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ ، فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَنَتْهَا وَ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

(বুখারী, হাদীস ৫৭৫৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৮১)

অর্থাৎ ছুয়াইল্ গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়া করে একজন অপরজনকে একটি পাথর নিক্ষেপ করে। তাতে অপর মহিলাটি ও তার পেটের সন্তান মরে যায়। মহিলাটির ওয়ারিশরা রাসূল ﷺ এর নিকট এ ব্যাপারে বিচার দায়ের করলে তিনি নিম্নোক্ত ফায়সালা করেনঃ

১. সন্তানের দিয়াত হচ্ছে, একটি গোলাম অথবা একটি বান্দি। যা হত্যাকারিণী মহিলাটি স্বয়ং আদায় করবে। যার পরিমাণ পাঁচটি উট।
২. হত্যাকৃত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিণী মহিলার আত্মীয়-স্বজনরাই আদায় করবে।

হযরত মিকদাম শামী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ ، وَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৮৪)

অর্থাৎ যার ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ হবে আমি। আমি তার পক্ষ থেকে দিয়াত দেবো এবং তার ওয়ারিশ হবে। যার ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ হবে তার মামা। সে তার পক্ষ থেকে দিয়াত দেবে এবং তার ওয়ারিশ হবে।

ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা যে কোন চুক্তিবদ্ধ কিংবা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফিরের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক। অনুরূপভাবে গোলামের দিয়াতও স্বাধীন পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। তেমনিভাবে মহিলার দিয়াতও পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। এ ব্যাপারে আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نَصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَ هُمْ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৯৪)

অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর ফায়সালা এই যে, তাদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دِيَّةُ الْمُعَاهَدِ نَصْفُ دِيَّةِ الْحُرِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৮৩)

অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফিরের দিয়াত স্বাধীন পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।

হযরত 'আমর বিন্ শু'আইব থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِنْ دِيَّتِهَا

(নাসায়ী : ৮/৪৫)

অর্থাৎ মহিলার দিয়াত পুরুষের দিয়াতের মতোই। তবে যখন তা তার মূল দিয়াতের এক তৃতীয়াংশে পৌঁছবে তখন তার দিয়াত হবে পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।

যদি কোন হত্যাকৃত ব্যক্তি কোথাও ক্ষতবিক্ষত অথবা রক্তাক্তবস্ত্রায় পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী জানা না যায়। এমনকি হত্যাকারীর ব্যাপারে কোন প্রমাণও মিলেনি। তবুও হত্যাকৃতের ওয়ারিশরা উক্ত হত্যার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কাউকে দায়ী করছে এবং তাদের দাবির পক্ষে কিছু আকার-ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। যেমনঃ হত্যাকৃত ব্যক্তি ও সন্দেহকৃত ব্যক্তির মাঝে পূর্বের কোন শত্রুতা ছিলো অথবা সন্দেহকৃত ব্যক্তির ঘরেই হত্যাকৃত ব্যক্তিকে পাওয়া গেলো অথবা হত্যাকৃতের কোন ব্যবহৃত সম্পদ সন্দেহকৃত ব্যক্তির সাথে পাওয়া গেলো অথবা হত্যার ব্যাপারে বাচ্চাদের সাক্ষী পাওয়া যায় কোন বালিগ পুরুষের নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বাদী ব্যক্তি সন্দেহকৃত ব্যক্তি যে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তা বলে পঞ্চাশটি কসম খাবে। অতঃপর ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে প্রমাণিত হলে তার ক্বিসাস্ নেয়া হবে এবং ভুলবশত হত্যা প্রমাণিত হলে উহার দিয়াত নেয়া হবে। আর যদি বাদী ব্যক্তি পঞ্চাশটি কসম খেতে অস্বীকার করে অথবা বাদী পক্ষ মহিলা কিংবা বাচ্চা হয় তখন বিবাদী ব্যক্তি পঞ্চাশটি কসম খেয়ে উক্ত অপবাদ থেকে নিজকে নিষ্কৃত করবে। আর যদি সেও কসম খেতে অস্বীকার করে তা হলে অবশ্যই তাকে হত্যাকারী বলে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি বিবাদী ব্যক্তি পঞ্চাশটি কসম খেয়ে বসে অথবা বাদী পক্ষ তার কসমে রাজি না হয় তখন হত্যাকারীর দিয়াত সরকারী খাজাখিষ্টানা থেকে দেয়া হবে।

তবে 'উলামা সম্প্রদায় উক্ত দাবির বিশুদ্ধতার জন্য দশটি শর্ত উল্লেখ করে

থাকেন। যা নিম্নরূপঃ

১. উক্ত হত্যার দাবি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কিছু আকার-ইঙ্গিত পাওয়া যেতে হবে। যার কিয়দংশ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।
২. যার বিরুদ্ধে হত্যার দাবি করা হচ্ছে সে বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে।
৩. যার ব্যাপারে হত্যার সন্দেহ করা হচ্ছে তার পক্ষে কাউকে হত্যা করা সম্ভবপর হতে হবে। যেমনঃ কারোর হাত-পা অবশ। এমতাবস্থায় তাকে সন্দেহ করা যাবে না।
৪. উক্ত দাবির মধ্যে হত্যার বাস্তব বর্ণনা অবশ্যই থাকতে হবে। যেমনঃ এমন বলা যে, তার শরীরের ওমুক জায়গায় তলোয়ারের আঘাত রয়েছে।
৫. সমস্ত ওয়ারিশ উক্ত হত্যার দাবির ব্যাপারে একমত হতে হবে। কেউ চূপ থাকলে চলবে না।
৬. সমস্ত ওয়ারিশ উক্ত হত্যার ব্যাপারে একমত হতে হবে। কেউ উক্ত হত্যাকে অস্বীকার করলে চলবে না।
৭. সমস্ত ওয়ারিশ উক্ত দাবি করতে হবে।
৮. সমস্ত ওয়ারিশ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হবে। এমন যেন না হয়, কেউ বললোঃ অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে। আরেক জন বললোঃ না, এ নয় বরং অন্য আরেক জন হত্যা করেছে।
৯. ওয়ারিশদের মধ্যে পুরুষ থাকতে হবে।
১০. দাবি এক ব্যক্তির ব্যাপারে হতে হবে। অনেক জনের ব্যাপারে নয়।
হযরত সাহুল বিন্ আবু হাস্মা রা থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর বংশের বড়দের মুখ থেকে শ্রবণ করেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন্ সাহুল এবং মু'হাইয়েসা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কোন এক কারণে খাইবার রওয়ানা করেন। কিছুক্ষণ পর উভয় জন ভিন্ন হয়ে

যান। অতঃপর মু'হাইয়েসার নিকট এ সংবাদ আসলো যে, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ সাহুলকে হত্যা করে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। তখন সে ইহুদিদের নিকট এসে বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! তোমরাই ওকে হত্যা করেছো। তারা বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! আমরা ওকে হত্যা করিনি। তখন সে এবং তার ভাই 'হুওয়াইয়েসা এবং আব্দুর রহমান বিন্ সাহুল রাসূল ﷺ এর নিকট আসলো। মু'হাইয়েসা কথা বলতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ

كَبُرَ كَبْرُ

অর্থাৎ তোমার বড় ভাইকে কথা বলতে দাও।

তখন 'হুওয়াইয়েসা ঘটনাটি বিস্তারিত বললে রাসূল ﷺ বলেনঃ

إِنَّمَا أَنْ يَدْرُوا وَإِنَّمَا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ لِحُوَيْصَةَ وَ مُحِیَصَةَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَتَخْلِفُ لَكُمْ يَهُودٌ؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَنَّةَ نَاقَةٍ

(বুখারী, হাদীস ৭১৯২ মুসলিম, হাদীস ১৬৬৯)

অর্থাৎ তারা দিয়াত দিবে অথবা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিবে। রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে তাদের নিকট চিঠি পাঠালে তারা তাঁর কাছে লিখে পাঠায় যে, আল্লাহ্'র কসম! আমরা ওকে হত্যা করিনি। অতঃপর রাসূল ﷺ 'হুওয়াইয়েসা, মু'হাইয়েসা ও আব্দুর রহমান বিন্ সাহুলকে বলেনঃ তোমরা কি কসম খেয়ে ওর কিসাস নিবে? তারা বললোঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে ইহুদিরা তোমাদের নিকট কসম খাবে? তারা বললোঃ তারা মুসলমান নয়। অতএব তাদের কসমের কোন গুরুত্ব নেই। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজ পক্ষ থেকে একশতটি উট তাদের নিকট দিয়াত হিসেবে পাঠিয়ে দেন।

কেউ কাউকে ধোঁকা কিংবা কৌশলে অথবা অভয় দিয়ে হত্যা করলে (চাই তা সম্পদের জন্য হোক কিংবা ইজ্জতহানির জন্যে অথবা কোন রহস্য ফাঁস হয়ে

যাওয়ার আশঙ্কায়) এমনকি স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করলেও বিচারক উক্ত হত্যাকারীকে অবশ্যই হত্যা করবে। কোনভাবেই তাকে ক্ষমা করা হবে না। কারণ, সে আল্লাহু তা'আলার যমিনে ফিৎনা সৃষ্টিকারী। অনুরূপভাবে সন্তাসী, দসু, তস্কর, ধর্ষক ও স্ত্রীলতাহানিকারী, ছিনতাইকারী এবং অপহরণকারীর বিধানও একই। চাই তারা কাউকে হত্যা করুক অথবা নাই করুক। তবে তারা কাউকে হত্যা করলে অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আর তারা কাউকে হত্যা না করলে তাদেরকে চারটি শাস্তির যে কোন একটি শাস্তি দেয়া হবে। হত্যা করা হবে অথবা ফাঁসী দেয়া হবে অথবা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা অন্য এলাকার জেলে বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না তারা খাঁটি তাওবা করে নেয়। এমনকি একজনকে হত্যা করার ব্যাপারে কয়েকজন অংশ গ্রহণ করলেও তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। যদি তারা সরাসরি উক্ত হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

(মা'যিদাহ : ৩৩)

অর্থাৎ যারা আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধ কিংবা প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে অথবা আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বিধি-বিধানের উপর হঠকারিতা দেখায় এবং (হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ ও ছিনতাইয়ের মাধ্যমে) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ফাঁসী দেয়া হবে অথবা এক দিকের হাত

এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা অন্য এলাকার জেলে বন্দী করে রাখা হবে (যতক্ষণ না তারা খাঁটি তাওবা করে নেয়)। এ হচ্ছে তাদের জন্য ইহলোকের ভীষণ অপমান এবং পরকালেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যদি তারা স্বেচ্ছায় তাওবা করে নেয় তাহলে জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

তবে মানুষের হাত অধিকার তাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ غُرَيْبَةٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَفَعَلُوا ، فَصَحُوا ، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ ، فَأَتَى بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَةِ حَتَّى مَاتُوا

(বুখারী, হাদীস ৫৬৮৫, ৫৬৮৬ মুসলিম, হাদীস ১৬৭১)

অর্থাৎ 'উরাইনাহু গোত্রের কিছু লোক মদিনায় রাসূল সাঃ এর নিকট আসলো। অসুস্থতার দরুন তারা মদীনায় অবস্থান করতে চাচ্ছিলো না। অতএব রাসূল সাঃ তাদেরকে বললেনঃ যদি তোমাদের মনে চায় তা হলে তোমরা সাদাকার উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পারো। তারা তাই করলো। তাতে তারা সুস্থ হয়ে গেলো। অতঃপর তারা উট রাখালদেরকে হত্যা করলো, মর্ত্যাদ্ হয়ে গেলো এবং রাসূল সাঃ এর কয়েকটি উট নিয়ে গেলো। নবী সাঃ ব্যাপারটি জানতে পেরে তাদেরকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে উপস্থিত করা হলে রাসূল সাঃ তাদের হাত-পা কেটে দিলেন, তাদের

চোখ উঠিয়ে ফেললেন এবং তাদেরকে রোদ্দে বেঁধে রাখলেন যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাখিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ اشْتَرَكْتُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৯৬)

অর্থাৎ জনৈক যুবককে গুপ্তভাবে হত্যা করা হলে হযরত 'উমর রা বললেনঃ পুরো সান্'আবাসীরাও (বর্তমানে ইয়েমেনের রাজধানী) যদি উক্ত যুবককে হত্যা করায় অংশ গ্রহণ করতো তা হলে আমি তাদের সকলকেই ওর পরিবর্তে হত্যা করতাম। তাদেরকে আমি কখনোই এমনিতেই ছেড়ে দিতাম না।

তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আর তা হলোঃ কেউ কাউকে হত্যা করে তাওবা করে ফেললে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে কি না?

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাওবার কারণে দুনিয়ার শাস্তি কখনো ক্ষমা করা হবে না। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তা হলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। অন্যথা নয়।

তবে তাওবার কারণে আখিরাতে তাকে ক্ষমা করা হবে কি না সে ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের তিনটি মত উল্লেখযোগ্য। যা নিম্নরূপঃ

১. তার জন্য আখিরাতের শাস্তি ক্ষমা করা হবে না। কারণ, যাকে হত্যা করা হয়েছে সে তার অধিকার ফিরে পায়নি। অতএব তাকে তা আখিরাতে দেয়া হবে।

২. তাওবার কারণে আখিরাতে তাকে আর শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ, তাওবা সকল গুনাহ মুছে দেয়। আর হত্যাকৃত ব্যক্তি যখন নিজ অধিকার আদায় করতে সক্ষম নয় সে জন্য তার ওয়ারিশদেরকে এ ব্যাপারে তার প্রতিনিধি বানানো হয়েছে। সুতরাং তাদের ফায়সালা তার ফায়সালা হিসেবেই

ধরা হবে। অতএব আখিরাতে তার পাওনা বলতে কিছুই থাকবে না। যার দরুন হত্যাকারীকে শাস্তি পেতে হবে।

প্রথম মতই গ্রহণযোগ্য। কারণ, তাতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাসের সমর্থন রয়েছে। আর একটি কথা হচ্ছে, হত্যার সঙ্গে তিনটি অধিকার সম্পৃক্ত। আল্লাহ্'র অধিকার, হত্যাকৃত ব্যক্তির অধিকার ও তার ওয়ারিশদের অধিকার। সুতরাং তাওবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার রক্ষা পেলো। ওয়ারিশদের অধিকার ক্বিসাস্ (হত্যার বিনিময়ে হত্যা), দিয়াত (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ), চুক্তিবদ্ধ সম্পদ অথবা ক্ষমার মাধ্যমে রক্ষিত হয়। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তির অধিকার কিছুতেই রক্ষা পায়নি। যা সে পরকালেই পাবে ইনশাআল্লাহ্।

৪. সুদঃ

সুদ খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। এ জন্যই তো আল্লাহ্ তা'আলা সুদখোরের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যা অন্য কোন পাপীর সাথে দেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(বাক্বারাহ : ২৭৮-২৭৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন করো যদি তোমরা মু'মিন হওয়ার দাবি করে থাকো। আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

অর্থনৈতিক মন্দাভাব, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, অকর্মের সংখ্যাবৃদ্ধি, কোম্পানীগুলোর অধঃপতন, নিজের সকল উপার্জন ঋণ পরিশোধেই নিঃশেষ

হয়ে যাওয়া, দেশের বেশির ভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হওয়া তথা সমাজে উচ্চস্তরের আবির্ভাব সে যুদ্ধেরই অন্তর্গত।

রাসূল ﷺ সুদের সাথে সম্পৃক্ত চার প্রকারের লোককে সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করেন।

হযরত জাবির ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসুউদ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرِّبَاَ وَ مُؤْكَلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ ، وَ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ
(মুসলিম, হাদীস ১৫৯৮ তিরমিযী, হাদীস ১২০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩০৭ ইবনু হিছাম, হাদীস ৫০২৫ আহমাদ, হাদীস ৬৩৫, ৬৬০, ৮৪৪, ১১২০, ১২৮৮, ১৩৬৪, ৩৭২৫, ৩৭৩৭, ৩৮০৯, ৪৩২৭, ১৪৩০২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লানত (অভিসম্পাত) করেন সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তিকে। তারা হচ্ছেঃ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়। রাসূল ﷺ আরো বলেছেনঃ তারা সবাই সমপর্যায়ের দোষী।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا ، وَ فِي رِوَايَةٍ: حُوبًا ، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ، وَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩০৪, ২৩০৫ হাকিম : ২/৩৭ সাহীহুল জামি', হাদীস ৩৫৩৩)

অর্থাৎ সুদের তিয়ান্তরটি গুনাহ রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার সমতুল্য গুনাহ। আর সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোন মুসলিম ব্যক্তির ইয্যত হনন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

دَرَهُمْ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِنَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ زَنِيَةً
(আহমাদ : ৫/২২৫ সাহীহুল জামি', হাদীস ৩৩৭৫)

অর্থাৎ সুদের একটি টাকা জেনেশুনে খাওয়া ছত্রিশবার ব্যভিচার চাইতেও মারাত্মক।

সুদের সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন তাতে কোন বরকত নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

(বাক্বারাহ : ২৭৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুদে কোন বরকত দেন না। তবে তিনি দানকে অবশ্যই বাড়িয়ে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কৃতঘ্ন পাপীকে ভালোবাসেন না।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الرِّبَا وَ إِن كُثِرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ

(হা'কিম : ২/৩৭ সাহীহুল জা'মি', হাদীস ৩৫৪২ ইব্বু মাজাহ, হাদীস ২৩০৯)

অর্থাৎ সুদ যদিও দেখতে বেশি দেখা যায় তার পরিণতি কিন্তু ঘাটতির দিকেই।

আল্লাহ তা'আলা সুদখোরকে শয়তানে ধরা ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। আর তা এ কারণেই যে, তারা সুদকে লাভ বলে জ্ঞান করে; অথচ ব্যাপারটি একেবারেই তার উল্টো।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

(বাক্বারাহ : ২৭৫)

অর্থাৎ সুদখোররা (কিয়ামতের দিন) শয়তানে ধরা ব্যক্তির ন্যায় মোহাবিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। আর তা এ কারণেই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।

যারা সুদখোর তারা পারতপক্ষে কখনো সুদ কম খেতে চায় না। বরং বেশি খেতে চাওয়াই তাদের সাধারণ অভ্যাস। এ কারণেই আল্লাহু তা'আলা কোর'আন মাজীদে মধ্য তাদেরকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

(আ'লি 'ইমরান : ১৩০)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ বেশি বেশি খেয়ো না। বরং তোমরা আল্লাহু তা'আলাকে ভয় করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

তবে গুনাহটি যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহু তা'আলা তাঁর বান্দাহকে নিজ দয়ায় তা থেকে তাওবা করার পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَ امْرَأَةٌ إِلَى اللَّهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ২৭৫)

অর্থাৎ অতঃপর যার নিকট নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে। ফলে সে তা ছেড়ে দিয়েছে। তা হলে যা ইতিপূর্বে হয়েছে গেছে তাতে কোন অসুবিধে নেই এবং তার ব্যাপারটি একমাত্র আল্লাহু তা'আলার নিকটেই সোপর্দ। (যদি সে নিজ তাওবার উপর অটল ও অবিচল থাকে তা হলে আল্লাহু তা'আলা অবশ্যই তার পুণ্যকে বিনষ্ট করবেন না)। আর যারা আবারো সুদ খেতে শুরু করলো তারা হচ্ছে জাহান্নামী। যেখানে তারা সদা সর্বদা থাকবে।

আল্লাহু তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ، لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ২৭৯-২৮০)

অর্থাৎ আর যদি তোমরা সুদ খাওয়া থেকে তাওবা করে নাও তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে শুধু তোমাদের মূলধনটুকু। তোমরা কারোর উপর অত্যাচার করবে না এবং তেমনিভাবে তোমাদের উপরও কোন অত্যাচার করা হবে না। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে তার স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করো। আর যদি তোমরা তোমাদের মূলধনটুকুও দরিদ্র ঋণগ্রস্তদেরকে দান করে দাও তা হলে তা হবে তোমাদের জন্য আরো কল্যাণকর। যদি তোমরা তা জানো বা বুঝে থাকো তা হলে তা অতিসত্বর বাস্তবায়ন করো।

সুদ খাওয়া, খাওয়ানো, লেখা ও সে ব্যাপারে সাক্ষী দেয়া যেমন হারাম অথবা কবীরা গুনাহ তেমনিভাবে সুদী ব্যাংকে টাকা রাখা, পাহারাদারি করা অথবা সুদী ব্যাংকের সাথে যে কোন ধরনের লেনদেন করাও শরীয়ত বিরোধী কাজ তথা অবৈধ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

(মা'য়িদাহ : ২)

অর্থাৎ তোমরা নেক কাজ ও আল্লাহুভীরুতায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো। তবে পাপাচার ও অত্যাচার করতে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

তবে যারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়ে (চুরি অথবা আত্মসাৎ ইত্যাদির ভয়ে) মন্দের ভালো ইসলামী ব্যাংক কাছে না পেয়ে সুদী ব্যাংকে টাকা রেখেছেন তাদেরকে সদা সর্বদা নিজ অপারগতার কথা মনে রাখতে হবে। ভাবতে হবে, আমি যেন অপারগতার কারণে মৃত পশু খাচ্ছি। আল্লাহু তা'আলার নিকট এ জন্য সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বিকল্প ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা

চালিয়ে যাবে। ব্যাংক থেকে সুদ উঠিয়ে তা জনকল্যাণমূলক জায়গি কাঙ্জে খরচ করে তা থেকে নিশ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। তা ব্যয় করার সময় কখনো সাদাকার নিয়্যাত করবে না। কারণ, আল্লাহু তা'আলা পবিত্র এবং তিনি একমাত্র পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন। আর সুদ হচ্ছে অপবিত্র। সুতরাং তিনি তা কখনোই গ্রহণ করবেন না। সুদের টাকা খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদির খাতে অথবা স্ত্রী-পুত্র এবং মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ তথা ওয়াজিব খরচায় ব্যয় করা যাবে না। তেমনিভাবে যাকাত আদায়, ট্যাক্স পরিশোধ, নিজকে যালিমের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও ব্যয় করা যাবে না। কারণ, এ সবগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সুদ খাওয়ারই শামিল।

৫. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণঃ

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণও একটি বড় অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ۖ إِنَّمَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ،
وَيَصِيلُونَ سَعِيرًا ۝ ﴾

(নিসা' : ১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা অন্যায়াভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে তারা সত্যিকারার্থে আগুন দিয়ে নিজের পেট ভরছে এবং অচিরেই তারা জাহান্নামের অগ্নিতে দক্ষ হবে।

৬. কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়নঃ

কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়নও একটি মারাত্মক অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ، وَ مَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ، وَ بئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

(আব্‌ফাল : ১৫-১৬)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখনই কাফিরদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা কখনোই তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি সে দিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন অথবা নিজেদের অন্য সেনাদলের নিকট অবস্থান নেয়া ছাড়া যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কোপানলে পতিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। যা একেবারেই নিকৃষ্টতম স্থান।

৭. সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াঃ

সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া আরেকটি কঠিন অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

(নূর : ২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা মু'মিন মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখিরাতে) রয়েছে মহা শাস্তি।

কোন সতী-সাধ্বী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তিঃ

যারা সতী-সাধ্বী কোন মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো অথচ চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে পারেনি তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে

বেত্রাঘাত করা হবে, কারোর ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং তখন থেকে তাদের পরিচয় হবে ফাসিক।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
(নূর : ৪-৫)

অর্থাৎ যারা সতী-সাদ্বী কোন মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো ; অথচ চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণিত করতে পারেনি তা হলে তোমরা ওদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করো, কারোর ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করো না এবং তারাই তো সত্যিকার ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় (তারা সত্যিই অপরাধমুক্ত)। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا نَزَلَ عَذْرِيّ ؛ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ، وَ تَلَا الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ؛ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَ امْرَأَةٍ ؛ فَضْرَبُوا حَدَّهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৪ তিরমিযী, হাদীস ৩১৮১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬১৫)

অর্থাৎ যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে কোর'আন নাযিল হলো তখন রাসূল ﷺ মিন্বারের উপর দাঁড়িয়ে তা সাহাবাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। অতঃপর তিনি মিন্বার থেকে নেমে দু'জন পুরুষ তথা হাসুসান বিন্ সাবিত আনসারী ও মিস্তাহ বিন্ উসাসাহু এবং একজন মহিলা তথা হা'মনাহ বিন্ত জাহাশকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করতে আদেশ করেন। অতএব তাদেরকে সে পরিমাণ বেত্রাঘাত করা হয়।

যারা নিজ স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো ; অথচ তারা ছাড়া এ

ব্যাপারে অন্য কোন সাক্ষী নেই তা হলে তাদের প্রত্যেকেই চার চার বার এ কথা সাক্ষ্য দিবে যে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার সে এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহু তা'আলার লা'নত পতিত হোক যদি সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। মহিলাটিও এ ব্যাপারে চার চার বার সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই তার স্বামী মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে এ কথা বলবে যে, নিশ্চয়ই তার উপর আল্লাহু তা'আলার গযব পতিত হোক যদি তার স্বামী এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَ يَذَرُونَهَا غَتَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

(নূর : ৬-৯)

অর্থাৎ যারা নিজ স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো অথচ তাদের সপক্ষে তারা ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী নেই তা হলে তাদের প্রত্যেককে চার চার বার এ বলে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী। পঞ্চমবার সে এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহু তা'আলার লা'নত পতিত হোক সে যদি এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে সে এ ব্যাপারে চার চার বার সাক্ষ্য দিলে যে, তার স্বামী নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহু তা'আলার গযব পতিত হোক যদি তার স্বামী এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকে।

আল্লাহু তা'আলা ব্যভিচারের অপবাদকে গুরুতর অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ، وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾

(বূর : ১৫)

অর্থাৎ তোমরা ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করছো অথচ তা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই গুরুতর অপরাধ।

অপবাদ সর্বসাকুল্যে দু' প্রকারঃ

১. যে অপবাদে শরীয়তে নির্দিষ্ট পরিমাণের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমনঃ ব্যভিচার কিংবা সমকামের প্রকাশ্য অপবাদ অথবা কারোর বংশীয় পরিচয় অস্বীকার করা।

২. যে অপবাদে শরীয়তে নির্দিষ্ট পরিমাণের কোন শাস্তি নেই। তবে এমতাবস্থায় অপবাদীকে শিক্ষামূলক কিছু শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। যেমনঃ উক্ত ব্যাপার সমূহের অস্পষ্ট অপবাদ অথবা অন্য কোন ব্যাপারে অপবাদ।

যে যে কারণে অপবাদকারীকে বেত্রাঘাত করতে হয় নাঃ

সর্বমোট চারটি কারণের যে কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে অপবাদকারীকে আর বেত্রাঘাত করতে হয় না। যা নিম্নরূপঃ

১. যাকে অপবাদ দেয়া হলো সে অপবাদকারীকে ক্ষমা করে দিলে।
২. যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে অপবাদকারীর অপবাদকে স্বীকার করলে।
৩. অপবাদকারী অপবাদের সত্যতার ব্যাপারে কোন প্রমাণ দাঁড় করালে।
৪. পুরুষ নিজ স্ত্রীকে অপবাদ দিয়ে নিজকে লা'নত করতে রাজি হলে।

বিধানগতভাবে কাউকে অপবাদ দেয়া তিন প্রকারঃ

১. হারাম। অপবাদটি একেবারে মিথ্যে অথবা বানোয়াট হলে।
২. ওয়াজিব। কেউ নিজ স্ত্রীকে ঋতুমুত্তা তথা পবিত্রাবস্থায় কারোর সাথে ব্যভিচার করতে দেখলে। অথচ সে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর তার স্ত্রীর সাথে একবারও সহবাস করেনি এবং উক্ত ব্যভিচার থেকে সন্তানও জন্ম নিয়েছে।

৩. জায়িয। কেউ নিজ স্ত্রীকে কারোর সাথে ব্যভিচার করতে দেখলে। অথচ উক্ত ব্যভিচার থেকে কোন সন্তান জন্ম নেয়নি। এমতাবস্থায় সে নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিতে পারে অথবা তাকে অপবাদ না দিয়ে এমনিতেই তালাক দিয়ে দিতে পারে। এমতাবস্থায় তালাক দেয়াই সর্বোত্তম। কারণ, অপবাদ দিলে তার স্ত্রী অপবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মিথ্যা কসম খাবে অথবা অপবাদ স্বীকার করে অপমানিতা হবে। আর এমনিতেই তালাক দিয়ে দিলে এসবের কোন ঝামেলাই থাকবে না।

কেউ কাউকে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে বলে অপবাদ দিলে এ ব্যাপারে তাকে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে অথবা সে নিজকে লা'নত করবে। তা না হলে তার স্ত্রী এবং যাকে তার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে তারা প্রত্যেকেই উক্ত অপবাদের বিচার চাওয়ার অধিকার রাখবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হিলাল বিন্ উমাইয়াহ্ ۞ শারীক বিন্ সা'হুমা' ۞ কে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে বলে অপবাদ দিলে রাসূল ۞ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

(বুখারী, হাদীস ২৬৭১)

অর্থাৎ সাক্ষী-প্রমাণ দিবে। নতুবা তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হবে।

৮. ব্যভিচারঃ

ব্যভিচার একটি মারাত্মক অপরাধ। হত্যার পরই যার অবস্থান। কারণ, তাতে বংশ পরিচয় সঠিক থাকে না। লজ্জাস্থানের হিফায়ত হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক সম্মান রক্ষা পায় না। মানুষে মানুষে কঠিন শত্রুতার জন্ম নেয়। দুনিয়ার সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। একে অন্যের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। এ কারণেই তো আল্লাহু তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ۞ হত্যার পরই এর উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَ لَا يَزْنُونَ ، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخُلُدْ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

(ফুরকান : ৩৮-৭০)

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহু তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহু তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাক্ষিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে নেয়, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে ; আল্লাহু তা'আলা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহু তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসুউদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

(বুখারী, হাদীস ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২ মুসলিম, হাদীস ৮৬)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা কে জিজ্ঞাসা করলোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! কোন পাপটি আল্লাহু তা'আলার নিকট মহাপাপ বলে বিবেচিত? রাসূল সা বললেনঃ আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ; অথচ তিনিই

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললোঃ অতঃপর কি? তিনি বললেনঃ নিজ সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে বলে। সে বললোঃ অতঃপর কি? তিনি বললেনঃ নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।

আল্লাহু তা'আলা কোর'আন মাজীদে ব্যভিচারের কঠিন নিন্দা করেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

(ইসরা' / বানী ইসরা'ঈল : ৩২)

অর্থাৎ তোমরা যেনা তথা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। কারণ, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

তবে এ ব্যভিচার মুহুরিমা (যে মহিলাকে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম) এর সাথে হলে তা আরো জঘন্য। এ কারণেই আল্লাহু তা'আলা বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

(নিসা' : ২২)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করো না। তবে যা গত হয়ে গেছে তা আল্লাহু তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অরুচিকর ও নিকৃষ্টতম পন্থা।

হযরত বারা' রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমার চাচার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার হাতে ছিলো একখানা বাগ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ،
وَأَخَذَ مَالَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৫৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৫৬)

অর্থাৎ আমাকে রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন যে নিজ পিতার স্ত্রী তথা তার সৎ মায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান কেটে দিতে এবং তার সম্পদ হরণ করতে।

মুহুরিমা কে বিবাহ করা যদি এতো বড় অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে তাদের সাথে ব্যভিচার করা যে কতো বড়ো অপরাধ হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

আল্লাহ তা'আলা লজ্জাস্থান হিফায়তকারীকে সফলকাম বলেছেন। এর বিপরীতে অবৈধ যৌন সংযোগকারীকে ব্যর্থ, নিন্দিত ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾

(মু'মিনুন : ১-৭)

অর্থাৎ মু'মিনরা অবশ্যই সফলকাম। যারা নামাযে অত্যন্ত মনোযোগী। যারা অযথা ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত। যারা যাকাত দানে অত্যন্ত সক্রিয়। যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফায়তকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারী অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।

আল্লাহ তা'আলা কোর'আন মাজীদে ব্যাপকভাবে মানব জাতির নিন্দা করেছেন। তবে যারা নিন্দিত নয় তাদের মধ্যে যৌনাঙ্গ হিফায়তকারী অন্যতম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾
(মাত্‌আরিফ : ২৯-৩১)

অর্থাৎ আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফায়তকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।

রাসূল ﷺ যৌনাঙ্গ হিফায়তকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا شَبَابُ قُرَيْشٍ! احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ، لَا تَزْنُوا ، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ
(সাহীহত্‌ তারগীবী ওয়াত্‌ তারহীবী, হাদীস ২৪১০)

অর্থাৎ হে কুরাইশ যুবকরা! তোমরা নিজ যৌনাঙ্গ হিফায়ত করো। কখনো ব্যভিচার করো না। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি নিজ যৌনাঙ্গ হিফায়ত করতে পেরেছে তার জন্যই তো জান্নাত।

হযরত সাহল্ বিন্ সা'আদ (রাযী) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لِيَ الْجَنَّةَ
(বুখারী, হাদীস ৩৪৭৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহ্বা এবং উভয় পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফায়ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো।

আল্লাহ তা'আলা শুধু যৌনকর্মকেই হারাম করেননি। বরং তিনি এরই পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ، وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(আ'রাফ : ৩৩)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি ঘোষণা করে দাওঃ নিশ্চয়ই আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ; যে ব্যাপারে তিনি কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা।

আল্লাহ তা'আলা যখন ব্যভিচারকর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে স্বভাবতঃ ব্যভিচারকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফায়তের পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ، وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

(নূর : ৩০-৩১)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে

সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফায়ত করে। এটাই তাদের জন্য প্রবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মু'মিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফায়ত করে।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾

(গাফির/মু'মিন : ১৯)

অর্থাৎ তিনিই চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত।

আল্লাহু তা'আলা কাউকে অন্য কারোর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে চক্ষুর অপব্যবহার না হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

(নূর : ২৭-২৮)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তো তোমাদের জন্য অনেক শ্রেয়। আশাতো তোমরা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাউকে না পাও তা হলে তোমরা তাতে একেবারেই প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তো তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মহিলাদেরকে অপর পুরুষ থেকে পর্দা করতে আদেশ করেছেন। যাতে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি তার অপূর্ব সৌন্দর্যের উগ্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ، وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

(নূর : ৩১)

অর্থাৎ মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এঁটে থাকা অলংকার বা আকর্ষণীয় পোষাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা, চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোন অসুবিধে নেই। তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ (চোখের সহ) যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, স্বজাতীয় মহিলা, মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনা রহিত অধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অঙ্গ বালক ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পদযুগল ক্ষেপণ না করে। কারণ, তাতে করে তাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। বরং হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

কোন ব্যক্তি চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরীয়ত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সত্যিকারার্থে সে অনেকগুলো গুনাহ বিশেষভাবে ব্যভিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। তেমনিভাবে তার ধার্মিকতাও অনেকাংশে রক্ষা পাবে। আর তা হচ্ছেঃ

১. চোখ ও দৃষ্টিশক্তি। তা রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

(আহমাদ : ৫/৩২৩ হা'কিম : ৪/৩৫৮, ৩৫৯ ইবনু হিব্বান, হাদীস ২৭১ বায়হাকী : ৬/২৮৮)

অর্থাৎ তোমাদের চোখ নিম্নগামী করো এবং লজ্জাস্থান হিফায়ত করো।

হঠাৎ কোন হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেলে তা তড়িঘড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।

রাসূল ﷺ হযরত 'আলী কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

يَا عَلِيُّ! لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৪৯ তিরমিযী, হাদীস ২৭৭৭ আহমাদ : ৫/৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭ হা'কিম : ২/১৯৪ বায়হাকী : ৭/৯০)

অর্থাৎ হে 'আলী! বার বার দৃষ্টি ক্ষেপণ করো না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোন দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের।

রাসূল ﷺ হারাম দৃষ্টিকে চোখের যেনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যভিচার করে থাকে। তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যভিচার। যাকে বাস্তবার্থেই ব্যভিচার বলা হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِفْظَهُ مِنَ الزُّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَرَأَى الْعَيْنَيْنِ

الْظُّرُّ، وَ زَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَ الْيَدَانِ تَرْزِيَانِ فَرِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَ الرَّجْلَانِ
تَرْزِيَانِ فَرِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَ الْفَمُ يَرْزِي فَرِنَاهُ الْقَبْلُ، وَ الْأُذُنُ زِنَاهَا الْاسْتِمَاعُ،
وَ النَّفْسُ تَمْنَى وَ تَشْتَهِي، وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ يُكَذِّبُهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যেনার কিছু অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যেনা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ, মুখের যেনা হচ্ছে অশ্লীল কথোপকথন, হাতও ব্যভিচার করে ; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত দিয়ে ধরা, পাও ব্যভিচার করে ; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে কোন ব্যভিচার সংঘটনের জন্য রওয়ানা করা, মুখও ব্যভিচার করে ; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে চুমু দেয়া, কানের ব্যভিচার হচ্ছে অশ্লীল কথা শ্রবণ করা, মনও ব্যভিচারের কামনা-বাসনা করে। আর তখনই লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে অথবা করে না।

দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ, কোন কিছু দেখার পরই তো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার কামনা-বাসনা জন্মে। কামনা-বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোন কর্ম সংঘটিত হয়। যদি পথিমধ্যে কোন ধরনের বাধা না থাকে।

দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, উর্ধ্বশ্বাস ও অন্তরজ্বালা। কারণ, মানুষ যা চায় তার সবটুকু সে কখনোই পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের ন্যায়। অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। একেবারে শান্তভাবে নয়।

আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর এ ক্ষতের উপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ।

যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভবপর নয়।

২. মন ও মনোভাব। এ পর্যায় খুবই কঠিন। কারণ, মানুষের মনই হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র উৎস। মানুষের ইচ্ছা, স্পৃহা, আশা ও প্রতিজ্ঞা মনেরই সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে নিজ কুপ্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না নিশ্চিতভাবে সে কুপ্রবৃত্তির শিকার হবে। পরিশেষে তার ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য।

মানুষের মনোভাবই পরিশেষে দুরাশার রূপ নেয়। মনের দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে দুরাশায় সম্ভুষ্ট। কারণ, দুরাশাই হচ্ছে সকল ধরনের আলস্য ও বেকারত্বের পুঁজি। এটিই পরিশেষে লজ্জা ও আফসোসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুরাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আলস্যের কারণে যখন বাস্তবতায় পৌঁছতে পারে না তখনই তাকে শুধু আশার উপরই নির্ভর করতে হয়। মূলতঃ বাস্তববাদী হওয়াই একমাত্র সাহসীর পরিচয়।

মানুষের ভালো মনোভাব আবার চার প্রকারঃ

১. দুনিয়ার লাভার্জনের মনোভাব।

২. দুনিয়ার ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

৩. আখিরাতের লাভার্জনের মনোভাব।

৪. আখিরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

নিজ মনোভাবকে উক্ত চারের মধ্যে সীমিত রাখাই যে কোন মানুষের একান্ত কর্তব্য। এগুলোর যে কোনটিই মনে জাগ্রত হলে তা অতি তাড়াতাড়ি কাজে লাগানো উচিত। আর যখন এগুলোর সব কটিই মনের মাঝে একত্রে জাগ্রত হয় তখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যা এখনই না করলে পরে করা আর সম্ভবপর হবে না।

কখনো এমন হয় যে, অন্তরে একটি প্রয়োজনীয় কাজের মনোভাব জাগ্রত হলো যা পরে করলেও চলে ; অথচ এরই পাশাপাশি আরেকটি এমন কাজের মনোভাবও অন্তরে জন্মালো যা এখনই করতে হবে। না করলে তা পরবর্তীতে কখনোই করা সম্ভবপর হবে না। তবে কাজটি এতো প্রয়োজনীয় নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ অপরটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন যা শরীয়তের মৌলিক নীতি পরিপন্থী।

তবে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা ও মনোভাব সেটিই যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সমুদ্র চিন্তা-ভাবনার জন্যই হবে। এ ছাড়া যত চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসুওয়াসা অথবা দ্রাস্ত আশা।

যে চিন্তা-ফিকির একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য তা আবার কয়েক প্রকারঃ

১. কোর'আন মাজীদে আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাতে নিহিত আল্লাহ তা'আলার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করা।

২. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার যে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী, কৌশল ও প্রজ্ঞা, দান ও অনুগ্রহ বুঝতে চেষ্টা করবে। কোর'আন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে মানুষকে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৩. মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার যে অপার অনুগ্রহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তাঁর দয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

উক্ত ভাবনা সমূহ মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার একান্ত পরিচয়, ভয়, আশা ও ভালোবাসার জন্ম দেয়।

৪. নিজ অন্তর ও আমলের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এতদ্ চিন্তা-চেতনা খুবই কল্যাণকর। বরং একে সকল কল্যাণের সোপানই বলা চলে।

৫. সময়ের প্রয়োজন ও নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। সত্যিকার ব্যক্তি তো সেই যে নিজ সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

হযরত ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাতুল্লাহ) বলেনঃ আমি সুফীদের নিকট মাত্র দু'টি ভালো কথাই পেয়েছি। যা হচ্ছেঃ তারা বলে থাকে, সময় তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে ভালো কাজে নিঃশেষ করবে। নতুবা সে তোমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। তারা আরো বলে, তুমি অন্তরকে ভালো কাজে লাগাবে। নতুবা সে তোমাকে খারাপ কাজেই লাগাবে।

মনে কোন চিন্তা-ভাবনার উদ্বেক তা ভালো অথবা খারাপ যাই হোক না কেন দোষের নয়। বরং দোষ হচ্ছে খারাপ চিন্তা-চেতনাকে মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ স্থান দেয়া। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'টি চেতনা তথা প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার একটি ভালো অপরটি খারাপ। একটি সর্বদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সমৃদ্ধিই কামনা করে। পক্ষান্তরে অন্যটি গায়রুল্লাহ'র সমৃদ্ধিই কামনা করে। ভালোটি অন্তরের ডানে অবস্থিত যা ফেরেশতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অপরটি অন্তরের বামে অবস্থিত যা শয়তান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পরস্পরের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত। কখনো এর জয় আবার কখনো ওর জয়। তবে সত্যিকারের বিজয় ধারাবাহিক ধৈর্য, সতর্কতা ও আল্লাহভীরুতার উপরই নির্ভরশীল।

অন্তরকে কখনো খালি রাখা যাবে না। ভালো চিন্তা-চেতনা দিয়ে ওকে ভর্তি রাখতেই হবে। নতুবা খারাপ চিন্তা-চেতনা তাতে অবস্থান নিবেই। সুফীবাদীরা অন্তরকে কাশ্ফের জন্য খালি রাখে বিধায় শয়তান সুযোগ পেয়ে তাতে ভালোর বেশে খারাপের বীজ বপন করে। সুতরাং অন্তরকে সর্বদা ধর্মীয় জ্ঞান ও হিদায়াতের উপকরণ দিয়ে ভর্তি রাখতেই হবে।

৩. মুখ ও বচন। কখনো অযথা কথা বলা যাবে না। অন্তরে কথা বলার ইচ্ছা জাগলেই চিন্তা করতে হবে, এতে কোন ফায়দা আছে কি না? যদি তাতে

কোন ধরনের ফায়দা না থাকে তা হলে সে কথা কখনো বলবে না। আর যদি তাতে কোন ধরনের ফায়দা থেকে থাকে তাহলে দেখবে, এর চাইতে আরো লাভজনক কোন কথা আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে তাই বলবে। অন্যটা নয়।

কারোর মনোভাব সরাসরি বুঝা অসম্ভব। তবে কথার মাধ্যমেই তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে হয়।

হযরত ইয়াহুয়া বিন্ মু'আয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ অন্তর হচ্ছে ডেগের ন্যায়। তাতে যা রয়েছে অথবা দেয়া হয়েছে তাই রন্ধন হতে থাকবে। বাড়তি কিছু নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের ন্যায়। যখন কেউ কথা বলে তখন সে তার মনোভাবই ব্যক্ত করে। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোন পাত্রে রাখা খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে পারেন ঠিক তেমনিভাবে কারোর মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই টের পাবেন।

মন আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে আপনার কোন না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং আপনার মন যদি আপনাকে কোন খারাপ কথা বলতে বলে তখন আপনি আপনার জিহ্বার মাধ্যমে তার কোন সহযোগিতা করবেন না। তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ হবে নিশ্চয়ই এবং আপনিও গুনাহ কিংবা তার অঘটন থেকে রেহাই পাবেন।

এ জন্যই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ
(আহমাদ ৩/১৯৮)

অর্থাৎ কোন বান্দাহ'র ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। তেমনিভাবে কোন বান্দাহ'র অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়।

সাধারণত মন মুখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমেই বেশি অঘটন ঘটায় তাই রাসূল

☞ কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিনিস সাধারণতঃ মানুষকে বেশির ভাগ জাহান্নামের সম্মুখীন করে তখন তিনি বলেনঃ

الْفَمِّ وَالْفَرْجِ

(তিরমিযী, হাদীস ২০০৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৩২২ আহমাদ ২/২৯১, ৩৯২, ৪৪২ হা'কিম ৪/৩২৪ ইবনু হিদ্দান, হাদীস ৪৭৬ বুখারী/আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ২৯২ বায়হাকী/শু'আবুল ইমান, হাদীস ৪৫৭০)

অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থান।

একদা রাসূল ﷺ হযরত মু'আয বিনু জাবাল্ ☞ কে জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সহযোগী আমল বলে দেয়ার পর আরো কিছু ভালো আমলের কথা বলেন। এমনকি তিনি সকল ভালো কাজের মূল, কাণ্ড ও চূড়া সম্পর্কে বলার পর বলেনঃ

أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا لَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ؟! قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ: كَفَّ عَلَيْكَ هَذَا ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَ إِنَّا لَمُؤْاخِذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَ هَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৪৪ আহমাদ ৫/২৩১, ২৩৭ 'আব্দু বিন 'হমাইদ/মুনতাখাব, ১১২ 'আব্দুর রাযযাক, হাদীস ২০৩০৩ বায়হাকী/শু'আবুল ইমান, হাদীস ৪৬০৭)

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলবো যার উপর এ সবই নির্ভরশীল? আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি দয়া করে তা বলুন। অতঃপর তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বললেনঃ এটাকে তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদেরকে কথার জন্যও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেনঃ তোমার কল্যাণ হোক! হে মু'আয! একমাত্র কথার কারণেই বিশেষভাবে সে দিন মানুষকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অনেক সময় একটিমাত্র কথাই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত এমনকি তার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়।

হযরত জুন্দাব্ বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: وَ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَ أَحْبَبْتُ عَمَلَكَ
(মুসলিম, হাদীস ২৬২১)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ আল্লাহ্'র কসম, আল্লাহ্ তা'আলা ওকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ কে সে? যে আমার উপর কসম খেয়ে বলে যে, আমি ওমুককে ক্ষমা করবো না। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর শপথকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আমি ওকেই ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দিলাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেনঃ

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلِّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ يَقْتُلَ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০১)

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! লোকটি এমন কথাই বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধ্বংস করে দিয়েছে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ

(বুখারী, হাদীস ৬৪৭৭ মুসলিম, হাদীস ২৯৮৮)

অর্থাৎ বান্দাহ্ কখনো কখনো যাচবিচার ছাড়াই এমন কথা বলে ফেলে যার দরুন সে জাহান্নামে এতদূর পর্যন্ত নিষ্কিন্ত হয় যতদূর দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝের ব্যবধান।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ،
فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৪০ আহমাদ ৩/৪৬৯
হাকিম ১/৪৪-৪৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ২৮০ মালিক ২/৯৮৫)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছবে; অথচ আল্লাহ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন।

উক্ত জটিলতার কারণেই রাসূল ﷺ নিজ উম্মতকে সর্বদা ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৮, ৬০১৯ মুসলিম, হাদীস ৪৭, ৪৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৪২)

অর্থাৎ যার আলাহ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস রয়েছে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

সাল্ফে সালি'হীনগণ আজকের দিনটা ঠাণ্ডা কিংবা গরম এ কথা বলতেও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। এমনকি তাঁদের জনৈককে স্বপ্নে দেখার পর তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ আমাকে এখনো এ কথার জন্য আটকে রাখা হয়েছে যে, আমি একদা বলেছিলামঃ আজ বৃষ্টির কতই না প্রয়োজন ছিলো! অতএব আমাকে বলা হলোঃ তুমি এটা কিভাবে বুঝলে যে, আজ বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিলো। বরং আমিই আমার বান্দাহ'র কল্যাণ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

অতএব জানা গেলো, জিহ্বার কাজ খুবই সহজ। কিন্তু তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

সবার জানা উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তা যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

(ক্বা'ফঃ ১৮)

অর্থাৎ মানুষ যাই বলুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য দু' জন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্তা) তার সাথেই রয়েছে।

মানুষ তার জিহ্বা সংক্রান্ত দু'টি সমস্যায় সর্বদা ভুগতে থাকে। একটি কথার সমস্যা। আর অপরটি চুপ থাকার সমস্যা। কারণ, অকথ্য উক্তিকারী গুনাহ্গার বক্তা শয়তান। আর সত্য কথা বলা থেকে বিরত ব্যক্তি গুনাহ্গার বোবা শয়তান।

৪. পদ ও পদক্ষেপ। অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে পদক্ষেপণ করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি জায়গি কাজ একমাত্র নিয়্যাতের কারণেই সাওয়াবে রূপান্তরিত হয়।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা সহজে এ কথাই বুঝতে পারলাম যে, কোন ব্যক্তি তার চোখ, মন, মুখ ও পা সর্বদা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখলে তার থেকে কোন গুনাহ বিশেষ করে ব্যভিচার কর্মটি কখনো প্রকাশ পেতে পারে না। কারণ, দেখলেই তো ইচ্ছে হয়। আর ইচ্ছে হলেই তো তা মুখ খুলে বলতে মনে চায়। আর তখনই মানুষ তা অধীর আগ্রহে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

বিচ্যুতি তথা স্থলন যখন দু' ধরনেরই তাই আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে কোর'আন মাজীদে মধ্যে একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قَالُوا سَلَامًا ﴾

(ফুরক্বান : ৬৩)

অর্থাৎ দয়ালু আল্লাহ্‌র বান্দাহু ওরাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে এ পৃথিবীতে। মুখরী যখন তাদেরকে (তাচ্ছিল্যভরে) সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! আমরা সবই সহ্য করে গেলাম ; তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই।

যেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা দেখা ও ভাবাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَلْمِ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾

(গাফির/মু'মিন : ১৯)

অর্থাৎ তিনি চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত।

ব্যভিচারের অপকার ও তার ভয়াবহতাঃ

১. কোন বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচার করলে তার স্বামী, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মারাত্মকভাবে লাক্ষিত হয়। জনসমক্ষে তারা আর মাথা উঁচু করে কথা বলতে সাহস পায় না।

২. কোন বিবাহিতা মহিলার ব্যভিচারের কারণে যদি তার পেটে সন্তান জন্ম নেয় তা হলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা জীবিত রাখা হবে। যদি তাকে হত্যাই করা হয় তা হলে দু'টি গুনাহ একত্রেই করা হলো। আর যদি তাকে জীবিতই রাখা হয় এবং তার স্বামীর সন্তান হিসেবেই তাকে ধরে নেয়া হয় তখন এমন ব্যক্তিকেই পরিবারভুক্ত করা হলো যে মূলতঃ সে পরিবারের সদস্য নয় এবং এমন ব্যক্তিকেই ওয়ারিশ বানানো হলো যে মূলতঃ ওয়ারিশ নয়। তেমনভাবে সে এমন ব্যক্তির সন্তান হিসেবেই পরিচয় বহন করবে যে মূলতঃ তার পিতা নয়। আরো কতগুলো কি?

৩. কোন পুরুষ ব্যভিচার করলে তার বংশ পরিচয়ে গরমিল সৃষ্টি হয় এবং একজন পবিত্র মহিলাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়।

৪. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারীর উপর দরিদ্রতা নেমে আসে এবং তার বয়স কমে যায়। তাকে লাঞ্ছিত হতে হয় এবং তারই কারণে সমাজে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ছড়ায়।

৫. ব্যভিচার ব্যভিচারীর অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং ধীরে ধীরে তাকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। তেমনিভাবে তার মধ্যে চিন্তা, ভয় ও আশঙ্কার জন্ম দেয়। তাকে ফিরিশ্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং শয়তানের নিকটবর্তী করে দেয়। সুতরাং অঘটনের দিক দিয়ে হত্যার পরেই ব্যভিচারের অবস্থান। যার দরুন বিবাহিতের জন্য এর শাস্তিও জঘন্য হত্যা।

৬. কোন ঈমানদারের জন্য এ সংবাদ শ্রবণ করা সহজ যে, তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এ সংবাদ শ্রবণ করা তার জন্য অবশ্যই কঠিন যে, তার স্ত্রী কারোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত সা'দ বিন্ 'উবাদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْنَعٍ

অর্থাৎ আমি কাউকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখলে তৎক্ষণাত্ই আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।

উল্লিখিত উক্তিটি রাসূল ﷺ এর কানে পৌঁছুতেই তিনি বললেনঃ

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৪৯৯)

অর্থাৎ তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছে সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে? আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়েও বেশি এবং আল্লাহ্ তা'আলার আরো বেশি। যার দরুন তিনি হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতাকে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَّتُهُ

(বুখারী, হাদীস ১০৪৪ মুসলিম, হাদীস ৯০১)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ্ এর উম্মতরা! আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছিঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার চাইতেও আর কারোর আত্মসম্মানবোধ বেশি হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর অসহ্য যে, তাঁর কোন বান্দাহ্‌ অথবা বান্দি ব্যভিচার করবে।

৭. ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ঈমান সঙ্গে থাকে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ ؛ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৯০)

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ ব্যভিচার করে তখন তার ঈমান তার অন্তর থেকে বের হয়ে মেঘের ন্যায় তার উপরে চলে যায়। অতঃপর যখন সে ব্যভিচারকর্ম সম্পাদন করে ফেলে তখন আবারো তার ঈমান তার নিকট ফিরে আসে।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ

(হা'কিম ১/২২ কানযুল 'উম্মাল্, হাদীস ১২৯৯৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যভিচার অথবা মদ পান করলো আল্লাহ্‌ তা'আলা তার ঈমান ছিনিয়ে নিবেন যেমনিভাবে কোন মানুষ তার জামা নিজ মাথার উপর থেকে খুলে নেয়।

৮. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ঈমানে ঘাটতি আসে।

হযরত আবু হুরাইরাহু رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০০৭)

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়।

৯. ব্যভিচারের প্রচার-প্রসার কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيُظْهَرَ الزُّنَا

(বুখারী, হাদীস ৮০ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১)

অর্থাৎ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছেঃ 'ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা ছেয়ে যাবে, (প্রকাশ্যে) মদ্য পান করা হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا ظَهَرَ الرُّبَا وَ الزُّنَا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا أَدَانَ اللَّهُ بِأَهْلِهَا

অর্থাৎ কোন এলাকায় সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা তখন সে জনপদের জন্য ধ্বংসের অনুমতি দিয়ে দেন।

১০. ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন দণ্ডবিধিতে নেই। যা নিম্নরূপঃ

ক. বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি তথা হত্যা খুব ভয়ানকভাবেই প্রয়োগ করা হয়। এমনকি অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি কমানো হলেও তাতে দু’টি শাস্তি একত্রেই থেকে যায়। বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি এবং দেশান্তরের মাধ্যমে মানসিক শাস্তি।

খ. আল্লাহ্ তা’আলা এর শাস্তি দিতে গিয়ে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর প্রতি দয়া করতে নিষেধ করেছেন।

গ. আল্লাহ্ তা’আলা এর শাস্তি জনসমক্ষে দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন। লুক্কায়িতভাবে নয়।

১১. ব্যভিচার থেকে দ্রুত তাওবা করে খাঁটি নেক আমল বেশি বেশি করতে না থাকলে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর খারাপ পরিণামের বিপুল আশঙ্কা থাকে। মৃত্যুর সময় তাদের ঈমান নসীব নাও হতে পারে। কারণ, বার বার গুনাহ করতে থাকা ভালো পরিণামের বিরূপ অন্তরায়। বিশেষ করে কঠিন প্রেম ও ভালোবাসার ব্যাপারগুলো এমনই।

প্রসিদ্ধ একটি ঘটনায় রয়েছে, জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা পড়তে বলা হলে সে বলেঃ

أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَامٍ مُنْجَابٍ

অর্থাৎ মিন্জাবের গোসলখানায় কিভাবে যেতে হবে। কোন্ পথে?

এর ঘটনায় বলা হয়, জনৈক ব্যক্তি তার ঘরের দরোজায় দাঁড়ানো ছিলো। এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে জনৈক সুন্দরী মহিলা যাচ্ছিলো। মহিলাটি তাকে মিন্জাব গোসলখানার পথ জিজ্ঞাসা করলে সে তার ঘরের দিকে ইশারা করে বললোঃ এটিই মিন্জাব গোসলখানা। অতঃপর মহিলাটি তার ঘরে ঢুকলে সেও তার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলো। মহিলাটি যখন দেখলো, সে অন্যের ঘরে এবং লোকটি তাকে ধোকা দিয়েছে তখন সে তার প্রতি খুশি প্রকাশ করে বললোঃ তোমার সঙ্গে একত্রিত হতে পেরে আমি খুবই ধন্য। সুতরাং কিছু

খাবার-দাবার ও আসবাবপত্র জোগাড় করা প্রয়োজন যাতে করে আমরা উভয় একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। দ্রুত লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করে আনলো। ফিরে এসে দেখলো, মহিলাটি ঘরে নেই। কারণ, সে ভুলবশত ঘরে তালা লাগিয়ে যায়নি। অথচ মহিলাটি যাওয়ার সময় ঘরের কোন আসবাবপত্র সঙ্গে নেইনি। তখন লোকটি আধ পাগল হয়ে গেলো এবং গলিতে গলিতে এ বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলোঃ

يَا رَبِّ قَائِلَةً يَوْمًا وَقَدْ تَعَبْتُ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى حِمَامٍ مِنْ حَبَابِ

অর্থাৎ হে অমুক! যে একদা ক্লান্ত হয়ে বলেছিলে, মিন্জাবের গোসলখানায় কিভাবে যেতে হয়। কোন্ পথে?

একদা সে উক্ত ছন্দটি বলে বেড়াতে লাগলো এমন সময় জনৈকা মহিলা ঘরের জানালা দিয়ে প্রতুষ্টি করে বললোঃ

هَلَا جَعَلْتَ سَرِيْعًا إِذْ ظَفَرْتَ بِهَا حَزْرًا عَلَى الدَّارِ أَوْ قُفْلًا عَلَى الْبَابِ

অর্থাৎ কেন তুমি তাকে পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত দরোজা বন্ধ করে ফেলোনি অথবা ঘরে তালা লাগিয়ে যাওনি?

তখন তার চিন্তা আরো বেড়ে যায় এবং প্রথমোক্ত ছন্দ বলতে বলতেই তার মৃত্যু হয়। নাউযু বিল্লাহু।

১২. কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তাদের উপর আল্লাহু তা'আলার ব্যাপক আযাব নিপতিত হওয়ার এক বিশেষ কারণ।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসুউদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزُّنَا أَوْ الرِّبَا إِلَّا أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

(সাঁ'হীহত্ তারগীবী ওয়াত্ তারহীবী, হাদীস ২৪০২)

অর্থাৎ কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলে তারা নিজেরাই যেন হাতে ধরে তাদের উপর আল্লাহু তা'আলার আযাব নিপতিত করলো।

হযরত মাইমুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزَّوْنِ ، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزَّوْنِ ؛ فَأَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ

(সাহীহত্ তারগীবী ওয়াত্ তারহীবী, হাদীস ২৪০০)

অর্থাৎ আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে জারজ সন্তানের আধিক্য দেখা না দিবে। যখন তাদের মধ্যে জারজ সন্তান বেড়ে যাবে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিবেন।
ব্যভিচারের স্তর বিন্যাসঃ

১. অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার। এতে মেয়েটির সম্মানহানি ও চরিত্র বিনষ্ট হয়। কখনো কখনো ব্যাপারটি সন্তান হত্যা পর্যন্ত পৌঁছায়।
২. বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু স্বামীর সম্মানও বিনষ্ট হয়। তার পরিবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। তার বংশ পরিচল্ল্যে ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, সন্তানটি তারই বলে বিবেচিত হয় ; অথচ সন্তানটি মূলতঃ তার নয়।

যেন এমন ঘটনা ঘটতেই না পারে সে জন্য রাসূল ﷺ স্বামী অনুপস্থিত এমন মহিলার বিছানায় বসা ব্যক্তির এক ভয়ানক রূপ চিত্রায়ন করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمَغِيْبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدٌ مِنْ أَسْوَدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(সাহীহত্ তারগীবী ওয়াত্ তারহীবী, হাদীস ২৪০৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বামী অনুপস্থিত এমন কোন মহিলার বিছানায় বসে তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে কিয়ামতের দিন কোন বিষাক্ত সাপ দংশন করে।

৩. যে কোন প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু প্রতিবেশীর অধিকারও বিনষ্ট হয় এবং তাকে চরম কষ্ট দেয়া হয়।

হযরত মিকুদাদ্ বিন্ আস্‌ওয়াদ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ جَارِهِ

(আহমাদ্ ৬/৮ সা'হীহত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৪০৪)

অর্থাৎ সাধারণ দশটি মহিলার সাথে ব্যভিচার করা এতো ভয়ঙ্কর নয় যতো ভয়ঙ্কর নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

রাসূল সঃ আরো ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ

(মুসলিম, হাদীস ৪৬)

অর্থাৎ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৪. যে প্রতিবেশী নামাযের জন্য অথবা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য কিংবা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার।

হযরত বুরাইদাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلِفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيُخَوِّنُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟

(মুসলিম, হাদীস ১৮৯৭)

অর্থাৎ মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা লোকদের নিকট তাদের মায়েদের সম্মানের মতো। কোন ঘরে বসে থাকা ব্যক্তি যদি কোন মুজাহিদ পুরুষের পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে

আমানতের খিয়ানত করে তখন তাকে মুজাহিদ ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ের জন্য কিয়ামতের দিন দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। অতঃপর মুজাহিদ ব্যক্তি ঘরে বসা ব্যক্তির আমল থেকে যা মনে চায় নিজে নিবে। রাসূল ﷺ বলেনঃ তোমাদের কি এমন ধারণা হয় যে, তাকে এতটুকু সুযোগ দেয়ার পরও সে এ প্রয়োজনের দিনে ওর সব আমল না নিজে ওর জন্য এতটুকুও রেখে দিবে?

৫. আত্মীয়া মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু আত্মীয়তার বন্ধনও বিনষ্ট করা হয়।

৬. মাহুরাম বা এগানা (যে মহিলাকে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে চিরতরের জন্য হারাম) মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু মাহুরামের অধিকারও বিনষ্ট করা হয়।

৭. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জন্য যে, তার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তো তার স্ত্রীই রয়েছে। তবুও সে ব্যভিচার করে বসলো।

৮. বুড়ো ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জন্য যে, তার উত্তেজনা তো তেমন আর উগ্র নয়। তবুও সে ব্যভিচার করে বসলো।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْمُلُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ، وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে দয়ার দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি এবং অহঙ্কারী গরিব।

৯. মর্যাদাপূর্ণ মাস, স্থান ও সময়ের ব্যভিচার। এতে উপরন্তু উক্ত মাস, স্থান ও সময়ের মর্যাদা বিনষ্ট হয়।

কোন ব্যক্তি শয়তানের ধোকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে এবং তা কেউ না জানলে অথবা বিচারকের নিকট তা না পৌঁছুলে তার উচিত হবে যে, সে তা লুকিয়ে রাখবে এবং আল্লাহু তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে খাঁটি তাওবা করে নিবে। অতঃপর বেশি বেশি নেক আমল করবে এবং খারাপ জায়গা ও সাথি থেকে দূরে থাকবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

(শূরা : ২৫)

অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহু তা'আলা) তাঁর বান্দাহদের তাওবা কবুল করেন এবং সমূহ পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা করো তাও তিনি জানেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْفَافِزَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، فَمَنْ أَلَمَ بِهَا فَلَيْسَتْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، وَلَيْسَتْ إِلَى اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى

(‘হাকিম ৪/২৭২)

অর্থাৎ তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো যা আল্লাহু তা'আলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এরপরও যে ব্যক্তি শয়তানের ধোকায় পড়ে তা করে ফেলে সে যেন তা লুকিয়ে রাখে। যখন আল্লাহু তা'আলা তা গোপনই রেখেছেন। তবে সে যেন এ জন্য আল্লাহু তা'আলার নিকট তাওবা করে নেয়। কারণ, যে ব্যক্তি তা আমাদের নিকট প্রকাশ করে দিবে তার উপর আমরা অবশ্যই আল্লাহু তা'আলার বিধান প্রয়োগ করবো।

উক্ত কারণেই হযরত মা'যিয় বিন্ মা'লিক ؓ যখন রাসূল ﷺ এর নিকট বার বার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করছিলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁর প্রতি এতটুকুও দ্রাক্ষেপ করেননি। চার বারের পর তিনি তাকে এও বলেনঃ হয়তো বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছো, ধরেছো কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো। কারণ, এতে করে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহু তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَادَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى تَلَقَاءَ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَبُكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أَحْصَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

(বুখারী, হাদীস ৫২৭১ মুসলিম, হাদীস ১৬৯১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর নিকট জনৈক মুসলমান আসলো। তখনো তিনি মসজিদে। অতঃপর সে রাসূল ﷺ কে ডেকে বললোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। রাসূল ﷺ তার প্রতি কোন রূপ দ্রাক্ষেপ না করে অন্য দিকে তাঁর চেহারা মুবারক মুড়িয়ে নিলেন। সে রাসূল ﷺ এর চেহারা বরাবর এসে আবাহো বললোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। রাসূল ﷺ আবাহো তার প্রতি কোন রূপ দ্রাক্ষেপ না করে অন্য দিকে তাঁর চেহারা মুবারক মুড়িয়ে নিলেন। এমন কি সে উক্ত স্বীকারোক্তি চার চার বার করলো। যখন সে নিজের উপর ব্যভিচারের সাক্ষ্য চার চার বার দিয়েছে তখন রাসূল ﷺ তাকে ডেকে বললেনঃ তুমি কি পাগল? সে বললোঃ না। রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি কি বিবাহিত? সে বললোঃ জী হ্যাঁ। অতঃপর

রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা একে নিয়ে যাও এবং রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করো।

হযরত বুরাইদাহ্ ﷺ এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ হযরত মা'যিয় বিন্ মা'লিক ﷺ কে বলেছিলেনঃ

وَيَحْكُ! اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ১৬৯৫)

অর্থাৎ আহা! তুমি ফিরে যাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা করে নাও।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ!

(বুখারী, হাদীস ৬৮২৪)

অর্থাৎ যখন মা'যিয় বিন্ মা'লিক ﷺ নবী ﷺ এর নিকট আসলো তখন তিনি তাকে বললেনঃ হয়তো বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছে, ধরেছে কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। সে বললোঃ না, হে আল্লাহ্'র রাসূল!

তবে বিচারকের নিকট ব্যাপারটি (সাক্ষ্য সবুতের মাধ্যমে) পৌঁছুলে অবশ্যই তাকে বিচার করতে হবে। তখন আর কারোর ক্ষমার ও সুপারিশের সুযোগ থাকে না।

এ কারণেই রাসূল ﷺ সাফওয়ান বিন্ উমাইয়াহুকে চোরের জন্য সুপারিশ করতে চাইলে তাকে বললেনঃ

هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ!؟

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯ আহমাদ ৬/৪৬৬ হাকিম ৪/৩৮০ ইবনুল জারুদ, হাদীস ৮২৮)

অর্থাৎ আমার নিকট আসার পূর্বেই কেন তা করলে না।

তেমনিভাবে হযরত উসামাহ রা জৈনকা কুরাশী চুনি মহিলার জন্য সুপারিশ করতে চাইলে রাসূল সা তাকে অত্যন্ত রাগতস্বরে বললেনঃ

يَا أُسَامَةُ! أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ!؟

(বুখারী, হাদীস ৬৭৮৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৭৩ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৯৫)

অর্থাৎ তুমি কি আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসলে?!

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৭৬)

অর্থাৎ তোমরা দণ্ডবিধি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো একে অপরকে ক্ষমা করো। কারণ, আমার নিকট এর কোন একটি পৌঁছলে তা প্রয়োগ করা আমার উপর আবশ্যক হলে যাবে।

শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতিতেই কারোর উপর ব্যভিচারের দোষ প্রমাণিত হয়। যা নিম্নরূপঃ

১. ব্যভিচারী একবার অথবা চারবার ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারাঙ্গি করলে। কারণ, জুহাইনী মহিলা ও উনাইস রা এর রজমকৃত মহিলা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি একবারই করেছিলো। অন্য দিকে হযরত মা'যিয় বিন্ মা'লিক রা রাসূল সা এর নিকট চার চারবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলো। কিন্তু সংখ্যার ব্যাপারে হাদীসটির বর্ণনা সমূহ মুযতারিব তথা এক কথার নয়। কোন কোন বর্ণনায় চার চার বারের কথা। কোন কোন বর্ণনায় তিন তিন বারের কথা। আবার কোন কোন বর্ণনায় দু' দু' বারের কথারও উল্লেখ রয়েছে।

তবুও চার চারবার স্বীকারোক্তি নেয়াই সর্বোত্তম। কারণ, হতে পারে

স্বীকারোক্তিকারী এমন কাজ করেছে যাতে সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। যা বার বার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। আর এ কথা সবারই জানা যে, ইসলামী দণ্ডবিধি যে কোন যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ কিংবা অজুহাতের কারণে রহিত হয়। যা হযরত 'উমর, আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ এবং অন্যান্য সাহাবা رضي الله عنهم থেকেও বর্ণিত। 'আল্লামা ইব্নুল মুনিযির (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যেরও দাবি করেছেন। তেমনিভাবে চার চারবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যভিচারীকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করারও সুযোগ দেয়া হয়। যা একান্তভাবেই কাম্য।

তবে স্বীকারোক্তির মধ্যে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ পর্যন্ত স্বীকারোক্তির উপর স্বীকারকারী অটল থাকতে হবে। অতএব কেউ যদি এর আগেই তার স্বীকারোক্তি পরিহার করে নেয় তা হলে তার কথাই তখন গ্রহণযোগ্য হবে। তেমনিভাবে স্বীকারকারী জ্ঞানসম্পন্নও হতে হবে।

২. ব্যভিচারের ব্যাপারে চার চার জন সত্যবাদী পুরুষ এ বলে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিলে যে, তারা সত্যিকারার্থে ব্যভিচারী ব্যক্তির সঙ্গমকর্ম স্বচক্ষে দেখেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَاللَّائِي يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ﴾

(নিসা' : ১৫)

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ ব্যভিচার করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার চার জন সাক্ষী সংগ্রহ করো।

৩. কোন মহিলা গর্ভবতী হলে, অথচ তার স্বামী নেই।

হযরত 'উমর رضي الله عنه তাঁর যুগে এমন একটি বিচারে রজম করেছেন। তবে এ প্রমাণ হেতু যে কোন মহিলার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতেই হবে ব্যাপারটি এমন নয়। এ জন্য যে, গর্ভটি সন্দেহবশত সঙ্গমের কারণেও হতে পারে অথবা ধর্ষণের কারণেও। এমনকি মেয়েটি গভীর নিদ্রায় থাকাবস্থায়ও তার সঙ্গে উক্ত

ব্যভিচার কর্মটি সংঘটিত হতে পারে। তাই হযরত 'উমর রা তাঁর যুগেই শেখোক্ত দু'টি অজুহাতে দু' জন মহিলাকে শাস্তি দেননি। তবে কোন মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়, অথচ তার স্বামী নেই এবং সে এমন কোন যুক্তিসঙ্গত অজুহাতও দেখাচ্ছে না যার দরুন দণ্ডবিধি রহিত হয় তখন তার উপর ব্যভিচারের উপযুক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

হযরত 'উমর রা তাঁর এক দীর্ঘ খুতবায় বলেনঃ

وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ زَنَى ، إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْأَعْتَرَفُ

(বুখারী, হাদীস ৬৮২৯ মুসলিম, হাদীস ১৬৯১ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪১৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬০১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রজম আল্লাহু তা'আলার বিধানে এমন পুরুষ ও মহিলার জন্যই নির্ধারিত যারা ব্যভিচার করেছে, অথচ তারা বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে ইতিপূর্বে নিজ স্ত্রী অথবা স্বামীর সাথে সম্মুখ পথে সঙ্গম করেছে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয় জনই তখন ছিলো প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন যখন ব্যভিচারের উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ মিলে যায় অথবা মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় অথবা ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী ব্যভিচারের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয়।

ব্যভিচারের শাস্তিঃ

কেউ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে সে যদি অবিবাহিত হয় তা হলে তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় তা হলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

(নূর : ২)

অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ; তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ' করে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহু'র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে যদি তোমরা আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো এবং মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

হযরত আবু হুরাইরাহু ও হযরত যায়দ বিনু খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ

جَاءَ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْضُ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، أَفْضُ بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْأَغْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِئَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةً، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكْتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدَّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَ أَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ! فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمُهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَارْجَمَهَا

(বুখারী, হাদীস ২৬৯৫, ২৬৯৬ মুসলিম, হাদীস ১৬৯৭, ১৬৯৮ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৩ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৪৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৯৭)

অর্থাৎ জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে কোর'আনের ফায়সালা করুন। তার প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে বললোঃ সে সত্য বলেছে। আপনি আমাদের মাঝে কোর'আনের ফায়সালা করুন। তখন বেদুঈন ব্যক্তিটি বললোঃ আমার ছেলে এ ব্যক্তির নিকট কামলা খাটতে। ইতিমধ্যে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। সবাই আমাকে বললোঃ তোমার ছেলেটিকে পাথর মেরে হত্যা করতে

হবে। তখন আমি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নেই একে একটি বান্দি ও একশ'টি ছাগল দিয়ে। অতঃপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললোঃ তোমার ছেলেকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। এরপর নবী ﷺ বললেনঃ আমি তোমাদের মাঝে কোর'আনের বিচার করছি, বান্দি ও ছাগলগুলো তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর হে উনাইস্! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও। অতঃপর তাকে রজম করো। অতএব উনাইস্ তার নিকট গেলো। অতঃপর তাকে রজম করলো।

হযরত 'উবাদা বিন্ স্বামিত রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِثْلُ وَفْيِ سَنَةٍ ، وَ الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِثْلُ وَ الرِّجْمُ

(মুসলিম, হাদীস ১৬৯০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪১৫, ৪৪১৬ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৯৮)

অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহু তা'আলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা দিয়েছেন তথা বিধান অবতীর্ণ করেছেন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর শাস্তি হচ্ছে, একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হচ্ছে, একশ'টি বেত্রাঘাত ও রজম তথা পাথর মেলে হত্যা।

উক্ত হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করার কথা থাকলেও তা করতে হবে না। কারণ, রাসূল ﷺ হযরত মা'য়িম ও গা'মিদী মহিলাকে একশ'টি করে বেত্রাঘাত করেননি। বরং অন্য হাদীসে তাদেরকে শুধু রজম করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি কথা হচ্ছে, শরীয়তের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারোর উপর কয়েকটি দণ্ডবিধি একত্রিত হলে এবং তার মধ্যে হত্যার বিধানও থাকলে তাকে শুধু হত্যাই করা হয়। অন্যগুলো করা হয় না। হযরত 'উমর ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এটির উপরই আমল করেছেন এবং হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু মাসউদ থেকেও ইহা বর্ণিত হয়েছে। তবে হযরত 'আলী তাঁর যুগে কোন এক ব্যক্তিকে রজমও করেছেন এবং বেত্রাঘাতও। হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস, উবাই বিনু কা'ব এবং আবু যরও এ মত পোষণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ غَرَبَ ، وَ ضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ وَ غَرَبَ ، وَ ضَرَبَ
 عُمَرُ ﷺ وَ غَرَبَ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মেরেছেন (বেত্রাঘাত করেছেন) ও দেশান্তর করেছেন, হযরত আবু বকর ﷺ মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন এবং হযরত 'উমর ﷺ মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন।

হযরত 'ইমরান বিনু 'হুসাইন থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 أَنْتِ النَّبِيُّ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَ هِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّنَا ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْنِي عَلَى ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْهَا ، فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتْنِي بِهَا ، فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَ قَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَ هَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

(মুসলিম, হাদীস ১৬৯৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৪০ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬০৩)

অর্থাৎ একদা জনৈকা জুহানী মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট আসলো। তখন সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী। সে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি ব্যভিচারের শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব আপনি তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। অতঃপর রাসূল ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে বললেনঃ এর উপর একটু দয়া করো। এ যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। লোকটি তাই করলো। অতঃপর রাসূল ﷺ আদেশ করলে তার কাপড় শরীরের সাথে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হলো। এরপর তাকে রজম করা হলো রাসূল ﷺ তার জানাযার নামায পড়ান। হযরত 'উমর রা.সূল. কে আশ্চর্যান্বিতের স্বরে বললেনঃ আপনি এর জানাযার নামায পড়াচ্ছেন, অথচ সে ব্যভিচারিণী?! রাসূল ﷺ বললেনঃ সে এমন তাওবা করেছে যা মদীনাবাসীর সন্তরজনকে বন্টন করে দেয়া হলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি এর চাইতেও কি উৎকৃষ্ট কিছু পেয়েছো যে তার জীবন আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্ভ্রষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে।

হযরত 'উমর রা.সূল. তাঁর এক দীর্ঘ খুতবায় বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ ، قَرَأْنَاهَا ، وَ وَعَيْنَاهَا ، وَ عَقَلْنَاهَا ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَ رَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ،

(বুখারী, হাদীস ৩৮২৯ মুসলিম, হাদীস ১৬৯১ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪১৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ কে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কোর'আন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিলো। আমরা তা পড়েছি, মুখস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর রাসূল ﷺ রজম করেছেন এবং আমরাও তাঁর ইন্তেকালের পর রজম করেছি। আশঙ্কা হয় বহু কাল পর কেউ বলবেঃ

আমরা কোর'আন মাজীদে রজম পাইনি। অতঃপর তারা আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি ফরয কাজ ছেড়ে পথলষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত 'উমর রা যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছেঃ

﴿ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا ، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَهُ ، نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

অর্থাৎ বয়স্ক (বিবাহিত) পুরুষ ও মহিলা যখন ব্যভিচার করে তখন তোমরা তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে পাথর মেরে হত্যা করবে। এটি হচ্ছে আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ এবং আল্লাহু তা'আলা পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।

উক্ত আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়েছে। তবে উহার বিধান এখনও চালু। কোন অবিবাহিত ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী যদি এমন অসুস্থ অথবা দুর্বল হয় যে, তাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একশ'টি বেত্রাঘাত করা হলে তার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে তা হলে তাকে একশ'টি বেত্র একত্র করে একবার প্রহার করা হবে।

হযরত সা'ঈদ বিন্ সা'দ বিন্ 'উবা'দাহু (রাযিগাল্লাহু আনুহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ فِي آيَاتِنَا رُؤْيُجَلٍّ ضَعِيفٍ ، فَخَبِثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : اضْرِبُوهُ حَدَّهْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ أَوْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : خُذُوا عَشْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَفَعَلُوا

(আহমাদ ৫/২২২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬২২)

অর্থাৎ আমাদের এলাকায় জনৈক দুর্বল ব্যক্তি বসবাস করতো। হঠাৎ সে জনৈক বান্দির সাথে ব্যভিচার করে বসে। ব্যাপারটি সা'ঈদ রা রাসূল সা কে জানালে তিনি বললেনঃ তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে দাও তথা একশ'টি

বেদ্রাঘাত করো। উপস্থিত সকলে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো তা সহ্য করতে পারবে না। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ একটি খেজুর বিহীন একশটি শাখাগুচ্ছ বিশিষ্ট থোকা নিয়ে তাকে তা দিয়ে এক বার মারবে। অতএব তারা তাই করলো।

অমুসলমানকেও ইসলামী বিচারাধীন রজম করা যেতে পারে।

হযরত জা'বির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَجِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ، وَ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ وَ امْرَأَةً

(মুসলিম, হাদীস ১৭০১)

অর্থাৎ নবী ﷺ আস্লাম বংশের একজন পুরুষকে এবং একজন ইহুদি পুরুষ ও একজন মহিলাকে রজম করেন।

ব্যভিচারের কারণে কোন সন্তান জন্ম নিলে এবং ভাগ্যক্রমে সে জীবনে বেঁচে থাকলে তার মায়ের সন্তান রাপেই সে পরিচয় লাভ করবে। বাপের নয়। কারণ, তার কোন বৈধ বাপ নেই। অতএব ব্যভিচারীর পক্ষ থেকে সে কোন মিরাস পাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ও হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

(বুখারী, হাদীস ২০৫৩, ২২১৮, ৬৮১৮ মুসলিম, হাদীস ১৪৫৭, ১৪৫৮ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪১০৪ হাকিম, হাদীস ৬৬৫১ তিরমিযী, হাদীস ১১৫৭ বায়হাকী, হাদীস ১৫১০৬ আবু দাউদ, হাদীস ২২৭৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২০৩৫, ২০৩৭ আহমাদ, হাদীস ৪১৬, ৪১৭)

অর্থাৎ সন্তান মহিলারই এবং ব্যভিচারীর জন্য শুধু পাথর তথা রজম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدَهُ وَلَدٌ زَانَا ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭৯৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বান্দি অথবা স্বাধীন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলো তার সন্তান হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে মিরাস পাবে না এবং তার মিরাসও কেউ পাবে না।

যে কোন ঈমানদার পবিত্র পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। তেমনিভাবে যে কোন ঈমানদার সতী মেয়ের জন্যও কোন ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

(নূর : ৩)

অর্থাৎ একজন ব্যভিচারী পুরুষ আরেকজন ব্যভিচারিণী অথবা মুশ্রিক মেয়েকেই বিবাহ করে এবং একজন ব্যভিচারিণী মেয়েকে আরেকজন ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশ্রিকই বিবাহ করে। মু'মিনদের জন্য তা করা হারাম।

দশবিধি সংক্রান্ত কিছু কথাঃ

কাউকে লুকায়িতভাবে ব্যভিচার কিংবা যে কোন হারাম কাজ করতে দেখলে তা তড়িঘড়ি বিচারককে না জানিয়ে তাকে ব্যক্তিগতভাবে নসীহত করা ও পরকালে আল্লাহু তা'আলার কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো উচিত।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪২৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৯২)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের দোষ লুকিয়ে রাখলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষও লুকিয়ে রাখবেন।

দণ্ডবিধি প্রয়োগের সময় চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখবেঃ

কারোর উপর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার সময় তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৯ মুসলিম, হাদীস ২৬১২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯৩)

অর্থাৎ কেউ কাউকে (দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মারলে তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

যে কোন দণ্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা যাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাস রাঃ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪৮)

অর্থাৎ মসজিদে কোন দণ্ডবিধি কয়েম করা যাবে না।

হযরত হাকীম বিন্ হিয়াম রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯০)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মসজিদে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও দণ্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন।

দুনিয়াতে কারোর উপর শরীয়তের কোন দণ্ডবিধি কায়েম করা হলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় তথা তার অপরাধটি ক্ষমা করে দেয়া হয়। পরকালে এ জন্য তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না।

হযরত 'উবা'দাহু বিনু স্বামিত ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا ، فَعَجَلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ ؛ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ، وَ إِلَّا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৫২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শয়তানের ধোকায় পড়ে) এমন কোন হারাম কাজ করে ফেলেছে যাতে শরীয়তের নির্দিষ্ট কোন দণ্ডবিধি রয়েছে। অতঃপর তাকে দুনিয়াতেই সে দণ্ড দেয়া হয়েছে। তখন তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি তা তার উপর প্রয়োগ না করা হয় তা হলে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। চায়তো আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন নয়তো বা ক্ষমা করে দিবেন।

কোন এলাকায় ইসলামের যে কোন দণ্ডবিধি একবার প্রয়োগ করা সে এলাকায় চল্লিশ দিন যাবৎ বারি বর্ষণ থেকেও অনেক উত্তম।

হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৮৬)

অর্থাৎ বিশ্বের বুকে ধর্মীয় কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা বিশ্ববাসীদের জন্য অনেক উত্তম চল্লিশ দিন লাগাতার বারি বর্ষণ থেকেও।

৯. সমকাম বা পায়ুগমনঃ

সমকাম বা পায়ুগমন বলতে পুরুষে পুরুষে একে অপরের মলদ্বার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ যৌন উত্তেজনা নিবারণ করাকেই বুঝানো হয়।

সমকাম একটি মারাত্মক গুনাহ'র কাজ। যার ভয়াবহতা কুফরের পরই। হত্যার চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম লুত্ব عليه السلام এর সম্প্রদায় এ কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন যা ইতিপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি তাদের উপরই উলটিয়ে দিয়ে ভূমিতে তলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ،
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾
(আ'রাফ : ৮০-৮১)

অর্থাৎ আর আমি লুত্ব عليه السلام কে নবুওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা কি এমন মারাত্মক অশ্লীল কাজ করছো যা ইতিপূর্বে বিশ্বের আর কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ কর্তৃক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

আল্লাহু তা'আলা উক্ত কাজকে অত্যন্ত নোংরা কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَ لَوْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴾
(আন্খিয়া : ৭৪)

অর্থাৎ আর আমি লুত্ৰ عليه السلام কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি এবং তাঁকে উদ্ধার করেছি এমন জনপদ থেকে যারা নোংরা কাজ করতো। মূলতঃ তারা ছিলো নিকৃষ্ট প্রকৃতির ফাসিক সম্প্রদায়।

আল্লাহু তা'আলা অন্য আয়াতে সমকামীদেরকে যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾

(আনকাবুত : ৩১)

অর্থাৎ ফেরেশ্তারা হযরত ইব্রাহীম عليه السلام কে বললেনঃ আমরা এ জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেবো। এর অধিবাসীরা নিশ্চয়ই জালিম।

হযরত লুত্ৰ عليه السلام এদেরকে বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾

(আনকাবুত : ৩০)

অর্থাৎ হযরত লুত্ৰ عليه السلام বললেনঃ হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।

হযরত ইব্রাহীম عليه السلام তাদের ক্ষমার জন্য জোর সুপারিশ করলেও তা শুন্য হয়নি। বরং তাঁকে বলা হয়েছেঃ

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ، إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ، وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾

(হূদ : ৭৬)

অর্থাৎ হে ইব্রাহীম! এ ব্যাপারে আর একটি কথাও বলো না। (তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে) তোমার প্রভুর ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছতেই টলবার মতো নয়।

যখন তাদের শাস্তি নিশ্চিত হয়ে গেলো এবং তা ভোরে ভোরেই আসবে বলে লুহূ الطُّهْر কে জানিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি তা দেবী হয়ে যাচ্ছে বলে আপত্তি জানালে তাঁকে বলা হলোঃ

﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾

(হুদ : ৮১)

অর্থাৎ সকাল কি অতি নিকটেই নয়?! কিংবা সকাল হতে কি এতই দেরী?!

আল্লাহু তা'আলা লুহূ الطُّهْر এর সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে বলেনঃ

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُّنْضُودٍ، مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾

(হুদ : ৮২-৮৩)

অর্থাৎ অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হলো তখন ভূ-খণ্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা ছিলো একাধারে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলো তোমার প্রভুর ভাণ্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

আল্লাহু তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(হিজর : ৭৩-৭৭)

অর্থাৎ অতঃপর তাদেরকে সূর্যোদয়ের সময়ই এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করলো। এরপরই আমি জনপদটিকে উলটিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আর উক্ত জনপদটি (উহার ধ্বংস

স্তূপ) স্থায়ী (বহু প্রাচীন) লোক চলাচলের পথি পার্শ্বেই এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে রয়েছে মু'মিনদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ সমকামীদেরকে তিন তিন বার লা'নত দিয়েছেন যা অন্য কারোর ব্যাপারে দেননি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

(আহমাদ, হাদীস ২৯১৫ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ বায়হাক্বী, হাদীস ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫৩৯ 'আব্দুবু 'হমাইদ, হাদীস ৫৮৯ হা'কিম ৪/৩৫৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

(সহীহত-তারগীব ওয়াহ-তারহীব, হাদীস ২৪২০)

অর্থাৎ সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত।

বর্তমান যুগে সমকামের বহুল প্রচার ও প্রসারের কথা কানে আসতেই রাসূল ﷺ এর সে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ এসে যায় যাতে তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩১১ আহমাদ
২/৩৮২ সহীহত-তারগীবী ওয়াত-তারহীব, হাদীস ২৪১৭)

অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর সমকামেরই বেশি আশঙ্কা করছি।

হযরত ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

لَوْ أَنَّ لَوْطِيًّا اغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَقِيَ اللَّهَ غَيْرَ طَاهِرٍ

(দূরী/যম্বুল্লিওয়াত : ১৪২)

অর্থাৎ কোন সমকামী ব্যক্তি আকাশের সমস্ত পানি দিয়ে গোসল করলেও সে
আল্লাহ তা'আলার সাথে অপবিত্রাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে।

সমকামের অপকার ও তার ভয়াবহতাঃ

সমকামের মধ্যে এতো বেশি ক্ষতি ও অপকার নিহিত রয়েছে যার সঠিক
গণনা সত্যিই দুষ্কর। যা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে এবং দুনিয়া ও আখিরাত
সম্পর্কীয়। যার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ

ধর্মীয় অপকার সমূহঃ

প্রথমতঃ তা কবীরা গুনাহ সমূহের একটি। তা সখ্শিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক
অনেক নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এমনকি তা যে কারোর তাওহীদ
বিনষ্টে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর তা এভাবে যে, এ নেশায় পড়ে শূশ্রবিহীন
ছেলেদের সাথে ধীরে ধীরে ভালোবাসা জন্ম নেয়। আর তা একদা তাকে
শিরুক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনো ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, সে ধীরে
ধীরে অশ্লীলতাকে ভালোবেসে ফেলে এবং সাধুতাকে ঘৃণা করে। তখন সে
হালাল মনে করেই সহজভাবে উক্ত কর্মতৎপরতা চালিয়ে যায়। তখন সে
কাফির ও মুর্তাদ হতে বাধ্য হয়। এ কারণেই বাস্তবে দেখা যায় যে, যে যত
বেশি শিরুকের দিকে ধাবিত সে তত বেশি এ কাজে লিপ্ত। তাই লুত্ব
সম্প্রদায়ের মুশ্রিকরাই এ কাজে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়।

এ কথা সবারই জানা থাকা উচিত যে, শিরুক ও ইশুক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত। আর ব্যভিচার ও সমকামের পূর্ণ মজা তখনই অনুভূত হয় যখন এর সাথে ইশ্কু জড়িত হয়। তবে এ চরিত্রের লোকদের ভালোবাসা এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তনশীল। আর তা একমাত্র শিকারের পরিবর্তনের কারণেই হয়ে থাকে।

চারিত্রিক অপকার সমূহঃ

প্রথমতঃ সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক এক অধঃপতন। স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ। এরই কারণে লজ্জা কমে যায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন, অন্যদের প্রতি দয়া-মায়া সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে একেবারেই তা এককেন্দ্রিক হয়ে যায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয়, সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়। নির্যাতন ও অঘটন ঘটতে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাহসী করে তোলে। উচ্চ মানসিকতা বিনষ্ট করে দেয় এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেকুব বানিয়ে তোলে। তার উপর থেকে মানুষের আস্থা কমে যায়। তার দিকে মানুষ খিয়ানতের সন্দেহান দৃষ্টিতে তাকায়। উক্ত ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় এবং উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি থেকে ক্রমান্বয়ে পিছে পড়ে যায়।

মানসিক অপকার সমূহঃ

উক্ত কর্মের অনেকগুলো মানসিক অপকার রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বেড়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্য সকল ভয় থেকে মুক্ত রাখবেন। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে না তাকে সকল ভয় এমনিতেই ঘিরে রাখবে। কারণ, শান্তি কাজের অনুরূপ হওয়াই শ্রেয়।

২. মানসিক বিশৃঙ্খলতা ও মনের অশান্তি তার নিকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির জন্য নগদ শান্তি যে ব্যক্তি

একমাত্র আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসবে। আর এ সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হবে মনের অশান্তি ততই বেড়ে যাবে।

আল্লামাহু ইবনু তাইমিয়াহু (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ কথা সবারই জানা উচিত যে, কেউ কাউকে ভালোবাসলে (যে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহু তা'আলার জন্য নয়) সে প্রিয় ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রেমিকের ক্ষতি সাধন করবে এবং এ ভালোবাসা অবশ্যই প্রেমিকের যে কোন ধরনের শান্তির কারণ হবে।

৩. এ ছাড়াও উক্ত অবৈধ সম্পর্ক অনেক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম দেয় যা বর্ণনাতীত। যার দরুন তাদের জীবনের স্বাদ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

৪. এ জাতীয় লোকেরা একাকী থাকাকেই বেশি ভালোবাসে এবং তাদের একান্ত শিকার অথবা উক্ত কাজের সহযোগী ছাড়া অন্য কারোর সাথে এরা একেবারেই মিশতে চায় না।

৫. স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা জন্ম নেয়। মেযাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কোন কাজে এরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৬. নিজের মধ্যে পরাজয় ভাব জন্ম নেয়। নিজের উপর এরা কোন ব্যাপারেই আস্থাশীল হতে পারে না।

৭. নিজের মধ্যে এক জাতীয় পাপ বোধ জন্ম নেয়। যার দরুন সে মনে করে সবাই আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। সুতরাং মানুষের ব্যাপারে তার একটা খারাপ ধারণা জন্ম নেয়।

৮. এ জাতীয় লোকদের মাঝে হরেক রকমের ওয়াসুওয়াসা ও অমূলক চিন্তা জন্ম নেয়। এমনকি ধীরে ধীরে সে পাগলের রূপ ধারণ করে।

৯. এ জাতীয় লোক ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণহীন যৌন তাড়নায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সদা সর্বদা সে যৌন চেষ্টনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

১০. মানসিক টানাপড়েন ও বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে জন্ম নেয়।

১১. বিরক্তি ভাব, নিরাশা, কুলক্ষুণে ভাব, আহাম্মকি জয়বাও এদের মধ্যে জন্ম নেয়।

১২. এদের দেহের কোষ সমূহের উপরও এর বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে। যার দরুন এ ধরনের লোকেরা নিজকে পুরুষ বলে মনে করে না। এ কারণেই এদের কাউ কাউকে মহিলাদের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতেও দেখা যায়।

শারীরিক অপকার সমূহঃ

শারীরিক ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু দিন পর পরই এ সংক্রান্ত নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কোন একটি রোগের উপযুক্ত ওষুধ খুঁজতে খুঁজতেই দেখা যায় নতুন আরেকটা রোগ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এই হচ্ছে রাসূল ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার ফলাফল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشًا فِيهِمُ الطَّاعُونَ
وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৯১ হাকিম, হাদীস ৮৬২৩
তাবারানী/আওসাত, হাদীস ৪৬৭১)

অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি ও বহু প্রকারের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিলো না। সুতরাং ব্যাধিগুলো নিম্নরূপঃ

১. নিজ স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে অনীহা জন্ম নেয়।

২. লিঙ্গের কোষগুলো একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। যদরুন পেশাব ও বীর্যপাতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না।

৩. এ জাতীয় লোকেরা টাইফয়েড এবং ডিসেন্ট্রিয়া রোগেও আক্রান্ত হয়।

৪. এরই ফলে সিফিলিস রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। লিঙ্গ অথবা রোগীর হৃদপিণ্ড, আঁত, পাকস্থলী, ফুসফুস ও অণ্ডকোষের ঘা এর মাধ্যমেই এ রোগের শুরু। এমনকি পরিশেষে তা অঙ্গ বিকৃতি, অন্ধত্ব, জিহ্বা'র ক্যান্সার এবং অঙ্গহানীর বিশেষ কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এটি ডাক্তারদের ধারণায় একটি দ্রুত সংক্রামক ব্যাধি।

৫. কখনো কখনো এরা গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সাধারণতঃ একটু বেশি। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭৫ সালে উক্ত রোগে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়। বর্তমানে ধারণা করা হয়, এ জাতীয় রোগীর হার বছরে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি। যার অধিকাংশই যুবক।

এ জাতীয় রোগে প্রথমত লিঙ্গে এক ধরনের জ্বলন সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি তাতে বিশ্রী পুঁজও জন্ম নেয়। এটি বন্ধ্যাত্বের একটি বিশেষ কারণও বটে। এরই কারণে ধীরে ধীরে প্রস্রাবের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়। উক্ত জ্বলনের কারণে ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রের ছিদ্রের আশপাশ লাল হয়ে যায়। পরিশেষে সে জ্বলন মূত্রথলী পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন মাথা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। এমনকি এর প্রতিক্রিয়া শরীরের রক্তে পৌঁছলে তখন হৃদপিণ্ডে জ্বলন সৃষ্টি হয়। আরো কন্তো কী?

৬. হেরপেস রোগও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ব্যাধি। এমেরিকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়, হেরপেসের এখনো কোন চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়নি এবং এটি ক্যান্সার চাইতেও মারাত্মক। শুধু এমেরিকাতেই এ রোগীর হার বছরে দু' কোটি এবং ব্রিটনে এক লক্ষ।

এ রোগ হলে প্রথমে লিঙ্গাগ্রে চুলকানি অনুভূত হয়। অতঃপর চুলকানির জায়গায় লাল ধরনের ফোস্কা জাতীয় কিছু দেখা দেয় যা দ্রুত বড় হয়ে পুরো

লিঙ্গে এবং যার সাথে সমকাম করা হয় তার গুহাধ্বারে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যথা খুবই চরম এবং এগুলো ফেটে গিয়ে পরিশেষে সেস্থানে জ্বলন ও পুঁজ সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পর রান ও নাভির নীচের অংশও ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে। এমনকি তা পুরো শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তার মগজ পর্যন্তও পৌঁছোয়। এ রোগের শারীরিক ক্ষতির চাইতেও মানসিক ক্ষতি অনেক বেশি।

৭. এইডসও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম রোগ। এ রোগের ভয়ঙ্করতা নিম্নের ব্যাপারগুলো থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়ঃ

ক. এ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

খ. এ রোগ খুবই অস্পষ্ট। যার দরুন এ সংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক বেশি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেগুলোর তেমন আশানুরূপ উত্তর দিতে পারছেন না।

গ. এ রোগের চিকিৎসা একেবারেই নেই অথবা থাকলেও তা অতি স্বল্প মাত্রায়।

ঘ. এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

এইডসের কারণে মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। যার দরুন যে কোন ছোট রোগও তাকে সহজে কাবু করে ফেলে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৯৫ জনই সমকামী এবং এ রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৯০ জনই তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে।

৮. এ জাতীয় লোকেরা “ভালোবাসার ভাইরাস” অথবা “ভালোবাসার রোগ” নামক নতুন ব্যাধিতেও কখনো কখনো আক্রান্ত হয়। তবে এটি এইডস চাইতেও অনেক ভয়ানক। এ রোগের তুলনায় এইডস একটি খেলনা মাত্র।

এ রোগে কেউ আক্রান্ত হলে ছয় মাস যেতে না যেতেই তার পুরো শরীর ফোস্কা ও পুঁজে ভরে যায় এবং ক্ষরণ হতে হতেই সে পরিশেষে মারা যায়। সমস্যার ব্যাপার হলো এই যে, এ রোগটি একেবারেই লুক্কায়িত থাকে যতক্ষণ

না যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সময় এ সংক্রান্ত হরমোনগুলো উত্তেজিত হয়। আর তখনই উক্ত ভাইরাসগুলো নব জীবন পায়। তবে এ রোগ যে কোন পন্থায় সংক্রমণ করতে সক্ষম। এমনকি বাতাসের সাথেও।

সমকামের শাস্তিঃ

কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হলে গেলে তাকে ও তার সমকামী সঙ্গীকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাখিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُّوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৬২ তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬০৯ বায়হাকী, হাদীস ১৬৭৯৬ হাকিম, হাদীস ৮০৪৭, ৮০৪৯)

অর্থাৎ কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকেই হত্যা করবে।

উক্ত হত্যার ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে হত্যার ধরনের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْجُمُوهُمَا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، أَرْجُمُوهُمَا جَمِيعًا

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬১০)

অর্থাৎ উপর-নীচের উভয়কেই রজম করে হত্যা করো।

হযরত আবু বকর, 'আলী, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর এবং হিশাম বিন্ আব্দুল মালিক (রাহিমাল্লাহু) সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ বিন্ মুন্বাদির (রাহিমাল্লাহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي

بَعْضُ ضَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكِحُ كَمَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ ، فَجَمَعَ لَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ : إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ نَعْمَلْ بِهِ أُمَّةٌ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، أَرَى أَنْ تُحْرِقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْرِقَ بِالنَّارِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُحْرِقَ بِالنَّارِ

(বায়হাকী/শু'আবুল দ্বমান, হাদীস ৫৩৮৯)

অর্থাৎ হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালীদ ﷺ হযরত আবু বকর ﷺ এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি পাঠালেন যে, তিনি আরবের কোন এক মহল্লায় এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছেন যাকে দিয়ে যৌন উত্তেজনা নিবারণ করা হয় যেমনিভাবে নিবারণ করা হয় মহিলা দিয়ে। তখন হযরত আবু বকর ﷺ সকল সাহাবাদেরকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'আলী ﷺ ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেনঃ এ এমন একটি গুনাহ যা বিশ্বে শুধুমাত্র একটি উম্মতই সংঘটন করেছে। আল্লাহ তা'আলা ওদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবগত। অতএব আমার মত হচ্ছে, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। উপস্থিত সকল সাহাবারাও উক্ত মতের সমর্থন করেন। তখন হযরত আবু বকর ﷺ তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার ফরমান জারি করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْفَرِيَةِ ، فَيُرْمَى اللَّوْطِيُّ مِنْهَا مُنْكَسًا ، ثُمَّ يَتَّبَعُ بِالْحِجَارَةِ

(ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৮৩২৮ বায়হাকী ৮/২৩২)

অর্থাৎ সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার উপর পাথর মারা হবে।

সমকামীর জন্য পরকালের শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের

দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ

(ইবনু আবী শায়বাহ, হাদীস ১৬৮০৩ তিরমিযী, হাদীস ১১৬৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোন মহিলার মলদ্বারে গমন করে।

সমকামের চিকিৎসাঃ

উক্ত রোগ তথা সমকামের নেশা থেকে বাঁচার উপায় অবশ্যই রয়েছে। তবে তা এ জাতীয় রোগীর পক্ষ থেকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায়। আর তা হচ্ছে দু' প্রকারঃ

রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসাঃ

তা আবার দু' ধরনেরঃ

• দৃষ্টিশক্তি হিফায়তের মাধ্যমে।

কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর যা শুধু মানুষের আফসোসই বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তা হলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর উৎসাহ জন্ম নিবে না। এ ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. তাতে আল্লাহু তা'আলার আদেশ মানা হয়। যা ইবাদতেরই একাংশ এবং ইবাদাতের মধ্যেই সমূহ মানব কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২. বিষাক্ত তীরের প্রভাব থেকে অন্তর বিমুক্ত থাকে। কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর।

৩. মন সর্বদা আল্লাহু অভিমুখী থাকে।

৪. মন সর্বদা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী থাকে।

৫. অন্তরে এক ধরনের নূর তথা আলো জন্ম নেয় যার দরুন সে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই ধাবিত হয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾

(নূর : ৩০)

অর্থাৎ (হে রাসূল!) তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফায়ত করে।

এর কয়েক আয়াত পরই আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾

(নূর : ৩৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলাই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। (সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে) তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার। যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ।

৬. হক্ব ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিশেষ প্রভেদজ্ঞান সৃষ্টি হয় যার দরুন দৃষ্টি সংযতকারীর যে কোন ধারণা অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহু তা'আলা লুত্ব সম্প্রদায়ের সমকামীদেরকে অন্তদৃষ্টিশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

('হিজর : ৭২)

অর্থাৎ আপনার জীবনের কসম! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে তথা

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

৭. অন্তরে দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও শক্তি জন্ম নেয় এবং মানুষ তাকে সম্মান করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(মুনা'ফিকুন : ৮)

অর্থাৎ সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ তা'আলা, তদীয় রাসূল ﷺ ও (সত্যিকার) ঈমানদারদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তো তা জানে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

(ফা'ত্বির : ১০)

অর্থাৎ কেউ ইচ্ছ্যত ও সম্মান চাইলে সে যেন জেনে রাখে, সকল সম্মানই তো আল্লাহ তা'আলার। (অতএব তাঁর কাছেই তা কামনা করতে হবে। অন্যের কাছে নয়) তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ তথা যিকির ইত্যাদি আরোহণ করে এবং নেক আমলই তা উন্নীত করে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমেই তাঁরই নিকট সম্মান কামনা করতে হবে।

৮. তাতে মানব অন্তরে শয়তানের ঢুকার সুগম পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, সে দৃষ্টি পথেই মানব অন্তরে প্রবেশ করে খালিস্থানে বাতাস প্রবেশের চাইতেও অতি দ্রুত গতিতে। অতঃপর সে দেখা বস্তুটির সুদৃশ্য দৃষ্টি ক্ষেপণকারীর মানসপটে স্থাপন করে। সে দৃষ্টি বস্তুটির মূর্তি এমনভাবে তৈরি করে যে, অন্তর তখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়। এরপর সে অন্তরকে অনেক ধরনের

আশা ও অঙ্গীকার দিতে থাকে। অন্তরে উত্তরোত্তর কুপ্রবৃত্তির তাড়না জাগিয়ে তোলে। সে মনের মাঝে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাতে বহু প্রকারের গুনাহ'র জ্বালানি ব্যবহার করে আরো উত্তপ্ত করতে থাকে। অতঃপর হৃদয়টি সে উত্তপ্ত আগুনে লাগাতার পুড়তে থাকে। সে অন্তর্দাহ থেকেই বিরহের উত্তপ্ত উর্ধ্ব শ্বাসের সৃষ্টি।

৯. অন্তর সর্বদা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায়। অবৈধ দৃষ্টি ক্ষেপণে মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর গাফিল হয়ে যায়। প্রবৃত্তি পূজায় ধাবিত হয় এবং সকল ব্যাপারে এক ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে এদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْفَلًا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾

(কাহফ : ২৮)

অর্থাৎ যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এমনকি যার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করেছে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।

১০. অন্তর ও দৃষ্টির মাঝে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি খারাপ হলে অন্যটি খারাপ হতে বাধ্য। তেমনিভাবে একটি সুস্থ থাকলে অন্যটিও সুস্থ থাকতে বাধ্য। সুতরাং যে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার অন্তরও তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

• তা থেকে দূরে রাখে এমন বস্তু নিজে ব্যস্ততার মাধ্যমে।

আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অধিক ভয় বা অধিক ভালোবাসা। অর্থাৎ অন্যকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা না

পাওয়ার আশঙ্কা করা অথবা আল্লাহু তা'আলাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তিনি ভিন্ন অন্যকে আর ভালোবাসার সুযোগ না পাওয়া যার ভালোবাসা আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসার অধীন নয়। কারণ, এ কথা একেবারেই সত্য যে, আল্লাহু তা'আলা মানব অন্তরে জন্মগতভাবেই এমন এক শূন্যতা রেখে দিয়েছেন যা একমাত্র তাঁরই ভালোবাসা পরিপূর্ণ করতে পারে। সুতরাং কারোর অন্তর উক্ত ভালোবাসা থেকে খালি হলে তিনি ভিন্ন অন্যদের ভালোবাসা তার অন্তরে অবশ্যই জায়গা করে নিতে চাইবে। তবে কারোর মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি গুণ থাকলেই সে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যা নিম্নরূপঃ

১. বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি। যার মাধ্যমে সে প্রিয়-অপ্রিয়ের স্তরসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তখনই সে মূল্যবান বন্ধুকে পাওয়ার জন্য নিম্নমানের বন্ধুকে ছাড়তে পারবে এবং বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ছোট বিপদ মাথা পেতে মেনে নিতে পারবে।

২. ধৈর্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার উপর নির্ভর করে সে উক্ত কর্মসমূহ আজ্ঞাম দিতে পারবে। কারণ, এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ রয়েছে। তবে সে তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি না থাকার দরুন।

সুতরাং কারোর মধ্যে আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসার অধীন নয় তার ভালোবাসা একত্র হতে পারে না এবং যার মধ্যে আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসা নেই সেই একমাত্র মহিলাদের অথবা শূশ্রবিহীন ছেলেদের ভালোবাসায় মত্ত থাকতে পারে।

দুনিয়ার কোন মানুষ যখন তাঁর ভালোবাসায় কারোর অংশীদারি সহ্য করতে পারে না তখন আল্লাহু তা'আলা কেন তাঁর ভালোবাসায় অন্যের অংশীদারি সহ্য করবেন? এ কারণেই আল্লাহু তা'আলা তাঁর ভালোবাসায় শিরুক কখনোই ক্ষমা করবেন না।

ভালোবাসার আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১. সাধারণ সম্পর্ক জাতীয় ভালোবাসা যার দরুন এক জনের মন অন্য জনের সঙ্গে লেগে যায়। আরবী ভাষায় এ সম্পর্ককে “আলা’কাহু” বলা হয়।

২. ভালোবাসায় মন উপচে পড়া। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “স্বাবা’বাহু” বলা হয়।

৩. এমন ভালোবাসা যা মন থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “গারা’ম” বলা হয়।

৪. নিয়ন্ত্রণহীন ভালোবাসা। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “ইশ্কু” বলা হয়। এ জাতীয় ভালোবাসা আল্লাহু তা’আলার শানে প্রযোজ্য নয়।

৫. এমন ভালোবাসা যার দরুন প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “শওকু” বলা হয়। এমন ভালোবাসা আল্লাহু তা’আলার শানে অবশ্যই প্রযোজ্য।

হযরত ‘উবা’দাহু বিনু স্বা’মিত, ‘আয়েশা, আবু হুরাইরাহু ও আবু মুসা রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৫০৭, ৬৫০৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮৩, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা’আলার সাক্ষাৎ চায় আল্লাহু তা’আলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহু তা’আলার সাক্ষাৎ চায় না আল্লাহু তা’আলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন না।

৬. এমন ভালোবাসা যার দরুন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকার একান্ত গোলাম হয়ে যায়। এ জাতীয় ভালোবাসাই শিরকের মূল। কারণ, ইবাদতের মূল কথাই তো হচ্ছে, প্রিয়ের একান্ত আনুগত্য ও অধীনতা। আর এ কারণেই আল্লাহু তা’আলার নিকট মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক গুণ হচ্ছে তাঁর

“আব্দ” বা সত্যিকার গোলাম হওয়া তথা বিনয় ও ভালোবাসা নিয়েই আল্লাহু তা’আলার অধীনতা স্বীকার করা। এ জন্যই আল্লাহু তা’আলা জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা ইসলামের মূল কথাও বটে। আর এ কারণেই আল্লাহু তা’আলা রাসূল ﷺ কে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে “আব্দ” শব্দে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহু তা’আলা দা’ওয়াতী ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ কে “আব্দ” শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾

(জিন : ১৯)

অর্থাৎ আর যখন আল্লাহু’র বান্দাহু (রাসূল ﷺ) তাঁকে (আল্লাহু তা’আলাকে) ডাকার (তাঁর ইবাদত করার) জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা (জিনরা) সবাই তাঁর নিকট ভিড় জমালো।

আল্লাহু তা’আলা নবুওয়াতের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও রাসূল ﷺ কে “আব্দ” শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ﴾

(বাক্বারাহ : ২৩)

অর্থাৎ আমি আমার বান্দাহু’র (রাসূল ﷺ এর) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা যদি তাতে সন্দেহান হও তবে সেরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো।

আল্লাহু তা’আলা ইস্রা’র ক্ষেত্রেও রাসূল ﷺ কে “আব্দ” শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾

(ইস্রা’/বানী ইস্রাঈল : ১)

অর্থাৎ পবিত্র সে সন্তা যিনি নিজ বান্দাহুকে (রাসূল ﷺ কে) রাত্রিবেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকুসায় (বাইতুল মাক্বদিসে)।

সুপারিশের হাদীসের মধ্যেও রাসূল ﷺ কে “আদ” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে হযরত ‘ঈসা ﷺ এর নিকট সুপারিশ চাওয়া হলে তিনি বলবেনঃ

اٰتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ ، عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاَخَّرَ

(বুখারী, হাদীস ৪৪৭৬ মুসলিম, হাদীস ১৯৩)

অর্থাৎ তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহু তা’আলার এমন এক বান্দাহু যাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহু আল্লাহু তা’আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

উক্ত হাদীসে সুপারিশের উপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ক্ষমা প্রাপ্ত আল্লাহু তা’আলার খাটি বান্দাহু হওয়ার দরুন।

উক্ত নিরেট ভালোবাসা বান্দাহু’র নিকট আল্লাহু তা’আলার একান্ত প্রাপ্য হওয়ার দরুন আল্লাহু তা’আলা তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে বন্ধু বা সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহু তা’আলা বলেনঃ

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾

(সাজ্জদাহ : ৪)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু নেই, না আছে কোন সুপারিশকারী।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾

(আব্বাস : ৫১)

অর্থাৎ ওদের (মু’মিনদের) জন্য তিনি (আল্লাহু তা’আলা) ভিন্ন না আছে কোন বন্ধু আর না আছে কোন সুপারিশকারী।

তেমনিভাবে পরকালে তিনি ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু কারোর কাজেও আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

(জা'সিয়াহ : ১০)

অর্থাৎ তাদের ধন-সম্পদ এবং আল্লাহু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু সে দিন তাদের কোন কাজে আসবে না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

মূল কথা, ভালোবাসায় আল্লাহু তা'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক করে সত্যিকার ইবাদত করা যায় না। তবে আল্লাহু তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা এর বিপরীত নয়। বরং তা আল্লাহু তা'আলাকে ভালোবাসার পরিপূরকও বটে।

হযরত আবু উমামাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮১ তাবারানী/কাবীর, হাদীস ৭৬১৩, ৭৭৩৭, ৭৭৩৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু'র জন্য কাউকে ভালোবাসলো, আল্লাহু'র জন্য কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আল্লাহু'র জন্য কাউকে দিলো এবং আল্লাহু'র জন্য কাউকে বঞ্চিত করলো সে যেন নিজ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো।

এমনকি রাসূল সঃ এর ভালোবাসাকে অন্য সবার ভালোবাসার উপর প্রধান্য না দিলে সে ব্যক্তি কখনো পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

অতএব আল্লাহু তা'আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা যতই কঠিন হবে ততই আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসা কঠিন হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভালোবাসা আবার চার প্রকার। যে গুলোর মধ্যে ব্যবধান না জানার দরুনই অনেকে এ ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়। আর তা নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহু তা'আলাকে ভালোবাসা। তবে তা নির্রেট ভালোবাসা না হলে কখনো তা কারোর ফায়দায় আসবে না।

খ. আল্লাহু তা'আলা যা ভালোবাসেন তাই ভালোবাসা। যে এ ভালোবাসায় যত অগ্রগামী সে আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসায় তত অগ্রগামী।

গ. আল্লাহু তা'আলার জন্য ভালোবাসা। এ ভালোবাসা উক্ত ভালোবাসার পরিপূরক।

ঘ. আল্লাহু তা'আলার সাথে অন্য কাউকে তাঁর সমপর্যায়েই ভালোবাসা। আর এটিই হচ্ছে শিরুক।

আরো এক প্রকারের ভালোবাসা রয়েছে যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আর তা হচ্ছে স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমনঃ স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা।

৭. চূড়ান্ত ভালোবাসা। এমন চরম ভালোবাসা যে, প্রেমিকের অন্তরে আর কাউকে ভালোবাসার কোন জায়গাই থাকে না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “খুল্লাহু” এবং এ জাতীয় প্রেমিককে “খালীল” বলা হয়। আর এ জাতীয় ভালোবাসা শুধুমাত্র দু' জন নবীর জন্যই নির্দিষ্ট। যারা হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম عليه السلام ও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

হযরত জুনদাব عليه السلام থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

(মুসলিম, হাদীস ৫৩২)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার খলীল হোক এ ব্যাপার থেকে আমি আল্লাহু তা'আলার নিকট মুক্তি চাচ্ছি। কারণ, আল্লাহু তা'আলা

আমাকে নিজ খলীল হিসেবে চয়ন করেছেন যেমনিভাবে চয়ন করেছেন ইব্রাহীম عليه السلام কে। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে খলীল বানাতাম তা হলে আবু বকরকেই আমার খলীল বানাতাম।

খলীলের চাইতে হাবীব কখনো উন্নত হতে পারে না। কারণ, রাসূল ﷺ কাউকে নিজ খলীল বানাননি। তবে হযরত 'আয়েশা তাঁর হাবীবাহু ছিলেন এবং হযরত আবু বকর, 'উমর ও অন্যান্যরা তাঁর হাবীব ছিলেন।

এ কথা সবার জানা থাকা প্রয়োজন যে, ভালোবাসার পাত্র আবার দু' প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

ক. স্বকীয়ভাবে যাকে ভালোবাসতে হয়। অন্য কারোর জন্য তার ভালোবাসা নয়। আর তা এমন সম্ভার ব্যাপারে হতে পারে যার গুণাবলী চূড়ান্ত পর্যায়ের ও চিরস্থায়ী এবং যা তার থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। তা একমাত্র আল্লাহু তা'আলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, মানুষ কাউকে দু' কারণেই ভালোবাসে। আর তা হচ্ছে মহত্ত্ব ও পরম সৌন্দর্য। উক্ত দু'টি গুণ আল্লাহু তা'আলার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়েরই রয়েছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব একান্ত স্বকীয়ভাবে তাঁকেই ভালোবাসতে হবে। তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন, সুস্থ রাখছেন, সীমাহীন করুণা করছেন, তাঁর শানে অনেক অনেক দোষ করার পরও তিনি তা লুকিয়ে রাখছেন এবং ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তিনি আমাদের দো'আ কবুল করছেন, আমাদের সকল বিপদাপদ কাটিয়ে দিচ্ছেন অথচ আমাদের প্রতি তাঁর কোন প্রয়োজন নেই বরং তিনি বান্দাহকে গুনাহ করার সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁরই ছত্রছায়ায় বান্দাহ তার প্রবৃত্তির সকল চাহিদা মিটিয়ে নিচ্ছে যদিও তা তাঁর বিধান বিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা তাঁকেই ভালো না বেসে আর কাকে ভালোবাসবো? বান্দাহ'র প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে শুধু কল্যাণই কল্যাণ নেমে আসছে অথচ তাঁর প্রতি বান্দাহ'র পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময় খারাপ আমলই

উঠে যাচ্ছে, তিনি অগণিত নিয়ামত দিয়ে বান্দাহ্'র প্রিয় হতে চান অথচ তিনি তার মুখাপেক্ষী নন আর বান্দাহ্ গুনাহ্'র মাধ্যমে তাঁর অপ্রিয় হতে চায় অথচ সর্বদা সে তাঁর মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহ্'র অনুগ্রহ কখনো বন্ধ হচ্ছে না আর বান্দাহ্'র গুনাহ্ও কখনো কমছে না।

দুনিয়ার কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে তার স্বার্থের জন্যই ভালোবাসে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্কে ভালোবাসেন একমাত্র তারই কল্যাণে। তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভ নেই।

দুনিয়ার কেউ কারোর সাথে কখনো লেনদেন করে লাভবান না হলে সে তার সাথে দ্বিতীয়বার আর লেনদেন করতে চায় না। লাভ ছাড়া সে সামনে এক কদমও বাড়াচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্'র সাথে লেনদেন করছেন একমাত্র তারই লাভের জন্য। নেক আমল একে দশ সাতশ' পর্যন্ত আরো অনেক বেশি। আর গুনাহ্ একে এক এবং দ্রুত মার্জনীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই জন্যে। আর দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বান্দাহ্'র জন্যে।

বান্দাহ্'র সকল চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাঁরই নিকটে। তিনিই সবচেয়ে বড় দাতা। বান্দাহ্কে তিনি তাঁর নিকট চাওয়া ছাড়াই আশাতীত অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি বান্দাহ্'র পক্ষ থেকে কম আমলে সম্ভূত হয়েছে তাঁর নিকট তা ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকেন এবং গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁর নিকট বার বার কোন কিছু চাইলে বিরক্ত হন না। বরং এর বিপরীতে তিনি তাতে প্রচুর সম্ভূত হন। তিনি তাঁর নিকট কেউ কিছু না চাইলে খুব রাগ করেন।

আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভূষ্টি-অসম্ভূষ্টি রক্ষা করে চলার নামই বিলায়াত। যার মূলে রয়েছে তাঁর একান্ত ভালোবাসা। শুধু নামায, রোযা কিংবা মুজাহাদার নামই বিলায়াত নয়। বান্দাহ্'র খারাপ কাজে তিনি লজ্জা পান। কিন্তু বান্দাহ্ তাতে একটুও লজ্জা পায় না। তিনি

বান্দাহ'র গুনাহ সমূহ লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু বান্দাহ তার গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখতে রাজি নয়। তিনি বান্দাহকে অগণিত নিয়ামত দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বান্দাহ তা করতে অস্বীকার করে। তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে রাসূল ও তাদের নিকট কিতাব পাঠান। এরপরও তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রতি শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেনঃ কে আছে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে সবই দেবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। তিনি বান্দাহ'র প্রতি এতো মেহেরবান যে মাও তার সন্তানের প্রতি এতো মেহেরবানী করে না। বান্দাহ'র তাওবা দেখে তিনি এতো বেশি খুশি হন যতটুকু খুশি সে ব্যক্তিও হয় না যে ধু ধু মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয়সহ তার সওয়ারি হারিয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দেয়ার পর আবার তা ফিরে পেয়েছে। তার আলোকে দুনিয়া আলোকিত। তিনি সর্বদা জাগ্রত। তাঁর জন্য কখনো ঘুম শোভা পায় না। তিনি সত্যিকার ইনসাফগার। তাঁর নিকট রাত্রের আমল উঠে যায় দিনের আমলের পূর্বে। দিনের আমল উঠে যায় রাতের আমলের পূর্বে। নূরই তাঁর আচ্ছাদন। সে আচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে তাঁর ছেহারার আলোকরশ্মি তাঁর দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত তাঁর সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সুতরাং একমাত্র তাঁকেই ভালোবাসতে হবে।

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নিয়ামত হবে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎলাভ। আর আত্মার সর্বচূড়ান্ত স্বাদ তাতেই নিহিত রয়েছে। তা এখন থেকেই তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসার মধ্যেই দুনিয়াতে আত্মার সমূহ তৃপ্তি নিহিত। এটাই মু'মিনের জন্য দুনিয়ার জান্নাত। এ কারণেই আলিমগণ বলে থাকেনঃ দুনিয়ার জান্নাত যে পেয়েছে আখিরাতের জান্নাত সেই পাবে। তাই আল্লাহ প্রেমিকদের কখনো কখনো এমন ভাব বা মজা অনুভব হয় যার দরুন সে বলতে বাধ্য হয় যে, এমন মজা যদি জান্নাতীরা

পেয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চই তাঁরা সুখে রয়েছেন।

খ. অন্যের জন্য যাকে ভালোবাসতে হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসতে হলে তা একমাত্র আল্লাহু তা'আলার জন্যই ভালোবাসতে হবে। স্বকীয়ভাবে নয়। তবে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহু তা'আলার জন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা কখনো মনের বিপরীতও হতে পারে। তবে তা তাঁর জন্যই মেনে নিতে হবে যেমনিভাবে সুস্থতার জন্য অপছন্দ পথ্য খাওয়া মেনে নিতে হয়।

অতএব সর্ব নিকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে ভালোবাসা। আর সর্বোৎকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহু তা'আলাকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসার বস্তুকে সর্বদা প্রাধান্য দেয়া।

ভালোবাসাই সকল কাজের মূল। চাই সে কাজ ভালোই হোক বা খারাপ। কারণ, কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসলেই তার মর্জিমাফিক কাজ করতে ইচ্ছা হয় এবং কোন বস্তুকে ভালোবাসলেই তা পাওয়ার জন্য মানুষ কর্মোদ্যোগী হয়। সুতরাং সকল ধর্মীয় কাজের মূল হচ্ছে আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর ভালোবাসা যেমনিভাবে সকল ধর্মীয় কথার মূল হচ্ছে আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস।

কোন ভালোবাসা কারোর জন্য লাভজনক প্রমাণিত হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য লাভজনক হতে বাধ্য। আর কোন ভালোবাসা কারোর জন্য ক্ষতিকর হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য। তাই আল্লাহু তা'আলাকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা বান্দাহু'র কল্যাণেই আসবে। ঠিক এরই বিপরীতে কোন সুন্দরী মেয়ে অথবা শূশ্রূবিহীন সুদর্শন কোন ছেলেকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা কখনোই

বান্দাহূ'র কল্যাণে আসবে না। বরং তা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হবে।

সুন্দরী কোন নারী অথবা শূশ্রুবিহীন সুদর্শন কোন ছেলেকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহু তা'আলার সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়, কখনো আল্লাহু তা'আলার অধিকার ও তার অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে তার অধিকারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়, তার জন্য মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করা হয় অথচ আল্লাহু তা'আলার জন্য মূল্যহীন সম্পদ, তার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করা হয় যা আল্লাহু তা'আলার জন্য করা হয় না, সর্বদা তার নৈকট্যার্জনের চেষ্টা করা হয় অথচ আল্লাহু তা'আলার নৈকট্যার্জনের একটুও চেষ্টা করা হয় না এমন ভালোবাসা বড় শির্ক যা ব্যতিচার চাইতেও অত্যন্ত মারাত্মক।

রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা:

তাওহীদ বিরোধী উক্ত রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে সর্ব প্রথম এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে শুধু মূর্খতা এবং গাফিলতির দরুনই। অতএব সর্ব প্রথম তাকে আল্লাহু তা'আলার তাওহীদ তথা একত্ববাদ, তাঁর সাধারণ নীতি ও নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। অতঃপর তাকে এমন কিছু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদত করতে হবে যার দরুন সে উক্ত মত্ততা থেকে রক্ষা পেতে পারে। এরই পাশাপাশি সে আল্লাহু তা'আলার নিকট সবিনয়ে সর্বদা এ দো'আ করবে যে, আল্লাহু তা'আলা যেন তাকে উক্ত রোগ থেকে ত্বরিত মুক্তি দেন। বিশেষ করে সম্ভাবনাময় স্থান, সময় ও অবস্থায় দো'আ করবে। যেমনঃ আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়, রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ, সিজদাহু এবং জুমার দিনের শেষ বেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রস্তাবিত চিকিৎসা সমূহঃ

১. প্রথমে আল্লাহু তা'আলার নিকট উক্ত গুনাহু থেকে খাঁটি তাওবা করে নিন। কারণ, কেউ আল্লাহু তা'আলা নিকট একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য অথবা তাঁরই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করে নিলে আল্লাহু তা'আলা অবশ্যই তা কবুল করবেন এবং তাকে সেভাবেই চলার তাওফীক দিবেন।

২. আল্লাহু তা'আলার প্রতি দৃঢ় একনিষ্ঠ হোন। এটিই হচ্ছে এর একান্ত মহৌষধ। আল্লাহু তা'আলা হযরত ইউসুফ عليه السلام কে এ একনিষ্ঠতার কারণেই 'ইশ্কু এবং প্রায় নিশ্চিত ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾

(ইউসুফ : ২৪)

অর্থাৎ তাকে (হযরত ইউসুফ عليه السلام কে) মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যই এভাবে আমি আমার নিদর্শন দেখালাম। কারণ, তিনি তো ছিলেন আমার একান্ত একনিষ্ঠ বান্দাহূদের অন্যতম।

৩. ধৈর্য ধরুন। কারণ, কোন অভ্যাসগত কঠিন পাপ ছাড়ার জন্য ধৈর্যের একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং ধৈর্য ধারণের বার বার কসরত করতে হবে। এমনিভাবেই ধীরে ধীরে এক সময় ধৈর্য ধারণ অভ্যাসে পরিণত হবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ ، وَ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

(বুখারী, হাদীস ১৪৬৯, ৬৪৭০ মুসলিম, হাদীস ১০৫৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দিবেন। আল্লাহ তা'আলা কাউকে এমন কিছু দেন নি যা ধৈর্যের চাইতেও উত্তম এবং বিস্তর কল্যাণকর।

এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মনের কোন চাহিদা পূরণ করা থেকে ধৈর্য ধারণ করা অনেক সহজ তা পূরণ করার পর যে কষ্ট, শাস্তি, লজ্জা, আফসোস, লাঞ্ছনা, ভয়, চিন্তা ও অস্থিরতা পেয়ে বসবে তা থেকে ধৈর্য ধারণ করার চাইতে। তাই একেবারে শুরুতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

৪. মনের বিরোধিতা করতে শিখুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মনের বিরোধিতা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

(‘আনকাবূত : ৬৯)

অর্থাৎ যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই সংকর্মশীলদের সাথেই রয়েছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা যে সর্বদা আপনার কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই আছেন তা অনুভব করতে শিখুন। সুতরাং উক্ত কাজ করার সময় মানুষ আপনাকে না দেখলেও আল্লাহ তা'আলা যে আপনার প্রতি দেখেই আছেন তা ভাবতে হবে। এরপরও যদি আপনি উক্ত কাজে লিপ্ত থাকেন তখন অবশ্যই এ কথা ভাবতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা আপনার অন্তরে নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা আপনার উক্ত কর্ম দেখলেও আপনার এতটুকুও লজ্জা হয় না। আর যদি আপনি এমন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার কর্মকাণ্ড দেখছেনই না তা হলে তো আপনি নিশ্চয়ই কাফির।

৬. জামাতে নামায পড়ার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হোন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

(‘আনকাবূত : ৪৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

৭. বেশি বেশি নফল রোযা রাখতে চেষ্টা করুন। কারণ, রোযার মধ্যে বিশেষ ফযীলতের পাশাপাশি উত্তেজনা প্রশমনেরও এক বাস্তবমুখী ব্যবস্থা রয়েছে। যেমনিভাবে রোযা আল্লাহুভীরুতা শিক্ষা দেয়ার জন্যও এক বিশেষ সহযোগী।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাস্'উদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(বুখারী, হাদীস ১৯০৫, ৫০৬৬ মুসলিম, হাদীস ১৪০০)

অর্থাৎ হে যুবকরা! তোমাদের কেউ সঙ্গমে সক্ষম হলে সে যেন দ্রুত বিবাহ করে নেয়। কারণ, বিবাহ তার চোখকে নিম্নগামী করবে এবং তার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা তার জন্য একান্ত যৌন উত্তেজনা প্রতিরোধক।

৮. বেশি বেশি কোর'আন তিলাওয়াত করুন। কারণ, কোর'আন হচ্ছে সর্ব রোগের চিকিৎসা। তাতে নূর, হিদায়াত, মনের আনন্দ ও প্রশান্তি রয়েছে। সুতরাং উক্ত রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি কোর'আন তিলাওয়াত, মুখস্থ ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা অবশ্যই কর্তব্য যাতে তার অন্তর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যায়।

৯. বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করুন। কারণ, আল্লাহু তা'আলার যিকিরে অন্তরের বিরাট একটা প্রশান্তি রয়েছে এবং যে অন্তর সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে ব্যস্ত থাকে শয়তান সে অন্তর থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। সুতরাং এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য যিকির অত্যন্ত উপকারী।

১০. আল্লাহু তা'আলার সকল বিধি-বিধানের প্রতি যত্নবান হোন। তা হলে আল্লাহু তা'আলাও আপনার প্রতি যত্নবান হবেন। আপনাকে জিন ও মানব শয়তান এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করবেন। তেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা আপনার ধর্মিকতা, সততা, মানবতা এবং সম্মানও রক্ষা করবেন।

১১. অতি তাড়াতাড়ি বিবাহ কার্য সম্পাদন করুন। তা হলে যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সহজেই আপনি একটি হালাল ক্ষেত্র পেয়ে যাবেন।

১২. জান্নাতের 'ছরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করুন। যাদের চোখ হবে বড় বড় এবং যারা হবে অতুলনীয় সুন্দরী লুক্কায়িত মুক্তার ন্যায়। নেককার পুরুষদের জন্যই আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদেরকে পেতে হলে দুনিয়ার এ ক্ষণিকের অবৈধ স্বাদ পরিত্যাগ করতেই হবে।

১৩. শ্মশ্রুবিহীন সে প্রিয় ছেলোটি থেকে খুব দূরে থাকুন। যাকে দেখলে আপনার অন্তরের সে লুক্কায়িত কামনা-বাসনা দ্রুত জাগ্রত হয়। এমন দূরে থাকবেন যে, সে যেন কখনো আপনার চোখে না পড়ে এবং তার কথাও যেন আপনি কখনো শুনতে না পান। কারণ, বাহ্যিক দূরত্ব অন্তরের দূরত্ব সৃষ্টি করতে অবশ্যই বাধ্য।

১৪. তেমনিভাবে উত্তেজনাকর সকল বস্তু থেকেও দূরে থাকুন যেগুলো আপনার লুক্কায়িত কামনা-বাসনাকে দ্রুত জাগ্রত করে। অতএব মহিলা ও শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের সাথে মেলামেশা করবেন না। বিদ্রী়া ছবি ও অশ্লীল গান

শুনবেন না। আপনার নিকট যে অডিও ভিডিও ক্যাসেট, ছবি ও চিঠি রয়েছে সবগুলো দ্রুত নস্যাৎ করে দিন। উত্তেজনা কর খাদ্যদ্রব্য আপাতত বন্ধ রাখুন। তা আর কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করবেন না। ইতিপূর্বে যেখানে উক্ত কাজ সম্পাদিত হয়েছে সেখানে আর যাবেন না।

১৫. লাভজনক কাজে ব্যস্ত থাকুন। কখনো একা ও অবসর থাকতে চেষ্টা করবেন না। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। ইত্যবসরে ঘরের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করতে পারেন। কুর'আন শরীফ মুখস্থ করতে পারেন অথবা অন্ততপক্ষে বেচাকেনা নিয়েও ব্যস্ত হতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৬. সর্বদা শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করুন। কোন কুমন্ত্রণাকে একটুর জন্যও অন্তরে স্থান দিবেন না।

১৭. নিজের মনকে দৃঢ় করুন। কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, এ ব্যাধি এমন নয় যে তার কোন চিকিৎসা নেই। সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন কেন?

১৮. উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোন। উচ্চাভিলাসের চাহিদা হচ্ছে এই যে, আপনি সর্বদা উন্নত গুণে গুণান্বিত হতে চাইবেন। অরুচিকর অভ্যাস ছেড়ে দিবেন। লাঞ্ছনার স্থান সমূহে কখনো যাবেন না। সমাজের সম্মানি ব্যক্তি সেজে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব হাতে নিবেন।

১৯. অভিনব বিরল চিকিৎসা সমূহ থেকে দূরে থাকুন। যেমনঃ কেউ উক্ত কাজ ছাড়ার জন্য এভাবে মানত করলো যে, আমি যদি এমন কাজ আবারো করে ফেলি তা হলে আল্লাহু তা'আলার জন্য ছয় মাস রোযা রাখা অথবা দশ হাজার রিয়াল সাদাকা করা আমার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তেমনিভাবে এ বলে কসম খেলো যে, আল্লাহু'র কসম! আমি আর এমন কাজ করবো না। শুরুতে কসমের কাফ্ফারার ভয়ে অথবা মানত ওয়াজিব

হওয়ার ভয়ে উক্ত কাজ করা থেকে বেঁচে থাকলেও পরবর্তীতে তা কাজে নাও আসতে পারে।

কখনো কখনো কেউ কেউ কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই যৌন উদ্বেজনা প্রশমনকারী কোন কোন ওষুধ সেবন করে। তা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে।

২০. নিজের মধ্যে প্রচুর লজ্জাবোধ জন্ম দেয়ার চেষ্টা করুন। কারণ, লজ্জাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যা কল্যাণই কল্যাণ এবং তা ঈমানেরও একটি বিশেষ অঙ্গ বটে। লজ্জাবোধ মানুষকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ যোগায় এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ করলে কারোর মধ্যে ধীরে ধীরে লজ্জাবোধ জন্ম নেয়ঃ

১. বেশি বেশি রাসূল ﷺ এর জীবনী পড়বেন।
২. সাহাবায়ে কিরাম রাঃ ও প্রসিদ্ধ লজ্জাশীল সাল্ফে সা'লি'হীনদের জীবনী পড়বেন।
৩. লজ্জাশীলতার ফলাফল সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করবেন। বিশেষ করে লজ্জাহীনতার ভীষণ কুফল সম্পর্কেও সর্বদা ভাববেন।
৪. এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন যা বললে বা করলে লজ্জাবোধ কমে যায়।
৫. লজ্জাশীলদের সাথে বেশি বেশি উঠাবসা করবেন এবং লজ্জাহীনদের থেকে একেবারেই দূরে থাকবেন।
৬. বার বার লজ্জাশীলতার কসরত করলে একদা সে ব্যক্তি অবশ্যই লজ্জাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে এমন গুণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তখনই সে বড় হলে তা তার বিশেষ কাজে আসবে।

হযরত ওয়াহাব বিনু মুনাবিহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

إِذَا كَانَ فِي الصَّبِيِّ خَصْلَتَانِ: الْحَيَاءُ وَالرَّهْبَةُ رُجِيَ خَيْرُهُ

অর্থাৎ কোন বাচ্চার মধ্যে দু'টি গুণ থাকলেই তার কল্যাণের আশা করা যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লজ্জা আর অপরটি হচ্ছে ভয়-ভীতি।

ইমাম আস্মা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ تَوْبُهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ

অর্থাৎ লজ্জা যার ভূষণ হবে মানুষ তার দোষ দেখতে পাবে না।

২১. যারা অন্য জন কর্তৃক এ জাতীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন (বিশেষ করে তা উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) তাদের একান্তই কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা সতর খোলা থেকে সতর্ক থাকা। চাই তা খেলাধুলার সময় হোক বা অন্য কোন সময়। কারণ, এরই মাধ্যমে সাধারণত অন্য জন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

২২. সাজ-সজ্জায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখবেন। উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। সুতরাং এদের জন্য কখনোই উচিৎ নয় যে, এরা কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করবে। ব্যতিক্রমধর্মী আঁটসাঁট পোশাক পরবে। সাজ-সজ্জার ব্যাপারে কাফির ও মহিলাদের অনুসরণ করবে। মাথা আঁচড়ানো বা চুলের ভাঁজের প্রতি গুরুত্ব দিবে। এ জন্যই যে, তা অন্যের ফিৎনার কারণ।

২৩. উঠতি বয়সের ছেলেদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে, তারা যে কারোর সঙ্গে মজা বা রঙ্গ-তামাশা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, অধিক কৌতুক মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে দেয় এবং বোকাদেরকে তার ব্যাপারে অসভ্য আচরণ করতে সাহসী করে তোলে। তবে জাযিয় কৌতুক একেবারেই নিষিদ্ধ

নয়। কিন্তু তা নেককারদের সঙ্গেই হওয়া উচিত এবং তা ভদ্রতা ও মধ্যপন্থা বজায় রেখেই করতে হবে।

২৪. আত্ম সমালোচনা করতে শিখবেন। সময় থাকতে এখনই নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নিবেন। চাই আপনি ছোটই হোন অথবা বড়। সেই কর্মটি আপনিই করে থাকুন অথবা তা আপনার সাথেই করা হোক না কেন।

আপনি যদি বড় বা বয়স্ক হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিজ মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, এখনো আমি কিসের অপেক্ষায় রয়েছি? এ মারাত্মক কাজটি এখনো ছাড়িয়েনি কেন? আমি কি সরাসরি আল্লাহু তা'আলার শাস্তির অপেক্ষা করছি? না কি মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছি?

আর যদি আপনি অল্প বয়স্ক বা ছোট হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিজ মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমি অনেক দিন বাঁচবো। না কি যে কোন সময় আমার মৃত্যু আসতে পারে অথচ আমি তখনো উক্ত গুনাহে লিপ্ত। আর যদি আমি বেঁচেই থাকি তা হলে এমন ঘৃণ্য কাজ নিয়েই কি বেঁচে থাকবো? আমার যৌবন কি এ কাজেই ব্যয় হতে থাকবে? আমি কি বিবাহ করবো না? তখন আমার স্ত্রী ও সন্তানের কি পরিণতি হবে? আমি কি কোন এক দিন মানুষের কাছে লাঞ্চিত হবো না? আমি কি কখনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হবো না? আমার কারণেই কি এ পবিত্র সমাজ ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে না? আমি কি আল্লাহু তা'আলার শাস্তি ও অভিশাপের কারণ হচ্ছি না? কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার সামনে আমার অবস্থান কি হবে?

২৫. উক্ত কর্মের পরিণতি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন। কারণ, কিছুক্ষণের মজার পরই আসছে দীর্ঘ আপসোস, লজ্জা, অপমান ও শাস্তি।

২৬. মনে রাখবেন, এ জাতীয় মজার কোন শেষ নেই। এ ব্যাধি হচ্ছে চুলকানির ন্যায়। যতই চুলকাবেন ততই চুলকানি বাড়বে। একটি শিকার

মিললেই আরেকটি শিকারের ধান্ধায় থাকতে হবে। কখনোই আপনার এ চাহিদা মিটবে না।

২৭. নেককারদের সাথে উঠাবসা করবেন ও বদ্কারদের থেকে বহু দূরে থাকবেন। কারণ, নেককারদের সাথে উঠাবসা করলে অন্তর সজীব হয়, ব্রেইন আলোকিত হয়। আর বদ্কারদের থেকে দূরে থাকলে ধর্ম ও ইয্যত রক্ষা পায়।

২৮. বেশি বেশি রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করবেন, বার বার মৃত ব্যক্তির লাশ দেখতে যাবেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবেন ও তার কবর যিয়ারত করবেন। তেমনিভাবে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করবেন। কারণ, তা যৌন উত্তেজনা প্রশমনের এক বিশেষ সহযোগী।

২৯. কারোর হুমকির সামনে কোন ধরনের নতি স্বীকার করবেন না। বরং তা দ্রুত প্রশাসনকে জানাবেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারটি ছোটদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। কারণ, এ কথাটি আপনি বিশেষভাবেই জেনে রাখবেন যে, এ জাতীয় ব্যক্তির যতই কাউকে ভয় দেখাক না কেন তারা এ ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির কঠিনতা বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা দেখলে অবশ্যই পিছপা হতে বাধ্য হবে।

কেউ এ ব্যাপারে নিজকে অক্ষম মনে করলে সে যেন দ্রুত তা নিজ পিতা, বড় ভাই, আস্থাভাজন শিক্ষক অথবা কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে জানায়, যাতে তাঁরা তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে।

৩০. বেশি বেশি সাধুতা ও তাওবাকারীদের কাহিনী সম্ভার পড়বেন। কারণ, তাতে বহু ধরনের শিক্ষা, আত্মসম্মানের প্রতি উৎসাহ এবং বিশেষভাবে অসম্মানের প্রতি নিরুৎসাহ সৃষ্টি হবে।

৩১. বেশি বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ক্যাসেট সমূহ বিশেষ মনযোগ সহ শ্রবণ করবেন এবং গানের ক্যাসেট সমূহ শুনা থেকে একেবারেই বিরত

থাকবেন।

৩২. সমাজের যে যে নেককার ব্যক্তির যুবকদের বিষয় সমূহ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন তাদের কারোর নিকট নিজের এ দুরবস্থা বিস্তারিত জানাবেন যাতে তাঁরা আপনাকে এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকটও আপনার এ অবস্থার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন যাতে তিনি আপনাকে উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে পারেন অথবা উত্তেজনা প্রশমনের কোন পদ্ধতি বাতলিয়ে দিতে পারেন।

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই এ কথা জানা উচিত যে, শরীয়ত ও বিবেককে আশ্রয় করেই কোন মানুষ তার সার্বিক কল্যাণ ও তার পরিপূর্ণতা এবং সকল অঘটন অথবা অন্ততপক্ষে তার কিয়দংশ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে।

সুতরাং বিবেকবানের সামনে যখন এমন কোন ব্যাপার এসে পড়ে যার মধ্যে ভালো ও খারাপ উভয় দিকই রয়েছে তখন তার উপর দু'টি কর্তব্য এসে পড়ে। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে এবং অপরটির সম্পর্ক কাজের সাথে। অর্থাৎ তাকে সর্বপ্রথম এ কথা জানতে হবে যে, উক্ত উভয় দিকের মধ্য থেকে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সে সেটিকেই প্রাধান্য দিবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, কোন মেয়ে বা শূশ্রূবিহীন ছেলের প্রেমে পড়ার মধ্যে দুনিয়াবী বা ধর্মীয় কোন ফায়োদা নেই। বরং তাতে দীন-দুনিয়ার অনেকগুলো গুরুতর ক্ষতি রয়েছে যার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসা ও তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে তাঁর কোন সৃষ্টির ভালোবাসা ও তার স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। কারণ, উভয়টি একত্রে সমভাবে কারোর হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না।

খ. তার অন্তর আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসার দরুন নিদারুণ কষ্ট ও শান্তির সম্মুখীন হয়। কারণ, প্রেমিক কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। বরং তাকে সর্বদা চিন্তাযুক্তই থাকতে হয়। প্রিয় বা প্রিয়াকে না পেয়ে থাকলে

তাকে পাওয়ার চিন্তা এবং পেয়ে থাকলে তাকে আবার কখনো হারানোর চিন্তা।

গ. প্রেমিকের অন্তর সর্বদা প্রিয় বা প্রিয়ার হাতেই থাকে। সে তাকে যেভাবেই চালাতে চায় সে সেভাবেই চলতে বাধ্য। তখন তার মধ্যে কোন নিজস্ব ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। এর চাইতে আর বড় কোন লাঞ্ছনা আছে কি?

ঘ. দীন-দুনিয়ার সকল কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় কল্যাণের জন্য তো আল্লাহু তা'আলার প্রতি অন্তরের উন্মুক্ততা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা প্রেমিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্য দিকে দুনিয়াবী কল্যাণ তো দীনি কল্যাণেরই অধীন। দীনি কল্যাণ যার হাত ছাড়া হয় দুনিয়ার কল্যাণ সুস্থভাবে কখনো তার হস্তগত হতে পারে না।

ঙ. দীন-দুনিয়ার সকল বিপদ তার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। কারণ, মানুষ যখন আল্লাহু তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর প্রেমে পড়ে যায় তখন তার অন্তর আল্লাহু বিমুখ হয়ে পড়ে। আর কারোর অন্তর আল্লাহু বিমুখ হলে শয়তান তার অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে। তখনই সকল বিপদাপদ তার দিকে দ্রুত ধাবমান হয়। কারণ, শয়তান তো মানুষের আজন্ম শত্রু। আর কারোর কঠিন শত্রু যখন তার উপর কাবু করতে পারে তখন কি সে তার যথাসাধ্য ক্ষতি না করে এমনিতেই বসে থাকবে?!

চ. শয়তান যখন প্রেমিকের অন্তরে অবস্থান নিজে নেয় তখন সে উহাকে বিক্ষিপ্ত করে ছাড়ে এবং তাতে প্রচুর ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ঢেলে দেয়। কখনো কখনো এমন হয় যে, সে একান্ত বদ্ধ পাগলে পরিণত হয়। লাইলী প্রেমিক ঐতিহাসিক প্রেমপাগল মজনুর কথা তো আর কারোর অজানা নয়।

ছ. এমনকি প্রেমিক কখনো কখনো প্রেমের দরুন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিজের সকল অথবা কিছু বাহোন্দ্রিয় হারিয়ে বসে। প্রত্যক্ষভাবে হারানো তো এভাবে যে, প্রেমে পড়ে তো অনেকে নিজ শরীরই হারিয়ে বসে। ধীরে ধীরে

তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তার কোন ইন্দ্রিয়ই আর সুস্থভাবে বাহ্যিক কোন কাজ সমাধা করতে পারে না।

একদা জনৈক যুবককে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট হাযির করা হলো। তখন তিনি "আরাফাহু" ময়দানে অবস্থানরত। যুবকটি একেবারেই দুর্বল হয়ে হাড়িডসার হয়ে গেলো। তখন ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ যুবকটির কি হলো? লোকেরা বললোঃ সে প্রেমে পড়েছে। এ কথা শুনেই তিনি তখন থেকে পুরো দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রেম থেকে আশ্রয় কামনা করেন।

পরোক্ষভাবে বাহেন্দ্রিয় লোপ পায় তো এ ভাবেই যে, প্রেমের দরুন তার অন্তর যখন বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তার বাহেন্দ্রিয়গুলোও আর সঠিক কাজ করে না। তখন তার চোখ আর তার প্রিয়ের কোন দোষ দেখে না। কান আর প্রিয়কে নিয়ে কোন গাল শুনতে বিরক্তি বোধ করে না। মুখ আর প্রিয়ের অযথা প্রশংসা করতে লজ্জা পায় না।

জ. 'ইশ্কে'র পর্যায়ে যখন কেউ পৌঁছে যায় তখন তার প্রিয় পাত্রই তার চিন্তা-চেষ্টার একান্ত কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তখন তার সকল শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অচল হয়ে পড়ে। তখন সে এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যার চিকিৎসা একেবারেই দুষ্কর।

এ ছাড়াও প্রেমের আরো অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমনঃ কোন প্রেমিক যখন লোক সমাজে তার প্রেমের কথা প্রকাশ করে দেয় তখন তার প্রিয়ের উপর সর্ব প্রথম বিশেষভাবে যুলুম করা হয়। কারণ, মানুষ তখন অনর্থকভাবে তাকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করতে থাকে। এমনকি তার ব্যাপারে কোন মানুষ কোন কথা বানিয়ে বললেও অন্যরা তা বিশ্বাস করতে একটুও দেরি করে না। এমন কি শুধু প্রিয়ের উপরই যুলুম সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা তার সমস্ত পরিবারবর্গের উপরও বর্তায়। কারণ, এতে করে তাদেরও প্রচুর মানহানী

হয়। অন্যদেরকেও মিথ্যারোপের গুনাহে নিমজ্জিত করা হয়। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য অন্যের সহযোগিতা নেয়া হয় তখন তারাও গুনাহগার হয়। এ পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তাদের অনেককে কখনো কখনো হত্যাও করা হয়। কতো কতো গভীর সম্পর্ক যে এ কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। কতো প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের অধিকার যে এ ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় তার কোন হিসেব নেই। আর যদি এ ক্ষেত্রে যাদুর সহযোগিতা নেয়া হয় তা হলে একে তো শিরুক আবার এর উপর কুফরী। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া মিলেই যায় তখন একে অপরকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের উপর যুলুম করতে সহযোগিতা করে এবং একে অপরের সন্তুষ্টির জন্য কতো মানুষের কতো মাল যে হরণ করে তার কোন হিসেব নেই। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া অত্যন্ত চতুর হয়ে থাকে তখন সে প্রেমিককে আশা দিয়ে দিয়ে তার সকল সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। কখনো সে এমন কাণ্ড একই সঙ্গে অনেকের সাথেই করে বেড়ায়। তখন প্রেমিক রাগ করে কখনো তাকে হত্যা বা মারাত্মকভাবে আহত করে। আরো কতো কি?

সুতরাং কোন বুদ্ধিমান এতো কিছু জানার পরও এ জাতীয় প্রেমে কখনো আবদ্ধ হতে পারে না।

আল্লাহু তা'আলা আমাদের সবাইকে উক্ত অপরাধ সমূহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সমাপ্ত

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ

দ্বিতীয়াংশ

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে
বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে।

الْكَبَائِرُ وَالْمَحْرَمَاتُ

الجزء الثاني

فِي ضُوءِ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ্

(দ্বিতীয়াংশ)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদশাহ্ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

www.QuranerAlo.com

ح) المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزیز، مستفیض الرحمن حکیم
الکبائر والمحرمات./ مستفیض الرحمن حکیم عبدالعزیز.-
حضر الباطن، ١٤٣٠هـ
٣ مج. ٢٣٢ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمک : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
١ - ٠٤ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)
(النص باللغة البنغالية)
١- الکبائر ٢- الوعظ والإرشاد أ- العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٣٠/٧٤٧١

رقم الإيداع : ٧٤٧١ / ١٤٣٠
ردمک : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
١ - ٠٤ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٢)

حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم التغيير في الغلاف الداخلي

والمضمون والمادة العلمية

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
১০. মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া	৫
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অপকার সমূহ.....	১০
১১. ফরয নামায আদায় না করা.....	১২
১২. ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা	১৬
১৩. কোন ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখা.....	২১
১৪. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা.....	২২
১৫. আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করা ..	২২
১৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া	২৬
❖ মাতা-পিতার অবাধ্যতার সরূপ	২৭
❖ হারাম অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত	২৭
❖ মাকরুহ অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত.....	২৮
❖ অবাধ্যতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত	২৯
❖ মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণ সমূহ	৩৩
❖ মাতা-পিতার অবাধ্যতার কিছু অপকার	৩৮
১৭. মহিলাদের গুহাধ্বার ব্যবহার করা	৪১
১৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা	৪২
১৯. কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির তার অধীনস্থদের উপর যুলুম করা অথবা তাদেরকে ধোঁকা দেয়া	৫২
❖ কোন যালিমের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য যা করতে হয়	৬১
২০. গর্ব, দান্তিকতা ও আত্মঅহঙ্কার	৬২

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
২১. মদ্য পান অথবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন	৬৮
◇ মাদকদ্রব্য সেবনের অপকার সমূহ	৮২
◇ মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হওয়ার বিশেষ কারণ সমূহ	৮৪
◇ মদখোরের শাস্তি	৮৪
◇ ধূমপান	৮৭
◇ ধূমপান সংক্রান্ত আরো কিছু কথা	৯৪
◇ ধূমপানের কাল্পনিক উপকার সমূহ	৯৫
◇ যেভাবে আপনি ধূমপান ছাড়বেন	৯৭
২২. জুয়া	১০২
২৩. চুরি	১০৪
◇ চোরের শাস্তি	১০৬
২৪. সন্ধান, অপহরণ, দস্যুতা ও লুণ্ঠন	১১১
২৫. মিথ্যা কসম	১১৩
২৬. চাঁদাবাজি	১১৫
২৭. যুলুম, অত্যাচার ও কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণ	১১৬
২৮. হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন	১২০
২৯. আত্মহত্যা	১২২
৩০. অবিচার	১২৪
◇ বিচার সংক্রান্ত কিছু কথা	১২৬
◇ বিচারকের নিকট যে কোন ব্যক্তির অভিযোগ পৌঁছানো যেন কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় উহার প্রতি বিচারকের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে.....	১২৬

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
◈ বিচারক বিচারের সময় কোন ব্যাপারেই রাগান্বিত হতে পারবেন না ..	১২৭
◈ ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে রাসূল ﷺ লা'নত করেন	১২৭
◈ বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব একমাত্র বাদীর উপর এবং কসম হচ্ছে বিবাদীর উপর	১২৮
◈ কসম গ্রহণকারীর বুকের ভিত্তিতেই কসমের সত্যতা কিংবা অসত্যতা নিরূপিত হবে	১২৮
◈ যাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়	১২৮
◈ কোন কারণে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর না হলে পরস্পরের ছাড়ের ভিত্তিতে যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা জাযিয়	১৩০
◈ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব অধিকার সংরক্ষণের খাতিরে একজন সাক্ষী ও বাদীর কসমের ভিত্তিতে বিচার করা যেতে পারে	১৩০
◈ সুযোগ পেয়ে নিজের নয় এমন জিনিস দাবি করলে সে মুসলমান থাকেনা	১৩০
◈ বিচারকের বিচার কোন অবৈধ বস্তুকে বৈধ করে দেয় না	১৩১
◈ আপনার স্বেচ্ছাচারিতা যেন অন্যের কষ্টের কারণ না হয়	১৩২
◈ কোন সক্ষম ব্যক্তি কারোর অধিকার আদায়ে টালবাহানা করলে তাকে জেলে আটকে রাখা হবে যতক্ষণ না সে তা আদায় করে	১৩২
◈ নিজের ভুল জানা সত্ত্বেও অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসম্মত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে ..	১৩৩
◈ কেউ ভুলের উপর রয়েছে তা জেনেও তার সহযোগিতা করলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসম্মত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে ...	১৩৩
৩১. কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা	১৩৪

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
৩২. আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে মানব রচিত বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা বা তা গ্রহণ করা	১৩৪
৩৩. ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করা	১৪১
৩৪. কোন মহিলাকে তিন তলাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তলাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হলাল করা অথবা নিজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা	১৪১
৩৫. পুরুষদের মহিলার সাথে অথবা মহিলাদের পুরুষের সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখা	১৪২
৩৬. নিজ অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হওয়া অথবা তা অকাতরে চোখ বুজে মেনে নেয়া	১৪৩
৩৭. প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা	১৪৫
৩৮. কোন পশুর চোহরায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া	১৪৭
৩৯. ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা কাউকে না বলা	১৪৮
৪০. নিরেট ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা	১৫০
৪১. যে কোন ধরনের আত্মসাৎ বা বিশ্বাসঘাতকতা করা	১৫১
৪২. কাউকে কোন কিছু দান করে অতঃপর খোঁটা দেয়া	১৫৫
৪৩. তাক্বদীরে অবিশ্বাস	১৫৭
৪৪. কারোর দোষ অনুসন্ধান বা তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা	১৫৯
৪৫. চুগলি করা	১৬১
৪৬. কাউকে লা'নত বা অভিসম্পাত করা	১৬৪
৪৭. কারোর সাথে কোন ব্যাপারে চুক্তি বা ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা ..	১৬৬
৪৮. কোন মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়া	১৬৮

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
৪৯. যে কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কন	১৭২
৫০. বিপদের সময় ধৈর্যহীন হলে বিলাপ ধরা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডন করা	১৭৫
৫১. কোন মুসলমানকে গালি বা যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া	১৭৮
৫২. রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া	১৮০
৫৩. নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া	১৮২
৫৪. কোন আল্লাহু'র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা তাঁকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া	১৮৫
৫৫. লুপ্তি, পাজামা অথবা যে কোন কাপড় পায়ের গিঁটের নিচে পরা ...	১৮৮
৫৬. সোনা বা রূপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা	১৯২
৫৭. কোন পুরুষ স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা	১৯৩
৫৮. কোন গোলাম বা যার পেছনে অগ্রিম টাকা খরচ করে চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য আনা হয়েছে চুক্তি শেষ না হতেই তার পলায়ন.....	১৯৫
৫৯. নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া	১৯৬
৬০. কারোর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অমূলক বগড়া-ফাসাদ করা ...	১৯৮
৬১. নিজ প্রয়োজনের বেশি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করা	২০১
৬২. কাউকে ওজনে কম দেয়া	২০২
৬৩. আল্লাহু'র পাকড়াও থেকে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করা ...	২০২
৬৪. আল্লাহু তা'আলার রহুমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়া	২০৬
৬৫. মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোস্ত খাওয়া.....	২০৯

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
৬৬. জুমু'আহ্ ও জামাতে নামায না পড়া	২১০
৬৭. কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা	২১৩
৬৮. কারোর সাথে তর্কের সময় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা ..	২১৩
৬৯. কারোর জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা	২১৪
৭০. সমাজে কোন বিদ্'আত বা কুসংস্কার চালু করা	২১৪
৭১. কারোর দিকে ছুরি বা কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করা	২১৫
৭২. চেহারায় দাগ দেয়া, চেহারার কেশ উঠানো, নিজের চুলের সাথে অন্যের চুল সংযোজন কিংবা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা	২১৬
৭৩. হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা	২১৭
৭৪. কবীরা গুনাহ্'র কারণে কোন ক্ষমতাসীনকে কাফির সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা	২১৮
৭৫. কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা ..	২২৩
৭৬. শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে কাফির বলা	২২৩





আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শিরুক
২. ছোট শিরুক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতাজর্ন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে

দা'ওয়াহু অফিস

কে. কে. এম. সি. হাফ্ফর আল-বাতিন

১০. মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াঃ

মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ।

কোন বিষয়ে নিশ্চিত জানাশোনা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে অনুমান ভিত্তিক কোন কথা বলা সত্যিই অপরাধ এবং তা অধিকাংশ সময় মিথ্যা হতেই বাধ্য।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

(ইসরা' / বানী ইসরাঈল : ৩৬)

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না তথা অনুমানের ভিত্তিতে কখনো পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি কর্প, চক্ষু, হৃদয় এ সবের ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾

(যারিয়াত : ১০)

অর্থাৎ (অনুমান ভিত্তিক) মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক।

মিথ্যুক আল্লাহু তা'আলার লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত।

মুবাহালার আয়াতে আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ ثُمَّ بَيِّتْهُمْ فَتَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾

(আ'লি 'ইমরান : ৬১)

অর্থাৎ অতঃপর আমরা সবাই (আল্লাহু তা'আলার নিকট) এ মর্মে প্রার্থনা করি যে, মিথ্যুকদের উপর আল্লাহু তা'আলার লা'নত পতিত হোক।

মুলা'আনার আয়াতে আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

(নূর : ৭)

অর্থাৎ পঞ্চমবার পুরুষ এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহু তা'আলার লা'নত পতিত হোক যদি সে (নিজ স্বীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে।

মিথ্যা কখনো কখনো মিথ্যাবাদীকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং মিথ্যা বলতে বলতে পরিশেষে সে আল্লাহু তা'আলার নিকট মিথ্যুক হিসেবেই পরিগণিত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ মাস্'উদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

(মুসলিম, হাদীস ২৬০৭)

অর্থাৎ তোমরা সত্যকে আকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহু তা'আলার নিকট সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের রাস্তা দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের রাস্তা। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং সর্বদা মিথ্যার অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহু তা'আলার নিকট মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়।

হযরত সামুরাহু বিন্ জুনুদ্ব থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ গত রাত আমার নিকট দু' জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললোঃ চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির

নিকট পৌঁছোলাম যে চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনভাবে ছিঁড়ে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে। ফিরিশ্বতাদ্বয় উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেনঃ উক্ত ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

(বুখারী, হাদীস ৭০৪৭ মুসলিম, হাদীস ২২৭৫)

বিশেষ আফসোসের ব্যাপার এই যে, অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার ইহলৌকিক অন্য কোন ফায়দা নেই। অথচ সে অন্যকে ফুর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে।

হযরত হিয়াম রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ ، وَيْلٌ لَهُ ، وَيْلٌ لَهُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৫)

অর্থাৎ অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির যে মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে। অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির; অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির।

অনেকের মধ্যে তো আবার মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলার প্রবণতা রয়েছে। বর্তমানে নতুন নতুন মাযার তৈরির এই তো হচ্ছে একমাত্র পুঁজি। কোন পীর-বুয়ুর্গের নাম-গন্ধও নেই অথচ মাযার উঠার অলীক স্বপ্ন আউড়িয়ে নতুন নতুন মাযারের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। একে তো মাযার উঠানো আবার তা তথা কথিত অলীক স্বপ্নের ভিত্তিতে। আল্লাহু তা'আলা কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মানুষকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করবেন অথচ সে

তা করতে পারবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلَّفَ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعْرَتَيْنِ ، وَ لَنْ يَفْعَلَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪২ তিরমিযী, হাদীস ২২৮৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪৩)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যা এই যে, কেউ যা স্বপ্নে দেখেনি তা সে দেখেছে বলে দাবি করছে।

তবে অতি প্রয়োজনীয় কোন কল্যাণ অর্জনের জন্য অথবা নিশ্চিত কোন অঘটন থেকে বাঁচার জন্য ; যা সত্য বললে কোনভাবেই হবে না এবং তাতে কারোর কোন অধিকারও বিনষ্ট করা হয় না অথবা কোন হারামকেও হালাল করা হয় না এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা জাযিয। তবুও এমতাবস্থায় এমনভাবে মিথ্যাটিকে উপস্থাপন করা উচিত যাতে বাহ্যিকভাবে তা মিথ্যা মনে হলেও বাস্তবে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। কারণ, কথাটি বলার সময় তার ধ্যানে সত্য কোন একটি দিক তখনো উদ্ভাসিত ছিলো। আরবী ভাষায় যা তাওরিয়া বা মা'আরীয নামে পরিচিত।

হযরত 'ইমরান বিন্ 'হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ

(বায়হাকী ১০/১৯৯ ইবনু 'আদী ৩/৯৬)

অর্থাৎ ঘুরিয়ে কথা বললে জাঙ্কল্য মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত উম্মে কুলসুম বিন্তে 'উক্ববাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَ يَقُولُ خَيْرًا وَ يَنْمِي خَيْرًا

(বুখারী, হাদীস ২৬৯২ মুসলিম, হাদীস ২৬০৫)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করে এবং সে উক্ত উদ্দেশ্যেই ভালো কথা বলে এবং তা বানিয়ে বলে।

হযরত উম্মে কুলসুম বিন্তে 'উক্ববাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ শুধুমাত্র তিনটি ব্যাপারেই মিথ্যা বলার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি বলতেনঃ

لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ، وَ الرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ ، وَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ ، وَ الْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯২১)

অর্থাৎ আমি মিথ্যা মনে করি না যে, কোন ব্যক্তি মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তার উদ্দেশ্য কেবল বিরোধ মীমাংসাই। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি শত্রু পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তেমনিভাবে কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এবং কোন মহিলা নিজ স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বানিয়ে বলবে।

হযরত ইবনু শিহাব যুহুরী বলেনঃ আমার শুনাজানা মতে তিন জায়গায়ই মিথ্যা কথা বলা যায়। আর তা হচ্ছে যুদ্ধ, মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কথা।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম।

আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য তো এই যে, তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ ﴾

(ফুরকান : ৭২)

অর্থাৎ আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অপকার সমূহঃ

ক. বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা। কারণ, বিচার ফায়সালা নির্ণিত হয় বাদীর পক্ষের সাক্ষী অথবা বিবাদীর কসমের উপর। অতএব বাদীর পক্ষের সাক্ষী ভুল হলে এবং বিচার সে সাক্ষীর ভিত্তিতেই হলে ফায়সালা নিশ্চয়ই ভুল হতে বাধ্য। আর তখন এর একমাত্র দায়-দায়িত্ব সাক্ষীকেই বহন করতে হবে এবং এ জন্য সেই গুনাহ্‌গার হবে।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫ মুসলিম, হাদীস ১৭১৩)

অর্থাৎ আমি তো মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার কাছে মাঝে মাঝে বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চাইতে অধিক পারঙ্গম। অতএব আমি শুন্য ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। সুতরাং আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু অধিকার ফায়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার

হাতে একটি জাহান্নামের আগুনের টুকরাই উঠিয়ে দেই।

খ. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে বিবাদীর উপর বিশেষভাবে যুলুম করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তার বৈধ অধিকার অবৈধভাবে অন্যের হাতে তুলে দেয়া হয়। তখন সে মাযলুম। আর মাযলুমের ফরিয়াদ আল্লাহু তা'আলা কখনো বৃথা যেতে দেন না।

গ. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে বাদীর উপরও যুলুম করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তার হাতে আগুনের একটি টুকরা উঠিয়ে দেয়া হয়। যা ভবিষ্যতে তার সমূহ অকল্যাণই ডেকে নিয়ে আসে।

ঘ. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে দোষীকে আরো হঠকারী বানিয়ে দেয়া হয়। কারণ, সে এরই মাধ্যমে কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পায়। অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য পাওয়ার আশায় আরো অপরাধ কর্মঘটিয়ে যেতে কোন দ্বিধা করে না।

ঙ. মিথ্যা সাক্ষ্য এর ভিত্তিতে অনেক হারাম বস্তুকে হালাল করে দেয়া হয়। অনেক মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে হয়। অনেক সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা হয়। এ সবেজ জন্য বাদী-বিবাদী ও বিচারক কিয়ামতের দিন মিথ্যা সাক্ষীর বিপক্ষে আল্লাহু তা'আলার নিকট বিচার দায়ের করবে।

চ. মিথ্যা সাক্ষ্য এর মাধ্যমে বাদীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয় অথচ সে দোষী এবং বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথচ সে দোষী নয়।

ছ. মিথ্যা সাক্ষ্য এর মাধ্যমে শরীয়তের হালাল-হারামের ব্যাপারে বিনা জ্ঞানে আল্লাহু তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা হয়।

হযরত আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَكْبَرُ الْكِبَايَرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ قَوْلُ الزُّوْرِ ، أَوْ قَالَ: وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৭১ মুসলিম, হাদীস ৮৮)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ হচ্ছে চারটিঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেনঃ হয়তোবা রাসূল ﷺ বলেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

১১. ফরয নামায আদায় না করাঃ

ফরয নামায আদায় না করাও একটি মারাত্মক অপরাধ। যা শিরুক তথা কুফরও বটে এবং যার পরিণতিই হচ্ছে জাহান্নাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

(মারইয়াম : ৫৯-৬০)

অর্থাৎ নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা নামায বিনষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির পূজারী হলো। সুতরাং তারা “গাই” নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

(মা'উন : ৪-৭)

অর্থাৎ সুতরাং ওয়াইল্ নামক জাহান্নাম সেই মুসল্লীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিল। যারা লোক দেখানোর জন্যই তা আদায় করে এবং যারা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট বস্তু অন্যকে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ، فِي جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَ لَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِيْنَ، وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَاطِئِيْنَ، وَ كُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّيْنِ، حَتّٰى اٰتَانَا الْيَقِيْنَ ۝﴾

(মুদ্দাস্‌সির : ৩৮-৪৭)

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে সে দিন আবদ্ধ থাকবে। তবে তারা নয় যারা নিজ আমলনামা ডান হাতে পেয়েছে। তারা জান্নাতেই থাকবে। তারা অপরাধীদের সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এমনকি তারা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেঃ কেন তোমরা সাব্কার নামক জাহান্নামে আসলে? তারা বলবেঃ আমরা তো নামাযী ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনদেরকেও খাবার দিতাম না। বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। এমনকি আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম। আর এমনিভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেলো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

(মুসলিম, হাদীস ৮২ তিরমিযী, হাদীস ২৬১৯ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৭)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায না পড়ারই। যে নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬২১ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৮ মুত্তাদরাব, হাদীস ১১ আহমাদ, হাদীস ২২৯৮৭ বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১ ইবনে হিব্বান/ইহসান, হাদীস ১৪৫৪ ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩০৩৯৬ দারাকুতুনী ২/৫২)

অর্থাৎ আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ব্যবধান শুধু নামাযেরই। যে নামায ত্যাগ করলো সে কাফির হয়ে গেলো।

হযরত বুরাইদাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৩, ৫৯৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসরের নামায পরিত্যাগ করলো তার সকল আমল বরবাদ হয়ে গেলো।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

الَّذِي تَفَوَّثَهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৫২ মুসলিম, হাদীস ৬২৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো তার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো।

হযরত মু'আয রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ আমাকে দশটি নসীহত করলেন তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে,

وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ

(আহমাদ ৫/২৩৮)

অর্থাৎ তুমি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করলো তার উপর আল্লাহ তা'আলার কোন জিহ্মাদারি থাকলো না।

নামায পড়া মুসলমানদের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। সুতরাং যে নামায পড়ে না সে মুসলমান নয়।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কিছু

মালামাল বন্টন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে জনৈক উঁচু গাল, ঠেলা কপাল এবং গর্তে ঢোকা চোখ বিশিষ্ট ঘন শূশ্রুমণ্ডিত মাথা নেড়া জজ্বার উপর কাপড় পরা রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললোঃ

يَا رَسُولَ اللَّهِ! اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: وَيْلَكَ، أَوْلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ؟! قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّيَ

(বুখারী, হাদীস ৪৩৫১)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করুন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও! আমি কি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি নই; যে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ যখন লোকটি রওয়ানা করলো তখন খালিদ বিন্ ওয়ালীদ ﷺ বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তার গর্দান কেটে ফেলবো না? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, হয়তো বা সে নামায পড়ে।

হযরত 'উমর ﷺ বলেনঃ

لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

(বায়হাকী, হাদীস ১৫৫৯, ৬২৯১)

অর্থাৎ নামায ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফির।

হযরত 'আলী ﷺ বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

(বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে কাফির।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসউদ ﷺ বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ

(বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে মোসলমান নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাক্কীক তাবেরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬২২)

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেবল নামায ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।

১২. ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করাঃ

কারোর উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

(আ'লি ইমরান : ১৮০)

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে কিছু সম্পদ দিয়েছেন অথচ তারা উহার কিয়দংশও আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করতে কার্পণ্য করে তারা যেন এ কথা মনে না করে যে, তাদের এ কৃপণতা তাদের কোন উপকারে আসবে। বরং এ কৃপণতা তাদের জন্য সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। তারা যে সম্পদ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করতে কৃপণতা করেছে তা কিয়ামতের দিন তাদের কণ্ঠাভরণ হবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং তোমরা যা করছো তা আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ
وَ ظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَا كُنْتُمْ لِلْأَنفُسِ كُمْ فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ ﴾

(তাওবাহ : ৩৪-৩৫)

অর্থাৎ যারা স্বর্ণ-রূপা সংরক্ষণ করে এবং তা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায়
একটুও ব্যয় করেনা তথা যাকাত দেয়না আপনি (রাসূল ﷺ) তাদেরকে কঠিন
শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন যে দিন জাহান্নামের আগুনে ওগুলোকে
উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা
হবেঃ এ হচ্ছে ওসম্পদ যা তোমরা নিজের জন্যে সংরক্ষণ করেছিলে। সুতরাং
তোমরা এখন নিজ সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ করো।

যাকাত আদায় না করা মুশ্রিকদের একটি বিশেষ চরিত্রও বটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾

(হা' মীম আস্সাজ্দাহ/ফুসসিলাত : ৬-৭)

অর্থাৎ ওয়াইল্ নামক জাহান্নাম এমন মুশ্রিকদের জন্য যারা যাকাত আদায়
করে না এবং যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
করেনঃ

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ
الْقِيَامَةِ ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا
جَنْبُهُ وَ جَبِينُهُ وَ ظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ৯৮৭)

অর্থাৎ কোন স্বর্ণ ও রূপার মালিক যদি উহার যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা আবার গরম করে দেয়া হবে। এমন দিনে যে দিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যখন সকল মানুষের ফায়সালা শেষ হবে তখন সে জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا ، لَهُ زَبَبَاتَانِ يَطْوِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ ، أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ آلِ عِمْرَانَ

(বুখারী, হাদীস ১৪০৩)

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন। অথচ সে উহার যাকাত আদায় করেনি তখন তার সমূহ ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন মাথায় চুল বিহীন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে। যার উভয় চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। যা তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশ দংশন করতে থাকবে এবং বলবেঃ আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার ধনভাণ্ডার। অতঃপর নবী সঃ সূরা আলি ইমরানের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَقَعْدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَ أَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ ، وَقَعْدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ

تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطْوُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَ لَا صَاحِبَ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا
جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَ قَعَدَ لَهَا بِقَاعٌ قَرَّيرٌ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا
وَ تَطْوُهُ بِأَطْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَاءٌ وَ لَا مُنْكَسِرٌ قَرْنِهَا ، وَ لَا صَاحِبَ كَنْزٍ لَا
يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعٌ ، يَتَّبِعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا
أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا
بُدَّ مِنْهُ ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَيَقْضُمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

(মুসলিম, হাদীস ৯৮৮)

অর্থাৎ কোন উটের মালিক উটের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার নিকট উপস্থিত হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। উটগুলো তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। কোন গরুর মালিক গরুর অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার নিকট উপস্থিত হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। গরুগুলো তাকে শিং দিয়ে গুঁতো মারবে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। কোন ছাগলের মালিক ছাগলের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার নিকট উপস্থিত হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। ছাগলগুলো তাকে শিং দিয়ে গুঁতো মারবে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। সৈগুলোর মধ্যে কোন একটি এমন হবে না যে তার কোন শিং নেই অথবা থাকলেও তার শিং ভাঙ্গা। কোন সংরক্ষিত সম্পদের মালিক উক্ত সম্পদের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন মাথায় চুল বিহীন একটি সাপের রূপ ধারণ করবে। সাপটি মুখ খোলা অবস্থায় তার পিছু নিবে এবং তার নিকট পৌঁছতেই লোকটি তা থেকে পালাতে শুরু করবে। তখন সাপটি তাকে ডেকে বলবেঃ নাও তোমার সম্পদ যা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।

তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি যখন দেখবে আর কোন গত্যন্তর নেই তখন সে তার হাতখানা সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিবে। তখন সাপটি তার হাতখানা চাবাতে থাকবে এক মহা শক্তিরে ন্যায়।

কোন সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকার করলে প্রশাসন বল প্রয়োগ করে হলেও তার থেকে অবশ্যই যাকাত আদায় করে নিবে। যেমনটি হযরত আবু বকর রা তাঁর যুগের যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের সাথে করেছেন। এমনকি প্রয়োজনে শাস্তি স্বরূপ তাদের থেকে যাকাতের চাইতেও বেশি সম্পদ নিতে পারে। আর তা একমাত্র প্রশাসকের বিবেচনার উপরই নির্ভরশীল।

হযরত আবু বকর রা ইরশাদ করেনঃ

وَاللّٰهُ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا
(বুখারী, হাদীস ৬৯২৪, ৬৯২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমি যুদ্ধ করবো ওদের সঙ্গে যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা নামায পড়ে ঠিকই তবে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। অথচ যাকাত হচ্ছে সম্পদের অধিকার। আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি আমাকে ছাগলের একটি ছোট বাচ্চা (অন্য বর্ণনায় রশি) দিতেও অস্বীকার করে যা তারা দিয়েছিলো আল্লাহ্‌র রাসূল সা কে তা হলেও আমি তাদের সাথে তা না দেয়ার দরুন যুদ্ধ করবো।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ হাইদাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা উটের যাকাত সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ
(আবু দাউদ, হাদীস ১৫৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাকাতের উটটি দিতে অস্বীকার করবে আমি তো তা নেবোই বরং তার সম্পদের অর্ধেকও নিজে নেবো আমার মহান প্রভুর অধিকার হিসেবে।

১৩. কোন ওয়র ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখাঃ

শরীয়ত সম্মত কোন অসুবিধে না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা না রাখা একটি মারাত্মক অপরাধ।

হযরত আবু উমামাহু বা'হিলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

يَبْنَأْنَا أَنَا نَائِمٌ أَنَا نِيٌّ رَجُلَانِ فَآخِذًا بِضَيْعِي ، فَأَتَيْتَا بِي جَبَلًا وَعَرًا ، فَقَالَا : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَطِيقُهُ ، فَقَالَا : سَنُسَهِّلُهُ لَكَ ، فَصَعَدْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَادِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ ، قُلْتُ : مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا : هَذَا غَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ ، مُشَقَّقَةً أَشْدَأْفُهُمْ ، تَسِيلُ أَشْدَأْفُهُمْ دَمًا ، قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُفْطَرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

(নাসায়ী/কুবরা, হাদীস ৩২৮৬)

অর্থাৎ আমি একদা ঘুমুচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় দু' ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে এক দুরতিক্রম্য পাহাড়ে নিয়ে গেলো। তারা আমাকে বললোঃ পাহাড়ে উঠুন। আমি বললামঃ আমি উঠতে পারবো না। তারা বললোঃ আমরা পাহাড়টিকে আপনার আরোহণযোগ্য করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি পাহাড়টিতে উঠলাম। যখন আমি পাহাড়টির চূড়ায় উঠলাম তখন খুব চিৎকার শুনতে পেলাম। তখন আমি তাদেরকে বললামঃ এ চিৎকার কিসের? তারা বললোঃ এ চিৎকার জাহান্নামীদের। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে সামনে এগুলো। দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোককে পায়ের গোড়ালির মোটা রগে রশি লাগিয়ে বুলিয়ে রাখা হলো। তাদের মুখ চিরে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে রক্ত বরছে। আমি বললামঃ এরা কারা? তারা বললোঃ এরা ওরা যারা ইফতারের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে।

১৪. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাঃ

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা একটি মারাত্মক অপরাধ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ، وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ﴾

(আ'লি ইমরান : ৯৭)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলার জন্যই উক্ত ঘরের হজ্জ করা ওদের উপর বাধ্যতামূলক যারা এ ঘরে পৌঁছতে সক্ষম। যে ব্যক্তি (হজ্জ না করে) আল্লাহু তা'আলার সাথে কুফরি করলো তার জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা সর্ব জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।

হযরত 'উমর রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُبْعَثَ رَجُلًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلٌّ مِنْ كَانَ لَهُ جِدَّةٌ وَ لَمْ يَحِجَّ لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجَزِيَّةَ ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ

অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি কতক ব্যক্তিকে শহরগুলোতে পাঠাবো। অতঃপর যাদের সম্পদ রয়েছে অথচ হজ্জ করেনি তাদের উপর কর বসিয়ে দিবে। তারা মুসলমান নয়। তারা মুসলমান নয়।

হযরত 'আলী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَتَرَكَهُ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করতে সক্ষম অথচ হজ্জ করেনি। সে ইহুদী হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে তাতে কিছু আসে যায়না।

১৫. আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল সা এর উপর মিথ্যারোপ করাঃ

আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল সা এর উপর মিথ্যারোপ করা একটি

মারাত্মক অপরাধ। তন্মধ্যে আল্লাহু তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা সর্বোচ্চ অপরাধ। চাই তা জেনে হোক অথবা না জেনে। চাই তা তাঁর নাম, কাম বা গুণাবলীতে হোক অথবা তাঁর শরীয়তে। আল্লাহু তা'আলাকে এমন গুণে গুণাবিত করা যে গুণ না তিনি নিজে তাঁর জন্য চয়ন করেছেন না তাঁর রাসূল ﷺ সে সম্পর্কে কাউকে সংবাদ দিয়েছেন। বরং তা আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বর্ণনার বিপরীত। এর অবস্থান শিরুকের পরপরই। আবার কখনো কখনো তা শিরুক চাইতেও মারাত্মক রূপ ধারণ করে যখন তা জেনে শুনে হয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

(আন'আম : ১৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি না জেনেশুনে আল্লাহু তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা যালিমদেরকে কখনো সুপথ দেখান না।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾

(আন'আম : ২১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? বস্তত যালিমরা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ ﴾

شَيْءٌ ، وَ مَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ، أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿

(আন'আম : ৯৩)

অর্থাৎ ওব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলেঃ আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় অথচ তার নিকট কোন ওহী পাঠানো হয়নি। আরো বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ (তাঁর আয়াতসমূহ) অবতীর্ণ করেন আমিও সেরূপ অবতীর্ণ করি। আর যদি তুমি দেখতে পেতে সে মৃত্যু সময়কার কঠিন অবস্থা যার সম্মুখীন হচ্ছে যালিমরা তখন সত্যিই ভয়ানক অবস্থাই দেখতে পেতে। তখন ফিরিশ্তারা তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে বলবেঃ তোমাদের জীবনপ্রাণ বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর অবৈধভাবে মিথ্যারোপ করতে এবং অহঙ্কার করে তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

(যুমার : ৬০)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো দেখবেন। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

যে মুশ্রিক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক করে অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলার সকল গুণাবলী বাস্তবে যথার্থভাবে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে ওব্যক্তি অপেক্ষা অনেক ভালো যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে না অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ

গুণাবলীতে যথার্থ বিশ্বাসী নয়।

যেমনঃ কোন ব্যক্তি কারো রষ্ট্রক্ষমতা ও তদসংক্রান্ত সকল গুণাবলীতে বিশ্বাসী অথচ সে কোন কোন কাজে তার অংশীদারকেও বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি ওব্যক্তি অপেক্ষা অনেক ভালো যে উক্ত ব্যক্তির অংশীদার সাব্যস্ত করে না এবং তার রষ্ট্রক্ষমতা ও তদসংক্রান্ত গুণাবলীতেও বিশ্বাসী নয়।

হযরত আবু হুরাইরাহু, মুগীরাহু ও হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ এবং হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ মাস্উদ   থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী   ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ১১০, ১২৯১, ৩৪৬১, ৬১৯৭ মুসলিম, হাদীস ৩, ৪ তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার উপর মিথ্যারোপ করলো সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।

হযরত 'আলী   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী   ইরশাদ করেনঃ

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

(বুখারী, হাদীস ১০৬ মুসলিম, হাদীস ১)

অর্থাৎ তোমরা কখনো আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করলো সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

জেনেশুনে ভুল হাদীস বর্ণনাকারীও মিথ্যুকদের অন্তর্গত।

হযরত মুগীরাহু   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী   ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا ؛ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ؛ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬৬২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলো অথচ সে জানে যে, তা আমার কথা নয় বরং তা ডাহা মিথ্যা তা হলে সে মিথ্যুকদেরই একজন।

১৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়াঃ

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ، وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ
(বুখারী, হাদীস ৬৮৭০)

অর্থাৎ কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, ইচ্ছাকৃত মিথ্যে কসম খাওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা।

হযরত মুগীরা বিন্ শু'বাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُفُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَادَّ النَّبَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
(বুখারী, হাদীস ২৪০৮, ৫৯৭৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মায়ের অবাধ্যতা, জীবিত মেয়েকে দাফন করা, কারোর প্রাপ্য না দেয়া ও নিজের পাওনা নয় এমন বস্তু কারোর নিকট চাওয়া। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন যে কোন শুনা কথা বলা, বেশি বেশি চাওয়া ও সম্পদ বিনষ্ট করা।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّا وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ
(জামিউস সাগীর : ৬/২৮৮)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনাঃ যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেনঃ

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لَوَالِدَيْهِ ...

(জা'মিউন্স সাগীর: ৩/৬৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেনঃ

لَا يَدْخُلُ حَائِطَ الْقُدُسِ سَكِينٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مَنَانٌ

(সিল্‌সিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ : ২/২৮৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি বাইতুল মাক্বদিসে প্রবেশ করতে পারবেনাঃ অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার সরাপঃ

মাতা-পিতার অবাধ্যতা দু' ধরনেরঃ হারাম ও মাকরুহ।

ক. হারাম অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমনঃ

মাতা-পিতা সন্তানের উপর কোন ব্যাপারে কসম খেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত কসমটি রক্ষা করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট প্রয়োজনীয় কিছু চেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত চাহিদা পূরণ করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট কোন কিছু আশা করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আশা ভঙ্গ করেছে।

মাতা-পিতা সন্তানকে কোন কাজের আদেশ করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আদেশটি মান্য করেনি।

মাতা-পিতাকে মেয়ে, গালি দিয়ে বা কারোর নিকট তাদের গীবত বা দোষ চর্চা করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া সর্বোচ্চ নাফরমানি। তবে গুনাহ'র কাজে

তাদের কোন আনুগত্য করা যাবেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

(লুক্কমান : ১৫)

অর্থাৎ তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই তথা কোর'আন ও হাদীসের কোন সাপোর্ট নেই তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কোন আনুগত্য করবেনা। তবে তুমি এতদসঙ্গেও দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং সর্বদা তুমি আমি (আল্লাহ) অভিमुखী মানুষের পথ অনুসরণ করবে। কারণ, পরিশেষে তোমাদের সকলকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবগত করবো।

খ. মাকরুহ অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমনঃ

আপনার পিতা খাবার শেষ করেছেন। এখন তিনি হাত ধুতে চাচ্ছেন এবং তিনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাতও ধুয়েছেন। আপনি শুধু তা দেখেই আছেন। কিছুই করেননি। এতে আপনি পিতার অবাধ্য হননি।

তবে কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি আপনার কাজের ছেলেকে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতে বলতেন।

কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতেন।

তবে আপনার পিতা যদি দাঁড়াতে না পারেন অথবা দাঁড়াতে কষ্ট হয় অথবা আপনার পিতা স্বয়ং আপনাকেই পানি উপস্থিত করতে আদেশ করলেন এবং

আপনি আদেশটি পালন করলেন না তখন কিন্তু আপনি আপনার পিতার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন।

অবাধ্যতার আরো কিছু দৃষ্টান্তঃ

১. মাতা-পিতার নিকট আপনি কখনো বসছেন না। তাদের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন না। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করছেন না এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু জানতেও চাচ্ছেন না।

২. তারা আপনার যে যে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন সে ব্যাপারে আপনি তাদের নিকট কোন পরামর্শও চাচ্ছেন না। কারণ, কিছু কিছু ব্যাপার তো এমনো থাকতে পারে যে তারা সে ব্যাপারে আপনাকে কোন পরামর্শ দেয়ারই যোগ্যতা রাখেন না। তখনো কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাইতে পারেন। তখন অবশ্যই তারা এ পরামর্শ সমর্থন করবেন এবং আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

৩. কোথাও যাওয়ার সময় আপনি তাদের অনুমতি চাচ্ছেন না অথবা ঘর থেকে বেরনোর সময় আপনি তাদেরকে জানিয়ে বেরুচ্ছেন না।

৪. সহজভাবে তাদের যে কোন খিদমত আঞ্জাম দেয়ার আপনার কোন সদিচ্ছাই নেই। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিকট অপারগতা প্রকাশ করতে আপনি খুবই তৎপর। আপনি কখনো এ কথা জানতে চাচ্ছেন না যে, তারা আমার এ অপারগতার কথা বিশ্বাস করছেন কি? নাকি আপনার অপারগতার কথা তারা প্রত্যাখ্যানই করছেন। নাকি তারা শুধু আপনার কথা শুনেই চুপ থাকলেন। আপনার উপর অসন্তুষ্টির কারণে পরিষ্কার কিছু বলছেননা। কারণ, আপনি মনে করছেন, তারা আমার অপারগতার কথা শুনেই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথচ ব্যাপারটি অন্য রকমও হতে পারে।

৫. আপনার প্রয়োজনকেই আপনার মাতা-পিতার প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিলেন। যেমনঃ আপনাকে তারা কোন কাজের আদেশ করলেন।

উত্তরে আপনি বললেনঃ এখন আমার একটুও সময় নেই। সময় পেলেই তা করে ফেলবো।

৬. নিজকে আপনার মাতা-পিতার চাইতেও বড় মনে করলেন। তা সাধারণত হয় যে থাকে যখন আপনি সামাজিক কোন সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন অথবা মাতা-পিতা অপেক্ষা আপনি বেশি নেককার। যেমনঃ আপনি নামায পড়ছেন অথচ আপনার মাতা-পিতা নামায পড়ছেন না। তখনই আপনার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবাদ্যতা পাওয়া যাওয়া খুবই সহজ।

৭. মাতা-পিতার মধ্যে কোন অপরাধ অবলোকন করে আপনি তাদের অবাদ্য হলেন। যেমনঃ আপনার মাতা-পিতা খুব কঠিন মেজাজের, অত্যন্ত কৃপণ, গোয়ার বা একগুঁয়ে। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, শিরুক চাইতে আর বড় অপরাধ দুনিয়াতে নেই। যখন আপনার মাতা-পিতা আল্লাহু তা'আলার সাথে আপনাকে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে বললেও আল্লাহু তা'আলা আপনার মাতা-পিতার সাথে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন তখন এ ছাড়া অন্য কোন অপরাধের কারণে তাদের অবাদ্য হওয়া মারাত্মক অপরাধই বটে।

৮. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে আপনি তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে তর্ক ধরলেন। যেমনিভাবে আপনি তর্ক ধরে থাকেন আপনার সাথী-সঙ্গীদের সাথে। কারণ, আপনি তাদের সঙ্গে কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে আদিল নন। বরং আপনি সর্বদা তাদের সঙ্গে নম্রতা দেখাতে একান্তভাবে বাধ্য।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهُ ، وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَلِيَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ ، وَلَا تَنْهَرُهُمَا ، وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾

(ইস্রা/বানী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

অর্থাৎ আপনার প্রভু এ বলে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে বিরক্তি সূচক কোন শব্দ বলবেনা এবং তাদেরকে ভৎসনাও করবেনা। বরং তাদের সাথে সম্মান সূচক নম্র কথা বলবে। দয়াপরবশ হয়ে তাদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী থাকবে এবং সর্বদা তাদের জন্য এ দো'আ করবে যে, হে আমার প্রভু! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন যেমনিভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতি অশেষ দয়া করে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

তবে তারা আপনাকে কোন গুনাহ'র আদেশ করলে আপনি তাদেরকে কোর'আন ও হাদীসের বাণী শুনিয়ে সে আদেশ থেকে বিরত রাখবেন।

৯. মাতা-পিতার পারস্পরিক ঝগড়া দেখে আপনি তাদের যে কারোর পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে কোন অপবাদ, কটু কথা বা বিরক্তি সূচক শব্দ বললেন। এমনকি তার অবাধ্য হলেন। যেমনঃ আপনি আপনার মাতা-পিতার মধ্যে কোন ঝগড়া হতে দেখলেন এবং আপনি বুঝতেও পারলেন যে, আপনার পিতা এ ব্যাপারে সত্যিকারই দোষী। সুতরাং আপনি এ পরিবেশে আপনার পিতাকে কোন গাল-মন্দ করতে পারেননা এবং তার সাথে কোন কঠোরতাও দেখাতে পারেননা। যাতে আপনি তার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন। বরং আপনার কাজ হবে, সুস্থভাবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। তবে খেয়াল রাখবেন, মীমাংসা করতে গিয়ে আপনার পিতাকে আপনি কোন বিশ্রী শব্দ বলবেননা। যাতে তিনি আপনাকে আপনার মায়ের পক্ষপাতী বলে মনে না করেন। বরং আপনি আপনার পিতার প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপরও আপনার পিতা হঠকারিতা দেখালে আপনি তাকে কটু বাক্য শুনাতে পারেননা এবং তার প্রতি কঠোরও হতে পারেননা।

১০. আপনি বিবাহ করার পর আপনার মাতা-পিতা থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন।

আপনি মনে করছেন, আপনার মাতা-পিতার সঙ্গে আপনার মানসিকতার কোন মিল নেই। সুতরাং দূরে থাকাই ভালো অথবা আপনার স্ত্রী আপনাকে ভিন্ন হতে বাধ্য করেছে অথবা আপনি আপনার পরিবারের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চান অথবা আপনি মনে করছেন, ঘরে এমন লোক রয়েছে যারা তাদের খিদমতের জন্য যথেষ্ট অথবা আপনি একাকী ভালো খেতে ও ভালো পরতে চান। কারণ, আপনার এমন সঙ্গতি নেই যে, আপনি আপনার মাতা-পিতাকে নিয়ে ভালো খাবেন ও ভালো পরবেন।

আপনার ধারণাগুলো সঠিক কিনা সে বিষয়ে আলোচনা না করে আমি উক্ত ব্যাপারে আপনাকে একটি মৌলিক ধারণা দিতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে আপনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে:

ক. তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে তাদের অনুমতি চাইতে হবে। তারা আপনাকে ভিন্ন হওয়ার মৌখিক অনুমতি দিলেও আপনাকে এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা অনুমতিটুকু সুস্পষ্ট ভাষায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছেন কিনা? নাকি এমনিতেই দিচ্ছেন।

খ. তাদের খিদমতের জন্য পছন্দসই যথেষ্ট লোক থাকতে হবে। সুতরাং ঘরের মধ্যে যদি তাদের খিদমতের জন্য কোন লোক না থাকে অথবা তারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খিদমতের মুখাপেক্ষী হন তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্য ভিন্ন হওয়া জাযিয় হবে না। যদিও তারা আপনাকে এ ব্যাপারে মৌখিক অনুমতি দিয়ে থাকে। কারণ, সে অনুমতি কখনো সন্তুষ্ট চিত্তে হবে না।

গ. তাদেরকে সর্বদা প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে হবে। আপনি যেখানেই থাকুননা কেন।

১১. তারা আপনাকে কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন। অথচ আপনি এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন উত্তরই দিচ্ছেন না। যেমনঃ আপনি কোন ব্যাপারে খুশি হয়েছেন অথবা নাখোশ। তখন এ ব্যাপারে আপনার মাতা-পিতা জানতে

চাইলেন। অথচ আপনি কিছুই বলছেননা।

১২. আপনি কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলেন। অতঃপর সেও আপনার মাতা-পিতাকে গালি দিয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৭৩ মুসলিম, হাদীস ৯০)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ অপরাধ হচ্ছে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আব্দুল্লাহ'র রাসূল! মানুষ কিভাবে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেনঃ তা এভাবেই সম্ভব যে, সে কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলো। অতঃপর সে ব্যক্তি এর মাতা-পিতাকে গালি দিলো।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণসমূহঃ

১. সন্তান কখনো এমন মনে করে যে, আমার মাতা-পিতার এ আদেশটি মানার চাইতে অন্য কোন নেক আমল করা অনেক ভালো। যেমনঃ তার পিতা তাকে বলেছেনঃ অমুক বস্ত্রটি বাজার থেকে নিয়ে আসো। তখন দেখা যাচ্ছে, তার মন তা করতে চাচ্ছেনা। কারণ, সে মনে করছে, কোর'আন হিফ্জ অথবা ধর্মীয় বিষয়ের কোন ক্লাসে বসা তার জন্য এর চাইতেও অনেক বেশি সাওয়াবের।

তার এ কথা জানা উচিত যে, তার নেক আমলটি তো আর জিহাদ চাইতে উত্তম নয়। অথচ রাসূল ﷺ মাতা-পিতার খিদমতকে হিজরত ও জিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেনঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ ، قَالَ: فَهَلْ مِنْكَ وَالِدٌ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ ، بَلْ كِلَاهُمَا ، قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا
(মুসলিম, হাদীস ২৫৪৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: আমি সাওয়াবের আশায় আপনার নিকট হিজ্রত ও জিহাদের বায়'আত করতে চাই। নবী ﷺ বললেন: তোমার মাতা-পিতার কোন একজন বেঁচে আছে কি? সে বললো: জি, উভয় জনই বেঁচে আছেন। নবী ﷺ বললেন: তুমি কি সত্যিই সাওয়াব চাও? সে বললো: জি। তিনি বললেন: অতএব তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট চলে যাও। তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাস্‌উদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
(বুখারী, হাদীস ৫৯৭০)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন আমল আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন: সময় মতো নামায পড়া। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললাম: অতঃপর। তিনি বললেন: মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ। আমি বললাম: অতঃপর। তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'আমর বিন্‌ 'আস্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: جِئْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَتِيمَيْنِ ، فَقَالَ: ارْجِعْ عَلَيْهِمَا ؛ فَأَصْحَحْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا
(আবু দাউদ, হাদীস ২৫২৮)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে বললোঃ আমার মাতা-পিতাকে কাঁদিয়ে আমি আপনার নিকট হিজ্রতের বায়'আত করতে এসেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তাদের নিকট ফিরে যাও। তাদেরকে হাসাও যেমনিভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছে।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ জা'হিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার পিতা জা'হিমা নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ

أَرَدْتُ أَنْ أَغْرُوَ، وَ قَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالْزُمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا

(সাহীহল্ জা'মি' : ১/৩৯৫)

অর্থাৎ আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? নবী ﷺ বললেনঃ তোমার মা জীবিত আছেন? সে বললোঃ হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেনঃ তাঁর খিদমতে লেগে যাও। কারণ, নিশ্চয়ই জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই জান্নাত পাবে।

২. সন্তান কোন একটি নফল নেক আমল করতে যাচ্ছে এবং তা করতে গেলে তার মাতা-পিতার খিদমতে সমস্যা দেখা দিবে সত্যিই কিংবা সে আমল করতে তাকে বহু দূর যেতে হবে। তবুও সে তা করতে গিয়ে মাতা-পিতার অনুমতি নিচ্ছে না অথবা তাদেরকে এ ব্যাপারটি জানিয়েও যাচ্ছে না। কারণ, সে মনে করছে, যে কোন নেক আমল করতে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয় না। অথচ এ মানসিকতা একেবারেই ভুল। কারণ, রাসূল ﷺ জনৈক সাহাবীকে জিহাদ করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি নিতে আদেশ করেন। তা হলে অন্য যে কোন নফল নেক আমলের জন্য তাদের অনুমতি চাওয়া তো আবশ্যকই বটে। বিশেষ করে যখন তার অনুপস্থিতিতে তাদের খিদমতে সমস্যা দেখা দেওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং যে আমল করতে বহু দূর যেতে হয় না অথবা তা করতে গেলে মাতা-

পিতার খিদমতে কোন ত্রুটি হয় না এমন আমল করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি আবশ্যিক নয়। বরং এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদেরকে জানিয়ে যাবে মাত্র। অতএব সৌদী আরবে অবস্থানরত কোন প্রবাসীকে হজ্জ বা 'উমরাহু করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: أَذْنَا لَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذْنَا لَكَ فَجَاهِذْ، وَإِلَّا فَبِرْهُمَا

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫৩০)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজ্রত করে রাসূল সাঃ এর নিকট আসলো। রাসূল সাঃ তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়েমেনে তোমার কেউ আছে? সে বললোঃ সেখানে আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ তারা তোমাকে হিজ্রত করার অনুমতি দিয়েছে কি? সে বললোঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি তাদের নিকট গিয়ে অনুমতি চাও। তারা অনুমতি দিলে যুদ্ধ করবে। নতুবা তাদের নিকট থেকেই তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

৩. সাধারণত ক্লাসের শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে এ ব্যাপারে কমই নসীহত করে থাকেন। তারা এ ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণেই মাতা-পিতার অবাধ্যতা বেড়েই চলেছে।

৪. অন্যান্য ব্যাপারে যেমন প্রচুর বাস্তব নমুনা পাওয়া যায় তেমনিভাবে মাতা-পিতার বাধ্যতার ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ছোটরা বড়দের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনুকরণীয় জ্বলন্ত আদর্শ খুঁজে না পাওয়ার দরুন হাতে-কলমে কার্যকরী শিক্ষা পাচ্ছে না।

৫. আদতেই মাতা-পিতারা নেককার সন্তানকে যে কোন কাজের জন্য বেশি বেশি আদেশ করেন। যা বদকার ছেলেকে করেন না। কিন্তু এতে করে অনেক

নেককার ছেলের মধ্যে এ ভুল মনোভাব জন্ম নেয় যে, আমার মাতা-পিতা ওকে খুব ভালোবাসে। অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। বরং তাঁরা আপনাকে বেশি ভালোবাসার দরুনই বার বার কাজের ফরমালেশ করছেন। কারণ, তারা জানেন, আপনি ভালো হওয়ার দরুন ওদের সকল ফরমালেশ আপনি ঠিক ঠিক মানবেন। এর বিপরীতে অন্য জন এমন নয়। তাই আপনি ওদের একমাত্র নেক সন্তান হিসেবে অন্যদের পক্ষের ঘাটতিটুকু আপনারই পূরণ করা উচিত।

৬. সন্তানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকা অথবা মাতা-পিতার অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করা।

৭. পিতা-মাতা সন্তানকে ছোট থেকেই এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ না দেয়া অথবা সন্তান নেককার হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে দো'আ না করা।

৮. পিতা-মাতা তাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তবে তা তাদের সন্তান তাদের সঙ্গে দূরাচার করা জায়য করে দেয়না। কারণ, তারা পাপ করলে আপনিও পাপ করবেন কি? আপনি তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করলে আপনার সন্তানরাও আপনার সঙ্গে তেমন আচরণ করবে।

৯. অনেক মাতা-পিতা সন্তানদেরকে কিছু দেয়ার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখে না। যদরুন যে কম পাচ্ছে সে নিজকে মাযলুম তথা অত্যাচারিত মনে করে। তখন সে মাতা-পিতার অবাধ্য হতে উদ্ধত হয়।

১০. অনেক মাতা-পিতা কোন সন্তান তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পরও তাকে ভুল বুঝে থাকে অথবা তার উপর যুলুম করে অথবা তারা তার কাছ থেকে এমন কিছু চায় যা তার পক্ষে দেয়া সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সন্তানটি তাদের সাথে আর ভালো ব্যবহার করতে চায় না। এমন করা ঠিক নয়। বরং আপনি ধৈর্যের সঙ্গে সাওয়াবের নিয়্যাতে তাদের খিদমত করে যাবেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

(যুম্মার : ১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত সাওয়াব দেয়া হবে।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার কিছু অপকারঃ

১. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির রিযিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোন বরকত হয় না।

হযরত আবু হুরাইরাহু এবং হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

(বুখারী, হাদীস ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রিযিকে প্রশস্ততা ও বয়সে বরকত চায় তার উচিত সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

কারোর জন্য নিজ মাতা-পিতার চাইতেও নিকটাত্মীয় আর কে হতে পারে?

২. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহু তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'আমর বিনু 'আসু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

رَضَا الرَّبُّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا

(সাহীহুল জামি' : ৩/১৭৮)

অর্থাৎ প্রভুর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে।

৩. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হবে অথবা হওয়া স্বাভাবিক।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾

(ফুসসিলাত/হা' মীম আস্ সাজ্জদাহ : ৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ কাজ করলো সে তা তার ভালোর জন্যই করলো। আর যে মন্দ কাজ করলো সে অবশ্যই উহার প্রতিফল ভোগ করবে। আপনার প্রভু তাঁর বান্দাহদের প্রতি কোন যুলুম করেন না।

৪. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি যখন তার অপরাধের কথা বুঝতে পারবে তখন সে চরমভাবে লজ্জিত হবে। তার বিবেক সর্বদা তাকে দংশন করতে থাকবে। কিন্তু তখন এ লজ্জা আর কোন কাজে আসবে না।

৫. কোন সন্তান তার মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তার মাতা-পিতা তাকে কোন বদদো'আ বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে।

হযরত আনাস্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تَرُدُّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ ، وَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

(সাহীহুল্ জা'মি' : ৩/৬৩)

অর্থাৎ তিনটি দো'আ কখনো না মঞ্জুর করা হয়নাঃ মাতা-পিতার দো'আ তার সন্তানের জন্য, রোযাদারের দো'আ ও মুসাফিরের দো'আ।

যেমনিভাবে মাতা-পিতার দো'আ সন্তানের কল্যাণে আসে তেমনভাবে তাদের বদদো'আও তার সকল অকল্যাণ ডেকে আনে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ “জুরাইজ” নামক জনৈক ইবাদাতগুয়ার ব্যক্তি কোন এক গির্জায় ইবাদাত করতো। একদা তার মা তার গির্জায় এসে তাকে ডাকতে শুরু করলো। বললোঃ হে “জুরাইজ”! আমি তোমার মা। তুমি আমার সাথে কথা বলো। তার মা তাকে নামায পড়তে দেখলো। তখন সে তাঁর ডাকে বললোঃ

হে আল্লাহ্! আমার মা এবং আমার নামায! এ কথা বলেই সে নামাযে রত থাকলো। এভাবে তার মা তিন দিন তাকে ডাকলো এবং সে প্রতি দিন তাঁর সঙ্গে একই আচরণ দেখালো। তৃতীয় দিন তার মা তাকে এ বলে বদদো'আ করলোঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমার ছেলেটিকে মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না সে কোন বেশ্যা মহিলার চেহারা দেখে। আল্লাহ্ তা'আলা তার মায়ের বদদো'আ কবুল করেন।

জনৈক মেঘচারক তার গির্জায় রাত্রিয়াপন করতো। একদা এক সুন্দরী মহিলা গ্রাম থেকে বের হয়ে আসলে সে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর মহিলাটি একটি ছেলে জন্ম দেয়। মহিলাটিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেঃ সন্তানটি ইবাদাতগুয়ার ব্যক্তির। এ কথা শুনে সাধারণ জনগণ কুড়াল-সাবল নিয়ে গির্জায় উপস্থিত হয়। তারা গির্জায় এসে তাকে নামায পড়তে দেখে তার সাথে কোন কথা বলেনি। বরং তারা গির্জাটি ধ্বংস করার কাজে লেগে গেলো। সে এ কাণ্ড দেখে গির্জা থেকে নেমে আসলো। তখন তারা তাকে বললোঃ কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে এ মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করো। ইবাদাতগুয়ার ব্যক্তিটি মুচকি হেসে বাচ্চার মাথায় হাত রেখে বললোঃ তোমার পিতা কে? বাচ্চাটি বললোঃ মেঘচারক। জনগণ তা শুনে তাকে বললোঃ আমরা তোমার ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জা সোনা-রূপা দিয়ে বানিয়ে দেবো। সে বললোঃ তা করতে হবে না। বরং তোমরা মাটি দিয়েই বানিয়ে দাও যেভাবে পূর্বে ছিলো।

(মুসলিম, হাদীস ২৫৫০)

৬. মানুষ তার বদনাম করবে এবং তার দিকে সুদৃষ্টিতে তাকাবেনা।

৭. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَمَاتَ ، فَدَخَلَ النَّارَ ،

فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ : آمِينَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ

(সাহীহুল জা'মি' : ১/৭৮)

অর্থাৎ আমার নিকট জিব্রীল এসে বললোঃ হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি মাতা-পিতার কোন একজনকে জীবিত পেলেও তাদের খিদমত করেনি। বরং তার অবাধ্য হয়েছে এবং যদ্বরূন সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহু তা'আলা তাকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করুক। আপনি বলুনঃ হে আল্লাহ! আপনি দো'আটি কবুল করুন। আমি বললামঃ হে আল্লাহ! আপনি দো'আটি কবুল করুন।

১৭. স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার অথবা মাসিক অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করাঃ

কামোত্তেজনা প্রশমনের জন্য স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার অথবা মাসিক অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করা আরেকটি মারাত্মক অপরাধ। রাসূল ﷺ উক্ত কর্মকে ছোট সমকাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى ، يَعْنِي الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي ذُبْرِهَا

(আহমাদ, হাদীস ৬৭০৬, ৬৯৬৭, ৬৯৬৮ বায়হাকী, হাদীস ১৩৯০০)

অর্থাৎ সেটি হচ্ছে ছোট সমকাম। অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করা।

হযরত খুযাইমাহু বিন্ সা'বিত ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৯৫১ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ১৬৮১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। রাসূল

ﷺ উক্ত বাক্যটি তিন বার বলেছেন। অতএব তোমরা মহিলাদের গুহাঙ্গার ব্যবহার করো না।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের গুহাঙ্গার ব্যবহারকারীর প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৯৫০ ইবনু আবাী শাইবাহ, হাদীস ১৬৮১১)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না যে নিজ জীর গুহাঙ্গার ব্যবহার করে।

রাসূল ﷺ মহিলাদের গুহাঙ্গার ব্যবহারকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ

('আব্দুর রাযযাক, হাদীস ২০৯৫৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহিলাদের গুহাঙ্গার ব্যবহার করলো সে যেন কুফরি করলো।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُتِرَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫ ইবনু আবাী শাইবাহ, হাদীস ১৬৮০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো অথবা কোন মহিলার মলদ্বার ব্যবহার করলো অথবা কোন গণককে বিশ্বাস করলো সে

যেন মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করলো।
 রাসূল ﷺ মহিলাদের মলদ্বার ব্যবহারকারীকে লানত দিয়েছেন।
 হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
 করেনঃ

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৬২)

অর্থাৎ অভিশপ্ত সে ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করে।

১৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাঃ

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা কোর'আন মাজীদে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের নিন্দা করেন এবং তাদেরকে লানত ও অভিসম্পাত দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴾

(মুহাম্মাদ : ২২-২৩)

অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِينَ يَقْتُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾

(রা'দ : ২৫)

অর্থাৎ যারা আল্লাহু তা'আলাকে দেয়া দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহু তা'আলা আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে লা'নত ও অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ আবাস।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

হযরত জুবায়ের বিন্ মুহু'ইম রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৮৪ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৬ তিরমিযী, হাদীস ১৯০৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৬ আকুদু রাযযাক, হাদীস ২০২৩৮ বায়হাকী, হাদীস ১২৯৯৭)

অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

হযরত আবু মুসা রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ قَاطِعُ الرَّحِمِ وَ مُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ

(আহমাদ, হাদীস ১৯৫৮৭ হাকিম, হাদীস ৭২৩৪ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৫৩৪৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে নাঃ অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহু তা'আলা গ্রহণ করেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلُّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلٌ قَاطِعٍ رَحِمٍ

(আহমাদ, হাদীস ১০২৭৭)

অর্থাৎ আদম সন্তানের আমল সমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতে শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই।

হযরত আবু বাক্রাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذْخِرُ لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০২ তিরমিযী, হাদীস ২৫১১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২৮৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৫৫, ৪৫৬ বাযযার, হাদীস ৩৬৯৩ আহমাদ, হাদীস ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪)

অর্থাৎ দু'টি গুনাহ ছাড়া এমন কোন গুনাহ নেই যে গুনাহগারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিত; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতে শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।

কেউ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ ، وَ أَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُوَ لَكَ

(বুখারী, হাদীস ৪৮৩০, ৫৯৮৭ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৪)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলার সৃষ্টিকূল সৃজন শেষে আত্মীয়তার বন্ধন (দাঁড়িয়ে) বললোঃ এটিই হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহু তা'আলা বললেনঃ হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বললোঃ আমি এ কথায় অবশ্যই রাজি আছি হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহু তা'আলা বললেনঃ তা হলে তোমার জন্য তাই হোক।

কেউ কেউ মনে করেন, আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা জায়য। মূলতঃ ব্যাপারটি তেমন নয়। বরং আত্মীয়রা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরও আপনি যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার দেখান তখনই আপনি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَ لَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

(বুখারী, হাদীস ৫৯৯১ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৯৭ তিরমিযী, হাদীস ১৯০৮ বায়হাকী, হাদীস ১২৯৯৮)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবে না যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলেই সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। বরং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলেও সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করি অথচ

তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দেই অথচ তারা আমার সাথে কঠোরতা দেখায়। অতএব তাদের সাথে এখন আমার করণীয় কি? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

لَيْسَ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاكَمَا تُسْفِهِمُ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৫৮)

অর্থাৎ তুমি যদি সত্যি কথাই বলে থাকো তা হলে তুমি যেন তাদেরকে উত্তপ্ত ছাই খাইয়ে দিচ্ছে। আর তুমি যতদিন পর্যন্ত তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে।

হযরত উম্মে কুলসুম বিন্তে 'উক্বাহ, 'হাকীম বিন্ 'হিয়াম ও আবু আইয়ুব ؓ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

(ইবনু খুয়াইমাহ, হাদীস ২৩৮৬ বায়হাকী, হাদীস ১৩০০২ দা'রাইমী, হাদীস ১৬৭৯ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৩১২৬, ৩৯২৩, ৪০৫১ আওসাতু, হাদীস ৩২৭৯ আহমাদ, হাদীস ১৫৩৫৫, ২৩৫৭৭)

অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সাদাকা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে আপনার শত্রু তার উপর সাদাকা করা।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

হযরত 'উক্বাহ বিন্ 'আমির ও হযরত 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ কে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে

তিনি বলেনঃ

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ ، وَاعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

(আহমাদ, হাদীস ১৭৩৭২, ১৭৪৮৮ 'হাকিম, হাদীস ৭২৮৫ বায়হাকী, হাদীস ২০৮৮০ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৭৩৯, ৭৪০ আওসাতু, হাদীস ৫৫৬৭)

অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো ওর সঙ্গে যে তোমার সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, দাও ওকে যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে এবং যালিমের পাশ কেটে যাও তথা তাকে ক্ষমা করো।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে রিযিক ও বয়সে বরকত আসে।

হযরত আনাস্ ও আবু হুরাইরাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

(বুখারী, হাদীস ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

হযরত আবু হুরাইরাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَجْبَةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ ، مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৯৭৯)

অর্থাৎ তোমরা নিজ বংশ সম্পর্কে ততটুকুই জানবে যাতে তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পারো। কারণ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসা পাওয়া যায় এবং ধন-সম্পদ ও বয়স

বেড়ে যায়।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানের একটি বাহ্যিক পরিচয়।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

(বুখারী, হাদীস ৫১৩৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে জান্নাত অতি নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম অতি দূরবর্তী হয়ে যায়।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ সাঃ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِيَنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ، لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ সাঃ: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৯৬, ৫৯৮২, ৫৯৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৩)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী সাঃ এর নিকট এসে বললেনঃ (হে নবী!) আপনি আমাকে এমন একটি আমল বাতলিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবী সাঃ বললেনঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে ; তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। নামাজ কা'য়িম করবে, যাকাত দিবে ও নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে। লোকটি রওয়ানা করলে রাসূল সাঃ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ সে যদি আদৃষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরে রাখে তা হলে সে জান্নাতে যাবে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে গুনাহ মাফ হয়। যদিও তা বড় হোক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ
 تَوْبَةٍ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا
 (তিরমিযী, হাদীস ১৯০৪)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল!
 আমি একটি বড় গুনাহ করে ফেলেছি। সুতরাং আমার জন্য কি তাওবাহ
 আছে? রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার কি মা আছে? সে বললোঃ
 নেই। রাসূল ﷺ তাকে আবাবো জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার কি খালা আছে?
 সে বললোঃ জি হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ সুতরাং তার সাথেই ভালো
 ব্যবহার করবে।

আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাদাকা করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ একটি
 সাদাকার সাওয়াব এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার।

একদা রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে সাদাকা করার উপদেশ দিলে নিজ
 স্বামীদেরকেও সাদাকা করা যাবে কি না সে ব্যাপারে দু' জন মহিলা সাহাবী
 হযরত বিলাল (রাযী) এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَ أَجْرُ الصَّدَقَةِ

(বুখারী, হাদীস ১৪৬৬ মুসলিম, হাদীস ১০০০)

অর্থাৎ (স্বামীদেরকে দিলেও চলবে) বরং তাতে দু'টি সাওয়াব রয়েছেঃ একটি
 আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব এবং আরেকটি সাদাকার সাওয়াব।

একদা হযরত মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল ﷺ কে না জানিয়ে একটি
 বান্দি স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ কে সে সম্পর্কে জানালে তিনি
 বলেনঃ

أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيتَ بِهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَكْبَرَ لَأَجْرِكَ

(বুখারী, ২৫৯২, ২৫৯৪ মুসলিম, হাদীস ৯৯৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯০)

অর্থাৎ জেনে রাখো, তুমি যদি বান্দিটিকে তোমার মামাদেরকে দিয়ে দিতে তা হলে তুমি আরো বেশি সাওয়াব পেতে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিশেষ গুরুত্বের কারণেই রাসূল ﷺ নিজ সাহাবাদেরকে মিসরে অবস্থানরত তাঁরই আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালো ব্যবহারের ওয়াসিয়ত করেন।

হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
 إِيَّاكُمْ سَفَفْتَحُونَ مِصْرَ ، وَ هِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقَيْرَاطُ ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا
 فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَ رَحِمًا أَوْ قَالَ : ذِمَّةً وَ صَهْرًا
 (মুসলিম, হাদীস ২৫৪৩)

অর্থাৎ তোমরা অচিরেই মিশর বিজয় করবে। যেখানে ক্বীরাতে (দিরহাম ও দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন রয়েছে। যখন তোমরা তা বিজয় করবে তখন সে এলাকার অধিবাসীদের প্রতি দয়া করবে। কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (হযরত ইসমাঈল عليه السلام এর মা হযরত হা'জার {‘আলাইহাস্ সালা‘ম} সেখানকার) অথবা হয়তো বা রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার শ্বশুর পক্ষীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (রাসূলের স্ত্রী হযরত মা'রিয়া {রাযিয়াল্লাহু আনহা} সেখানকার)।

অন্ততপক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَلُّوْا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلَامِ
 (বায়হার, হাদীস ১৮৭৭)

অর্থাৎ অন্ততপক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো।

১৯. কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির তার অধীনস্থদের উপর যুলুম করা অথবা তাদেরকে ধোঁকা দেয়াঃ

কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির জন্য তার অধীনস্থদের উপর যুলুম করা অথবা তাদেরকে যে কোন ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া কখনোই জাযিয নয়। বরং তা কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। কোন ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ،
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

(শূরা' : ৪২)

অর্থাৎ শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই (শাস্তির) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। বস্তুতঃ এদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

হযরত জা'বির বিন্ 'আব্দুল্লাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

اَتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭৮)

অর্থাৎ কারোর উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এ অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার রূপেই দেখা দিবে।

হযরত মা'ক্বিল বিন্ ইয়াসা'র মুযানী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সঃ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ৭১৫১ মুসলিম, হাদীস ১৪২ আবু 'আওয়ানাহ, হাদীস ৭০৪৫, ৭০৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাহ'র উপর সাধারণ জনগণের কোন দায়িত্বভার অর্পণ করলে অতঃপর সে তাদেরকে সে ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে মারা গেলে তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ
(সাহীহুল্ জামি', হাদীস ২৭১৩)

অর্থাৎ যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থ প্রজাদেরকে ধোঁকা দিলে সে জাহান্নামে যাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، أَوْ أَطْلَقَهُ عَذْلُهُ أَوْ أَوْبَقَهُ جَوْرُهُ
(আহমাদ, হাদীস ৯৫৭৩ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ১২৬০২ বাযযার, হাদীস ১৬৩৮, ১৬৩৯, ১৬৪০, দারিমী ২/২৪০ বাযহাকী ৩/১২৯)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দশ জনের আমীর হলেও তাকে (কিয়ামতের দিন) গলায় হাত বেঁধে উপস্থিত করা হবে। তার ইনসাফ তাকে ছাড়িয়ে নিবে অথবা তার যুলুম তাকে ধ্বংস করবে।

অত্যাচারী প্রশাসক রাসূল ﷺ এর সুপারিশ পাবে না।

হযরত আবু উমামাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي : إِمَامٌ ظَلَمَ غَشُومٌ ، وَ كُلُّ غَالٍ مَارِقٍ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৮ হাদীস ৮০৭৯ আররোয়ানী, হাদীস ১১৮৬ সাহীহুল্ তারগীবী ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২১৮)

অর্থাৎ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে দু' জাতীয় মানুষই (কিয়ামতের দিন) আমার সুপারিশ পাবে না। তাদের একজন হচ্ছে বড় যালিম প্রশাসক এবং অন্যজন হচ্ছে প্রত্যেক ধর্মচ্যুত হঠকারী ব্যক্তি।

অত্যাচারী আমীরের সহযোগীরাও কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারের পানি পান থেকে বঞ্চিত থাকবে।

হযরত 'হুযাইফাহু ও হযরত জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَيَكُونُ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ جَوْرَةٌ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُ ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ

(আহমাদ ৫/৩৮৪ হাদীস ১৫২৮৪ বাযযার, হাদীস ১৬০৬, ১৬০৭, ১৬০৯ হা'কিম ৪/৪২২ ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৩০২০)

অর্থাৎ অচিরেই এমন আমীর আসবে যারা হবে ফাসিক ও যালিম। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য এবং তাদের যুলুমে সহযোগিতা করবে তারা আমার নয় আর আমিও তাদের নই। তারা কখনোই আমার হাউজে কাউসারে অবতরণ করবে না।

যে আমীর ও প্রশাসকরা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলে না এতদুপরি তারা প্রজাদের উপর যুলুম ও নির্যাতনের কারণে তাদের লা'নত ও ঘণার পাত্র হয় রাসূল ﷺ তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট শাসক বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত আয়িয বিন্ 'আমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৩০)

অর্থাৎ যালিমই হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট প্রশাসক।

হযরত 'আউফ বিন্ মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

شِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৫)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার সর্ব নিকৃষ্ট প্রশাসক হচ্ছে ওরা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তেমনিভাবে যাদেরকে তোমরা লা'নত করো এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করে।

যারা রাসূল সঃ এর আদর্শ অনুযায়ী বিচার করে না তাদেরকে তিনি বেকুব বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي ، لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي ، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي

(আব্দুর রায়যাক, হাদীস ২০৭১৯ আহমাদ ৩/৩২১, ৩৯৯ হাকিম ৩/৪৮০, ৪/৪২২ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৭২৩, ৪৫১৪ আবু নু'আইম/হিল্ল্যাহ ৮/২৪৭)

অর্থাৎ হে কা'ব্ বিন্ 'উজ্জরাহু! আল্লাহু তা'আলা তোমাকে বেকুবদের প্রশাসন থেকে রক্ষা করুন। আমার ইত্তিকালের পরে এমন কিছু আমির আসবে যারা আমার আদর্শে আদর্শবান এবং আমার সুন্নাহের অনুসারী হবে না।

ঠিক এরই বিপরীতে ন্যায় ও ইন্সায় প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসকরা আল্লাহু তা'আলার 'আরশের নিচে ছায়া পাবে এবং নূরের মিশারের উপর তাদের অবস্থান হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ

(বুখারী, হাদীস ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬ মুসলিম, হাদীস ১০৩১)
অর্থাৎ সাত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার 'আব্বশের ছায়া পাবে
যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন ইনসাফ
প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَ كَلَّمَا
يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا
(মুসলিম, হাদীস ১৮২৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীরা কিয়ামতের দিন পরম দয়ালু আল্লাহু
তা'আলার ডানে নূরের মিস্বারের উপর অবস্থান করবে। আর আল্লাহু
তা'আলার উভয় হাতই ডান। ইনসাফকারী ওরা যারা বিচার কার্যে, নিজ
পরিবারবর্গে ও অধীনস্থদের উপর ইনসাফ করবে।

আল্লাহু তা'আলা যালিমদেরকে খুব তাড়াতাড়ি নিজ ভুল শুধরে নেয়ার জন্য
কিছু সময় অবশ্যই দিয়ে থাকেন। তবে যখন তিনি তাদেরকে একবার ধরবেন
তখন কিন্তু আর কোন ছাড়াছাড়ি নেই।

হযরত আবু মুসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ
رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

(বুখারী, হাদীস ৪৬৮৬ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা যালিমকে কিছু সময় সুযোগ দিয়ে থাকেন।
তবে যখন তিনি তাকে একবার পাকড়াও করবেন তখন আর কিন্তু (শাস্তি না
দিয়ে) তাকে ছাড়বেন না। অতঃপর রাসূল ﷺ উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত
করেন যার অর্থঃ এভাবেই তিনি কোন জনপদ অধিবাসীদেরকে পাকড়াও

করেন যখন তারা অত্যাচার করে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক সুকঠিন। (তুহ : ১০২)

মযলুমের বদ্দো'আ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন। যদিও সে কাফির অথবা ফাসিক হয়ে থাকুক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ হযরত মু'আয (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বিদায়ী নসীহত করতে গিয়ে বলেনঃ

وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

(বুখারী, হাদীস ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭ মুসলিম, হাদীস ১৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৫৮৪ তিরমিযী, হাদীস ৫২৫ আহমাদ, হাদীস ২০৭১)

অর্থাৎ মযলুমের বদ্দো'আ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তার বদ্দো'আ ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা বা আড় নেই। অতএব তার বদ্দো'আ কবুল হবেই হবে।

হযরত খুযাইমাহ বিন্ সা'বিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ ، يَقُولُ اللَّهُ : وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لِأَنْصُرُكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৪ হাদীস ৩৭১৮ সা'হীহত তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২১৮)

অর্থাৎ তোমরা মযলুমের বদ্দো'আ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তার বদ্দো'আ মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার সম্মান ও মহিমার কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও তা কিছু দিন পরেই হোক না কেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

(আহমাদ, হাদীস ৮৭৮১ টাবারানী/আওসাত, হাদীস ১১৮২)
অর্থাৎ ময্লুমের বদ্দো'আ অবশ্যই গ্রহণীয়। যদি সে ফাজির তথা গুনাহ্গার হয়ে থাকে তা হলে তার গুনাহ তারই ক্ষতি করবে। তবে তা তার ফরিয়াদ গ্রহণে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি করবে না।

হযরত আনাস্ বিন্ মা'লিক রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ

(আহমাদ, হাদীস ১২৫৭১ সা'হীহত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২৩১)

অর্থাৎ ময্লুমের বদ্দো'আ কবুল হতে কোন বাধা নেই যদিও সে কাফির হয়ে থাকুক না কেন।

কেউ কারোর উপর কোন ধরনের যুলুম করে থাকলে তাকে আজই সে ব্যাপারে তার সাথে যে কোনভাবে মীমাংসা করে নিতে হবে। কারণ, কিয়ামতের দিন কারোর হাতে এমন কোন টাকাকড়ি থাকবে না যা দিয়ে তখন কোন মীমাংসা করা যেতে পারে। বরং তখন মীমাংসার একমাত্র মাধ্যম হবে সাওয়াব অথবা গুনাহ। অন্যকে নিজ সাওয়াব দিয়ে দিবে নতুবা তার গুনাহ বহন করবে। এমনো তো হতে পারে যে, তাকে অন্যের গুনাহ বহন করেই জাহান্নামে যেতে হবে। আর তখনই তার মতো নিঃস্ব আর কেউই থাকবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: رَحِمَ

اللَّهُ عَبْدًا كَأَنَّ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةً فِي عَرَضٍ أَوْ مَالٍ ، فَجَاءَهُ ، فَاسْتَحْلَهُ ...

(বুখারী, হাদীস ২৪৪৯, ৬৫৩৪ তিরমিযী, হাদীস ২৪১৯)

অর্থাৎ কারোর কাছে অন্য কারোর কোন হরণ করা অধিকার থাকলে (তা ইয্যত, সম্পদ অথবা যে কোন সম্পর্কীয় হোক না কেন) সে যেন তার সাথে আজই সে ব্যাপারে মীমাংসা করে নেয়। সে দিনের অপেক্ষা সে যেন না করে যে দিন কোন দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থেকে থাকলে অন্যের অধিকার হরণের পরিবর্তে তার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যদি সে দিন তার কোন নেক আমল না থেকে থাকে তা হলে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَ ضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮১ তিরমিযী, হাদীস ২৪১৮)

অর্থাৎ তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবারা বললেনঃ নিঃস্ব সে ব্যক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূল সঃ বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ তা'আলার সামনে) অনেকগুলো নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ (হিসেব করতে গিয়ে) দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে। অমুককে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অমুকের সম্পদ খেয়ে ফেলেছে।

অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু। এমনভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন ওদের গুনাহ সমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَتَوْدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ
(মুসলিম, হাদীস ২৫৮২)

অর্থাৎ তোমরা সকলেই কিয়ামতের দিন অন্যের হাত অধিকার সমূহ সেগুলোর অধিকারীদেরকেই পৌঁছিয়ে দিবে অবশ্যই। এমনকি সে দিন শিথবিশিষ্ট ছাগল থেকেও শিথবিহীন ছাগলের জন্য কিসাস্ তথা সমপ্রতিশোধ নেয়া হবে।

কেউ মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারোর কোন অধিকার অবৈধভাবে হরণ করলে তাকে অবশ্যই সে জন্য জাহান্নামে যেতে হবে এবং জান্নাত হবে তার উপর হারাম।

হযরত আবু উমামাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اقْطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيمينه ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ،
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৭)

অর্থাৎ কেউ (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক (সাহাবী) বলেনঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! যদিও সামান্য কোন কিছু হোক না কেন। রাসূল ﷺ বলেনঃ যদিও “আরাক”

গাছের ডাল সমপরিমাণ হোক না কেন। যা মিসওয়াকের গাছ।

বিশেষ করে কেউ কারোর জমিন অবৈধভাবে হরণ করলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হবেন এবং সে পরিমাণ সাত স্তর জমিন তার গলায় পরিয়ে দিবেন।

হযরত ওয়ায়িল বিন্ 'হুজর রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল স ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৯)

অর্থাৎ কেউ কারোর জমিন অবৈধভাবে হরণ করলে সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তখন তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট।

হযরত 'আ'যিশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল স ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ
(বুখারী, হাদীস ২৪৫৩, ৩১৯৫ মুসলিম, হাদীস ১৬১২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর এক বিঘত সমপরিমাণ জমিন অবৈধভাবে হরণ করলো (কিয়ামতের দিন) তার গলায় সাত জমিন পরিয়ে দেয়া হবে।

কোন যালিমের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য যা করতে হয়ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَانًا مَهْيَبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوَ بِكَ فَقُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ
جَمِيعًا، اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكُ
السَّمَاوَاتِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَنْ شَرَّ عَبْدِكَ فَلَانٍ وَ جُنُودِهِ وَ
أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ
تَنَاوُكُ، وَ عَزَّ جَارُكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

(ইবনু আবী শাইবাহ্ খণ্ড ৬ হাদীস ২৯১৭৭ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১০ হাদীস ১০৫৯৯ সা'হীহত তারগীবি ওয়াহ্ তারহীব, হাদীস ২২৩৮)

অর্থাৎ যখন তুমি ভয়ঙ্কর কোন রষ্ট্রপতির সামনে উপস্থিত হও এবং তার যুলুম ও আক্রমণের ভয় পাও তখন উপরোক্ত দো'আটি বলবে যার অর্থঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বমহান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টি থেকেও অধিক সম্মানী। আমি যা ভয় পাচ্ছি অথবা যে ব্যাপারে আশঙ্কা করছি এর চাইতেও আল্লাহ্ তা'আলা অনেক উর্ধ্বে। আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনিই সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে ধরে রেখেছেন যেন তাঁর অনুমতি ছাড়া তা ভূমণ্ডলে ভেঙ্গে না পড়ে। (হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি) আপনার অমুক বান্দাহ্, তার সেনাবাহিনী, অনুসারী ও অনুগামীদের অনিষ্ট থেকে। চাই তারা জিন হোক অথবা মানব। হে আল্লাহ্! আপনি তাদের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি প্রশংসিত সুমহান। আপনার আশ্রয়ই বড় আশ্রয়। আপনার নাম কতই না বরকতময়। আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। উক্ত দো'আটি তিন বার বলবে।

২০. গর্ব, দান্তিকতা ও আত্মঅহঙ্কারঃ

গর্ব, দান্তিকতা, অহঙ্কার ও অহংবোধ একটি মারাত্মক অপরাধ। যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয় এবং যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অসন্তুষ্টি ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

(না'হল : ২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ وَ يَتَعَاطَمُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ
(আহমাদ, হাদীস ৫৯৯৫ বুখারী/আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৫৪৯ হাকিম ১/৬০)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি গর্বভরে চলাফেরা করলে এবং যে সত্যিই আত্মন্তরী সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ আল্লাহ তা'আলা তখন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْعِزُّ إِزَارُهُ ، وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذْبَتُهُ
(মুসলিম, হাদীস ২৬২০)

অর্থাৎ ইয্যত তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) নিম্ন বসন এবং গর্ব তাঁর চাদর। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে আমি শাস্তি দেবো।

হযরত মুসা (عليه السلام) সকল গর্বকারীদের থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ قَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾
(গাফির/মু'মিন : ২৭)

অর্থাৎ মুসা (عليه السلام) বললোঃ যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাসী নয় সে সকল অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় কামনা করছি।

সর্বপ্রথম গুনাহ যা আল্লাহ তা'আলার সাথে করা হয়েছে তা হচ্ছে অহঙ্কার।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ، أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾

(বাকুরাহ : ৩৪)

অর্থাৎ যখন আমি ফিরিশ্বাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সিজদাহ করো। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদাহ করলো। শুধুমাত্র সেই অহঙ্কার বশত সিজদাহ করতে অস্বীকার করলো। আর তখনই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

দলীল বিহীন যারা কোর'আন ও হাদীস নিয়ে অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তারা অহঙ্কারীই বটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ إِنَّ الدِّينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ، إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ، مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾
(গাফির/মু'মিন : ৫৬)

অর্থাৎ যারা দলীল বিহীন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহ নিয়ে ঝগড়া করে তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কারই অহঙ্কার। তারা তাদের উদ্দেশ্যে কখনো সফলকাম হবে না। অতএব তুমি আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

গর্বকারীরা সত্যিই জাহান্নামী এবং যাদেরকে নিয়ে জাহান্নাম জান্নাতের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত 'হা'রিসা বিনু ওয়াহুব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: كُلُّ غَتْلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ
(বুখারী, হাদীস ৪৯১৮, ৬০৭১, ৬৬৫৭ মুসলিম, হাদীস ২৮৫৩)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেনঃ অবশ্যই দিবেন। তখন তিনি বলেনঃ জাহান্নামী হচ্ছে প্রত্যেক কঠিন প্রকৃতির ধনী কৃপণ অহঙ্কারী।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ ، فَقَالَتِ النَّارُ : أُوتِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَ الْمُتَجَبِّرِينَ ،
وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : فَمَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَ سَقَطُهُمْ وَ عَجَزُهُمْ
(মুসলিম, হাদীস ২৮৪৬)

অর্থাৎ জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর তর্ক করছিলো। জাহান্নাম বললোঃ আমাকে দাস্তিক ও অহঙ্কারী মানুষগুলো দেয়া হয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়নি। জান্নাত বললোঃ আমার কি দোষ যে, দুর্বল, অক্ষম ও গুরুত্বহীন মানুষগুলোই আমার ভেতর প্রবেশ করছে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসুউদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ، قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ
يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ،
الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَ غَمَطُ النَّاسِ

(মুসলিম, হাদীস ৯১)

অর্থাৎ যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক সাহাবী বললোঃ মানুষ তো চায় যে, তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তার জুতো সুন্দর হোক (তাও কি গর্ব বলে গণ্য হবে?) রাসূল ﷺ বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর। অতএব তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করেন। তবে গর্ব হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানব অবমূল্যায়ন।

গর্বকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট পিপীলিকার ন্যায় উঠাবেন। তখন তাদের লাঞ্ছনার আর কোন সীমা থাকবে না।

হযরত 'আমর বিন্ শু'আইব্ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ

كُلُّ مَكَانٍ ، فَيَسْأَلُونَ إِلَى سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ - يُسَمَّى بُؤْسٌ - تَعْلُوهُمْ نَارُ
الْأُتْيَارِ ، يُسْقَوْنَ مِنْ غُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ؛ طِينَةِ الْخَبَالِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪৯২ আহমাদ, হাদীস ৩৩৭৭ দায়লামী,
হাদীস ৮৮২১ বাযযার, হাদীস ৩৪২৯)

অর্থাৎ গর্বকারীদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট
পিপীলিকার ন্যায় উঠানো হবে। সর্ব দিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে ছেয়ে যাবে।
“বুলাস” নামক জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া
হবে। তাদের উপরে থাকবে শুধু আগুন আর আগুন এবং তাদেরকে
জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত পান করানো হবে।

একদা বানী ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি গর্ব করলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে
কঠিন শাস্তি দেন। রাসূল ﷺ এর যুগেও এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
করেনঃ

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجَّلٌ جُمْتُهُ ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ ،
فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৮৯, ৫৭৯০ মুসলিম, হাদীস ২০৮৮)

অর্থাৎ একদা জনৈক ব্যক্তি এক জোড়া জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে (রাস্তা
দিয়ে) চলছিলো। তাকে নিজেই তার খুব গর্ববোধ হচ্ছিলো। তার জমকালো
লম্বা চুলগুলো সে খুব যত্নসহকারে আঁচড়িয়ে রেখেছিলো। হঠাৎ আল্লাহ
তা‘আলা তাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেন এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই নিচের
দিকে নামতে থাকবে।

হযরত সালামাহু বিনু আকওয়া’ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ
ইরশাদ করেনঃ

أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ: كُلْ يَمِينِكَ ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ،

قَالَ: لَا اسْتَطَعْتُ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

(মুসলিম, হাদীস ২০২১ ইবনু হিব্বান খণ্ড ১৪ হাদীস ৬৫১২, ৬৫১৩ বাইহাকী, হাদীস ১৪৩৮৮ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৪৪৪৫ দারামী, হাদীস ২০৩২ আবু 'আওযানাহ, ৮২৪৯, ৮২৫১, ৮২৫২ আহমাদ, হাদীস ১৬৫৪০, ১৬৫৪৬, ১৬৫৭৮ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৭ হাদীস ৬২৩৫, ৬২৩৬ ইবনু 'হমাইদ, হাদীস ৩৮৮)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেনঃ ডান হাতে খাও। সে বললোঃ আমি ডান হাতে খেতে পারবো না। রাসূল ﷺ বললেনঃ ঠিক আছে; তুমি আর পারবেও না। দস্তের কারণেই সে তা করতে রাজি হয়নি। অতএব সে আর কখনো ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দাস্তিকের সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانَ ، وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকেও পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রষ্ট্রপতি ও দাস্তিক ফকির।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ

(বুখারী, হাদীস ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪ মুসলিম, হাদীস ২০৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহুমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

২১. মদ্য পান অথবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবনঃ

মদ্য পান অথবা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন (চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেয়া কিংবা ইন্জেকশন গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। যার উপর আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কোর'আন মাজীদে মধ্যে মদ্যপান তথা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ'র স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে গাফিল করতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ، فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

(মায়ীদাহ : ৯০-৯১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের

পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উক্ত আয়াতে মদ্যপানকে শিরকের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে মদ্যপানের ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَ قَالُوا :
 حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَ جُعِلَتْ عَذَابًا لِلشُّرْكَ

(তাবারানী/কাবীর খণ্ড ১২ হাদীস ১২৩৯৯ হা'কিম খণ্ড ৪ হাদীস ৭২২৭)

অর্থাৎ যখন মদ্যপান হারাম করে দেয়া হলো তখন সাহাবারা একে অপরের নিকট গিয়ে বলতে লাগলোঃ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং উহাকে শিরকের পাশাপাশি অবস্থানে রাখা হয়েছে।

মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ ও অঘটনের মূল।

হযরত আবুদ্বারদা' (রাযী) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূল ﷺ) এ মর্মে ওয়াসিয়াত করেনঃ

لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৩৪)

অর্থাৎ (কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠি।

একদা বনী ইস্রাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে চারটি কাজের যে কোন একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলোঃ মদ্য পান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শুরকের গোস্তু খাওয়া। এমনকি তাকে এর কোন না কোন একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো তখন উক্ত সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেলো।

এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার যে, হাদীসের পরিভাষায় সকল মাদক দ্রব্যকেই “খামর” বলা হয় তথা সবই মদের অন্তর্ভুক্ত। আর মদ বলতেই তো সবই হারাম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَ فِي رِوَايَةٍ : وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ
(মুসলিম, হাদীস ২০০৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৫০, ৩৪৫৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই তো হারাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম।

হযরত ‘আয়িশা, ‘আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ, মু‘আবিয়াহ্ ও হযরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ কে মধুর সুরার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَ بَعِيَارَةٌ أُخْرَى : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
(মুসলিম, হাদীস ২০০১ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৯, ৩৪৫১, ৩৪৫২, ৩৪৫৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক পানীয় যা নেশাকর তা সবই হারাম। অন্য শব্দে, প্রত্যেক

নেশাকর বস্তুই হারাম।

তেমনিভাবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে বস্তুটি বেশি পরিমাণে সেবন করলে নেশা আসে তা সামান্য পরিমাণে সেবন করাও হারাম।

হযরত জা'বির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্, হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮১ তিরমিযী, হাদীস ১৮৬৪, ১৮৬৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৫৫, ৩৪৫৬, ৩৪৫৭)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম এবং যে বস্তুটির বেশি পরিমাণ নেশাকর তার সামান্যটুকুও হারাম।

শুধু আঙ্গুরের মধ্যেই মদের ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা যে কোন বস্তু থেকেও বানানো যেতে পারে এবং তা সবই হারাম।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَ مِنَ الزَّيْبِ خَمْرًا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৬ তিরমিযী, হাদীস ১৮৭২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আঙ্গুর থেকে যেমন মদ হয় তেমনিভাবে খেজুর, মধু, গম এবং যব থেকেও তা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কিসমিস থেকেও মদ হয়।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর রা থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ ، وَ الزَّيْبِ ، وَ التَّمْرِ ، وَ الْحِنْطَةِ ، وَ الشَّعِيرِ ، وَ الذَّرَّةِ ، وَ إِنِّي أَنهَاكُم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মদ যেমন যে কোন ফলের রস বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি হয় তেমনিভাবে কিসমিস, খেজুর, গম, যব এবং ভুট্টা থেকেও তা তৈরি হয়। আর আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করছি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত 'উমর রা মিস্বারে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূল সা এর উপর দরদ পাঠের পর বলেনঃ

نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: الْعَنْبِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ، وَ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

(বুখারী, হাদীস ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮, ৫৫৮৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৯)

অর্থাৎ মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পাঁচটি বস্তু দিয়েই মদ তৈরি হতো। আর তা হচ্ছে, আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং যব। তবে মদ বলতে এমন সব বস্তুকেই বুঝানো হয় যা মানব ব্রেইনকে প্রমত্ত করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সা মদ সথল্লিষ্ট দশ শ্রেণীর লোককে লা'নত তথা অভিসম্পাত করেন।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَ مُعْتَصِرَهَا، وَ شَارِبَهَا، وَ حَامِلَهَا، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَ سَاقِيَهَا، وَ بَائِعَهَا، وَ آكَلَ ثَمَنِهَا، وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ، وَ فِي رِوَايَةٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بَعِيْنَهَا، وَ فِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا ...

(তিরমিযী, হাদীস ১২৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৩, ৩৪৪৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদের ব্যাপারে দশ জন ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিসম্পাত করেনঃ যে মদ বানায়, যে মূল কারিগর, যে পান করে, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি মদকেই অভিসম্পাত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন মদ ও মদপানকারীকে ...।

কেউ দুনিয়াতে মদ পান করে থাকলে আখিরাতে সে আর মদ পান করতে পারবে না। যদিও সে জান্নাতী হোক না কেন যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে নেয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ، وَ فِي رِوَايَةٍ الْبَيْهَقِيِّ: وَإِنْ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ৫২৫৩ মুসলিম, হাদীস ২০০৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৩৬ বায়হাকী খণ্ড ৩ হাদীস ৫১৮১ খণ্ড ৮ হাদীস ১৭১১৩ শু'আবুল ইম্যান ২/১৪৮ সা'হীহত্ তারখীবি ওয়াত্ তারখীবি, হাদীস ২৩৬১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করলো সে আর আখিরাতে মদ পান করতে পারবে না যতক্ষণ না সে খাঁটি তাওবা করে নেয়। ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য। সে জান্নাতে যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مُذْمَنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَثَنٍ
(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৩৮)

অর্থাৎ অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য।

হযরত আবু মুসা আশ্'আরী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا أَبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(নাসায়ী, হাদীস ৫১৭৩ সা'হীহত্ তারগীবি ওয়াহত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৬৫)

অর্থাৎ মদ পান করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে এ (কাঠের) খুঁটিটির ইবাদাত করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করি না। কারণ, উভয়টিই আমার ধারণা মতে একই পর্যায়ে অপরাধ।

হযরত আবুদ্বারদা' রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৩৯)

অর্থাৎ অভ্যস্ত মাদকসেবী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কোন ব্যক্তি যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে নেশাগ্রস্ত বা মাতাল হলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবেন না।

হযরত আবুদ্বালাহু বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: غُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪০)

অর্থাৎ কেউ মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল

করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে যদি সে খাঁটি তাওবাহু করে নেয় তা হলে আল্লাহু তা'আলা তার তাওবাহু কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবাহু করে নেয় তা হলে আল্লাহু তা'আলা তার তাওবাহু কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবাহু করে নেয় তা হলে আল্লাহু তা'আলা তার তাওবাহু কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহু তা'আলার দায়িত্ব হবে কিয়ামতের দিন তাকে "রাদ্গাতুল্ খাবাল্" পান করানো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল ﷺ! "রাদ্গাতুল্ খাবাল্" কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজ। মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ পানের সময় ঈমানদার থাকে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،
وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ
فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০ মুসলিম, হাদীস ৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০০৭)

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে লুট করে

তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে কোন এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ঘটলে তখন পৃথিবীতে স্বভাবতই ভূমি ধস হবে, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটবে এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হবে।

হযরত 'ইমরান বিন্‌ হুসাইন রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخٌ وَ قَذْفٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَّاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُورُ
(তিরমিযী, হাদীস ২২১২)

অর্থাৎ এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হবে। তখন জনৈক মুসলমান বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা আবার কখন? রাসূল সা বললেনঃ যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবং মদ্য পান করা হবে।

এতদুপরি মদ পানের পাশাপাশি মদ পান করাকে হালাল মনে করা হলে সে জাতির ধ্বংস তো একেবারেই অনিবার্য।

হযরত আনাস্ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ
إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ : إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ ، وَ شَرِبُوا الْخُمُورَ ، وَ لَبِسُوا الْحَرِيرَ ، وَ اتَّخَذُوا الْقِيَانَ ، وَ اكْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ ، وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ
(সাহীহ হুত্‌ তারগীবী ওয়াহ্‌ তারহীবী, হাদীস ২৩৮৬)

অর্থাৎ যখন আমার উম্মত পাঁচটি বস্তুকে হালাল মনে করবে তখন তাদের ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য। আর তা হচ্ছে, একে অপরকে যখন প্রকাশ্যে লা'নত করবে, মদ্য পান করবে, পুরুষ হস্তে সিল্কের কাপড় পরিধান করবে, গায়িকাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে, (যৌন ব্যাপারে) পুরুষ পুরুষের জন্য যথেষ্ট

এবং মহিলা মহিলার জন্য যথেষ্ট হবে।

ফিরিশ্তারা মদ্যপায়ীর নিকটবর্তী হন না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : الْجُنُبُ وَ السَّكَرَانُ وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْخُلُقِ

(সাহীহত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৭৪)

অর্থাৎ ফিরিশ্তারা তিন ধরনের মানুষের নিকটবর্তী হন না। তারা হচ্ছে, জুনুবী ব্যক্তি (যার গোসল ফরয হয়েছে) মদ্যপায়ী এবং "খালুক" (যাতে যা'ফরানের মিশ্রণ খুবই বেশি) সুগন্ধ মাখা ব্যক্তি।

ঈমানদার ব্যক্তি যেমন মদ পান করতে পারে না তেমনভাবে সে মদ পানের মজলিসেও উপস্থিত হতে পারে না।

হযরত জা'বির ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ؓ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(আহমাদ্, হাদীস ১৪৬৯ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১১ হাদীস ১১৪৬২ আওসাতু, হাদীস ২৫১০ দা'রামী, হাদীস ২০৯২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন মদ পান না করে এবং যে মজলিসে মদ পান করা হয় সেখানেও যেন সে না বসে।

যে ব্যক্তি জান্নাতে মদ পান করতে ইচ্ছুক সে যেন দুনিয়াতে মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে সক্ষম হয়েছে তা পান করেনি আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে মদ পান করাবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقِيَهُ اللَّهُ الْخَمْرَ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَتْرِكْهَا فِي الدُّنْيَا ، وَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ

يَكْسُوهُ اللَّهُ الْحَرِيرَ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهُ فِي الدُّنْيَا

(ত্বাবারানী/আওসাতু খণ্ড ৮ হাদীস ৮৮৭৯)

অর্থাৎ যার মনে চায় যে, আল্লাহু তা'আলা তাকে আখিরাতে মদ পান করাবেন সে যেন দুনিয়াতে মদ পান করা ছেড়ে দেয় এবং যার মনে চায় যে, আল্লাহু তা'আলা তাকে আখিরাতে সিল্কের কাপড় পরাবেন সে যেন দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় পরা ছেড়ে দেয়।

হযরত আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ
 (সাহীহত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি মদ পান করতে সক্ষম হলেও তা পান করেনি আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে মদ পান করাবো।

যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায পড়তে পারলো না সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسَلَبَهَا ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَنَّهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ، قِيلَ : وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : غُصَاةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ

(হাকিম, হাদীস ৭২৩৩ বাইহাকী, হাদীস ১৬৯৯, ১৭১১৫
 ত্বাবারানী/আওসাতু, হাদীস ৬৩৭১ আহমাদ, হাদীস ৬৩৫৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায ছেড়ে দিলো সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ বারের মতো নেশাগ্রস্ত

হয়ে নামায ছেড়ে দিলো আল্লাহু তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে “ত্বীনাতুল্ খাবাল্” পান করানো। জিজ্ঞাসা করা হলো: “ত্বীনাতুল্ খাবাল্” বলতে কি? রাসূল ﷺ বললেন: তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত।

কোন রোগের চিকিৎসা হিসেবেও মদ পান করা যাবে না।

হযরত ত্বারিক্ব বিন্ সুওয়াইদ্ব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ কে চিকিৎসার জন্য মদ তৈরি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩)

অর্থাৎ মদ তো ওষুধ নয় বরং তা রোগই বটে।

হযরত উম্মে সালামাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(বাইহাক্বী, হাদীস ১৯৪৬৩ ইব্নু হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি।

নামের পরিবর্তনে কখনো কোন জিনিস হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং নেশাকর দ্রব্য যে কোন আধুনিক নামেই সমাজে চালু হোক না কেন তা কখনো হালাল হতে পারে না। অতএব তামাক, সাদাপাতা, জর্দা, গুল, পচা তথা মদো সুপারি ইত্যাদি হারাম। কারণ, তা নেশাকর। সামান্য পরিমাণেই তা খাওয়া হোক অথবা বেশি পরিমাণে। পানের সাথেই তা খাওয়া হোক অথবা এমনিতেই চিবিয়ে চিবিয়ে। ঠোঁট ও দাঁতের মাড়ির ফাঁকেই সামান্য পরিমাণে তা রেখে দেয়া হোক অথবা তা গিলে ফেলা হোক। নেশা হিসেবেই তা ব্যবহার করা হোক অথবা অভ্যাসগতভাবে। মোটকথা, উহার সর্বপ্রকার ও সর্বপ্রকারের ব্যবহার সবই হারাম।

হযরত আবু উমামাহু বাহিলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ؛ يُسْمَوْنَ بِهَا
بِغَيْرِ اسْمِهَا

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৭)

অর্থাৎ রাত-দিন যাবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মদ পান করে। তবে তা মদের নামেই পান করবে না বরং অন্য নামে।

হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمِ يُسْمَوْنَ بِهَا إِيَّاهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৮)

অর্থাৎ আমার একদল উম্মত মদ পান করবে। তবে তা নতুন নামে যা তারা তখন আবিষ্কার করবে।

কেউ কেউ আবার মদ পান না করলেও মদের ব্যবসার সাথে যে কোনভাবে অবশ্যই জড়িত। মদ পান না করলেও মদ বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও সিগারেট ও বিড়ি বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও তিনি সাদাপাতা, গুল ও জর্দা খাওয়ায় সরাসরি জড়িত। বরং কেউ কেউ তো কথার মোড় ঘুরিয়ে অথবা কোর'আন ও হাদীসের অপব্যাত্যা করে তা হালাল করতে চান। অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করলেও নিজের পেটে কেজি কেজি সাদাপাতা ও জর্দা ঢুকাতে লজ্জা পান না। তাদের অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। নিজে ভালো হতে না পারলেও অন্যকে ভালো হতে সুযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ্'র লা'নতকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ
التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৯০, ৩৪৯১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৫)
অর্থাৎ যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাক্বারাহ'র শেষ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়
তখন রাসূল ﷺ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মদের ব্যবসা হারাম করে দেন।
হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَ ثَمَنَهَا ، وَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ ثَمَنَهَا ، وَ حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার
বিক্রিমূল্যও। মৃত হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও। শূকর হারাম
করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও।

হযরত আবুল্লাহ বিনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا
، وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ:
فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার লা'নত পড়ুক ইহুদিদের উপর। রাসূল ﷺ উক্ত
বদ্দো'আটি তিন বার দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চর্বি
হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা তা সরাসরি না খেয়ে তা বিক্রি করে
বিক্রিলব্ধ পয়সা খেলো। অথচ তাদের এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ
তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করে দিলে উহার
বিক্রিমূল্যও হারাম করে দেন। ইবনু মাজাহ'র বর্ণনায় রয়েছে, যখন তাদের
উপর চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা চর্বিগুলো একত্র করে আগুনের
তাপে গলিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলো।

মদ্যপান কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَ يَظْهَرَ الزُّنَا ، وَ تُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَ يَقِلَّ الرَّجَالُ ، وَ يَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قِيَمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৭৭ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১)

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও যে, মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে, জ্ঞান কমে যাবে, ব্যভিচার বেড়ে যাবে, মদ পান করা হবে, পুরুষ কমে যাবে এবং মহিলা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দায়িত্বশীল শুধু একজন পুরুষই হবে।

মাদকদ্রব্য সেবনের অপকার সমূহঃ

ক. নিয়মিত প্রচুর মাদকদ্রব্য সেবনে মানব মেধা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।

খ. এরই মাধ্যমে সমাজে বহু প্রকারের খুন ও হত্যাকাণ্ড বিস্তার লাভ করে। তথা সামাজিক সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

গ. এরই মাধ্যমে অনেক সতী-সাধ্বী মহিলার ইহুত বিনষ্ট হয়। এরই সুবাদে দিন দিন সকল প্রকারের অপকর্ম, ব্যভিচার ও সমকাম বেড়েই চলছে। এমনো শুন্য যায় যে, অমুক মদ্যপায়ী নেশার তাড়নায় নিজ মেয়ে, মা অথবা বোনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এমন অঘটন করতে তো মুসলমান দূরে থাক অনেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধও লজ্জা পায়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখনো কখনো নেশার তাড়নায় তার নিজ স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেয়; অথচ সে তখন তা এতটুকুও অনুভবও করতে পারে না। মূলতঃ এ জাতীয় ব্যক্তির মুখে তালাক শব্দ বেশির ভাগই উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

আর এমতাবস্থায় সে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দরুন তা ব্যভিচার বলেই পরিগণিত হয়।

ঘ. এরই পেছনে কতো কতো মানব সম্পদ যে বিনষ্ট হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। মাদকসেবীরা কখনো কখনো এক টাকার নেশার বস্তু একশ' টাকা দিয়ে কিনতেও রাজি। তা হাতের নাগালে না পেলে তারা ভারী অস্থির হয়ে পড়ে।

ঙ. এরই মাধ্যমে কোন জাতির সার্বিক শক্তি ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। কারণ, যুবকরাই তো জাতির শক্তি ও ভবিষ্যৎ। মাদকদ্রব্য সেবনের সুবাদে বহুবিধ অঘটন ঘটিয়ে কতো যুবক যে আজ জেলহাজতে রাত পোহাচ্ছে তা আর কারোর অজানা নেই।

চ. এরই কারণে কোন জাতির অর্থনৈতিক, সামরিক ও উৎপাদন শক্তি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ, এ সকল ক্ষেত্র তো স্বভাবত যুবকদের উপরই নির্ভরশীল। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যে, খ্রিষ্টীয় ষোলশ' শতাব্দীতে চাইনিজ ও জাপানীরা যখন পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তখন চাইনিজরা পরাজয় বরণ করে। তারা এ পরাজয়ের খতিয়ান খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের সেনাবাহিনীর মাঝে তখন আফিমসেবীর সংখ্যা খুবই বেশি ছিলো। তাই তারা পরাজিত হয়েছে।

ছ. মাদকদ্রব্য সেবনে অনেকগুলো শারীরিক ক্ষতিও রয়েছে। তন্মধ্যে ফুসফুস প্রদাহ, বদহজমী, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, খিঁচুনি ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়াও মাদক সেবনের দরুন আরো অনেক মানসিক ও তাত্ত্বিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে না।

জ. মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে হিফাযতকারী ফিরিশ্তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, তারা এর দুর্গন্ধে কষ্ট পায় যেমনিভাবে কষ্ট পায় মানুষরা।

ঝ. মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে মাদকসেবীর কোন নেক ও দো'আ চল্লিশ দিন

পর্যন্ত কবুল করা হয় না।

ঞ. মৃত্যুর সময় মাদকসেবীর ঈমানহারা হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হওয়ার বিশেষ কারণ সমূহঃ

ক. পরকালে যে সর্বকাজের জন্য আল্লাহু তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে সে চেতনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া।

খ. সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার বিশেষ অবহেলা। যে বাচ্চা ছোট থেকেই গান-বাদ্য, নাটক-ছবি দেখে অভ্যস্ত তার জন্য এ ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ যে, সে বড় হয়ে ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, আফিমখোর ও গাঁজাখোর হবে। এমন হবেই না কেন অথচ তার হৃদয়ে কুর'আন ও হাদীসের কোন অংশই গচ্ছিত নেই যা তাকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হবে। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মাতা-পিতাকে অবশ্যই কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

গ. অধিক অবসর জীবন যাপন। কারণ, কেউ আল্লাহু তা'আলার যিকির ও তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকলে এমনকি দুনিয়ার যে কোন লাভজনক কাজ থেকেও দূরে থাকলে শয়তান অবশ্যই তাকে বিপথগামী করবে।

ঘ. অসৎ সাথীবন্ধু। কারণ, অসৎ সাথীবন্ধুরা তো এটাই চাবে যে, তাদের দল আরো ভারী হোক। সবাই একই পথে চলুক। এ কথা তো সবারই মুখে মুখে রয়েছে যে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

মদখোরের শাস্তিঃ

কারোর ব্যাপারে মদ অথবা মাদকদ্রব্য পান কিংবা সেবন করে নেশাগ্রস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। সে যতবারই পান করে ধরা পড়বে ততবারই তার উপর উক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে। তবে তাকে এ জন্য কখনোই হত্যা করা হবে না। যা সকল গবেষক 'উলামাদের ঐকমত্যে প্রমাণিত।

হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আবু হুরাইরাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ মদখোর সম্পর্কে বলেনঃ

إِذَا سَكَرَ وَفِي رَوَايَةٍ: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬২০ বাসায়ী, হাদীস ৫৬৬১ আহমাদ ৪/৯৬)

অর্থাৎ যখন কেউ (কোন নেশাকর দ্রব্য সেবন করে) নেশাগ্রস্ত হয় অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কেউ মদ পান করে তখন তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। রাসূল ﷺ চতুর্থবার বললেনঃ আবারো নেশাগ্রস্ত হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।

ইমাম তিরমিযী (রাহিমাল্লাহু) হযরত জাবির ও হযরত ক্বাবীস্বাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ এর নিকট চতুর্থবার মদ পান করেছে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে মেরেছেন। তবে হত্যা করেননি।

হযরত আনাস্ বিনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى بَرَجْلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَمْرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحْفُ الْحُدُودُ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عَمْرُ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৭৩ মুসলিম, হাদীস ১৭০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর নিকট একদা জনৈক মদ্যপায়ীকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পাতা বিহীন দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকর ﷺ ও তাঁর খিলাফতকালে তাই করেছিলেন। তবে হযরত 'উমর ﷺ যখন খলীফা হলেন তখন তিনি সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফ রাঃ বললেনঃ সর্বনিম্ন দণ্ডবিধি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত। তখন হযরত 'উমর রাঃ তাই বাস্তবায়নের আদেশ করেন। হযরত আনাস রাঃ থেকে এও বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬১৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদ্যপানের শাস্তি স্বরূপ মদ্যপায়ীকে জুতো ও খেজুরের ডাল দিয়ে পেটাতেন।

হযরত 'হুযাইন্ বিন্ মুন্যির আবু সাসান্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি হযরত 'উসমান রাঃ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন ওয়ালীদ বিন্ 'উক্বাহকেও তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলো। সে মানুষকে ফজরের দু' রাক'আত্ নামায পড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমাদেরকে আরো কয়েক রাক'আত্ বেশি পড়িয়ে দেবো কি? তখন দু'জন ব্যক্তি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো। তাদের একজন তার ব্যাপারে এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে মদ পান করেছে। অপরজন এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন হযরত 'উসমান রাঃ বললেনঃ সে মদ পান করেছে বলেই তো বমি করেছে? তখন তিনি হযরত 'আলী রাঃ কে বললেনঃ হে 'আলী! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত করো। হযরত 'আলী রাঃ তাঁর ছেলে হাসান্ রাঃ কে বললেনঃ হে হাসান! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত করো। তখন হাসান্ রাঃ রাগান্বিত স্বরে বললেনঃ বেত্রাঘাত সেই করুক যে উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তখন হযরত 'আলী রাঃ হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ জা'ফর রাঃ কে বললেনঃ হে 'আব্দুল্লাহ! দাঁড়াও। তাকে বেত্রাঘাত করো। তখন হযরত 'আব্দুল্লাহ রাঃ বেত্রাঘাত করছিলেন আর হযরত 'আলী রাঃ তা গণনা করছিলেন। চল্লিশটি বেত্রাঘাতের পর হযরত 'আলী রাঃ বললেনঃ বেত্রাঘাত বন্ধ করো। অতঃপর তিনি বললেনঃ

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ ، وَ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَ كُلُّ سَنَةٍ ،
وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

(মুসলিম, হাদীস ১৭০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬১৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু হযরত 'উমর' ؓ আশিটি বেত্রাঘাত করেন। তবে চল্লিশটি বেত্রাঘাতই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

ধূমপানঃ

ধূমপানও মাদকদ্রব্যের অধীন এবং তা প্রকাশ্য গুনাহগুলোর অন্যতম। ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ; তবে সে অনুযায়ী উহার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হচ্ছে না। বরং তা বিশেষ অবহেলায় পতিত। তাই ভিন্ন করে উহার অপকার ও হারাম হওয়ার কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। যা নিম্নরূপঃ

১. ধূমপান খুবই নিকৃষ্ট কাজ এবং বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বস্তু। আর সকল নিকৃষ্ট বস্তুই তো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾

(আ'রাফ : ১৫৭)

অর্থাৎ আরো সে (রাসূল ﷺ) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু সমূহ হালাল করে দেন এবং হারাম করেন নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বস্তু সমূহ।

খ. ধূমপানে সম্পদের বিশেষ অপচয় হয়। আর সম্পদের অপচয় তো হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تُبْذَرُ تَبَذُّرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

(ইস্রা/বানী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

অর্থাৎ কিছুতেই সম্পদের অপব্যয় করো না। কারণ, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

(আ'রাফ : ৩১)

অর্থাৎ তবে তোমরা (পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারে) অপচয় ও অপব্যয় করো না। কারণ, আল্লাহু তা'আলা অপচয়কারীদেরকে কখনো পছন্দ করেন না।

একজন বিবেকশূন্যের হাতে নিজ সম্পদ উঠিয়ে দেয়া যদি না জাযিয় ও হারাম হতে পারে এ জন্য যে, সে উক্ত সম্পদগুলো অপচয় ও অপব্যয় করবে তা হলে আপনি নিজকে বিবেকবান মনে করে নিজেই নিজ টাকাগুলো কিভাবে ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন এবং তা জাযিয়ও হতে পারে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَا تَوَثُّوْا السُّفْهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾

(নিসা' : ৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা তোমাদের জীবন নির্বাহের জন্য তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা বেয়াকুবদের হাতে উঠিয়ে দিও না।

গ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। আর আত্মহত্যা ও নিজ জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া মারাত্মক হারাম ও একান্ত কবীরা গুনাহ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا

وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ، وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾

(নিসা' : ২৯-৩০)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে (যে কোন পন্থায়) হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। যে ব্যক্তি সীমিতক্রম ও অত্যাচার বশত এমন কাণ্ড করে বসবে তাহলে অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর এ কাজটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে একেবারেই সহজসাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

(বাক্বারাহ : ১৯৫)

অর্থাৎ তোমরা কখনো ধ্বংসের দিকে নিজ হস্ত সম্প্রসারিত করো না।

ঘ. বিশ্বের সকল স্বাস্থ্যবিদদের ধারণামতে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য একান্তই ক্ষতিকর। সুতরাং আপনি এরই মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য বিনাশ করতে পারেন না। কারণ, রাসূল ﷺ আপনাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিনু 'আব্বাস্ ও হযরত 'উবাদাহ্ বিনু স্বামিত্   থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

অর্থাৎ না তুমি নিজ বা অন্যের ক্ষতি করতে পারো। আর না তোমরা পরস্পর (প্রতিশোধের ভিত্তিতে) একে অপরের ক্ষতি করতে পারো।

ঙ. ধূমপানের মাধ্যমে মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, ধূমপায়ী যখন ধূমপান করে তখন তার আশপাশের অধূমপায়ীরা বিড়ি ও সিগারেটের ধোঁয়ায় কষ্ট পান। এমনকি নিয়মিত ধূমপায়ীরা কথা বলার সময়ও তার আশপাশের অধূমপায়ীরা কষ্ট পেয়ে থাকেন। নামায পড়ার সময় ধূমপায়ী ব্যক্তি যিকির ও দো'আ উচ্চারণ করতে গেলে অধূমপায়ীরা তার মুখের নিকৃষ্ট দুর্গন্ধে ভীষণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। কখনো কখনো তার জামা-কাপড় থেকেও

দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আর তাদেরকে কষ্ট দেয়া তো অত্যন্ত পাপের কাজ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

(আহযাব : ৫৭)

অর্থাৎ যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয় অথচ তারা কোন অপরাধ করেনি এ জাতীয় মানুষরা নিশ্চয়ই অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহ'র বোঝা বহন করবে।

চ. পিয়াজ ও রসুনের মতো হালাল জিনিস খেলে যখন নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষেধ অথচ শরীয়তে জামাতে নামায পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। কারণ, ফিরিশ্তারা তাতে খুব কষ্ট পেয়ে থাকেন তখন ধূমপান করে কেউ মসজিদে কিভাবে যেতে পারে? অথচ তা একই সঙ্গে দুর্গন্ধ ও হারাম। তাতে কি ফিরিশ্তারা কষ্ট পান না? তাতে কি মুসল্লিরা কষ্ট পায় না?

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَ الثَّوْمَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِنْهُ بِئْسَ بَنُو آدَمَ

(বুখারী, হাদীস ৮৫৪ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিয়াজ ও রসুন খেলো সে যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, ফিরিশ্তারা এমন জিনিসে কষ্ট পায় যাতে কষ্ট পায় আদম সন্তান।

ছ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে অঙ্গহানি ও ত্রুটিপূর্ণ বৃদ্ধির প্রতি ঠেলে দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণানুযায়ী নিকুটিন পুরুষের বীৰ্যকে বিষাক্ত করে দেয়। যদ্বরূন সন্তান প্রজন্মে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি কখনো

কখনো প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

জ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে বিশেষভাবে ঠেলে দেয়া হয়। কারণ, তারা ভাগ্যক্রমে জন্মগত অঙ্গহানি থেকে বাঁচলেও পিতার ধূমপান দেখে তারা নিজেরাও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আরবী ভাষার প্রবাদে বলা হয়ঃ

وَمَنْ شَابَهُ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ

অর্থাৎ যে নিজের বাপের মতো হয়েছে সে কোন অপরাধ করেনি।

আরেক প্রবাদে বলা হয়ঃ

وَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي

অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্গী তার আরেক সঙ্গীরই অনুসরণ করে। আর পিতা তো তার বাচ্ছার দীর্ঘ সময়েরই সঙ্গী।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾

(যুখরুফ : ২৩)

অর্থাৎ এভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন এলাকায় কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী) পাঠিয়েছি তখনই সে এলাকার ঐশ্বর্যশালীরা বলেছে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই একই মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আর আমরা তো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(আ'রাফ : ২৮)

অর্থাৎ যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে বসে তখন তারা বলেঃ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তো আমাদেরকে এমনই করতে আদেশ করেছেন। হে মুহাম্মাদ ﷺ! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

ঝ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকেও বিশেষভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, সে তো আপনার জীবন সঙ্গী। আপনার সবকিছুই তো তার সঙ্গে জড়িত। তাই সে আপনার মুখের দুর্গন্ধে কষ্ট পাবে অবশ্যই। আবার কখনো কখনো তো কোন কোন স্ত্রী অসতর্কভাবে নিজেও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার উপর যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

ঞ. ধূমপান সন্তানকে মাতা-পিতার অবাধ্য হতে সহযোগিতা করে। কারণ, ধূমপায়ী স্বভাবত নিজ মাতা-পিতা থেকে দূরে থাকতে চায়। যাতে তারা তার অভ্যাসের ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে। আর এভাবেই সে ধীরে ধীরে তাঁদের অবাধ্য হয়ে পড়ে।

ট. ধূমপান ধূমপায়ীর নেককার সঙ্গী একেবারেই কমিয়ে দেয়। কারণ, তারা এ জাতীয় মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়। এমনকি কেউ কেউ তো এ জাতীয় মানুষকে সালামও দিতে চায় না।

ঠ. ধূমপানের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিন দিন বেড়ে যায় এবং তা ও তার কিয়দংশ পরবর্তীতে ইসলামেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

ড. ধূমপান ধীরে ধীরে মেধাকে বিনষ্ট করে দেয়। যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। কারণ, তা চিন্তা শক্তিকে একেবারেই দুর্বল করে দেয়। এমনকি ধীরে ধীরে তার মধ্যে মেধাশূন্যতা দেখা

দেয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মাঝে একদা এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীর তুলনায় খুবই কম মেধা সম্পন্ন এবং কোন কিছু তাড়াতাড়ি বুঝতে অক্ষম।

ট. ধূমপানের মাধ্যমে হৃদয়, চোখ ও দাঁতকে ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়। অথচ অন্তর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। চোখ হচ্ছে জীবনের প্রতি একটি জানালা। দাঁত হচ্ছে মানুষের বিশেষ এক সৌন্দর্য। ধূমপানের কারণে হৃদয়ের শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চোখ দিয়ে এক ধরনের পানি বের হয়। চোখের পাতাগুলো জ্বলতে থাকে। কখনো কখনো চোখ ঝাপসা ও অন্ধ হয়ে যায়। দাঁতে পোকা ধরে। দাঁত হলুদবর্ণ হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ি জ্বলতে থাকে। জিহ্বা ও মুখে ঘা ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। চোঁট বিবর্ণ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ণ. ধূমপান ধূমপায়ীকে তার বাধ্য গোলাম বানিয়ে রাখে। নেশা ধরলেই উহার আয়োজন করতেই হবে। নতুবা সে অন্তরে এক ধরনের সন্ধীর্ণতা ও অস্থিরতা অনুভব করবে। পুরো দুনিয়াই তার নিকট অন্ধকার মনে হবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, একজনের গোলামীতেই শান্তি; অনেকের গোলামীতে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

(ইউসুফ: ৩৯)

অনেকগুলো প্রভু ভালো না কি এমন আল্লাহ যিনি একক পরাক্রমশালী।

ত. ধূমপায়ীর নিকট যে কোন ইবাদাত ভারী মনে হয়। বিশেষ করে রোযা। কারণ, সে রোযা থাকাবস্থায় আর ধূমপান করতে পারে না। গরম মৌসুমে তো দিন বড় হয়ে যায়। তখন তার অস্থিরতার আর কোন সীমা থাকে না। তেমনিভাবে হজ্জও তাকে বিশেষভাবে বিব্রত করে।

থ. এ ছাড়াও ধূমপানের কারণে অনেক ধরনের ক্যান্সার জন্ম নেয়। তন্মধ্যে ফুসফুস, গলা, চোঁট, খাদ্য নালী, শ্বাস নালী, জিহ্বা, মুখ, মূত্রথলি, কিডনী

ইত্যাদির ক্যান্সার অন্যতম।

এ ছাড়াও ধূমপানের সমস্যাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে পানাহারে রুচিহীনতা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মাথা ব্যথা, শ্রবণ শক্তিতে দুর্বলতা, হঠাৎ মৃত্যু, যক্ষ্মা, বদহজমী, পাকস্থলীতে ঘা, কলিজায় ছিদ্র ও সম্পূর্ণরূপে উহার বিনাশ, শারীরিক শীর্ণতা, বক্ষ ব্যাধি, অত্যধিক কফ ও কাশি, স্নায়ুর দুর্বলতা, চোহারার লাভণ্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধূমপান সংক্রান্ত আরো কিছু কথাঃ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৮৩ সনের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে সিগারেট কেনার পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় উহার দুই তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা অবশ্যই সম্ভবপর হবে।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় বছরে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৩ লাখ ৪৬ হাজার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। তেমনিভাবে চীনে ১ লাখ ৪০ হাজার, ব্রিটেনে ৫৫ হাজার, সুইডেনে আট হাজার এবং পুরো বিশ্বে ২৫ লাখ ব্যক্তি প্রতি বছর মৃত্যু বরণ করে।

চীনের সাঙ্গাহাই শহরের এক মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, সেখানকার ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত ৬৬০ জনের ৯০ ভাগই ধূমপায়ী।

আরেক রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় মৃত্যুর হার দুর্ঘটনা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের মৃত্যুর হারের চাইতেও অনেক বেশি।

৪৬ বছর ও ততোধিক বয়সের লোকদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।

ধূমপান হচ্ছে পদস্থলনের প্রথম কারণ।

কেউ দৈনিক ২০ টি সিগারেট পান করলে তার শরীরে শতকরা পনেরো

ভাগ হিমোগ্রোবিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

ধূমপানের অপকারিতায় ব্রিটেনে দৈনিক ৪৪ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে।

বিড়ি ও সিগারেটের শেষাংশ প্রথমাংশের তুলনায় আরো বেশি ক্ষতিকর।

লজ্জাজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, চতুষ্পদ জন্তুর সামনে তামাক রাখা হলে ওরা তা খেতে চায় না ; অথচ মানুষ খুব সহজভাবেই তা দৈনিক প্রচুর পরিমাণে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

ধূমপানের কাল্পনিক উপকার সমূহঃ

ধূমপায়ীরা নিজেদের দোষকে ঢাকা দেয়ার জন্য অধূমপায়ীদেরকে ধূমপানের কিছু কাল্পনিক উপকার বুঝাতে চায় যা নিম্নরূপঃ

ক. মনের অশান্তি দূর করার জন্যই ধূমপান করা হয়। তাদের এ কথা নিশ্চিতভাবেই জানা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরে শান্তির সঞ্চার হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

(রা'দ : ২৮)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলার স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়।

খ. ধূমপান কোন ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে সহযোগিতা করে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর উল্টো। বরং ধূমপান শ্বাসকষ্ট ও গলা শুকিয়ে যাওয়ার দরুন মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

গ. ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে সতেজ করে তোলে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং এরই প্রভাবে দ্রুত হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়।

১৪. ধূমপানে বন্ধু বাড়ে। এ কথা একাংশে ঠিক। তবে ধূমপানে ধূমপায়ী বন্ধু বাড়ে, ভালো বন্ধু নয়।

১৫. ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়। এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। বরং ধূমপানে ক্লান্তি আরো বেড়ে যায়। কারণ, ধূমপানে স্নায়ু দৌর্বল্য ও রক্ত চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে।

আবার কেউ কেউ তো অন্যের অনুকরণে ধূমপান করে থাকে। কাউকে ধূমপান করতে দেখে তার খুব ভালো লেগেছে তাই সেও ধূমপান করে। কিয়ামতের দিন তার এ অনুসরণ কোন কাজেই আসবে না।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ، قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ ، سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴾

(ইব্রাহীম : ২১)

অর্থাৎ সবাই আল্লাহু তা'আলার নিকট উপস্থিত হলে দুর্বলরা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহু তা'আলার শাস্তি থেকে এতটুকুও রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবেঃ আল্লাহু তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখালে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে তা দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই তাতে কিছুই আসে যায় না। এখন আমাদের জন্য আল্লাহু তা'আলার আযাব থেকে নিশ্কৃতি পাওয়ার আর কোন পথ নেই।

আবার কেউ কেউ তো দান্তিকতা দেখিয়ে বলেনঃ আমি বুঝে শুনেই ধূমপান করছি। এতে তোমাদের কি যায় আসে? এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে এখন থেকেই পরকালের পরিণতির কথা চিন্তা করা উচিত।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ، وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ،
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ،
وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾

(ইব্রাহীম : ১৫-১৭)

অর্থাৎ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থকাম হলো। পরিণামে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। অতি কষ্টেই তারা তা গলাধঃকরণ করবে; সহজে নয়। সর্বদিক থেকে মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে আসবে; অথচ সে মরবে না এবং এর পরেও তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

যেভাবে আপনি ধূমপান ছাড়বেনঃ

ধূমপানের উপরোক্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপকার জানার পর আশাতো আপনি এখনি ধূমপান থেকে তাওবা করতে প্রস্তুত। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাপার আপনাকে বিশেষ সহযোগিতা করবে যা নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহু তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে কঠিন প্রতিজ্ঞা তথা তাওবা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহু তা'আলার সহযোগিতা চেনে তাঁর কাছে বিশেষভাবে ফরিয়াদ করতে হবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

(নূর : ৩১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহু তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ،
 إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

(বাম্বল : ৬২)

অর্থাৎ তিনিই তো উত্তম যিনি আতের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তোমরা তো অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

খ. ধূমপানের অপকারগুলো দৈনিক নিজে ভাবুন এবং নিজ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও স্ত্রী-সন্তানদের সামনে এগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

গ. ধূমপায়ীদের সঙ্গ ছেড়ে দিন। অন্ততপক্ষে ধূমপানের মজলিস থেকে বহু দূরে এবং কল্যাণকর কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকুন।

ঘ. ধূমপানকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করুন এবং সর্বদা এ কথা ভাবুন যে, কেউ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন হারাম বস্তু পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদান হিসেবে তাকে এর চাইতে আরো উন্নত ও কল্যাণকর বস্তু দান করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কেউ কোন হারাম বস্তু পরিত্যাগ করলে তা সহজেই পরিত্যাগ করা সম্ভব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথম আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন যে, আপনি উক্ত হারাম বস্তু পরিত্যাগে কতটুকু সত্যবাদী। তখন আপনি এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারলে তা পরিশেষে সত্যিই মজায় রূপান্তরিত হবে।

ধূমপান পরিত্যাগ করলে প্রথমতঃ আপনার গভীর ঘুম নাও আসতে পারে। রক্তে ঘাটতি দেখা দিবে। দীর্ঘ সময় কোন কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে

পারবেন না। রাগ ও অস্থিরতা বেড়ে যাবে। নাড়ির সাধারণ গতি কমে যাবে। ব্রেইন কেমন যেন হালকা ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ধূমপানের জন্য অন্তর কিলবিল করতে থাকবে। তবে তা কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

ঙ. কখনো মনের ভেতর ধূমপানের ইচ্ছে জন্মালে সাথে সাথে মিস্‌ওয়াক করুন অথবা চুইঙ্গাম খেতে থাকুন।

চ. চা ও কপি খুব কমই পান করুন। বরং এরই পরিবর্তে সাধ্যমত ফল-মূলাদি খেতে চেষ্টা করুন।

ছ. প্রতিদিন নাস্তার পর এক গ্লাস লেবু বা আঙ্গুরের জুস পান করুন। তা হলে ধূমপানের চাহিদা একটু করে হলেও হ্রাস পাবে।

জ. যত্ন সহকারে নিয়মিত ফরয নামাযগুলো আদায় করুন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾

(‘আনকাবূত : ৪৫)

অর্থাৎ নামায কয়েম করো। কারণ, নামাযই তো তোমাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহু তা'আলার স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাই করছো আল্লাহু তা'আলা তা সবই জানেন।

ঝ. বেশি বেশি রোযা রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, তা মনোবলকে শক্তিশালী করায় ও কুপ্রবৃত্তি মোকাবিলায় বিশেষ সহযোগিতা করবে।

ঞ. বেশি বেশি কুর'আন তেলাওয়াত করুন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾

(ইসরা' / বানী ইসরাঈল : ৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ কুর'আন সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ، وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(ইউনুস : ৫৭)

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট উপদেশ, অন্তরের চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এসেছে।

চ. বেশি বেশি যিকির করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

(রা'দ : ২৮)

অর্থাৎ জেনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকির বা স্মরণেই মানব অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

ছ. সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কারণ, শয়তানই তো গুনাহ সমূহকে মানব সম্মুখে সুশোভিত করে দেখায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

(নাহল : ৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ'র কসম! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি ; কিন্তু শয়তান তাদের (অশোভনীয়) কর্মকাণ্ডকে তাদের নিকট সুশোভিত করে দেখিয়েছে। সুতরাং শয়তান তো আজ তাদের বন্ধু অভিভাবক

এবং তাদেরই জন্য (কিয়ামতের দিন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

(আ'রাফ : ২০০)

অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তা হলে তুমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করো। তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

জ. নেককার লোকদের সাথে চলুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾

(কাহফ : ২৮)

অর্থাৎ তুমি সর্বদা নিজকে ওদের সংস্রবেই রাখবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজ প্রভুকে ডাকে একমাত্র তাঁরই সম্ভটির উদ্দেশ্যে। কখনো তাদের থেকে নিজ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। তবে ওদের অনুসরণ কখনোই করো না যাদের অন্তর আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে নিজ কর্মকাণ্ডে সীমাতিক্রম করে।

একবার দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, নিরাশ হওয়া কাফিরের পরিচয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾

(ইউসুফ : ৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহুমত থেকে তোমরা কখনো নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই তো আল্লাহ তা'আলার রহুমত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

আপনি দ্রুত ধূমপান ছাড়তে না পারলেও অন্ততপক্ষে তা কমাতে চেষ্টা করুন এবং তা প্রকাশ্য পান করবেন না তা হলে কোন এক দিন আপনি তা সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারবেন।

২২. জুয়া:

জুয়া বলতে সে সকল খেলাকে বুঝানো হয় যাতে বাজি কিংবা হারজিতের প্রশ্ন রয়েছে। জুয়া যে ধরনেরই হোক না কেন তা হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأُزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ، فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

(মা'যিদাহ : ৯০-৯১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহু তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উক্ত আয়াতে জুয়াকে শিরকের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহু তা'আলার স্মরণ ও

নামায থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে জুয়ার ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

জুয়ার অনেকগুলো নতুন-পুরাতন ধরন রয়েছে যা হাতেগুনে উল্লেখ করা সত্যিই কষ্টকর। সময়ের পরিবর্তনে আরো যে কতো ধরনের জুয়ার পথ আবিষ্কৃত হবে তা আল্লাহু তা'আলাই ভালো জানেন। তবুও নিম্নে জুয়ার কয়েকটি ধরনের কথা উল্লেখ করা হলো:

ক. লটারি বা ভাগ্যপরীক্ষা। অর্থের বিনিময়ে কোন সংস্থা বা সংগঠনের প্রাইজ বণ্ড খরিদ করে বেশি, সমপরিমাণ কিংবা কম মূল্যের পুরস্কার পাওয়া অথবা একেবারেই কিছু না পাওয়া। এ পন্থা একেবারেই হারাম। চাই উক্ত লটারির অর্থ জনকল্যাণেই ব্যবহার হোক না কেন। কারণ, পরকালের সাওয়াব তো শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন পন্থায় অর্জন করা যায় না।

খ. জাহিলী যুগে দশজন লোক একত্রে মিলে একটি উট খরিদ করতো। প্রত্যেকেই সমানভাবে উট কেনার পয়সা পরিশোধ করতো। কিন্তু জবাইয়ের পর তারা লটারির মাধ্যমে শুধু সাত ভাগই নির্ধারণ করে নিতো। আর বাকি তিনজনকে কিছুই দেয়া হতো না। এটি হচ্ছে জুয়ার প্রাচীন রূপ।

গ. কার্ডের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে জুয়া খেলা তো বর্তমান সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ। যা ছোট-বড় কারোর অজানা নয়। শুধু এরই মাধ্যমে মানুষের কতো টাকা যে আজ পর্যন্ত বেহাত হয়েছে বা হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ঘ. এমন কোন পণ্য খরিদ করা যার মধ্যে অজানা কিছু পুরস্কার রয়েছে। কখনো পাওয়া যায় আবার কখনো কিছুই পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে পণ্য খরিদের সময় দোকানদাররা গ্রাহকদের মাঝে কিছু নান্যার বিতরণ করে থাকে।

যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে লটারির মাধ্যমে অথবা লটারি ছাড়াই পুরস্কার ঘোষণা দেয়া হয়। তাতে কেউ পায় আবার অনেকেই কিছুই পায় না।

৬. সকল ধরনের বীমা কার্যকলাপও জুয়ার অন্তর্গত। জীবন বীমা, গাড়ি বীমা, বাড়ি বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বীমা, বিশেষ কোন পণ্যের বীমা, সাধারণ বীমা ইত্যাদি। এমনকি বর্তমানে গায়ক-গায়িকারা কণ্ঠস্বর বীমাও করে থাকে। বীমাগুলোতে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ সরুপ টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা জমা রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন হলেই ক্ষতি সমপরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। নতুবা নয়। ক্ষতিপূরণ জমা দেয়া টাকা থেকে কম, উহার সমপরিমাণ অথবা তা থেকে অনেকগুণ বেশিও হলে থাকে।

৮. জায়িয় খেলাধুলা সমূহ খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে পুরস্কার সম্বলিত হলে তাও জুয়ার অন্তর্গত। কিন্তু পুরস্কারটি তৃতীয় পক্ষ থেকে হলে তা অবশ্য জায়িয়। তবে শরীয়তের কোন ফায়েদা রয়েছে এমন সকল খেলাধুলা পুরস্কার সম্বলিত হলেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর ইসলাম বিরোধী খেলাধুলা তো কোনভাবেই জায়িয় নয়। চাই তাতে পুরস্কার থাকুক বা নাই থাকুক।

২৩. চুরি :

চুরি এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটায়।

অভিধানের পরিভাষায় চুরি বলতে কারোর কোন জিনিস সুকৌশলে লুকায়িতভাবে নিয়ে নেওয়াকে বুঝানো হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় চুরি বলতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত কারোর কোন মূল্যবান সম্পদ লুকায়িতভাবে নিয়ে নেওয়াকে বুঝানো হয় যা নিজের বলে তার কোন সন্দেহ নেই।

চুরি তো চুরিই। তবে তুচ্ছ কোন জিনিস চুরি করা যা অন্যের কাছে চাইলে এমনিতেই পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম চুরি। এ জাতীয় চোরকে রাসূল ﷺ বিশেষভাবে লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ ، وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ
(বুখারী, হাদীস ৬৭৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন এমন চোরকে যার হাত খানা কাটা গেলো একটি লোহার টুপি অথবা এক খানা রশি চুরির জন্য।

এর চাইতেও আরো নিকৃষ্ট চুরি হচ্ছে হজ্জ কিংবা 'উমরাহ পালনকারীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বা পথখরচা চুরি করা। তাতে পবিত্র ভূমির সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলার মেহমানদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। রাসূল সঃ সূর্য গ্রহণ কালীন নামায পড়ার সময় তাঁর সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থাপিত করা হলে তিনি তাতে এ জাতীয় একজন চোর দেখতে পান। তিনি বলেনঃ

وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمَحْجَنِ يَجْرُ قَصْبُهُ فِي النَّارِ ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمَحْجَنِهِ ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ : إِيْمًا تَعَلَّقَ بِمَحْجَنِي ، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ
(মুসলিম, হাদীস ৯০৪)

অর্থাৎ এমনকি আমি জাহান্নামে সে মাথা বাঁকানো লাঠি ওয়ালাকে দেখতে পেলাম যে নিজ নাড়িভুঁড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। সে নিজ লাঠিটি দিয়ে হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করতো। ধরা পড়ে গেলে সে বলতোঃ এটা তো আমার আঁটায়ে এমনিতেই লেগে গেলো। আর কেউ টের না পেলে সে জিনিসটি নিয়ে চলে যেতো। চোর চুরি করার সময় ঈমানদার থাকে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،
وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَلَا يَنْتَهَبُ ثَغْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ
فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০ মুসলিম, হাদীস ৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০০৭)

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে লুট করে তখনও সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়।

চোরের শাস্তিঃ

কারোর ব্যাপারে তার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অথবা গ্রহণযোগ্য যে কোন দু' জন সাক্ষীর মাধ্যমে চৌর্যবৃত্তি প্রমাণিত হয়ে গেলে অথচ চোরা বস্তুটি যথাযোগ্য হিফায়তে ছিলো এবং বস্তুটি তার মালিকানাধীন হওয়ার ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিলো না এমনকি বস্তুটি সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ অথবা সোনে তিন গ্রাম রূপা সমমূল্য কিংবা এর চাইতেও বেশি ছিলো তখন তার ডান হাত কজি পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে, আবার চুরি করলে তার বাম পা, আবার চুরি করলে তার বাম হাত এবং আবার চুরি করলে তার ডান পা কেটে ফেলা হবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(মায়িদাহ : ৩৮)

অর্থাৎ তোমরা চোর ও চুনির (ডান) হাত কেটে দিবে তাদের কৃতকর্মের (চৌর্যবৃত্তি) দরুন আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি সরূপ। বস্তুত আল্লাহু

তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান মহান প্রজ্ঞাময়।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮৯, ৩৭৯০, ৩৭৯১ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৪ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৫ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৩৪)

অর্থাৎ সিকি দিনার তথা এক গ্রাম থেকে একটু বেশি স্বর্ণ (অথবা উহার সমমূল্য) এবং এর চাইতে বেশি চুরি করলেই কোন চোরের হাত কাটা হয়। নতুবা নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৯৫, ৩৭৯৬, ৩৭৯৭, ৩৭৯৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৬ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৫, ৪৩৮৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৩৩)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জনৈক চোরের হাত কাটলেন একটি ঢাল চুরির জন্য যার মূল্য ছিলো তিন দিরহাম তথা প্রায় নয় গ্রাম রূপা কিংবা উহার সমমূল্য।

কারোর চুরির ব্যাপারটি যদি বিচারকের নিকট না পৌঁছায় এবং সে এতে অভ্যস্তও নয় এমনকি সে উক্ত কাজ থেকে অতিসত্বর তাওবা করে নেক আমলে মনোনিবেশ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। এমতাবস্থায় তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট না পৌঁছানোই উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(মায়িদাহ : ৩৮)

অর্থাৎ অনন্তর যে ব্যক্তি যুলুম তথা চুরি করার পর (আল্লাহু তা'আলার নিকট) তাওবা করে এবং নিজ আমলকে সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহু তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা পরম ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু।

আর যদি কোন ব্যক্তি চুরিতে অভ্যস্ত হয় এবং সে চুরিতে কারোর হাতে ধরাও পড়েছে তখন তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট অবশ্যই জানাবে। যাতে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে অপকর্মটি ছেড়ে দেয়।

কারোর নিকট কোন কিছু আমানত রাখার পর সে তা আত্মসাৎ করলে এবং কেউ কারোর কোন সম্পদ লুট অথবা ছিনতাই করে ধরা পড়লে চোর হিসেবে তার হাত খানা কাটা হবে না। পকেটমারের বিধানও তাই। তবে তারা কখনোই শাস্তি পাওয়া থেকে একেবারেই ছাড় পাবে না। এদের বিধান হত্যাকারীর বিধানাধীন উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯১, ৪৩৯২, ৪৩৯৩ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪০, ২৬৪১ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৫০২ নাসায়ী ৮/৮৮ আহমাদ ৩/৩৮০)

অর্থাৎ আমানত আত্মসাৎকারী, লুটেরা এবং ছিনতাইকারীর হাতও কাটা হবে না।

কেউ কারোর কোন ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেয়ে ধরা পড়লে তার হাতও কাটা হবে না। এমনকি তাকে কোন কিছুই দিতে হবে না। আর যদি সে কিছু সাথে নিয়ে যায় তখন তাকে জরিমানাও দিতে হবে এবং যথাচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যদি গাছ থেকে ফল পেড়ে নির্দিষ্ট কোথাও শুকাতে দেয়া হয় এবং সেখান থেকেই কেউ চুরি করলো তখন তা হাত কাটার সমপরিমাণ হলে তার হাতও কেটে দেয়া হবে।

হযরত রা'ফি' বিনু খাদীজ ও হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৮৮ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪২, ২৬৪৩ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৫০৫ নাসায়ী ৮/৮৮ আহমাদ ৩/৪৬৩)

অর্থাৎ কেউ কারোর ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলে অথবা কারোর খেজুর গাছের মাথি-মজ্জা খেয়ে ফেললে তার হাতও কাটা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'আমর বিনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ কে গাছের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

مَنْ أَصَابَ فِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ حَبْنَةٍ ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْذِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنُ ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَ مَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪৫ নাসায়ী ৮/৮৫ হাকিম ৪/৩৮০)

অর্থাৎ কেউ প্রয়োজনের খাতিরে সাথে কিছু না নিয়ে (কারোর কোন ফলগাছের ফল) শুধু খেলে তাকে এর জরিমানা স্বরূপ কিছুই দিতে হবে না। আর যে শুধু খায়নি বরং সাথে কিছু নিয়ে গেলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যে ফল শুকানোর জায়গা থেকে চুরি করলো এবং তা ছিলো একটি ঢালের সমমূল্য তখন তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে। আর যে এর কম চুরি করলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কেউ কারোর কাছ থেকে কোন কিছু ধার নিয়ে তা অস্বীকার করলে এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হলে এমনকি বস্তুটি হাত কাটার সমপরিমাণ হলে তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقَطَّعَ يَدُهَا
(মুসলিম, হাদীস ১৬৮৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৭৪, ৪৩৯৫, ৪৩৯৬, ৪৩৯৭)

অর্থাৎ জনৈকা মাখজুমী মহিলা মানুষ থেকে আসবাবপত্র ধার নিয়ে তা অস্বীকার করতো তাই নবী ﷺ তার হাত খানা কাটতে আদেশ করলেন।

তবে কোন কোন বর্ণনায় তার চুরির কথাও উল্লেখ করা হয়।

কেউ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন কিছু চুরি করলে এবং তা হাত কাটা সমপরিমাণ হলে তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে।

হযরত স্বাফওয়ান বিনু উমাইয়াহু (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ، عَلَيَّ خِمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ
فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَّعَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৯৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯
আহমাদ ৬/৪৬৬ হাকিম ৪/৩৮০ ইবনুল জারুদ, হাদীস ৮২৮)

অর্থাৎ আমি একদা মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিলো ত্রিশ দিরহামের। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি এসে চাদরটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিলো। লোকটিকে ধরে রাসূল ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত খানা কেটে ফেলতে বলেন।

অনেকেই রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় সম্পদ চুরি করতে একটুও দ্বিধা করে না। তাদের ধারণা, সবাই তো করে যাচ্ছে তাই আমিও করলাম। এতে অসুবিধে কোথায়? মূলত এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, জাতীয় সম্পদ বলতে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সম্পদকেই বুঝানো হয়। সুতরাং এর সাথে বহু লোকের

অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষভাবে তাতে রয়েছে গরিব, দুঃখী, ইয়াতীম, অনাথ ও বিধবাদের অধিকার। তাই ব্যক্তি সম্পদের তুলনায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এর চুরিও খুবই মারাত্মক।

আবার কেউ কেউ কোন কাফিরের সম্পদ চুরি করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। তাদের ধারণা, কাফিরের সম্পদ আত্মসাৎ করা একেবারেই জায়য। মূলত এরূপ ধারণাও সম্পূর্ণটাই ভুল। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সকল কাফিরের সম্পদই হালাল যাদের সঙ্গে এখনো মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান। মুসলিম এলাকায় বসবাসরত কাফির ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির এদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেউ কেউ তো আবার অন্যের ঘরে মেহমান হয়ে তার আসবাবপত্র চুরি করে। কেউ কেউ আবার ঠিক এরই উল্টো। সে তার মেহমানের টাকাকড়ি বা আসবাবপত্র চুরি করে। এ সবই নিকুষ্ট চুরি।

আবার কোন কোন পুরুষ বা মহিলা তো এমন যে, সে কোন না কোন দোকানে ঢুকলো পণ্য খরিদের জন্য গাহক বেশে অথচ বের হলো চোর হয়ে।

কেউ শয়তানের ধোঁকায় চুরি করে ফেললে তাকে অবশ্যই আল্লাহু তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে চুরিত বস্তুটি উহার মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। চাই সে তা প্রকাশ্যে দিক অথবা অপ্রকাশ্যে। সরাসরি দিক অথবা কোন মাধ্যম ধরে। যদি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উহার মালিক বা তার ওয়ারিশকে পাওয়া না যায় তা হলে সে যেন বস্তুটি অথবা বস্তুটির সমপরিমাণ টাকা মালিকের নামে সাদাকা করে দেয়। যার সাওয়াব মালিকই পাবে। সে নয়।

২৪. সন্ধান, অপহরণ, দস্যুতা ও লুণ্ঠনঃ

সন্ধান, দস্যুতা, ছিনতাই, লুণ্ঠন, অপহরণ, ধর্ষণ ও স্ত্রীলতাহানি কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। চাই সেগুলোর পাশাপাশি কাউকে হত্যা করা হোক অথবা নাই হোক। কারণ, তারা যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী। তবে সেগুলোর

পাশাপাশি কাউকে হত্যা করা হলে অবশ্যই হত্যাকারীদেরকে হত্যা করতে হবে। আর সেগুলোর পাশাপাশি কাউকে হত্যা করা না হলে সে অঘটনগুলো সম্পাদনকারীদেরকে চারটি শাস্তির যে কোন একটি শাস্তি দিতে হবে। হত্যা করতে হবে অথবা ফাঁসী দিতে হবে অথবা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলতে হবে অথবা অন্য এলাকার জেলে বন্দী করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তারা খাঁটি তাওবা করে নেয়। এমনকি তারা শুধুমাত্র একজনকেই হত্যা করার ব্যাপারে কয়েকজন অংশ গ্রহণ করলেও তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। যদি তারা সরাসরি উক্ত হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

(মা'যিদাহ : ৩৩)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধ কিংবা প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে অথবা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বিধি-বিধানের উপর হঠকারিতা দেখায় এবং (হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অপহরণ ও ছিনতাইয়ের মাধ্যমে) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ও ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ফাঁসী দেয়া হবে অথবা এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা অন্য এলাকার জেলে বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না তারা খাঁটি তাওবা করে নেয়। এ হচ্ছে তাদের জন্য ইহলোকের ভীষণ অপমান এবং পরকালেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যদি তারা স্বেচ্ছায় তাওবা করে নেয় তাহলে জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।

তবে মানুষের হাত অধিকার তাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُتِلَ غُلَامٌ غِيْلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ اشْتَرَكْتُ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ

(বুখারী, হাদীস ৬৮৯৬)

অর্থাৎ জনৈক যুবককে চুপিসারে হত্যা করা হলে হযরত 'উমর রা বললেনঃ পুরো সান্'আবাসীরাও (বর্তমানে ইয়েমেনের রাজধানী) যদি উক্ত যুবককে হত্যা করায় অংশ গ্রহণ করতো তা হলে আমি তাদের সকলকেই ওর পরিবর্তে হত্যা করতাম। তাদেরকে আমি কখনোই এমনিতেই ছেড়ে দিতাম না।

২৫. মিথ্যা কসমঃ

মিথ্যা কসম খাওয়াও একটি কবীরা গুনাহ। চাই তা কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্যই হোক অথবা কারোর কোন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার জন্যই হোক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

الْكِبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ ، وَ اليمينُ الْغَمُوسُ

(বুখারী, হাদীস ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০)

অর্থাৎ কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রেতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু যর গিফারী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةً لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল ﷺ কথাগুলো তিন বার বলেছেন। হযরত আবু যর বলেনঃ তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ'র রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেনঃ টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়েই খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لَيَقْتَطَعَ مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

(বুখারী, হাদীস ২৩৫৬, ২৩৫৭, ২৪১৬, ২৪১৭, ২৫১৫, ২৫১৬, ২৬৬৬, ২৬৬৭, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৬, ২৬৭৭)

অর্থাৎ কেউ কারোর সম্পদ অবৈধভাবে আহরণের জন্য মিথ্যা কসম খেলে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে এমনতাবস্থায় সাক্ষাৎ দিবে যে, তিনি (আল্লাহ) তার উপর খুবই রাগান্বিত।

হযরত আবু উমামাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ،
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَ اِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : وَ اِنْ قَضِيًّا مِنْ اَرَاكَ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৭)

অর্থাৎ কেউ (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক (সাহাবী) বলেনঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! যদিও সামান্য কোন কিছু হোক না কেন। রাসূল ﷺ বলেনঃ যদিও “আরাক” গাছের ডাল সমপরিমাণ হোক না কেন। যা মিসওয়াকের গাছ।

২৬. চাঁদাবাজিঃ

চাঁদাবাজি আরেকটি মারাত্মক অপরাধ। কোন প্রভাবশালী চক্র কর্তৃক জোর পূর্বক কাউকে কোথাও নিজ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য অথবা নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা দিতে বাধ্য করাকে সাধারণত চাঁদাবাজি বলা হয়। দস্যুতার সাথে এর খুবই মিল। চাঁদা উত্তোলনকারী, চাঁদা লেখক ও চাঁদা গ্রহণকারী সবাই উক্ত গুনাহ'র সমান অংশীদার। এরা যালিমের সহযোগী অথবা সরাসরি যালিম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اِئِمَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَ يَتَعَوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ،
اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾

(শূরা' : ৪২)

অর্থাৎ শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই (শাস্তির) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ আচরণ করে বেড়ায়। বস্তুতঃ এদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

(হুদ : ১১৩)

অর্থাৎ তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না তথা তাদেরকে যুলুমের সহযোগিতা করো না। অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর তখন আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাদের সহায় হবে না। অতএব তখন তোমাদেরকে কোন সাহায্যই করা হবে না।

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

اَتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭৮)

অর্থাৎ কারোর উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, এ অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার রূপেই দেখা দিবে।

২৭. যুলুম, অত্যাচার ও কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণঃ

কারোর জন্য অন্যের উপর যে কোনভাবে যুলুম, অত্যাচার অথবা অন্যায় মূলক আক্রমণ হারাম ও কবীরা গুনাহ। কাউকে মারা, হত্যা করা, আহত করা, গালি দেয়া, অভিসম্পাত করা, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, দুর্বলের উপর হাত উঠানো চাই সে হোক নিজের কাজের ছেলে কিংবা নিজের কাজের মেয়ে অথবা নিজ স্ত্রী-সন্তান ; তেমনিভাবে জোর করে কারোর কোন অধিকার হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি যুলুমেরই অন্তর্গত।

যুলুম পারস্পরিক বন্ধুত্ব বিনষ্ট করে। আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি

করে। মানুষের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় এবং এরই কারণে ধনী ও গরীবের মাঝে ধীরে ধীরে ঘৃণা ও শত্রুতা জেগে উঠে। তখন উভয় পক্ষই দুনিয়ার বুকে অশান্তি নিয়েই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। যা তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ، بِئْسَ الشَّرَابُ ، وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

(কাহফ : ২৯)

অর্থাৎ আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি। যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দিবে। এটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং সে জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾

(সু'আরা' : ২২৭)

অর্থাৎ অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল!

হযরত আবু যর গিফারী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭৭)

অর্থাৎ হে আমার বান্দাহারা! নিশ্চয়ই আমি আমার উপর যুলুম হারাম করে দিয়েছি অতএব তোমাদের উপরও তা হারাম। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না।

কেউ কেউ কোন যালিমকে অনায়াসে মানুষের উপর যুলুম করতে দেখলে এ কথা ভাবে যে, হয়তো বা সে ছাড় পেয়ে গেলো। তাকে আর কোন শাস্তিই দেয়া হবে না। না, ব্যাপারটা কখনোই এমন হতে পারে না। বরং আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিনের কঠিন শাস্তির অপেক্ষায় রেখেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ ، لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ، وَانْقَدُوا لَهُمْ هَوَاءٌ﴾

(ইব্রাহীম : ৪২-৪৩)

অর্থাৎ তুমি কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে যাচ্ছে আল্লাহু তা'আলা সে ব্যাপারে গাফিল। বরং তিনি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। যে দিন সবার চক্ষু হবে স্থির বিষ্ফারিত। সে দিন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছুটোছুটি করবে। তাদের চক্ষু এতটুকুর জন্যও নিজের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে একেবারেই আশা শূন্য।

কারোর মধ্যে বিনয় ও নম্রতা না থাকলেই সে কারোর উপর উদ্যত ও আক্রমণাত্মক হতে পারে। এ কারণেই আল্লাহু তা'আলা সকলকে বিনয়ী ও নম্র হতে আদেশ করেন।

হযরত 'ইয়ায বিন্ 'হিমার মুজাশিশী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা খুৎবা দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৬৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা এ মর্মে আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা নম্র ও বিনয়ী হও ; যাতে করে একের অন্যের উপর গর্ব করার পরিস্থিতি সৃষ্টি

না হয় এবং একের অন্যের উপর অত্যাচার বা আক্রমণাত্মক আচরণ করার সুযোগ না আসে।

হযরত আবু মাস্‌উদ্‌ আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا : اعْلَمْ ، أبا مَسْعُود ! لِلَّهِ
 أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !
 هُوَ خَرُّ لَوَجْهِهِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ

(মুসলিম, হাদীস ১৬৫৯)

অর্থাৎ আমি আমার একটি গোলামকে মারছিলাম এমতাবস্থায় পেছন থেকে শুনতে পেলাম, কে যেন আমাকে বড় আওয়াজে বলছেঃ শুনো, হে আবু মাস্‌উদ্‌! তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতাশীল তার চাইতেও অনেক বেশি ক্ষমতাশীল আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর। অতঃপর আমি (পেছনে) তাকিয়ে দেখি, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রাসূল সঃ। অতএব আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল সঃ! একে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য স্বাধীন করে দিলাম। তখন রাসূল সঃ বললেনঃ তুমি যদি এমন না করত তা হলে তোমাকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করতো অথবা পুড়িয়ে দিতো।

হযরত হিশাম বিন্‌ হাকীম রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

(মুসলিম, হাদীস ২৬১৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে (অন্যায়ভাবে) শাস্তি দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী ও কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই।

হযরত আবু বাক্রাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذْخِرُ لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০২ তিরমিযী, হাদীস ২৫১১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২৮৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৫৫, ৪৫৬ বাযযার, হাদীস ৩৩৯৩ আহমাদ, হাদীস ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪)

অর্থাৎ দু'টি গুনাহ ছাড়া এমন কোন গুনাহ নেই যে গুনাহগারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিত ; উপরন্তু তার জন্য আখিরাতে শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার তথা কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্কারী।

২৮. হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপনঃ

হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন।

বর্তমান যুগের দর্শন তো খাও, দাও, ফুটি করো। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য সকলেই উঠে-পড়ে লাগছে। সবার মধ্যে শুধু সম্পদ সঞ্চয়েরই নেশা। চাই তা চুরি করে হোক অথবা ডাকাতি। সুদ-ঘুষ খেয়ে হোক অথবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে। কোন অবৈধ বস্তুর ব্যবসা করে হোক অথবা সমকাম, ব্যতিচার, গান-বাদ্য, অভিনয়, যাদু ও গণন বিদ্যা চর্চা করে। জাতীয় বা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদ লুট করেই হোক অথবা কাউকে বিপদে ফেলে। শরীয়তে এ জাতীয় দর্শনের কোন স্থান নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، وَ تَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৮৮)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে গ্রাস করো না এবং তা ঘুষরূপে বিচারকদেরকেও দিও না জেনেশুনে মানুষের কিছু ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾

(নিসা' : ২৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে গ্রাস করো না। তবে যদি তা পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে হয় থাকে তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

হারামখোরের দো'আ আল্লাহু তা'আলা কখনো কবুল করেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ!؟

(মুসলিম, হাদীস ১০১৫)

অর্থাৎ অতঃপর রাসূল সঃ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত, মাথার চুল যার এলোমেলো ধূলেধূসরিত সে নিজ উভয় হাত আকাশের দিকে সম্প্রসারিত করে বলছে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম তথা তার পুরো জীবনোপকরণই হারামের উপর নির্ভরশীল। অতএব তার দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?!

উক্ত হাদীস থেকে হারাম ভক্ষণের ভয়াবহতা সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। কারণ, আল্লাহু তা'আলা মুসাফিরের দো'আ ফেরৎ দেন না অথচ এখানে তার

দো'আ কবুলই করা হচ্ছে না। আর তা এ কারণেই যে, তার জীবন পুরোটাই হারামের উপর নির্ভরশীল।

হারামখোর পরকালে একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জান্নাতের নয়।
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلْ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُخْتٍ فَالْثَّارُ أَوْلَى بِهِ

(তাবারানী/কবীর ১৯/১৩৬ সা'হীহুল জামি', হাদীস ৪৪৯৫)

অর্থাৎ যে শরীর হারাম দিয়ে গড়া তা একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত।

২৯. আত্মহত্যাঃ

আত্মহত্যা একটি মহাপাপ। যেভাবেই সে আত্মহত্যা করুক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

(নিসা' : ২৯)

অর্থাৎ এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

হযরত জুন্দাব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كَانَ بَرَجْلٍ جَرَّاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي نَفْسَهُ، حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬৪)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি গুরুতর আহত হলে সে তার ক্ষতগুলোর যত্নগা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দাহু স্বীয় জান কবয়ের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করেছে অতএব আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।

হযরত সাবিত্ বিন্ যাহুহাক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬৩, ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫২ মুসলিম, হাদীস ১১০)
অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করলো আল্লাহ তাকে জাহান্নামে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি দিবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

(বুখারী, হাদীস ৫৭৭৮ মুসলিম, হাদীস ১০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন লোহা বা লোহা জাতীয় বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করলো সে লোহা বা লোহা জাতীয় বস্তুটি তার হাতেই থাকবে। তা দিয়ে সে জাহান্নামের আগুনে নিজ পেটে আঘাত করবে এবং তাতে সে চিরকাল থাকবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামের আগুনে বিষ পান করতেই থাকবে এবং তাতে সে চিরকাল থাকবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামের আগুনে লাফাতেই থাকবে এবং তাতে সে চিরকাল থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ ، وَ الَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ১৩৬৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবেই করতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি নিজকে বর্শা অথবা অন্য কোন কিছু দিয়ে

আঘাত করে আত্মহত্যা করলো সেও জাহান্নামে গিয়ে এভাবেই করতে থাকবে।

আত্মহত্যা জাহান্নামে যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ। রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূল সঃ এর সাথে 'হুনাইন্ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। পথমধ্যে রাসূল সঃ জনৈক মুসলমান সম্পর্কে বললেনঃ এ ব্যক্তি জাহান্নামী। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো তখন লোকটি এক ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং সে তাতে প্রচুর ক্ষত-বিক্ষত হলো। জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যার সম্পর্কে আপনি ইতিপূর্বে বললেনঃ সে জাহান্নামী সে তো আজ এক ভয়ানক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করলো। তখন রাসূল সঃ আবাবো বললেনঃ সে জাহান্নামী। তখন মুসলমানদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সন্দিহান হলো। এমতাবস্থায় সংবাদ এলোঃ সে মরেনি ; সে এখনো জীবিত। তবে তার দেহে অনেকগুলো মারাত্মক ক্ষত রয়েছে। যখন রাত হলো তখন লোকটি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। এ ব্যাপারে রাসূল সঃ কে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ সুমহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল রাঃ কে এ মর্মে ঘোষণা দিতে বললেন যে,

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

(মুসলিম, হাদীস ১১১১)

অর্থাৎ একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো কোন কোন গুনাহ্‌গার ব্যক্তির মাধ্যমেও ইসলামকে শক্তিশালী করে থাকেন।

৩০. অবিচারঃ

কোর'আন ও হাদীসের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও তা যথাস্থানে প্রয়োগ করার যথেষ্ট

প্রজ্ঞা ছাড়া বিচারকার্য পরিচালনা করা অথবা কোন ব্যাপারে সত্য উদ্ভাসিত হলে যাওয়ার পরও তা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অন্যায়মূলক বিচার করা একটি মারাত্মক অপরাধ।

হযরত বুরাইদাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ
 الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَ اِثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ ؛
 فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ ؛ فَهُوَ فِي
 النَّارِ ، وَ رَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৭৩ তিরমিযী, হাদীস ১৩২২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪৪)

অর্থাৎ বিচারক তিন প্রকারের। তন্মধ্যে একজন জান্নাতী আর অপর দু'জন জাহান্নামী। যিনি জান্নাতী তিনি হচ্ছেন এমন বিচারক যে সত্য উদ্ঘাটন করে উহার আলোকেই বিচার করেন। আরেকজন এমন যে, তিনি সত্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন ঠিকই তবে তিনি তা সূক্ষ্মভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়ে অন্যায় ও অত্যাচারমূলক বিচার করে থাকেন। এমন বিচারক জাহান্নামী। আরেকজন এমন যে, তিনি অজ্ঞতা ও মূর্খতাকেই পুঁজি করে বিচার করে থাকেন। অতএব তিনিও জাহান্নামী।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিনু আবু আওফা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجْرُ ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَ لَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের সহযোগিতায়ই থাকেন যতক্ষণ না সে বিচারে কারোর উপর যুলুম করে। তবে যখন সে বিচারে কারোর উপর যুলুম করে বসে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সহযোগিতা উঠিয়ে নেন এবং শয়তান তাকে আঁকড়ে ধরে।

বিচার সংক্রান্ত কিছু কথাঃ

বিচার করার সময় উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ কথা মনোযোগ সহকারে শুনে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে হয়।

হযরত 'আলী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক হিসেবে পাঠাচ্ছেন ; অথচ আমি অল্প বয়সের একজন যুবক এবং বিচার কার্য সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। তখন রাসূল সঃ বললেনঃ

إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُبَيِّنُ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ ؛ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ ؛ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ، قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكَتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৩৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করবেন। যখন তোমার সামনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হবে তখন তুমি দ্রুত বিচার করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষ থেকে তাদের কথা শুনো যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরত 'আলী রাঃ বলেনঃ তখন থেকেই আমি বিচারক অথবা তিনি বললেনঃ অতঃপর আমি আর বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই কোন সন্দেহের রোগে ভুগিনি।

বিচারকের নিকট যে কোন ব্যক্তির অভিযোগ পৌঁছানো যেন কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় উহার প্রতি বিচারককে অবশ্যই যত্নবান হতে হবেঃ

হযরত 'আমর বিন মুররাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ ؛ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ
أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكِنَتِهِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩২)

অর্থাৎ কোন সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রপতি অথবা বিচারকের
নিকট তার অভিযোগ উপস্থাপন করতে বাধাগ্রস্ত হলে সেও আল্লাহ তা'আলার
নিকট নিজ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে বাধাগ্রস্ত হবে।

বিচারক বিচারের সময় কোন ব্যাপারেই রাগান্বিত হতে পারবেন নাঃ

হযরত আবু বাক্রাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল স ইরশাদ
করেনঃ

لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮৯ ইবনু
মাজাহ, হাদীস ২৩৪৫)

অর্থাৎ কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু' পক্ষের মাঝে বিচার না করে।

**ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে আল্লাহ'র রাসূল স লানত
করেন।**

হযরত আবু হুরাইরাহু ও হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'আমর বিনু 'আস রা
থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৬, ১৩৩৭ আবু দাউদ, হাদীস
৩৫৮০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪২)

অর্থাৎ রাসূল স লানত করেন বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা
উভয়কেই।

বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব একমাত্র বাদীর উপর এবং কসম হচ্ছে বিবাদীর উপরঃ

হযরত শু'আইব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী সঃ একদা তাঁর খুৎবায় বলেনঃ

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
(তিরমিযী, হাদীস ১৩৪১)

অর্থাৎ বাদীর উপর সাক্ষী-প্রমাণ এবং বিবাদীর উপর কসম।

কেউ কারোর কাছ থেকে কোন ব্যাপারে কসম গ্রহণ করতে চাইলে সে ব্যক্তি কসমের শব্দ থেকে যাই বুঝবে উহার ভিত্তিতেই কসমের সত্যতা কিংবা অসত্যতা নিরূপিত হবে। কসমকারীর নিয়তের ভিত্তিতে নয়। তবে যদি কসম গ্রহণকারী যালিম হয়ে থাকে এবং কসমকারীর কথার ভিত্তিতেই সে ব্যক্তি যুলুম করার সুযোগ পাবে তখন কসমকারীর নিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২১৫০, ২১৫১)

অর্থাৎ তোমার কসম কসম গ্রহণকারী সত্য বললেই সত্য বলে বিবেচিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কসমের সত্যতা কিংবা অসত্যতা কসম গ্রহণকারীর নিয়তের উপরই নির্ভরশীল।

যাদের সাক্ষ্য গহণযোগ্য নয়ঃ

আত্মসাৎকারী পুরুষ ও মহিলার সাক্ষ্য, কারোর বিপক্ষে তার শত্রুর সাক্ষ্য,

ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাক্ষ্য, কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারার দরুন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের কাজের লোকের সাক্ষ্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ লোকের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ ، وَ ذِي الْعَمْرِ عَلَى أَخِيهِ ، وَ رَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَ فِي رِوَايَةٍ : وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ زَانٍ وَ لَا زَانِيَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০০, ৩৬০১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৯৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আত্মসাৎকারী পুরুষ ও মহিলার সাক্ষ্য এবং কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপক্ষে তার শত্রুর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। তেমনিভাবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কোন পরিবারের পক্ষে তাদের কাজের লোকের সাক্ষ্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাক্ষ্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৯৬)

অর্থাৎ কোন মরুবাসীর সাক্ষ্য শহুরে ব্যক্তির বিপক্ষে বৈধ নয়। কারণ, মরুবাসী শরীয়তের বিধি-বিধান না জানার দরুন সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।

বিচারের ক্ষেত্রে কোন কারণে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর না হলে অন্ততপক্ষে পরস্পরের ছাড়ের ভিত্তিতে একান্ত বুঝাপড়ার মাধ্যমে কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও জাযিয।

হযরত আবু হুরাইরাহু ও হযরত 'আমর বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৪ তিরমিযী, হাদীস ১৩৫২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৮২)

অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে পরস্পরের বুঝাপড়ার ভিত্তিতে কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও জাযিয। তবে সে সিদ্ধান্ত এমন যেন না হয় যে, তাতে কোন হারামকে হালাল করা হয়েছে অথবা হালালকে হারাম করা হয়েছে।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের খাতিরে একজন সাক্ষী এবং বাদীর কসমের ভিত্তিতেও বিচার করা যেতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরাহু, জাবির ও হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'আব্বাসু থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬০৮, ৩৬১০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৯৭, ২৩৯৮, ২৩৯৯)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ একজন সাক্ষী ও বাদীর কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা করেন।

কোন ধরনের সুযোগ পেয়ে নিজের নয় এমন জিনিস দাবি করলে সে মুসলমান থাকে না। বরং তার ঠিকানা হয় তখন জাহান্নাম।

হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবি করলো যা তার নয় তা হলে সে আমার উম্মত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

বিচারকের বিচার কোন অবৈধ বস্তুকে বৈধ করে দেয় না। সুতরাং কেউ বিচারের মাধ্যমে কোন কিছু পেয়ে গেলে যা তার নয় সে যেন অতিসত্বর তা মালিককে পৌঁছিয়ে দেয়। সে যেন অবৈধভাবে তা ভোগ বা ভক্ষণ না করে।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِئْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫ মুসলিম, হাদীস ১৭১৩)

অর্থাৎ আমি তো মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার কাছে মাঝে মাঝে বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চাইতে অধিক পারঙ্গম। অতএব আমি শুনার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। সুতরাং আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কিছু অধিকার ফায়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার হাতে একটি জাহান্নামের আগুনের টুকরাই উঠিয়ে দেই।

আপনার মালিকানাধীন জায়গায় আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন না যাতে অন্য জন কষ্ট পায়। বরং এমনভাবেই আপনি আপনার জমিন ব্যবহার করবেন যাতে আপনার পাশের ব্যক্তি কোনভাবেই কষ্ট না পায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ও হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

অর্থাৎ না তুমি নিজ বা অন্যের ক্ষতি করতে পারো। আর না তোমরা পরস্পর (প্রতিশোধের ভিত্তিতে) একে অপরের ক্ষতি করতে পারো।

হযরত আবু স্বিরমাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৩৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৭১)

অর্থাৎ যে অপরের ক্ষতি করবে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষতি করবেন এবং যে অপরকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে কষ্ট দিবেন।

কোন ধনী ব্যক্তি অন্যের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে টালবাহানা করলে অথবা কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে অপবাদ দিলে এবং লোকটিও সে ব্যাপারে সন্দেহভাজন হলে তাকে জেলে আটকে রাখা হবে যতক্ষণ না সে উক্ত ব্যাপারে সুস্পষ্ট উক্তি করে।

হযরত শারীদ্ব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لِيُ الْوَاكِدِ يُحِلَّ عَرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬২৮)

অর্থাৎ ধনী লোকের টালবাহানা তার ইয়্যত বিনষ্ট করা এবং তাকে শাস্তির

সম্মুখীন করাকে জায়িয করে দেয়।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাইদাহু (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ

حَبَسَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فِي نَهْمَةٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৩০)

অর্থাৎ নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে অপবাদের ভিত্তিতেই আটক করেন।

নিজেই ভুলের উপর তা জেনেশুনেও কেউ অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে আল্লাহু তা'আলা তার উপর অসম্মুখিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৭)

অর্থাৎ কেউ যদি জেনেশুনে অন্যায় ব্যাপারে অপরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহু তা'আলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

কেউ অবৈধভাবে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তা জেনেশুনেও অন্য কেউ এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করলে আল্লাহু তা'আলা তার উপর অসম্মুখিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَظُلْمٍ ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪৯ 'হা'কিম ৪/৯৯)

অর্থাৎ কেউ যদি জেনেশুনে অন্যায় মূলক বিবাদে অন্যকে সহযোগিতা করে আল্লাহু তা'আলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

৩১. কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানাঃ

কারোর বংশ মর্যাদা হানি করাও কবীরা গুনাহু সমূহের অন্যতম। যা রাসূল ﷺ এর ভাষায় কুফরি বলে আখ্যায়িত।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اِثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ، الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَ النَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
(মুসলিম, হাদীস ৬৭)

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা।

৩২. আল্লাহু তা'আলার দেয়া কল্যাণময় বিধানকে লঙ্ঘন করে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা বা তা গ্রহণ করাঃ

আল্লাহু তা'আলার দেয়া কল্যাণময় বিধানকে লঙ্ঘন করে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা বা গ্রহণ করাও আরেকটি কবীরা গুনাহু।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾

(মা'যিদাহ : ৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না সে তো কাফির।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

(মা'যিদাহ : ৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না সে তো জালিম।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(মা'যিদাহ : ৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না সে তো ফাসিক্ তথা ধর্মচ্যুত নাফরমান।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদেব মধ্যে মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরকেও ঈমানশূন্য তথা কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَّحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ، ... فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(নিসা' : ৬০-৬৫)

অর্থাৎ আপনি কি ওদের ব্যাপারে অবগত নন? যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের উপর ঈমান এনেছে বলে ধারণা পোষণ করছে, অথচ তারা তাগূতের (আল্লাহ্ বিরোধী যে কোন শক্তি) ফায়সালা

কামনা করে। বস্তুতঃ তাদেরকে ওদের বিরুদ্ধাচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান চায় ওদেরকে চরমভাবে বিশ্রান্ত করতে। ... অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক বানিয়ে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসঙ্কোচে তথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।

তবে মানব রচিত বিধান কর্তৃক বিচার কার্য পরিচালনা করার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

ক. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহু তা'আলার বিধান বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য কোনভাবেই উপযোগী নয় তা হলে সে কাফির। এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, সে আল্লাহু তা'আলার বিধানকে অস্বীকার করেছে যা নিশ্চিত কুফরি।

খ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধানই বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ; আল্লাহু তা'আলার বিধান নয়, চাই তা সর্ব বিষয়েই হোক অথবা শুধুমাত্র নব উদ্ভাবিত বিষয়বলীতে, তা হলে সেও কাফির। এ ব্যাপারেও সকল মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, সে মানব রচিত বিধানকে আল্লাহু তা'আলার বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, যা কুফরি।

গ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহু তা'আলার বিধান যেমন বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী তেমনিভাবে মানব রচিত বিধানও, তা হলে সেও কাফির। কারণ, সে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে যা শিরুক তথা কুফরিও বটে।

ঘ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, বর্তমান যুগে আল্লাহু তা'আলার বিধানের আলোকে যেভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব তেমনিভাবে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকেও বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব তা হলে সেও কাফির। যদিও সে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহু তা'আলার বিধানই

সর্বোত্তম। কারণ, সে নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

ঙ. যে বিচারক মনে করে যে, বর্তমান যুগের শরীয়ত বিরোধী আদালত সমূহই মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল ; ইসলামী শরীয়ত নয় তা হলে সেও কাফির। কারণ, সেও নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

চ. যে গ্রাম্য মোড়ল মনে করে যে, তার এ অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারই মানুষের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় তা হলে সেও কাফির। কারণ, সেও নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

ছ. যে বিচারক মনে করে যে, আল্লাহু তা'আলার বিধানই বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধান ; অন্য কোন মানব রচিত বিধান নয়। এর পরও সে মানব রচিত কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং সে এও মনে করছে যে, আমার এ কর্মনীতি কখনোই ঠিক হতে পারে না তা হলে সে সত্যিই বড় পাপী। কারণ, সে নিজ স্বার্থ বা প্রবৃত্তি পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরও কল্পে একটি পর্যায় রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ক. যে বিচারপ্রার্থী এ কথা জানে যে, তার প্রশাসক বা বিচারক আল্লাহু তা'আলার বিধান অনুযায়ী বিচার করছে না। তবুও সে তার প্রশাসক বা বিচারকেরই অনুসরণ করছে এবং এও মনে করছে যে, তার প্রশাসক বা বিচারকের বিচার কার্যই সঠিক। তারা যা হালাল বলে তাই হালাল এবং তারা যা হারাম বলে তাই হারাম তা হলে সে কাফির। কারণ, সে তার প্রশাসক বা বিচারককে তার প্রভু বানিয়ে নিচ্ছে যা শিরুক তথা কুফরিও বটে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾
(তাওবাহ: ৩১)

অর্থাৎ তারা আল্লাহু তা'আলাকে ছেড়ে নিজেদের আলিম, ধর্ম যাজক ও মারুইয়ামের পুত্র মাসীহ (ঈসা) ﷺ কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে শুধু এতটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহু তা'আলারই ইবাদাত করবে। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি তাদের শিরুক হতে একেবারেই পূতপবিত্র।

হযরত 'আদি' বিন্ হাতিম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِي! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا
الْوَتْنَ ، وَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾
قَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا
اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

(তিরমিযী, হাদীস ৩০৯৫)

অর্থাৎ আমি নবী ﷺ এর দরবারে গলায় স্বর্ণের ক্রুশ বুলিয়ে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ডেকে বলেনঃ হে 'আদি'! এ মূর্তিটি (ক্রুশ) গলা থেকে ফেলে দাও। তখন আমি তাঁকে উক্ত আয়াতটি পড়তে শুনেছি। হযরত 'আদি' বলেনঃ মূলতঃ খ্রিষ্টানরা কখনো তাদের আলিমদের উপাসনা করতো না। তবে তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলিমদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতো। আর এটিই হচ্ছে আলিমদেরকে প্রভু মানার অর্থ তথা আনুগত্যের শিরুক।

উক্ত বিধান আলিম ও ধর্ম যাজকদের ব্যাপারে যেমন প্রযোজ্য তেমনিভাবে

বিচারক ও প্রশাসকদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

খ. যে বিচারপ্রার্থী মনে করে যে, আল্লাহু তা'আলার বিচারই সঠিক। তার বিচারকের বিচার সঠিক নয়। আল্লাহু তা'আলা যাই হালাল বলেন তাই হালাল আর তিনি যাই হারাম বলেন তাই হারাম। তবুও সে তার বিচারকের বিচারই গ্রহণ করছে তার কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে তা হলে সে সত্যিই বড় পাপী। কারণ, সে স্বার্থ পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ،
فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

(বুখারী, হাদীস ৭১৪৪ মুসলিম, হাদীস ১৮৩৯)

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি তার উপরস্তের যে কোন কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য তা তার পছন্দসই হোক বা নাই হোক যতক্ষণ না তিনি তাকে কোন গুনাহু'র আদেশ করেন। তবে যদি তিনি তাকে কোন গুনাহু'র আদেশ করেন তখন তার জন্য উক্ত কথাটি শুনা ও মানা বৈধ নয়।

হযরত 'আলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীকে আমীর বানিয়ে একটি সেনাদল পাঠান এবং তাদেরকে তাদের আমীরের যাবতীয় কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে আদেশ করেন। পথিমধ্যে তারা উক্ত আমীরকে কোন এক ব্যাপারে রাগিয়ে তুললে তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা আমার জন্য কিছু জ্বালানি কাঠ একত্রিত করো। তখন তারা তাই করলো। আমীর সাহেব তাদেরকে সেগুলোতে আগুন ধরাতে বললেও তারা তাই করলো। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেনঃ রাসূল ﷺ কি তোমাদেরকে আমার যাবতীয় কথা শুনতে ও আমার আনুগত্য করতে আদেশ করেননি? তারা সকলেই বললোঃ

অবশ্যই। আমীর বললেনঃ তা হলে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো। তখন তারা একে অপরের চেহারা চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলো। তারা বললোঃ আমরা তো রাসূল ﷺ এর নিকট ছুটেই আসলাম আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। এভাবেই কিছু সময় কেটে গেলো। ইতোমধ্যে তাঁর রাগ নেমে গেলো এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া হলো। তারা রাসূল ﷺ এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

(বুখারী, হাদীস ৭১৪৫ মুসলিম, হাদীস ১৮৪০)

অর্থাৎ যদি তারা তাতে (আগুনে) প্রবেশ করতো তা হলে তারা আর সেখান থেকে বের হতে পারতো না। নিশ্চয়ই আনুগত্য হচ্ছে (কুর'আন ও হাদীস সম্মত) সং কাজেই।

গ. যে বিচারপ্রার্থী বাধ্য হয়েছে শরীয়ত বিরোধী বিচার গ্রহণ করেছে ; সন্তুষ্ট চিন্তে নয় তা হলে সে কাকিরও নয়। গুনাহ্‌গারও নয়।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৪)

অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন আমীর নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কর্মকাণ্ড হবে মেনে নেয়ার মতো আর কিছু মেনে নেয়ার মতো নয়। সুতরাং যা মেনে নেয়ার মতো নয় তা কেউ অপছন্দ করলে সে দায়মুক্ত হলো। আর যে তা মেনে নিলো না সে নির্ভেজাল থাকলো। আর যে তাতে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং তার অনুসরণ করলো সেই হবে নিশ্চিত দোষী।

৩৩. ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করাঃ

ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করাও একটি মহাপাপ এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে লা'নত করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ও হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আমর বিনু 'আস্ব   থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّأْسِيَّ وَ الْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৬, ১৩৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৮০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪২)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লানত করেন বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই।

৩৪. কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হালাল করা অথবা নিজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাঃ

কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হালাল করে দেয়া অথবা নিজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আরেকটি মহাপাপ এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহু তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ এ জাতীয় মানুষকে লা'নত ও অভিসম্পাত করেন।

হযরত 'আলী   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحْلَلَّ لَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৭৬)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে

এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে।

হযরত জাবির, 'আলী ও 'আব্দুল্লাহ বিন্ মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْلَلَ وَالْمُحْلَلُ لَهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৯৬১, ১৯৬২ তিরমিযী, হাদীস ১১১৯, ১১২০)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে।

হযরত 'উক্বাহ বিন্ 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: هُوَ الْمُحْلَلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلَلَ وَالْمُحْلَلُ لَهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৯৬৩)

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে ধার করা পাঁঠার সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেনঃ হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন তিনি বললেনঃ সে হচ্ছে হালালকারি। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তা হালাল করা হয়েছে।

৩৫. পুরুষদের মহিলার সাথে অথবা মহিলাদের পুরুষের সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখাঃ

পুরুষদের মহিলার সাথে অথবা মহিলাদের পুরুষের সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখাও আরেকটি বড় গুনাহ এবং হারাম কাজ। চাই তা

পোশাক-আশাকে হোক অথবা চাল-চলনে। উঠা-বসায় হোক অথবা কথা-বার্তায়। সুতরাং পুরুষরা মহিলাদের স্বর্ণের চেইন, গলার হার, হাতের চুড়ি, কানের দুল, পায়ের খাড়ু ইত্যাদি এবং মহিলারা পুরুষের পেন্ট, শার্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, জুব্বা, পাজামা, টুপি ইত্যাদি পরতে পারে না। তাই তো রাসূল ﷺ এ জাতীয় পুরুষ ও মহিলাকে অভিসম্পাত করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৫৮৮৬)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহু'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন এমন পুরুষকে যারা মহিলাদের সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী এবং সে মহিলাদেরকে যারা পুরুষদের সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ
(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৮ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৫৭৫১, ৫৭৫২ হাকিম ৪/১৯৪ আহমাদ ২/৩২৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এমন পুরুষকে লা'নত করেন যে পুরুষ মহিলার ঢঙে পোশাক পরে এবং এমন মহিলাকে লা'নত করেন যে মহিলা পুরুষের ঢঙে পোশাক পরে।

৩৬. নিজ অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হওয়া অথবা তা চোখ বুজে মেনে নেয়াঃ

নিজ অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হওয়া অথবা তা চোখ বুজে মেনে

নেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম কাজ। যাকে আরবী ভাষায় দিয়াসাহ্ এবং উক্ত ব্যক্তিকে দাইয়ুস বলা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَ الْعَاقُ ،
وَالدِّيُّوثُ الَّذِي يُقْرُ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثُ

(আহমাদ্ ২/৩৯, ১২৮ সা'হীহল্ জা'মি', হাদীস ৩০৫২ সা'হীহত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২৩৬৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তারা হলো মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং এমন আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি যে নিজ পরিবারবর্গের ব্যাপারে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা মেনে নেয়।

হযরত 'আম্মার বিন্ ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا : الدِّيُّوثُ ، وَ الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ ،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدِّيُّوثُ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَبَالِي
مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ

(সা'হীহত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২০৭১, ২৩৬৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি, পুরুষ মার্কা মেয়ে এবং মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে তো আমরা চিনি তবে আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি বলতে আপনি কাকে বুঝাচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ যে নিজ পরিবারবর্গের নিকট কে বা কারা আসা-যাওয়া করছে এর কোন খবরই রাখে না বা এর

কোন পরোয়াই করে না। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তা হলে পুরুষ মার্কী মেয়ে বলতে আপনি কাঁদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ যে মহিলা পুরুষের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখে।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এই যে, কেউ নিজ মেয়ে বা স্ত্রীকে গায়রে মাহরাম তথা যার সাথে দেখা দেয়া হারাম এমন কারোর সাথে সরাসরি, টেলিফোন অথবা মোবাইলে কথা বলতে বা হাসাহাসি করতে কিংবা নির্জনে বসে গল্প-গুজব করতে দেখলো অথচ সে কিছুই বললো না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এও যে, কারোর কাজের ছেলে বা গাড়ি চালক তার অন্দরমহলে যখন-তখন ঢুকে পড়ছে এবং তার স্ত্রী-কন্যার সাথে কথাবার্তা বলছে। তার স্ত্রী-কন্যারা যখন-তখন গাড়ি চালকের সাথে একাকী মার্কেট, পার্ক, বিয়ে বাড়ি ইত্যাদির দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এও যে, কারোর স্ত্রী-কন্যা বেপর্দাভাবে রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর পিপাসার্ত যুবকরা ওদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে বার বার তাকিয়ে আত্মতৃপ্ত হচ্ছে অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এও যে, কারোর স্ত্রী-কন্যা টিভির পর্দায় অর্ধ উলঙ্গ নায়ক-নায়িকার গলা ধরাধরি, চুমোচুমি ইত্যাদি দেখে উক্ত নায়কের প্রতি নিজের অজান্তেই আসক্ত হয়ে পড়ছে অথচ সে নিজেই জেনে-শুনে তাদের জন্য এ কুব্যবস্থা চালু করে রেখেছে। আরো কতো কী?

৩৭. প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করাঃ

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ। যা খ্রিস্টানদের একান্ত বৈশিষ্ট্য এবং যে কারণে কবরে শান্তি পেতে হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، وَ فِي رِوَايَةٍ : بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَ أَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا
 (বুখারী, হাদীস ২১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এ দু' জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাত দৃষ্টিতে কোন বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্তুতঃ উক্ত দু'টি গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের জন্য কোন কষ্টকরই ছিলো না। তাদের এক জন নিজ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন করতো না আর অপর জন মানুষের মাঝে চুগলি করে বেড়াতো। অতঃপর রাসূল ﷺ খেজুর গাছের একটি তাজা ডালকে দু' ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল ﷺ! আপনি কেন এমন করলেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ হয়তো বা তাদের শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকাবে।

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন না করার মধ্যে এটিও যে, আপনি প্রস্রাব শেষেই দ্রুত উঠে গেলেন অথচ প্রস্রাবের কয়েক ফোঁটা এখনো থেকে গেছে যা পরবর্তীতে আপনার কাপড়কে নাপাক করে দিচ্ছে অথবা প্রস্রাবের পর আপনি পানি বা টিলা কিছুই ব্যবহার করেননি। তাই প্রস্রাবের ফোঁটায় আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যাচ্ছে।

এর চাইতেও আরো কঠিন অপরাধ এই যে, অনেক খ্রিস্টান মার্কা ভদ্রলোক দেয়ালে ফিট করা ইংলিশ প্রস্রাব খানায় অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রস্রাব করে সাথে সাথেই কাপড় পরে নেয় অথচ সে টিলা বা পানি কিছুই ব্যবহার করেনি।

এমতাবস্থায় দু'টি দোষ একত্রে পাওয়া যায়। খোলা জায়গায় অর্ধ উলঙ্গ হওয়া এবং পবিত্রতার্জন না করা। কখনো কখনো এ সব প্রস্রাব খানায় প্রস্রাবের পর পানি ছাড়তে গেলে প্রস্রাব গায়ে আসে। এমন অনেক কাণ্ড আমাদের স্বচক্ষে দেখা। যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

৩৮. কোন পশুর চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া:

কোন পশুর চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়াও কবীরা গুনাহ'র অন্যতম। তাই তো রাসূল ﷺ এ জাতীয় মানুষকে লা'নত ও অভিসম্পাত এবং এ জাতীয় কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

(মুসলিম, হাদীস ২১১৬ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ২৫৫১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ চেহারায় প্রহার করা এবং চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া থেকে নিষেধ করেন।

হযরত জাবির রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَمَا بَلَّغْتُكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

(মুসলিম, হাদীস ২১১৭ আবু দাউদ, হাদীস ২৫৬৪)

অর্থাৎ একদা নবী সাঃ একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া হয়েছিলো। তখন রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে গাধাটির চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দিলো। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের নিকট কি এ কথা পৌঁছায়নি যে, আমি সে ব্যক্তিকে লা'নত করেছি যে কোন পশুর চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয় অথবা চেহারায় মারে।

৩৯. ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা কাউকে না বলাঃ

ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা কাউকে না বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ। তাই তো এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা লানত করেন এবং সকল লানতকারীরাও তাকে লানত করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ، أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَبْتَغُوا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৫৯-১৬০)

অর্থাৎ আমি যে সকল উজ্জ্বল নিদর্শন ও হিদায়াত নাযিল করেছি তা মানুষকে কুর'আন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার পরও যারা তা লুকিয়ে রাখে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লানত করেন এবং অন্য সকল লানতকারীরাও তাদেরকে লানত করে। তবে যারা তাওবা করে নিজ কর্ম সংশোধন করে নেয় এবং লুক্কায়িত সত্য প্রকাশ করে আমি তাদের তাওবা গ্রহণ করবো। বস্তুতঃ আমিই তো তাওবা গ্রহণকারী করুণাময়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾

(বাক্বারাহ : ১৭৪-১৭৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলা যে কুর'আন মাজীদ নাযিল করেছেন তা লুকিয়ে রেখেছে এবং এর পরিবর্তে (দুনিয়ার) সামান্য সম্পদ খরিদ করে

নিয়ছে তারা তো নিজ পেটে শুধু আগুন ঢুকাচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কোন কথাই বলবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকেও পবিত্র করবেন না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, এরাই তো হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি খরিদ করে নিয়ছে। সুতরাং আশ্চর্য! তারা জাহান্নামের ব্যাপারে কতই না ধৈর্যশীল!

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

وَاللّٰهُ لَوَلَا اَيَّتَانِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ يَعْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا اَبَدًا، لَوَلَا قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ ... ﴾ اِلَى اٰخِرِ الْاَيَّتَيْنِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬২)

অর্থাৎ আল্লাহ'র কসম! যদি দু'টি আয়াত কুর'আন মাজীদের মধ্যে না থাকতো তা হলে আমি নবী ﷺ থেকে কখনো কোন কিছু (হাদীস) বর্ণনা করতাম না। আয়াত দু'টি উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ يَعْلَمُهُ فَكْتَمَهُ ؛ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامٍ مِنْ نَّارٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৫৮ তিরমিযী, হাদীস ২৬৪৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪, ২৬৬)

অর্থাৎ যাকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো যা সে জানে অথচ সে তা লুকিয়ে রেখেছে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ ؛ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ
(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬১)

অর্থাৎ কেউ কোন কিছু সত্যিকারভাবে জেনেও তা লুকিয়ে রাখলে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে উঠানো হবে।

৪০. নিরেট ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া কামানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা করাঃ

নিরেট ধর্মীয় জ্ঞান দুনিয়া কামানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা করাও আরেকটি বড় অপরাধ। তাই তো উক্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। বরং সে হবে তখন জাহান্নামী।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَغْنَى بِهِ وَجْهُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ
عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন সম্পদ পাওয়ার জন্য এমন কোন জ্ঞান শিখে যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই শিখতে হয় এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর, আবু হুরাইরাহু ও হুযাইফাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيَصْرِفَ وَجْهَهُ
النَّاسَ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করলো এ জন্য যে, সে এরই মাধ্যমে

বোকা বা মূর্খদের সাথে ঝগড়া করবে এবং আলিমদের সাথে বড়াই করবে অথবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবে তা হলে সে জাহান্নামী।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِنَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَلَا لِنَمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْتَأَرْ النَّارُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫৪)

অর্থাৎ তোমরা ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না আলিমদের সাথে বড়াই এবং বেকুব বা মূর্খদের সাথে ঝগড়া অথবা কোন মজলিসের মধ্যমণি হওয়ার জন্য। কেউ এমন করলে জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

৪১. যে কোন ধরনের আত্মসাৎ বা বিশ্বাসঘাতকতাঃ

যে কোন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসাৎ বা খেয়ানত আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম কাজ। চাই সে বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথেই হোক অথবা ধর্মের সাথে। চাই সে খেয়ানত জাতীয় সম্পদেই হোক অথবা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদে। চাই তা যুদ্ধলব্ধ সম্পদেই হোক অথবা সংগৃহীত যাকাতের মালে। চাই তা কারোর কথার আমানতেই হোক অথবা ইয্যতের আমানতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দোহাই পূর্বক সকল ঈমানদারদেরকে এমন করতে বারণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ، وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(আব্বাস : ২৭)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত খেয়ানত করো না।

আল্লাহ্ তা'আলা আমানতে খেয়ানতকারীকে কখনোই ভালোবাসেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾
(আব্বাস : ৫৮)

অর্থাৎ তুমি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করলে তুমি তাদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের মুখেই ছুঁড়ে মারো যেমনিভাবে তারাও তা তোমার সঙ্গে করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারীদেরকে কখনোই ভালোবাসেন না।

খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র কোনভাবেই সফলকাম হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾
(ইউসুফ : ৫২)

অর্থাৎ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র কখনোই সফল করেন না।

হযরত আনাস্ ও আবু উমামাহু (রাযিয়াল্লাহু আনুহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

(আহমাদ্, হাদীস ১২৩৮৩, ১২৫৬৭, ১৩১৯৯ বাযযার, হাদীস ১০০ টাবারাবানী/কবীর, হাদীস ৭৭৯৮)

অর্থাৎ সে ব্যক্তির ঈমান নেই যার কোন আমানতদারি নেই।

কোন সরকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন কাজ উদ্ধারের জন্য অথবা তাঁর

নৈকট্যার্জনের জন্য জনগণ তাকে যে হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাও সরকারী সম্পদ হিসেবেই গণ্য। তা নিজের জন্য গ্রহণ করা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করার শামিল।

হযরত আবু হুমাইদ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ ، قَالَ : هَذَا مَا لَكُمْ ، وَ هَذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَيْيِكَ وَ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبَنَا ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا نِيَّ اللَّهُ فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ : هَذَا مَا لَكُمْ وَ هَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَيْيِهِ وَ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَ اللَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৬৯৭৯ মুসলিম, হাদীস ১৮৩২)

অর্থাৎ রাসূল সাঃ জনৈক ব্যক্তিকে বনু সুলাইম গোত্রের সাদাকা উঠানোর জন্য দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। যার নাম ছিলো ইবনুল লুত্বিয়াহ। সে সাদাকা উঠিয়ে ফেরৎ আসলে তার হিসাব-কিতাব নেয়া হয়। তখন সে বললোঃ এগুলো আপনাদের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এগুলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। অতঃপর রাসূল সাঃ তাকে বললেনঃ তুমি কেন নিজ বাড়িতে বসে থাকোনি? তা হলে হাদিয়াগুলো তোমার কাছে এমনিতেই এসে যেতো। যদি তুমি এতোই সত্যবাদী হলে থাকো। অতঃপর রাসূল সাঃ খুতবা দিলেন। খুতবায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার পর বললেনঃ আমি তোমাদের কাউ কাউকে আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোন দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই। অতঃপর সে ফিরে এসে বলেঃ এগুলো আপনাদের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এগুলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। সে কেন নিজ বাড়িতে বসে থাকোনি? তা হলে হাদিয়াগুলো তার

কাছে এমনিতেই এসে যেতো। আল্লাহ তা'আলার কসম খেয়ে বলছি, তোমাদের কেউ কোন বস্তু অবৈধভাবে গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন সে তা বহন করেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তা যাই হোক না কেন।

বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ কোন সম্পদ আত্মসাৎ করা হলে তা কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারীর উপর আগুন হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالْثِيَابَ وَالْمَتَاعَ ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبْيَبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مَدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مَدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ غَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ: هِنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَلَّا ، وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لِتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا

(বুখারী, হাদীস ৬৭০৭, ৪২৩৪ মুসলিম, হাদীস ১১৫)

অর্থাৎ একদা আমরা রাসূল সা এর সঙ্গে খাইবার যুদ্ধে বের হলাম। সেখানে আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে কোন স্বর্ণ বা রূপা পাইনি। তবে পেয়েছিলাম কিছু অন্যান্য সম্পদ, কাপড়-চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্র। ইতিমধ্যে বনুয্ যুবাইব গোত্রের রিফা'আহ বিন্ যায়েদ নামক জনৈক ব্যক্তি মিদ'আম নামক একটি গোলাম রাসূল সা কে হাদিয়া দিলো। রাসূল সা আল-কুরা উপত্যকার দিকে রওয়ানা করে সেখানে পৌঁছুলে গোলামটি রাসূল সা এর উটের পিঠের আসনটি নিচে রাখছিলো এমতাবস্থায় একটি বিক্ষিপ্ত তীর তার গায়ে বিঁধে সে মারা গেলো। সকলে বলে উঠলোঃ গোলামটি কতইনা ধন্য ; তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জান্নাত। রাসূল সা বললেনঃ না ; তা কখনোই নয়। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! খাইবারের যুদ্ধে বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে

সে যে চাদরটি আত্মসাৎ করেছিলো তা আপ্তন হয়ে (কিয়ামতের দিন) তার উপর দাউ দাউ করে জ্বলবে।

রাসূল ﷺ আমানতে খেয়ানতকারীকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَ مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ ، وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলোঃ যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

৪২. কাউকে কোন কিছু দান করে অতঃপর খোঁটা দেয়াঃ

কারোর প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ করে অথবা তাকে কোন কিছু দান করে অতঃপর তা উল্লেখ পূর্বক খোঁটা দেয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। এমন কাণ্ড করলে উক্ত দান বা অনুগ্রহের কখনোই কোন সাওয়াব মিলবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ، كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ ثَرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿

(বাক্বারাহ: ২৬৪)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-সাদাকা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে
বিনষ্ট করো না সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজ ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে
দেখানোর জন্য উপরন্তু সে আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালেও বিশ্বাসী নয়।
সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের ন্যায় যার উপর কিছু মাটি জমেছে
অতঃপর ভারি বর্ষণ হয়ে সে মাটি সরে গিয়ে শুষ্ক মসৃণ হয়ে গেলো। তারা যা
অর্জন করেছে তা আর কিছুই পেলো না। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা কাফির
সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।

যে ব্যক্তি কিছু দান করে অতঃপর খোঁটা দেয় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের
দিন তার সাথে কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি
তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু যর গিফারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ
করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا
وَحَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ ، وَالْمُتَّانُ وَ فِي رِوَايَةٍ: الْمَتَّانُ
الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَتَّهُ ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৬)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে
কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ

থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল ﷺ কথাগুলো তিন বার বলেছেন। হযরত আবু যর
বলেনঃ তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্‌র
রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেনঃ টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড়
পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম
খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী।

৪৩. তাক্বদীরে অবিশ্বাসঃ

তাক্বদীরে অবিশ্বাস করাও একটি কবীরা গুনাহ তথা কুফরিও বটে। তাই
তো তাক্বদীরে অবিশ্বাসকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জাহান্নামই হবে
তার ঠিকানা।

হযরত আবুদ্দারদা' থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ

(আহমাদ : ৬/৪৪১ সা'হীহাহ , হাদীস ৬৭৫)

অর্থাৎ মাতা-পিতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী
ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হযরত উবাই বিন কা'ব, 'হুযাইফাহ, আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্'উদ ও য়ায়েদ বিন
সাবিত থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَآوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ ، وَلَوْ
رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلٌ أَحَدُ ذَهَبًا -
أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدُ ذَهَبًا - تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ
كُلِّهِ ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ،
وَأَنَّكَ إِنْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৭৬ আবু 'আস্বিম/আস্-সুন্নাহ : ২৪৫)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা যদি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকলকেই শাস্তি দেন তা হলে তিনি তা দিবেন অথচ তিনি তাতে যালিম বলে বিবেচিত হবেন না। আর যদি তিনি সকলকে দয়া করেন তা হলে তাঁর দয়াই হবে তাদের জন্য সর্বোত্তম তাদের আমল চাইতেও। যদি তোমার উ'হুদ পাহাড় বা উ'হুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ থাকে এবং তা তুমি সবই আল্লাহু তা'আলার রাস্তায় খরচ করে দিলে তা হলে আল্লাহু তা'আলা তোমার পক্ষ থেকে তা কখনোই কবুল করবেন না যতক্ষণ না তুমি তাক্বদীরের (ভালো-মন্দ) পুরোটার উপরই দৃঢ় বিশ্বাস আনবে এবং এও বিশ্বাস করবে যে, তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা না ঘটে পারতো না এবং যা ঘটেনি তা কখনোই ঘটতো না। তুমি যদি এ বিশ্বাস ছাড়াই ইন্তেকাল করলে তা হলে তুমি জাহান্নামে যাবে।

যারা তাক্বদীরে অবিশ্বাসী তারা রাসূল ﷺ এর ভাষায় এ উম্মতের অগ্নিপূজক বলে আখ্যায়িত। তারা অসুস্থ হলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কুশলাদি জানা যাবে না। মরে গেলে তাদের নামাযে জানাযায় উপস্থিত হওয়া যাবে না এবং কোথাও তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে সালাম করা যাবে না।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহু রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ ، إِنَّ مَرُضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ ، وَ إِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ ، وَ إِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৯১ ত্বাবারানী/সগীর, হাদীস ১২৭ আবু 'আদ্বিম/আস-সুন্নাহ : ৩২৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাক্বদীরে অবিশ্বাসীরা এ উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা অসুস্থ হলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কুশলাদি জানা যাবে না। মরে গেলে তাদের নামাযে জানাযায় উপস্থিত হওয়া যাবে না এবং কোথাও তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে সালাম করা যাবে না।

৪৪. কারোর দোষ অনুসন্ধান অথবা তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করাঃ

কারোর দোষ অনুসন্ধান অথবা তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ। তাই তো আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾
(হুজুরাত: ১২)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ, কিছু কিছু অনুমান তো পাপ এবং তোমরা কারোর গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করো না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ মিশ্বারে উঠে উচ্চ স্বরে বলেনঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَفُضْ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ
(তিরমিযী, হাদীস ২০৩২)

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছো ; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে ঢুকেনি তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না। তাদেরকে লজ্জা দিও না। তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ অনুসন্ধান করলো আল্লাহ তা'আলাও তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর যার দোষ আল্লাহ তা'আলা অনুসন্ধান করবেন তাকে অবশ্যই তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন যদিও সে নিজ ঘরের অভ্যন্তরেই অবস্থান করুক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাখিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أَذْنِهِ
الْآنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা গুপ্তভাবে শুনলো অথচ সে তাদের কথাগুলো শুনুক তারা তা পছন্দ করছে না অথবা তারা তার অবস্থান টের পেয়ে তার থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে কিয়ামতের দিন এ জন্য তার কানে সিসা ঢেলে দেয়া হবে।

হযরত মু'আবিয়া রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كَدَتِ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি মানুষের দোষ অনুসন্ধান করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে অথবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদু রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর নিকট জনৈক ব্যক্তিকে আনা হলো যার দাড়ি থেকে তখনো মদের ফোঁটা ঝরছিলো অতঃপর তিনি বললেনঃ

إِنَّا قَدْ نَهَيْتُمَا عَنِ التَّجَسُّسِ ، وَ لَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৯০)

অর্থাৎ আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি বা কারোর দোষ অনুসন্ধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের নিকট কোন কিছু প্রকাশ পেলেই তখন সে জন্য আমরা তাকে পাকড়াও করতে পারি।

কেউ কারোর ঘরে তার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারলে ঘরের মালিক কোন বস্তু দিলে তার চোখ ফুটো করে দিলে এর জন্য তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ أَنَّ امْرَأً أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَاتَ عَيْنُهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

(বুখারী, হাদীস ৬৯০২ মুসলিম, হাদীস ২১৫৮)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি মারলে অতঃপর তুমি কুঁচি পাথর অথবা বন্ধর মেরে তার চোখ ফুটো করে দিলে এতে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

৪৫. চুগলি করাঃ

চুগলি করা তথা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব লাগানোর জন্য একের কথা অন্যের কাছে লাগানো কবীরা গুনাহ। মানুষে মানুষে বৈরিতা-বিদ্বেষ, আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছেদ এবং মুসলমানদের মাঝে পরস্পর শত্রুতা জন্ম নেয়ার এ এক বড় কারণ। তাই তো আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় ব্যক্তির আনুগত্য করতে নিষেধ করেন। চাই সে যতই সম্পদশালী হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِنَ ، هَمَّازٍ مَّشَاءَ بَنِيهِمْ ، مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ، عَتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾

(ক্বালাম : ১০-১৪)

অর্থাৎ তুমি অনুসরণ করো না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির যে কথায় কথায় কসম খায়, লাজ্জিত, পরনিন্দুক, চুগলখোর, কল্যাণকর কাজে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাবের অধিকারী এবং সর্বোপরি সে কুখ্যাত। এ জন্য অনুসরণ করো না যে, সে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।

চুগলি করা কবরের আযাবের বিশেষ একটি কারণ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، وَ فِي رَوَايَةٍ :
 بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي
 بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قَالُوا : يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا

(বুখারী, হাদীস ২১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯২)

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এ দু' জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাত দৃষ্টিতে কোন বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্তুতঃ উক্ত দু'টি গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের জন্য কোন কষ্টকরই ছিলো না। তাদের এক জন নিজ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতাজর্জন করতো না আর অপর জন মানুষের মাঝে চুগলি করে বেড়াতো। অতঃপর রাসূল ﷺ খেজুর গাছের একটি তাজা ডালকে দু' ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল ﷺ! আপনি কেন এমন করলেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ হয়তো বা তাদের শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকাবে।

চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।

হযরত হুযাইফাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ وَ فِي رَوَايَةٍ : نَمَامٌ

(বুখারী, হাদীস ৬০৫৬ মুসলিম, হাদীস ১০৫)

অর্থাৎ চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কেউ কারোর সাথে কথা বলার সময় এদিক ওদিক তাকালে তা আর অন্যের কাছে বলা যাবে না। বরং উক্ত কথাগুলোকে আমানত হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَفَتَ ؛ فَهِيَ أَمَانَةٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৬৮)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কথা বলার সময় এদিক ওদিক তাকালে তা আমানত হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

তবে কারোর কাছে অন্যের ব্যাপারে মীমাংসার নিয়তে ভালো কথা লাগানো মিথ্যা অথবা চুগলি নয়।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَ فِي لَفْظٍ : لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯২০)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি মিথ্যা বলেনি যে দু' জনের মাঝে মীমাংসার জন্য চুগলি করলো। অন্য শব্দে এসেছে, সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করলো এবং তা করতে গিয়ে ভালো কথা বললো অথবা ভালো কথার চুগলি করলো।

কেউ কারোর নিকট অন্যের ব্যাপারে চুগলি করলে তার করণীয় হবে ছয়টি কাজ। যা নিম্নরূপঃ

ক. তার কথা একেবারেই বিশ্বাস করবে না। কারণ, সে ফাসিক। আর ফাসিকের সংবাদ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

- খ. তাকে এ মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং তাকে সদুপদেশ দিবে।
- গ. তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্ভ্রষ্টির জন্য ঘৃণা করবে। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও সত্যিই ঘৃণিত।
- ঘ. যার সম্পর্কে সে চুগলি করেছে তার সম্পর্কে আপনি খারাপ ভাববেন না।
- ঙ. এরই কথার কারণে আপনি ওর পেছনে পড়বেন না।
- চ. উক্ত চুগলি সে অন্যের নিকট বর্ণনা করতে যাবে না।

৪৬. কাউকে লা'নত বা অভিসম্পাত করাঃ

কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিসম্পাত করা আরেকটি কবীরা গুনাহ। তাই তো রাসূল ﷺ কাউকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত সাবিত বিন্‌ যাহুহাক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ

(বুখারী, হাদীস ৬০৪৭)

অর্থাৎ কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য। লা'নত করা তো কোনভাবেই মু'মিনের চরিত্র হতে পারে না। কাউকে লা'নত করা কোন সিদ্দীক তথা বিনা দ্বিধায় নবী আদর্শের সত্যিকার অনুসারী এমনকি সাধারণ কোন মু'মিনেরও বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَتَّبِعِي لِصَدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَاً

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯৭)

অর্থাৎ কোন সিদ্দীকের জন্য উচিৎ নয় যে, সে লা'নতকারী হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَنًا

(তিরমিযী, হাদীস ২০১৯)

অর্থাৎ মু'মিন তো কখনো লা'নতকারী হতে পারে না।

কাউকে লা'নত করলে সে ব্যক্তি লা'নতের উপযুক্ত না হলে উক্ত লা'নত লা'নতকারীর উপরই প্রত্যাবর্তন করবে।

হযরত উম্মুদারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আবুদারদা' ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعَدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَ شِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاقًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَاتِلِهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন বান্দাহ কোন বস্তুকে লা'নত করলে উক্ত লা'নত আকাশের দিকে উঠে যায়। ইতিমধ্যেই আকাশের দরোজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা আকাশে উঠতে না পেরে জমিনের দিকে নেমে আসে। ইতিমধ্যেই জমিনের দরোজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা ডানে-বায়ে পথ খোঁজাখুঁজি করে। পরিশেষে কোন ক্ষেত্র না পেয়ে তা লা'নতকৃত ব্যক্তির নিকটই ফিরে আসে। যদি সে উক্ত লা'নতের উপযুক্তই হয়ে থাকে তা হলে তো ভালোই নতুবা তা লা'নতকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

লা'নতকারী শহীদ ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।

হযরত আবুদারদা' ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৭)

অর্থাৎ লা'নতকারীরা কিয়ামতের দিন কখনো শহীদ ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।

কেউ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে লা'নত করলে তিনি অন্যের কাছে তাঁর নিজ সম্মান হারিয়ে ফেলেন।

হযরত 'ইমরান বিন্ 'হুসাইন রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

يَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجَرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَ دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُلْعُونَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৯৫)

অর্থাৎ একদা রাসূল ﷺ সফর করছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক আনসারী মহিলা নিজ উটের উপর বিরক্ত হয়ে তাকে লা'নত করলো। রাসূল ﷺ তা শুনে সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা তার সকল আসবাবপত্র নামিয়ে লও এবং তাকে এমনিতেই ছেড়ে দাও। কারণ, সে লা'নতপ্রাপ্ত।

৪৭. কারোর সাথে কোন ব্যাপারে চুক্তি বা ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করাঃ

কারোর সাথে কোন ব্যাপারে চুক্তি বা ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ। তাই তো এ জাতীয় ব্যক্তিকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَ مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَوهَا : إِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ ، وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলোঃ যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারী বা ওয়াদা খেলাফীর পাছার নিকট একটি করে ঝাঙা প্রোথিত থাকবে এবং যা দিয়ে সে কিয়ামতের দিন বিশ্ব জন সমাবেশে পরিচিতি লাভ করবে।

হযরত আনাস্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
(মুসলিম, হাদীস ১৭৩৭)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাঙা হবে যা দিয়ে সে পরিচিতি লাভ করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٍ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(মুসলিম, হাদীস ১৭৩৮)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাঙা হবে যা তার পাছার নিকট প্রোথিত থাকবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، أَلَا وَ لَا غَادِرٍ أَعْظَمُ غَدْرًا
مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৭৩৮)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাঞ্জ হবে যা তার চুক্তি ভঙ্গের পরিমাণ অনুযায়ী উত্তোলন করা হবে। জেনে রাখো, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় চুক্তি ভঙ্গকারী আর কেউ হতে পারে না যে সাধারণ জনগণের দায়িত্বভার হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গেই চুক্তি ভঙ্গ করে।

৪৮. কোন মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়াঃ

কোন মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়াও কবীরা গুনাহ'র অন্যতম। তাই তো আল্লাহু তা'আলা এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴾
(নিসা' : ৩৪)

অর্থাৎ আর যে নারীদের তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও তথা আল্লাহু তা'আলার আযাবের ভয়-ভীতি দেখাও, তাদেরকে শয্যা পরিতি্যাগ করো এবং প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করো। এতে করে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের ব্যাপারে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা সম্মুত মহীয়ান।

কোন মহিলা তার স্বামীর প্রয়োজনের ডাকে সাড়া না দিলে যদি সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকেন যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

(বুখারী, হাদীস ৩২৩৭ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৬)

অর্থাৎ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

(বুখারী, হাদীস ৩২৩৭, ৫১৫৩ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৬)

অর্থাৎ সে সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া দিতে অস্বীকার করে তা হলে সে সন্তা যিনি আকাশে রয়েছেন (আল্লাহ তা'আলা) তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না তার উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়।

কোন মহিলা নিজ স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় না করলে সে আল্লাহ তা'আলার সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا تُؤْذِي الْمَرْأَةَ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤْذِيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ

، حَتَّىٰ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَتَبٍ لَّمْ تَمْنَعْهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৮৮০ আহমাদ ৪/৩৮১ ইবনু হিব্বান/ইহসান, হাদীস ৪১৫৯ বায়হাকী ৭/২৯২)

অর্থাৎ আমি যদি কাউকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য সিজ্দাহ করতে আদেশ করতাম তা হলে মহিলাকে তাঁর স্বামীর জন্য সিজ্দাহ করতে আদেশ করতাম। কারণ, সে সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! কোন মহিলা নিজ প্রভুর সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় করে। এমনকি কোন মহিলাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকলে তাতে তার অস্বীকার করার কোন অধিকার নেই। যদিও সে তখন উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় থাকুক না কেন।

স্বামীর সম্ভটিতেই স্ত্রীর জান্নাত এবং তার অসম্ভটিতেই স্ত্রীর জাহান্নাম।

একদা জৈনকা সাহাবী মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট তার স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকে বলেনঃ

اَنْظُرِي اَيْنَ اَنْتِ مِنْهُ ، فَاِنَّهُ جَنَّتِكَ وَ نَارُكَ

(আহমাদ ৪/৩৪১ নাসায়ী/ইশরাতুন নিসা', হাদীস ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ ইবনু আবী শাইবাহ ৪/৩০৪ হাকিম ২/১৮৯ বায়হাকী ৭/২৯১)

অর্থাৎ ভেবে দেখো তার সাথে তুমি কি ধরনের আচরণ করছো! কারণ, সেই তো তোমার জান্নাত এবং সেই তো তোমার জাহান্নাম।

কোন মহিলা তার স্বামীর অবদান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কখনো সম্ভটির দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْجِهَا ، وَهِيَ لَا تَسْتَعِينِي عَنْهُ

(নাসায়ী/‘ইশরাতুন নিসা’, হাদীস ২৪৯, ২৫০ হা’কিম ২/১৯০
বায়হাকী ৭/২৯৪ খতীব ৯/৪৪৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না
যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ; অথচ সে তার স্বামীর প্রতি
সর্বদাই মুখাপেক্ষিণী।

কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা
সুন্দরী স্ত্রী তথা ‘হুররা সে মহিলাকে তিরস্কার করতে থাকে।

হযরত মু’আয বিন্ জাবাল রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ
করেনঃ

لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةً زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ ، قَاتَلَكَ
اللَّهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكَ إِنِّيْنَا

(ইব্বু মাজাহ, হাদীস ২০৪৪)

অর্থাৎ কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা
সুন্দরী স্ত্রীরা বলেঃ তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক!
কারণ, সে তো তোমার কাছে কিছু দিনের জন্য। বেশি দেরি নয় যে, সে
তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

আল্লাহ তা’আলা, তদীয় রাসূল সা এবং স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণেই
অধিকাংশ মহিলারা জাহান্নামে যাবে।

হযরত ‘ইমরান বিন্ হুসাইন রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ
করেনঃ

أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَ أَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ
أَهْلِهَا النِّسَاءَ

(বুখারী, হাদীস ৩২৪১ মুসলিম, হাদীস ২৭৩৮)

অর্থাৎ আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর এবং জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখতে পেলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল সা মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: بِمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: تَكْثُرُنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ

(বুখারী, হাদীস ৩০৪ মুসলিম, হাদীস ৮০)

অর্থাৎ হে মহিলারা! তোমরা (বেশি বেশি) সাদাকা করো। কারণ, আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখেছি। মহিলারা বললোঃ কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল সা! তখন রাসূল সা বললেনঃ তোমরা বেশি লা'নত করে থাকো এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করো না।

৪৯. যে কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কনঃ

যে কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করাও কবীরা গুনাহ্‌র অন্যতম। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় চিত্রাঙ্কনকারীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিনু মাস'উদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী সা কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫০ মুসলিম, হাদীস ২১০৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে।

হযরত 'আয়েশা (রাখিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন, আমি আমার বৈঠকখানা তথা খেলনাপাতি রাখার

জায়গাকে এমন একটি পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি যার উপর কিছু ছবি অঙ্কিত ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেনঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২১০৭ বাগ্যণ্ডয়ী, হাদীস ৩২১৫ নাসায়ী : ৮/২১৪ বায়হাকী : ২৬৯)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ অতঃপর আমি সে ছিঁড়া পর্দাটি দিয়ে হেলান দেয়ার জন্য একটি বা দু'টি তাকিয়া বানিয়ে নিয়েছি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

(মুসলিম, হাদীস ২১১০)

অর্থাৎ প্রত্যেক ছবিকার জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ
(বুখারী, হাদীস ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২ মুসলিম, হাদীস ২১১০ বাগ্যণ্ডয়ী, হাদীস ৩২১৯ নাসায়ী : ৮/২১৫ ইবনু আবী শাইবাহ : ৮/৪৮৪-৪৮৫ আহমাদ : ১/২৪১, ৩৫০ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১২৯০০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি এঁকেছে কিয়ামতের দিন তাকে এ ছবিগুলোতে রুহ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে পারবে না।

হযরত 'আয়েশা (রাখিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ

(বুখারী, হাদীস ২১০৫, ৫৯৫৭ মুসলিম, হাদীস ২১০৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ সকল ছবিকারদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফিরিশ্তারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে ছবি রয়েছে।

আল্লাহু তা'আলা চিত্রাঙ্কনকারীদেরকে সর্ব বৃহৎ জালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

(বুখারী, হাদীস ৫৯৫৩, ৭৫৫৯ মুসলিম, হাদীস ২১১১ বায়হাকী: ৭/২৬৮ বাগাওয়া, হাদীস ৩২১৭ ইবনু আবী শাইবাহ: ৮/৪৮৪ আহমাদ: ২/২৫৯, ৩৯১, ৪৫১, ৫২৭)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির ন্যায় জালিম আর কেউ হতে পারে না? যে আমার সৃষ্টির ন্যায় কোন কিছু বানাতে চায়। মূলতঃ সে কখনোই তা করতে পারবে না। যদি সে তা করতে পারবে বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি পিঁপড়া এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَخْرُجُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ، وَ أُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ،
وَلِسَانٌ يَنْطِقُ ، يَقُولُ : إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَ بِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَ بِالْمُصَوِّرِينَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৫৭৪ আহমাদ, হাদীস ৮৪৩০)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে ঘাড় সহ একটি মাথা বের হবে যার দু'টি চোখ হবে যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান হবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা হবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে: তিন জাতীয় মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে, প্রত্যেক প্রভাবশালী গান্দার, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে এবং ছবি অঙ্কনকারীরা।

কারোর ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকলে সে ঘরে রহমতের ফিরিশ্তা প্রবেশ করবেন না।

হযরত আবু ত্বালহা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৪৯ মুসলিম, হাদীস ২১০৬)

অর্থাৎ যে ঘরে কুকুর এবং (কোন প্রাণীর) ছবি রয়েছে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করবেন না।

৫০. বিপদের সময় ধৈর্যহীন হয়ে বিলাপ ধরা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথা মুগুন করা এবং নিজের সমূহ ধ্বংস বা যে কোন অকল্যাণ কামনা করাঃ

কারোর উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে

অর্ধৈষ হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথা মুগুন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

اِئْتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ، الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَ النَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
(মুসলিম, হাদীস ৬৭)

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা।

হযরত আবু মালিক আশ্'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتَّبِعْ قَبْلَ مَوْتِهَا ثِقَامَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ فَطْرَانٍ
وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৪)

অর্থাৎ বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস-পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাস্'উদ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ ، وَ شَقَّ الْجُيُوبَ ، وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

(বুখারী, হাদীস ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮ মুসলিম, হাদীস ১০৩
নাসায়ী, হাদীস ১৮৬২, ১৮৬৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬০৬)

অর্থাৎ সে আমার উম্মত নয় যে (বিপদে পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে) নিজ গণ্ড দেশে সজোরে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের বিলাপ ধরে।

রাসূল ﷺ এ জাতীয় মহিলাকে লা'নত করেছেন এবং তার থেকে নিজ দায়মুক্তি ও অসম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবু মূসা রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

(নাসায়ী, হাদীস ১৮৬৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন মাথা মুগুনকারিণী, বিলাপকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলাকে।

হযরত আবু উমামাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجَهَّهَا، وَ الشَّافَةَ جَبَّيْهَا، وَ الدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ
وَالْتَّبُورِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬০৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন সে মহিলাকে যে নিজ চেহারা খামচি মারে, নিজ বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং নিজ ধ্বংসকে আহ্বান করে।

হযরত আবু মূসা রা থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَ الْحَالِقَةِ وَ الشَّافَةِ

(বুখারী, হাদীস ১২৯৬ মুসলিম, হাদীস ১০৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬০৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ বিলাপকারিণী, মাথা মুগুনকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলা থেকে নিজ দায়মুক্তি ঘোষণা করেন।

কেউ জীবিত থাকাবস্থায় নিজ পরিবারকে বিলাপের ব্যাপারে সতর্ক না করলে সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবার তার জন্য বিলাপ করলে তাকে সে জন্য কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

হযরত 'উমর রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَحَّحَ عَلَيْهِ
(বুখারী, হাদীস ১২৯২)

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে তার উপর কারোর বিলাপের কারণে তার কবরেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৫১. কোন মুসলমানকে গালি বা যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াঃ

কোন মুসলমানকে গালি বা যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ। যদিও সে লোকটি মৃত হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾
(আহযাব : ৫৮)

অর্থাৎ যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা অপবাদ ও সুপষ্ট গুনাহ'র বোঝা বহন করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাস'উদ্ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৬০৪৪, ৭০৭৬ মুসলিম, হাদীস ৬৪)

অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরি।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়ার্হা'আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

(বুখারী, হাদীস ১৩৯৩, ৬৫১৬)

অর্থাৎ তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। কারণ, তারা দুনিয়াতে যা করেছে

তার ফলাফল তো এমনিতেই ভোগ করবে।

কোন কোন মানুষ অন্যের অনিষ্ট করতে বা তাকে কষ্ট দিতে সিদ্ধহস্ত। তাই অন্যরা সাধ্যমতো তার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। এমন মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّفَاءً شَرَّهُ
(বুখারী, হাদীস ৬০৩২ মুসলিম, হাদীস ২৫৯১)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যাকে অন্যরা পরিত্যাগ করে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে।

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু (রাযী) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ... بِحَسَبِ
أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ
وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৪)

অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সুতরাং সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না। একজন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে নীচ বলে মনে করবে। একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইয্য়ত হারাম। সে তা

কোনভাবেই হনন বা ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

৫২. রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়াঃ

রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া আরেকটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ।
হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ
أُتِفِقَ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৪০)

অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় উল্হুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঙ্গুলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ ؓ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফ ؓ এর মাঝে কোন একটি ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হলে হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ ؓ হযরত আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফ ؓ কে গালি দেয়। রাসূল ﷺ তা শুনতে পেয়ে হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ ؓ কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَوْ أُتِفِقَ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ
أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

(বুখারী, হাদীস ৩৩৭৩ মুসলিম, হাদীস ২৫৪১)

অর্থাৎ তোমরা আমার (প্রথম যুগের) কোন সাহাবাকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় উল্হুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ

সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না।

যারা রাসূল ﷺ এর সাহাবাদেরকে গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَقَلْبُهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(তাবারানী/কবীর, হাদীস ১২৭০৯ সা'হীহুল জামি', হাদীস ৫২৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কোন সাহাবাকে গালি দিলো তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হোক।

হযরত 'আলী, আনসারী সাহাবা এমনকি যে কোন সাহাবাকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক।

হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

(মুসলিম, হাদীস ৭৮)

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যিনি বীজ থেকে উদ্ভিদ এবং সকল প্রাণী করেছেন! নবী ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ একমাত্র মু'মিনই তোমাকে ভালোবাসবে এবং একমাত্র মুনাফিকই তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

(বুখারী, হাদীস ১৭, ৩৭৮৪ মুসলিম, হাদীস ৭৪)

অর্থাৎ আনসারী সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মুনাফিকির পরিচায়ক।

হযরত বারা[ؓ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল^ﷺ আনসারী সাহাবাদের সম্পর্কে বলেনঃ

الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ ،
وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮৩ মুসলিম, হাদীস ৭৫)

অর্থাৎ একমাত্র মু'মিনই আনসারী সাহাবাদেরকে ভালোবাসবে এবং একমাত্র মুনাফিকই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসলো আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করলো আল্লাহ তা'আলা তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবেন।

৫৩. নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াঃ

নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে সত্যিকারের মু'মিন নয়।

হযরত আবু শুরাইহ[ؓ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী^ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، قِيلَ : وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। রাসূল^ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লাহ'র রাসূল^ﷺ! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেনঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ[ؓ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল^ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(মুসলিম, হাদীস ৪৬)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

নিজ প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্যিকারের ঈমানের পরিচায়ক।

হযরত আবু হুরাইরাহু এবং হযরত আবু শুরাইহু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ

(মুসলিম, হাদীস ৪৭, ৪৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হয়।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

হযরত আবু হুরাইরাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنَّ فَلَانَةَ تُصَلِّيَ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَفِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يُؤْذِي جِيرَانَهَا سَلِيطَةً، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ فِي النَّارِ

(হাকিম ৪/১৬৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে বলা হলোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল ﷺ! অমুক মহিলা রাত্রিবেলায় নফল নামায পড়ে এবং দিনের বেলায় নফল রোযা রাখে অথচ সে ককর্ষভাষী তথা নিজ মুখ দিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। সে জাহান্নামী।

হযরত জিব্রীল ﷺ রাসূল ﷺ কে নিজ প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এতো বেশি তাকিদ দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ নিজ প্রতিবেশীকে তাঁর ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়ার আশঙ্কা পোষণ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا زَالَ جَبْرِئِلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

(বুখারী, হাদীস ৬০১৫ মুসলিম, হাদীস ২৬২৫)

অর্থাৎ হযরত জিব্রীল عليه السلام আমাকে এতো বেশি প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার অসিয়ত করছিলেন যে, তখন আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো হয়তোবা তিনি তাকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।

জিনিস যতই সামান্য হোক না কেন তা প্রতিবেশীকে দিতে লজ্জাবোধ করবেন না। কারণ, কিছু না দেয়ার চাইতে সামান্য দেয়াই ভালো।

হযরত আবু হুরাইরাহু رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ প্রায়ই বলতেনঃ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَخْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَ لَوْ فَرَسَنَ شَاةً

(বুখারী, হাদীস ৬০১৭ মুসলিম, হাদীস ১০৩০)

অর্থাৎ হে মুসলিম মহিলারা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন।

জিনিস কম হলে তা নিকটতম প্রতিবেশীকেই দিবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বললামঃ হে আল্লাহ'র রাসূল ﷺ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। অতএব তাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি কাকে হাদিয়া দেবো? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ أَبَا

(বুখারী, হাদীস ৬০২০)

অর্থাৎ নিকটবর্তী প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে। যার ঘরের দরোজা তোমারই দরোজার পাশে।

৫৪. কোন আল্লাহ্‌র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা তাকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াঃ

কোন আল্লাহ্‌র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা তাকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ। কারণ, তাদেরকে কষ্ট দেয়া মানে স্বয়ং আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দিবে আল্লাহু তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর রহুমত থেকে বঞ্চিত করবেন এবং আখিরাতে রয়েছে তার জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾

(আহযাব : ৫৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে কষ্ট দেয় আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করবেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَ بَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ ، وَ يَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَ إِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ ، وَ لَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ ، وَ مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي

عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৫০২)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলো আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয আমল চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় এমন কোন আমল নেই যার মাধ্যমে কোন বান্দাহ আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এতদসত্ত্বেও কোন বান্দাহ যদি লাগাতার নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি কখনো কাউকে ভালোবাসলে তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই শুনে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার চোখও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই দেখে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার হাতও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই ধরে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার পাও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুর প্রতিই চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আমার নিকট সে কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে তা থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কিছু করতে এতটুকুও ইতস্তত করি না যতটুকু ইতস্তত করি কোন মু'মিনের জীবন নিতে। সে মৃত্যু চায় না। আর আমি তাকে কোন ভাবেই দুঃখ দিতে চাই না।

হযরত 'আয়িয বিন্ 'আমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবু সুফয়ান নিজ দলবল নিয়ে সালমান, সুহাইব ও বিলাল রাঃ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তাঁরা আবু সুফয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহু তা'আলার কসম! আল্লাহু'র তরবারি এখনো তাঁর এ শত্রুর গর্দান উড়িয়ে দেয়নি। তখন আবু বকর রাঃ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কুরাইশ নেতার ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারলে?! অতঃপর রাসূল সাঃ কে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেনঃ

يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৫০৪)

অর্থাৎ হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগিয়ে দিলে! যদি তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তা হলে যেন তুমি আল্লাহু তা'আলাকে রাগান্বিত করলে।

অতঃপর আবু বকর রা তাঁদের নিকট এসে বললেনঃ হে আমার ভাইয়েরা! আমি তো তোমাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেনঃ না, হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই! বরং আমরা আপনার জন্য আল্লাহু তা'আলার নিকট দো'আ করছি তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

তবে একটি কথা না বললেই হয় না। আর তা হচ্ছে, আল্লাহু তা'আলার ওলী হওয়ার জন্য এ ব্যাপারে কারোর ইজাযত বা খিলাফত পেতে হবে কি? তার বংশটি কোন ওলীর বংশ হতে হবে কি? ওলী হওয়ার জন্য সুফিবাদের ধরা-বাঁধা নিয়মানুযায়ী রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে কি? উক্ত পথ পাড়ি দিতে কোন ইযাযতপ্রাপ্ত ওলীর হাত ধরতে হবে কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

না, এর কিছুই করতে হবে না। বরং আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল সা এর দেয়া ওলীর নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদেরকে উক্ত পথ পাড়ি দিতে হবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

(ইউনুস : ৬২-৬৪)

অর্থাৎ জেনে রেখো, (কিয়ামতের দিন) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওলীদের কোন ভয় থাকবে না। না থাকবে তাঁদের কোন চিন্তা ও আশঙ্কা। তাঁরা হচ্ছেন খাঁটি ঈমানদার এবং সত্যিকার আল্লাহুভীর। তাঁদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ দুনিয়া এবং আখিরাতেও। আল্লাহু তা'আলার কথায় কোন হেরফের নেই। এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা।

উক্ত আয়াতে ওলী হওয়ার জন্য খাঁটি ঈমান এবং সত্যিকার আল্লাহুভীরতার শর্ত দেয়া হয়েছে। তথা সকল ফরজ কাজ সমূহ পালন করা এবং সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকা। কখনো হঠাৎ কোন পাপকর্ম ঘটে গেলে তাওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা নেয়া। উপরন্তু নফল আমল সমূহের প্রতি বেশি মনযোগী হওয়া এবং আল্লাহু তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা।

হযরত মু'আয বিন্ জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ،
وَلِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ

(ইবনু হিব্বান/মাতুয়ারিদ, হাদীস ২৫১০ বাগাওয়া, হাদীস ৩৪৬৩ কোয়ায়ী, হাদীস ১৪৪৯, ১৪৫০)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ আমার কর্তব্য ওদেরকে ভালোবাসা যারা আমার জন্য অন্যকে ভালোবাসে, আমার জন্য অন্যের সাথে উঠে-বসে, আমার জন্য অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য কাউকে দান করে।

৫৫. লুঙ্গি, পাজামা অথবা যে কোন কাপড় টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে পরাঃ

লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট অথবা যে কোন কাপড় টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে

পরা কবীরা গুনাহ। চাই তা গর্ব করেই হোক অথবা এমনিতেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৮৭)

অর্থাৎ লুঙ্গি, পাজামা বা প্যাণ্টের যে অংশটুকু পায়ের গিঁটের নিচে যাবে তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

যে ব্যক্তি টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধান করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সাথে কোন কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবু যর গিফারী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ ، وَالْمَتَّانُ وَفِي رِوَايَةٍ : الْمَتَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَتَّهُ ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

(মুসলিম, হাদীস ১০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৭, ৪০৮৮)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল সঃ কথাগুলো তিন বার বলেছেন। হযরত আবু যর রাঃ বলেনঃ তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ'র

রাসূল ﷺ! রাসূল ﷺ বললেনঃ টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ

(বুখারী, হাদীস ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪ মুসলিম, হাদীস ২০৮৫)
অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

একজন মু'মিনের লুঙ্গি, পাজামা ইত্যাদি জঞ্জার অর্ধেক পর্যন্তই হওয়া উচিত। পায়ের গিঁট পর্যন্ত হলেও চলবে। তবে যে ব্যক্তি গিঁটের নিচে পরবে সে গর্বকারীরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত জাবির বিন্ সুলাইম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

وَأَرْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فِإِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَاسْبَالَ
الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৪)

অর্থাৎ তোমার নিম্ন বসন জঞ্জার অর্ধেক উঠিয়ে নাও। তা না করলে অন্ততপক্ষে পায়ের গিঁট পর্যন্ত। তবে গিঁটের নিচে পরা থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। কারণ, তা অহঙ্কারের পরিচায়ক। আর আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কার করা পছন্দ করেন না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نَصْفِ السَّاقِ ، وَلَا حَرَجَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৩)

অর্থাৎ একজন মুসলমানের নিম্ন বসন জঙ্ঘার অর্ধেক পর্যন্তই হওয়া চাই।
তবে তা এবং পায়ে গিঁটের মাঝে থাকলেও কোন অসুবিধে নেই।

জামা এবং পাগড়িও গিঁটের নিচে যেতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী
ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ
إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৪)

অর্থাৎ গিঁটের নিচে পরা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট,
জামা, পাগড়ি ইত্যাদির মধ্যেও ধরা হয়। যে ব্যক্তি গর্ব করে এগুলোর কোনটি
মাটিতে টেনে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের
দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

অসতর্কতাবশত প্যান্ট, লুঙ্গি বা পাজামা গিঁটের নিচে চলে গেলে স্মরণ
হওয়া মাত্রই তা গিঁটের উপরে উঠিয়ে নিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
একদা আমি রাসূল ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যখন আমার নিম্ন বসন
ছিলো গিঁটের নিচে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

يَا عَبْدَ اللَّهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ ، فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ ، فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا
بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ
(মুসলিম, হাদীস ২০৮৬)

অর্থাৎ হে আব্দুল্লাহ! তোমার নিম্ন বসন (গিঁটের উপর) উঠিয়ে নাও। তখন আমি উপরে উঠিয়ে নিলাম। রাসূল ﷺ আবারো বললেনঃ আরো উপরে। তখন আমি আরো উপরে উঠিয়ে নিলাম। এরপর থেকে আজো পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছি। উপস্থিত লোকদের কেউ বলে উঠলোঃ তখন আপনি কোন পর্যন্ত উঠিয়েছিলেন? তিনি বললেনঃ জঙ্ঘার অর্ধ ভাগ পর্যন্ত।

৫৬. সোনা বা রূপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করাঃ

সোনা বা রূপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাখিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
(বুখারী, হাদীস ৫৬৩৪ মুসলিম, হাদীস ২০৬৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার আসবাবপত্রে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

সোনা, রূপার প্লেট-বাটি এবং হাঙ্কা বা ঘন সিল্ক দুনিয়াতে কাফির পুরুষরাই ব্যবহার করবে। মুসলমানরা নয়। কারণ, মুসলমানদের জন্য তা প্রস্তুত রয়েছে আখিরাতে।

হযরত হুযাইফাহ (রাখিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَّاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ
(বুখারী, হাদীস ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১ মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা হাঙ্কা বা ঘন সিল্ক পরিধান করো না। তেমনিভাবে সোনা রূপার পেয়ালায় পান করো না এবং এ গুলোর প্লেটে খেও না। কারণ, সেগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য।

৫৭. কোন পুরুষের স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করাঃ

কোন পুরুষের জন্য স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী, 'আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَ أَحِلَّ لِأَنَائِهِمْ

(তিরমিযী, হাদীস ১৭২০ ইবনু মাজাহ, ৩৬৬২, ৩৬৬৪)

অর্থাৎ সিল্ক ও স্বর্ণ আমার পুরুষ উম্মতের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে মহিলাদের জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَتَزَعَهُ فُطْرَحَهُ وَ قَالَ: يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ اتَّقِ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَ قَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(মুসলিম, হাদীস ২০৯০)

অর্থাৎ একদা রাসূল সা জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি সোনার আংটিটি তার হাত থেকে খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ তোমাদের কেউ ইচ্ছে করে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিতে চায়? রাসূল সা চলে গেলে লোকটিকে বলা হলোঃ আংটিটা নিশ্চয় নাও। অন্য কোন কাজে লাগাতে পারবে। লোকটি বললোঃ আল্লাহ তা'আলার কসম!

আমি তা কখনোই কুড়িয়ে নিতে পারবো না যা একদা রাসূল ﷺ খুলে ফেলে দিলেন।

সোনা, রূপার প্লেট-বাটি এবং হাঙ্কা বা ঘন সিল্ক দুনিয়াতে কাফির পুরুষরাই ব্যবহার করবে। মুসলমানরা নয়। কারণ, তাদের জন্য তা প্রস্তুত রয়েছে আখিরাতে।

হযরত হুযাইফাহু রাযী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
 لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَّاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১ মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা হাঙ্কা বা ঘন সিল্ক পরিধান করো না। তেমনিভাবে সোনা রূপার পেয়ালায় পান করো না এবং এ গুলোর প্লেটে খেও না। কারণ, সেগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য।

হযরত উমর ও আব্দুল্লাহু বিনু যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
 (বুখারী, হাদীস ৫৮৩৩, ৫৮৩৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সিল্ক পরিধান করবে সে আর আখিরাতে তা পরিধান করবে না।

হযরত আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 (বুখারী, হাদীস ৫৮৩৫)

অর্থাৎ দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় সেই পরিধান করবে যার জন্য আখিরাতে এ জাতীয় কিছুই থাকবে না।

৫৮. কোন গোলাম বা যার পেছনে অগ্রিম টাকা খরচ করে চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য আনা হয়েছে চুক্তি শেষ না হতেই তার পলায়নঃ

কোন গোলাম বা যার পেছনে অগ্রিম টাকা খরচ করে চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য আনা হয়েছে চুক্তি শেষ না হতেই তার পলায়ন হারাম বা কবীরা গুনাহ।

হযরত জারীর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْهِمْ
(মুসলিম, হাদীস ৬৮)

অর্থাৎ কোন গোলাম নিজ মনিব থেকে পলায়ন করলে সে কাফির হয়ে যাবে যতক্ষণ না তার মনিবের কাছে ফিরে আসে।

হযরত জারীর ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
(মুসলিম, হাদীস ৭০)

অর্থাৎ কোন গোলাম তার মনিবের কাছ থেকে পলায়ন করলে তার কোন নামাযই কবুল করা হবে না।

হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً ، وَ لَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ ، وَ الْمَرْأَةُ السَّاحِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى ، وَ السَّكَرَانُ حَتَّى يَصْحُو
(ইবনু হিব্বান/ইহসান, হাদীস ৫৩৩১ কানযুল 'উন্না'ল, হাদীস ৪৩৯২৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির নামায আলাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না এবং তাদের কোন সাওয়াবও আলাহ তা'আলার নিকট উঠবে না। তারা হচ্ছে, নিজ মনিবের কাছ থেকে পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ না সে তাদের কাছে ফিরে

আসে। সে মহিলা যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট যতক্ষণ না সে তার উপর সন্তুষ্ট হয় এবং কোন নেশাখোর মাতাল ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।

হযরত ফাযালাহু বিন্ 'উবাইদু   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল   ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَ عَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا ،
وَعَبْدٌ أَبْقَى فَمَاتَ ، وَ امْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَذَّ كَفَاهَا الْمُؤْنَةُ فَتَبَرَّجَتْ

(বুখারী/আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৫৯০ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৫৫৯ বাযযার, হাদীস ৮৪ বাযহাক্বী/শু'আবুল ইমান, হাদীস ৭৭৯৭ 'হাকিম ১/১১৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাই করো না। তারা হচ্ছে, মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যে নিজ প্রশাসকের অবাধ্য এবং এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। নিজ মনিব থেকে পলায়নকারী গোলাম এবং এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। এমন এক মহিলা যার স্বামী বাড়িতে নেই এবং সে তার স্ত্রীর খরচাদি দিয়েই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে অথবা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে অথচ সে মহিলা বেপর্দা অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়।

হযরত 'আলী   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল   ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

(আহমাদ, হাদীস ২৯১৩ 'হাকিম ৪/১৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলার লা'নত ওই ব্যক্তির উপর যে নিজ মনিব ছেড়ে অন্য কাউকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করলো।

৫৯. নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়াঃ

নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা

হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া (যদিও তা শুধু কাগজপত্রে এবং যে কোন কারণেই হোক না কেন) হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত সা'আদ বিনু আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

(বুখারী, হাদীস ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৬৭৬৬ মুসলিম, হাদীস ৬৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয় অথচ সে জানে যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার পিতা নয় তা হলে জান্নাত তার উপর হারাম হয়ে যাবে।

হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয় অথবা নিজ মনিবকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ মনিব হিসেবে পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হোক। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোন নফল অথবা ফরয আমল কবুল করবেন না।

কোন কোন সন্তান তো এমনও আছে যে, ছোট বেলায় তার পিতা তার প্রতি বহু অবহেলা দেখিয়েছে। এমনকি তার কোন খবরা খবরই সে রাখেনি। তখন বড় হয়ে সে সন্তান তার পিতাকেই অস্বীকার করে বসে অথবা পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। হয়তো বা সে কখনো তার সং বাবাকেই আপন বাবা হিসেবে পরিচয় দেয়। এমতাবস্থায় সত্যিই সে মারাত্মক অপরাধী। পিতার কৃতকর্মের জন্য সে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে অবশ্যই। তবে তাতে

সন্তানের নিজ পিতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كَفَرٌ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৬৮ মুসলিম, হাদীস ৩২)

অর্থাৎ তোমরা নিজ পিতার প্রতি অনীহা প্রকাশ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি নিজ পিতার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলো সে কুফরি করলো।

৬০. কারোর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করাঃ

কারোর সাথে কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ। তা এভাবে যে, কোন সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নেই বরং অন্যকে অপমান করা এবং নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই কারোর কথায় দোষ-ত্রুটি বের করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ তা'আলা কোর'আন মাজীদে এ জাতীয় লোকদের লুক্কায়িত উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ، إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ، مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

(গাফির/মু'মিন : ৫৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কার যা সফল হবার নয়। অতএব তুমি আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

কারোর সাথে তর্ক করলে তা একমাত্র সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এবং সুন্দর পন্থায় হতে হবে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(‘আনকাবূত : ৪৬)

অর্থাৎ তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে একমাত্র উত্তম পন্থায়ই তর্কে লিপ্ত হবে।

কারোর সাথে অনর্থক ঝগড়া-ফাসাদকারী আল্লাহু তা'আলার নিকট একেবারেই ঘণিত এবং তারাই তাঁর কোপানলে পতিত।

হযরত 'আযিশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَقْضَى الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصْمُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৭, ৪৫২৩ মুসলিম, হাদীস ২৬৬৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদকারীই।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৭ আহমাদ, হাদীস ৫৩৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেগুনে কারোর সাথে বাতিল কোন জিনিস নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করলো আল্লাহু তা'আলা সত্যিই তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়।

কোর'আন নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি।

হযরত আবু হুরাইরাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৩ আহমাদ, হাদীস ৭৮৪৮ ইবনু হিষ্টান/মাওয়ারিদ, হাদীস ৫৯ 'হাকিম ২/২২৩)

অর্থাৎ কুর'আন নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি।

কোন ব্যক্তি হিদায়াতের রাস্তা থেকে ফসকে গেলেই অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়।

হযরত আবু উমামাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجِدَلَ ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جِدَلًا ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ الزُّخْرُفُ

(তিরমিযী, হাদীস ৩২৫৩ আহমাদ ৫/২৫২-২৫৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৮ 'হাকিম ২/৪৪৮)

অর্থাৎ কোন জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর আবারো পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে (আল্লাহ তা'আলা) তাদেরকে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে ব্যস্ত করে দেন। অতঃপর রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ যার মর্মার্থঃ তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এমন কথা বললো। বস্তুত তারা বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (যুখরুফ : ৫৮)

রাসূল ﷺ নিজ উম্মতের মধ্যে এ জাতীয় বাকপটু মুনাফিকের আশঙ্কাই করেছিলেন।

হযরত 'ইমরান বিন্ 'হুসাইন رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلَيْهِمُ اللِّسَانُ

(তাবারানী/কবীর খণ্ড ১৮ হাদীস ৫৯৩ ইবনু হিষ্টান, হাদীস ৮০ বাযযার, হাদীস ১৭০)

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে প্রত্যেক বাকপটু মুনাফিকেরই বেশি আশঙ্কা করছি।

৬১. নিজ প্রয়োজনের বেশি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করাঃ

নিজ প্রয়োজনের বেশি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করাও কবীরা গুনাহ।

হযরত 'আমর বিন্ শু'আইব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ أَوْ كَلَّا مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আহমাদ, হাদীস ৩৬৭৩, ৩৭২২, ৭০৫৭ স'হীহুল জামি', হাদীস ৬৫৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাড়তি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করলো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তাঁর অনুগ্রহ করতে অস্বীকার করবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ ، وَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَ رَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ

(বুখারী, হাদীস ২৩৬৯)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। তারা হলো, এমন এক ব্যক্তি যে কোন পণ্যের ব্যাপারে এ বলে মিথ্যা কসম খেলো যে, ফ্রেতা যা দিয়েছে সে তার বেশি দিয়েই পণ্যটি ক্রয় করেছে ; অথচ কথাটি একেবারেই

মিথ্যা। আরেক জন ব্যক্তি এমন যে, সে আসরের পর মিথ্যা কসম খেলো অন্য আরেক জন মুসলমানের সম্পদ অবৈধভাবে হরণ করার জন্য। আরেক জন ব্যক্তি এমন যে, সে বাড়তি পানি অন্যকে দিতে অস্বীকার করলো। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে অনুগ্রহ করতে অস্বীকার করলাম যেমনিভাবে তুমি অস্বীকার করলে অন্যকে বাড়তি পানি দেয়া থেকে; অথচ তা তুমি সৃষ্টি করোনি।

৬২. কাউকে ওজনে কম দেয়াঃ

কাউকে ওজনে কম দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(মুত়াফ্ফিন : ১-৬)

অর্থাৎ জাহান্নামের ওয়াইল নামক উপত্যকা ওদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তবে অন্যদের থেকে মাপে নেয়ার সময় পূর্ণভাবেই নিয়ে নেয়। কিন্তু অন্যকে দেয়ার সময় মাপে বা ওজনে কম দেয়। তারা কি ভাবে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সে মহান দিবসে যে দিন সকল মানুষ দাঁড়াবে (হিসাব দেয়ার জন্য) সর্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।

৬৩. আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাঃ

আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

(আ'রাফ : ৯৯)

অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহু তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুতঃ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তরাই আল্লাহু তা'আলার পাকড়াও থেকে নিঃশঙ্ক হতে পারে।

আল্লাহু তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا ، وَالدِّينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

(ইউনুস : ৭-৮)

অর্থাৎ যারা (পরকালে) আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং যারা পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধেও গাফিল তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। তা একমাত্র তাদেরই কার্যকলাপের কারণে।

আল্লাহু তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এটাও যে, বান্দাহু গুনাহ করতে থাকবে এবং আল্লাহু তা'আলার নিকট ক্ষমার আশা করবে।

হযরত ইসমাঈল বিন রাফি' (রাহিমাহুল্লাহু) বলেনঃ

مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ إِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَى الذُّبِّ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ

(আল্ হু'রশাদ : ৮০)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নির্ভয় হওয়ার মানে এও যে, বান্দাহু গুনাহ করতে থাকবে এবং আল্লাহু তা'আলার নিকট ক্ষমার আশা করবে।

আমি বা আপনি যতই নেক আমল করি না কেন তাতে গর্বের কিছুই নেই এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, আমাদের আমলগুলো আল্লাহ তা'আলা সর্বদা কবুল করছেন। আর কবুল করে থাকলেও আমরা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত নই যে, আমরা সর্বদা এ জাতীয় আমল করার সুযোগ পাবো। এ কারণে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট নেক আমলের উপর টিকে থাকার দো'আ করতে হবে।

আবার কেউ কেউ তো এমনো আছে যে, সে আমল ততো বেশি করে না ঠিকই এরপরও আরেক জনের ব্যাপারে এতটুকু বলতে দ্বিধা করে না যে, আমরা তো অন্তত এতটুকু হলেও করছি। অমুক তো এতটুকুও করছে না। আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার এতটুকু আমলই আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যাচ্ছে। বরং সবারই উচিত সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা এবং নিজের গুনাহ'র কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা কান্নাকাটি করা। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট দ্বীনের উপর অটল থাকার দো'আ করা।

হযরত 'উক্বাহু বিন্ 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললামঃ হে আল্লাহ'র রাসূল ﷺ! নাজাত পাওয়া যাবে কিভাবে? তিনি বললেনঃ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَ لِيَسْغِكَ بَيْتُكَ ، وَ ابْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪০৬)

অর্থাৎ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো, নিজ ঘরেই অবস্থান করো এবং গুনাহ'র জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করো।

হযরত শাহূর বিন্ 'হাউশাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ لَأُمَّ سَلَمَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ!؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ؛ إِلَّا وَ قَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ ، فَتَلَا مُعَاذَ: ﴿ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ۖ هَٰذَا نَحْنُ الْغَائِبُونَ ۝ ﴾

(তিরমিযী, হাদীস ৩৫২২)

অর্থাৎ আমি হযরত উম্মে সালামাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললামঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার নিকট থাকাবস্থায় রাসূল ﷺ অধিকাংশ সময় কি দো'আ করতেন? তিনি বললেনঃ অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ বলতেনঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনি ইসলামের উপর অটল অবিচল রাখুন। হযরত উম্মে সালামাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আপনাকে দেখছি আপনি অধিকাংশ সময় উপরোক্ত দো'আ করেন। মূলতঃ এর রহস্য কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ হে উম্মে সালামাহু! প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহু তা'আলার দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর বক্র পথে পরিচালিত করেন। বর্ণনাকারী মু'আয বলেনঃ এ জন্যই আল্লাহু তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা তাঁর নিকট নিম্নোক্ত দো'আ করতে আদেশ করেন যার অর্থঃ

হে আমার প্রভু! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। অতএব আমাদের অন্তরকে আর বক্র পথে পরিচালিত করবেন না।

৬৪. আল্লাহু তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়াঃ

আল্লাহু তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾

(হিজর : ৫৬)

অর্থাৎ একমাত্র পথভ্রষ্টরাই নিজ প্রভুর করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَلَا تَيَّاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَا يَيَّاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾

(ইউসুফ : ৮৭)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহু তা'আলার করুণা থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই আল্লাহু তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসুউদ রাঃ বলেনঃ

أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ : الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

(‘আব্দুর রাযযাক, হাদীস ১৯৭০১)

অর্থাৎ সর্ববৃহৎ পাপ হচ্ছে, আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

তবে মঙ্গলজনক নিয়ম হচ্ছে এই যে, সুস্থতার সময় আল্লাহু তা'আলাকে ভয় পাওয়া এবং অসুস্থতা বা মৃত্যুর সময় আল্লাহু তা'আলার রহমতের আশা করা। আর উভয়টির মধ্যে সর্বদা সমতা বজায় রাখাই তো সর্বোত্তম।

হযরত জাবির রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(মুসলিম, হাদীস ২৮৭৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩১১৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২৪২)

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ তা'আলার উপর সুধারণা নিয়েই মৃত্যু বরণ করে।

হযরত আনাস রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص شَابٌّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ ، وَ إِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو ، وَ آمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

(তিরমিযী, হাদীস ৯৮৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৩৩৭)

অর্থাৎ একদা নবী সা জনৈক যুবকের নিকট গেলেন তখন সে মুম্বু অবস্থায়। রাসূল সা তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি অবস্থায় আছো? সে বললোঃ হে আল্লাহ'র রাসূল সা! আল্লাহ'র কসম! আমি আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা করছি এবং নিজের গুনাহ'র ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। রাসূল সা বললেনঃ এমন সময় কোন বান্দাহ'র অন্তরে এ দু' জিনিস থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার আশা পূরণ এবং তার ভয় দূরীভূত করবেন।

মানুষ যতই গুনাহ করুক না কেন তবুও সে কখনো আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَ أَيْنِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ ﴾

مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٧﴾

(যুম্মার : ৫৩-৫৪)

অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাহুদেরকে এ বাণী পৌঁছিয়ে দিন যে, হে আমার বান্দাহু! তোমরা যারা গুনাহ'র মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অধিক অত্যাচার-অবিচার করেছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে কখনো নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমরা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো শান্তির সম্মুখীন হওয়ার বহু পূর্বে। জেনে রাখো, এরপর কিন্তু তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না।

আশা ও ভয়ের সম্মিশ্রণকেই ঈমান বলা হয়। নবী ও রাসূলদের ঈমান এ পর্যায়েরই ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

(আহ্‌যিয়া : ৯০)

অর্থাৎ তারা (নবী ও রাসূলরা) সৎকর্মে দৌড়ে আসতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভয়ের মাঝে। তেমনিভাবে তারা ছিলো আমার নিকট সুবিনীত।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

(ইস্রা/বানী ইস্রাঈল : ৫৭)

অর্থাৎ তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো নিজ প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে বেড়ায়। এ প্রতিযোগিতায় যে, কে কতটুকু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দয়া

কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়। আপনার প্রতিপালকের শাস্তি সত্যিই ভয়াবহ।

৬৫. মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোস্ত খাওয়াঃ

মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোস্ত খাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾

(আন'আম : ১৪৫)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) তুমি বলে দাওঃ আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে তাতে আমি আহরকারীর জন্য কোন কিছু হারাম পাইনি শুধু তিনটি বস্তু ছাড়া। আর তা হচ্ছে, মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত। কেননা, তা নাপাক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ، ذَلِكَ فِسْقٌ ﴾

(মা'য়িদাহ : ৩)

অর্থাৎ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত, যে পশুকে যবাই করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির নামে, যে পশুর গলায় ফাঁস পড়ে সে মারা গেছে, যে পশুকে ধারালো নয় এমন কোন বস্তুর মাধ্যমে আঘাত করে মারা হয়েছে, যে পশু উঁচু কোন স্থান থেকে পড়ে মারা গেছে, যে পশুকে অন্য কোন পশু আঘাত

করে বা গুঁতো দিয়ে মেরেছে, যে পশুকে অন্য কোন হিংস্র পশু মেরে তার গোস্ত খেয়েছে, তবে এগুলোর মধ্য থেকে যে পশুকে তোমরা জীবিত পেয়ে যবাই করতে সক্ষম হয়েছে তা খেতে পারো, যে পশুকে মূর্তি (বা কোন পীরের) আস্তানায় যবাই করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু তীরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ। তোমাদের এ সকল কর্মকাণ্ড সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ।

দাবা খেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর এ দাবা খেলাকেই রাসূল ﷺ শুকরের গোস্ত ও রক্ত দিয়ে হাত রাঙ্গানোর সাথে তুলনা করেছেন। তা হলে শুকরের গোস্ত খাওয়া কতটুকু গুনাহ'র কাজ তা এখান থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।

হযরত বুরাইদাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَعَبَ بِالرَّدْشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَ دَمِهِ
(মুসলিম, হাদীস ২২৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে যেন নিজ হাতকে শুকরের গোস্ত ও রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করলো।

৬৬. জুমু'আহ্ ও জামাতে নামায না পড়াঃ

জুমু'আহ্ ও জামাতে নামায না পড়া আরেকটি কবীরা গুনাহ্।

কেউ লাগাতার কয়েকটি জুমু'আহ্ ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

(মুসলিম, হাদীস ৮৬৫)

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক জুমু'আহ্ পরিত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকুক নয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দিবেন। তখন তারা নিশ্চয়ই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এমনকি যে ব্যক্তি অলসতা বশত তিন ওয়াক্ত জুমু'আহ্'র নামায ছেড়ে দিয়েছে তার অন্তরেও আল্লাহ্ তা'আলা মোহর মেরে দিবেন।

হযরত আবুল জা'দ যামুরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ نَهَانَا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১০৫২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তিন ওয়াক্ত জুমু'আহ্'র নামায অলসতা বশত ছেড়ে দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।

যারা জামাতে উপস্থিত হয়ে ফরয নামাযগুলো আদায় করছে না রাসূল সঃ তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أَمُرَ جُلًّا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرَقَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بِنَارٍ

(বুখারী, হাদীস ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০ মুসলিম, হাদীস ৬৫১ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৮ আহমাদ, হাদীস ৩৮১৬)

অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামাতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে নামায পড়লো তার নামায আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى ، قِيلَ : وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুয়ায্বিনের আযান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়লো অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওয়র নেই তা হলে তার আদায়কৃত নামায আল্লাহু তা'আলার দরবারে কবুল হবে না। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আপনি ওয়র বলতে কি ধরনের ওয়র বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

(বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওয়র নেই। তা হলে তার নামায হবে না।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَجِدْ خَيْرًا وَ لَمْ يُرَدِّ بِهِ

(ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩৪৬৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওয়রই ছিলো না সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় অথবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি।

৬৭. কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাঃ

যে কোনভাবে কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾

(ফাতির : ৪৩)

অর্থাৎ কুট ষড়যন্ত্র একমাত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই বেষ্টন করে নেয়।

হযরত ক্বাইস্ বিন্ সা'দ ও হযরত আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ

(ইবনু 'আদি' ২/৫৮৪ বায়হাক্বী/শু'আবুল ইমান ২/১০৫/২ হাকিম ৪/৬০৭)

অর্থাৎ ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ।

৬৮. কারোর সাথে তর্কের সময় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করাঃ

কারোর সাথে তর্কের সময় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪)

অর্থাৎ চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলো: যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

৬৯. কারোর জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা:

কারোর জমিনের সীমানা ঠেলে তার কিয়দংশ নিজের অধিকারভুক্ত করে নেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত 'আলী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮ আহমাদ, হাদীস ২৯১৩ 'হা'কিম ৪/১৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে যে অন্যের জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بَغْيٍ حَقَّهُ خُسْفٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَعِ أَرْضِينَ

(বুখারী, হাদীস ২৪৫৪, ৩১৯৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর জমিনের কিয়দংশ অবৈধভাবে হরণ করলো তাকে কিয়ামতের দিন সাত জমিন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।

৭০. সমাজে কোন বিদ্'আত বা কুসংস্কার চালু করা:

সমাজে কোন বিদ্'আত কিংবা কুসংস্কার চালু করা অথবা এগুলোর দিকে কাউকে আহ্বান করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ،
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

(মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ্'আত কিংবা কুসংস্কার চালু করলো সে কুসংস্কারের গুনাহ তো তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে উপরন্তু যারা তার পরবর্তীতে উক্ত গুনাহ করবে তাদের সকলের গুনাহও তাকে বহন করতে হবে অথচ তাদের গুনাহ এ কারণে এতটুকুও কম করা হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
آثَامِهِمْ شَيْئًا

(মুসলিম, হাদীস ২৬৭৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে কোন গুনাহ তথা শ্রষ্টতার দিকে ডাকলো তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা উক্ত গুনাহ'র কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহ তার আমলনামায় লেখা হবে অথচ এ কারণে তাদের গুনাহ এতটুকুও কম করা হবে না।

৭১. কারোর দিকে ছুরি বা কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাঃ

কারোর দিকে দা, ছুরি বা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعُنُهُ حَتَّى يَدْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
لِأَيِّهِ وَ أُمِّهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬১৬)

অর্থাৎ কেউ নিজ কোন মুসলমান ভাইয়ের দিকে লোহা জাতীয় কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করলে ফিরিশ্‌তারা তাকে লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদিও উক্ত ব্যক্তি তার সহোদর ভাইই হোক না কেন।

রাসূল ﷺ অন্য হাদীসে এ নিষেধের কারণও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু   থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي أَحَدَكُمْ لَعْلَ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ
فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৭০৭২ মুসলিম, হাদীস ২৬১৭)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন নিজ অন্য মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত না করে। কারণ, তোমাদের কারোরই জানা নেই যে, হয়তো বা শয়তান তার হাত টেনে অন্যের গায়ে লাগিয়ে দিবে। তখন সে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭২. চেহারায় দাগ দেয়া, চেহারার কেশ উঠানো, নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করাঃ

চেহারায় দাগ দেয়া, চেহারার কেশ উঠানো, নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করাও হারাম এবং কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ মাসুউদ   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ،
الْمُغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

(বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬, ৫৯৩১, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮ মুসলিম,
হাদীস ২১২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন সে মহিলাকে যে অপরের চেহারা
দাগে এবং যে অপরকে দিয়ে নিজ চেহারা দাগ করায়, যার চেহারার কেশ
উঠানো হয় এবং যে মহিলা সৌন্দর্যের জন্য নিজ দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে ;
আল্লাহ প্রদত্ত গঠন পরিবর্তন করে।

হযরত আবু হুরাইরাহু, আয়েশা, আসমা' ও আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর রা
থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭, ৫৯৪২ মুসলিম,
হাদীস ২১২২, ২১২৩, ২১২৪)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন নিজের চুলের সাথে অন্য চুল
সংযুক্তকারিণী মহিলাকে এবং যার জন্য তা করা হয়েছে তাকেও।

৭৩. হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাঃ

মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাও আরেকটি কবীরা
গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدْفُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

(হাক্ক : ২৫)

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছে করবে আমি

তাকে আশ্বাদন করাবো মর্মস্ৰুদ শাস্তি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَ مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ ، وَ مُطْلَبٌ دَمَ امْرَأٍ بغيرِ حَقٍّ لِيَهْرِيْقَ دَمَهُ
(বুখারী, হাদীস ৩৮৮২)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট। হারাম শরীফের
সম্মান ক্ষুণ্ণকারী, মুসলমান হয়ে জাহিলিয়াতের মত ও পন্থা অব্বেষণকারী
এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করতে আগ্রহী।

৭৪. কবীরা গুনাহ্'র কারণে কোন ক্ষমতাসীনকে কাফির
সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাঃ

কবীরা গুনাহ্'র কারণে কোন ক্ষমতাসীনকে কাফির সাব্যস্ত করে তাঁর
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা আরকটি কবীরা গুনাহ্।

এ জাতীয় ব্যক্তিকে আরবীতে খারিজী এবং একের অধিককে খাওয়ারিজ
বলা হয়।

রাসূল ﷺ এ জাতীয় খারিজীদেরকে জাহান্নামের কুকুর এবং আকাশের
নিচের সর্বনিকৃষ্ট নিহত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত ইব্নু আবী আওফা (রাযী) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
করেনঃ

الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ১৭২)

অর্থাৎ খারিজীরা হচ্ছে জাহান্নামের কুকুর।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، وَ خَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قُتِلُوا ، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ ،
قَدْ كَانُوا هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا

(তিরমিযী, হাদীস ৩০০০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৭৫)

অর্থাৎ (খারিজীরাই হচ্ছে) আকাশের নিচের সর্বনিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি এবং তারা যাদেরকে হত্যা করবে তারাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি। তারা হচ্ছে জাহান্নামীদের কুকুর। তারা ছিলো একদা মুসলমান অতঃপর হলো কাফির।

এমনকি রাসূল ﷺ এ জাতীয় খারিজীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সাওয়াবও ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত 'আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসুউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَّتْ أَسْنَانُ ، سُفِهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ
قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْرَأُونَ
الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنْ قَتَلْتُمْ أَجْرَ لِمَنْ
قَتَلْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩০ মুসলিম, হাদীস ১০৬৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬৭)

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন এক জাতি আসবে যাদের বয়স হবে কম এবং তারা হবে বোকা। কথা বলবে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা। তবে তারা ইসলাম থেকে তেমনিভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় তীর শিকারের শরীর থেকে। তারা কুর'আন পড়বে ঠিকই। তবে তাদের কুর'আন গলা অতিক্রম করবে না তথা কবুল করা হবে না। তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে। কারণ, তাদেরকে হত্যা করলে কিয়ামতের দিন সাওয়াব পাওয়া যাবে।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কোন অসদাচরণ দেখলে তা ধর্মের সাথে মেনে নিবে।

এ জন্য তার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(বুখারী, হাদীস ৭০৫৩ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে কোন অসদাচরণ দেখে সে যেন তা ধৈর্যের সাথে মেনে নেয়। কারণ, যে ব্যক্তি চলমান প্রশাসন থেকে এক বিঘত সমপরিমাণ তথা সামান্যটুকুও বের হলে যায় সে জাহিলী যুগের মৃত্যু বরণ করবে।

হযরত 'আউফ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৫)

অর্থাৎ জেনে রাখো, কারোর উপর কোন ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হলে এবং সে ব্যক্তি কোন গুনাহ'র কাজ করলে তার সে গুনাহকেই তুমি অপছন্দ করবে তবে তার আনুগত্য একেবারেই প্রত্যাখ্যান করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চলমান কোন প্রশাসনের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তখন এ ব্যাপারে তার কোন কৈফিয়ত শুনা হবে না এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, তখন সে কোন প্রশাসনের আনুগত্যের দায়বদ্ধতার তোয়াক্কা করেনি তা হলে সে জাহিলী যুগের মৃত্যু বরণ করবে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসুউদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: أَذُوا إِلَيْهِمْ حَقُّهُمْ ، وَ سَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ

(বুখারী, হাদীস ৭০৫২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা আমার মৃত্যুর পর (ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে) নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং আরো অনেক অসৎ কাজ দেখতে পাবে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল সা! তখন আপনি আমাদেরকে কি করার আদেশ করছেন? রাসূল সা বললেনঃ তখন তোমরা তাদের অধিকার তথা আনুগত্য আদায় করবে এবং নিজ অধিকার আল্লাহু তা'আলার নিকট চাবে।

ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কোন শরীয়ত বিরোধী কার্য পরিলক্ষিত হলে তা কখনো সমর্থন করা যাবে না। বরং তখন এ ব্যাপারে নিজের অসম্মতি অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। তবে তাদের বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র ধরা যাবে না যতক্ষণ না তারা নামায পরিত্যাগ করে অথবা তাদের পক্ষ থেকে শরীয়তের নিরোট প্রমাণ ভিত্তিক সুস্পষ্ট কুফরি পাওয়া যায়।

হযরত উম্মে সালামাহু রা (রাখিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَ تُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَ مَنْ

أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَ لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَ تَابَعَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟
قَالَ: لَا ، مَا صَلُّوا

(মুসলিম, হাদীস ১৮৫৪)

অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন কতক ক্ষমতাসীন আসবে যারা কিছু কাজ করবে শরীয়ত সম্মত আর কিছু শরীয়ত বিরোধী। যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে সে কোনমতে নিশ্কৃতি পাবে আর যে তা মেনে নিতে অস্বীকার করবে সে সুন্দরভাবে নিরাপদ থাকবে আর যে তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় সেই দোষী। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমরা কি এমন ক্ষমতাসীনদের সাথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, যতক্ষণ তারা নামায আদায় করে।

হযরত 'উবাদাহু বিনু স্বামিত ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَ مَكْرَهِنَا ، وَ عُسْرِنَا وَ يُسْرِنَا وَ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَ أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ،
لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِمَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
(বুখারী, হাদীস ৭০৫৫, ৭০৫৬, ৭১৯৯, ৭২০০ মুসলিম, হাদীস ১৭০৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে বাই'আত করেছেন ক্ষমতাসীনদের কথা শুনতে এবং তাদের আনুগত্য করতে। চাই তা আমাদের ভালোই লাগুক বা নাই লাগুক, চাই তা সচ্ছল অবস্থায় হোক বা অসচ্ছল অবস্থায় অথবা আমাদের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার অবস্থায়ই হোক না কেন এবং আমরা যেন ক্ষমতাসীনদের সাথে ক্ষমতার লড়াই না করি। আমরা যেন সত্য কথা বলি যেখানেই আমরা থাকি না কেন। আমরা যেন আল্লাহু তা'আলার ব্যাপারে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া না করি যতক্ষণ না আমরা তাদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কুফরি দেখতে পাই যে কুফরির

ব্যাপারে আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে সঠিক প্রমাণ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

(বুখারী, হাদীস ৭০৭০ মুসলিম, হাদীস ৯৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমার উম্মত নয়।

৭৫. কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাঃ

কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

(আবু দাউদ, হাদীস ৫১৭০ আহমাদ, হাদীস ৯১৫৭ 'হা'কিম ২/১৯৬ বায়হাকী ৮/১৩)

অর্থাৎ কেউ অন্য কারোর স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললে সে আমার উম্মত নয়।

৭৬. শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে কাফির বলাঃ

শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে কাফির বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু যর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ ، وَ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إِنْ لَمْ
يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

(বুখারী, হাদীস ৬০৪৫)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কাউকে ফাসিক বা কাফির বললে তা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যদি উক্ত ব্যক্তি এমন শব্দের উপযুক্তই না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ،
وإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ৬০)

অর্থাৎ কেউ নিজ কোন মুসলিম ভাইকে কাফির বললে তা উভয়ের কোন এক জনের উপরই বর্তায়। যদি উক্ত ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কাফির হয়ে থাকে তা তো হলোই আর যদি সে সত্যিকারার্থে কাফির নাই হয়ে থাকে তা হলে তা তার উপরই বর্তাবে।

و صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সমাপ্ত

প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহু তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ “আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহু তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। (মুওয়াত্তা/মালিক : ১৫৯৪ , ১৬২৮ , ৩৩৩৮)।

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহু তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা “ইন্শা আল্লাহ” আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই-পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরণ সমূহের কোন কিছুই প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যত্নবান হবো “ইন্শা আল্লাহ”।

বাদশাহু খালিদু সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল্-বাতিন ৩১৯৯১

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ

তৃতীয়াংশ

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে
বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে।

الْكَبَائِرُ وَ الْمَحْرَمَاتُ

الْجُزْءُ الثَّالِثُ

فِي ضَوْءِ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

হারাম ও কবীরা গুনাহ্

(তৃতীয়াংশ)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদশাহ্ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল্-বাতিন ৩১৯৯১

ح) المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزیز، مستفیض الرحمن حکیم
الکبائر والمحرمات./ مستفیض الرحمن حکیم عبدالعزیز.-
حضر الباطن، ١٤٣٠هـ
٣ مج. ١٦٨ ص: ١٢ × ١٧ سم
ردمک : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٨ - ٠٥ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)
(النص باللغة البنغالية)
١- الکبائر ٢- الوعظ والإرشاد أ- العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٣٠/٧٤٧١

رقم الإيداع : ١٤٣٠/ ٧٤٧١
ردمک : ٧ - ٠٢ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
٨ - ٠٥ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ٣)

حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم التغير في الغلاف الداخلي

والمضمون والمادة العلمية

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

সূচিপত্রঃ

বিষয় :	পৃষ্ঠাঃ
৭৭. শরীয়তের যে কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা.....	৫
৭৮. কোন মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা....	৬
৭৯. কোন জীবিত পশুর এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিপ্রী বা বিকৃত করা	৬
৮০. কোন মু'মিন বা মুসলমান ব্যক্তি অহঙ্কারকারী কৃপণ অথবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হওয়া	৭
৮১. শরীয়তের কোন বিধান অমান্য করার জন্য যে কোন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করা	৭
৮২. মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা	৯
৮৩. কোন বিপদ আসলে তা সম্ভ্রষ্ট চিন্তে মেনে না নিলে বরং আল্লাহ তা'আলার উপর অসম্ভ্রষ্ট হওয়া	১০
◈ কারোর উপর কোন বিপদ আসলে তাকে যা করতে হয়	১৬
◈ বিপদাপদ আসলে যে চিকিৎসাগুলো গ্রহণ করতে হয়	১৬
৮৪. কোন বেগানা পুরুষের সামনে কোন মহিলার খাটো, স্বচ্ছ কিংবা সংকীর্ণ কাপড়-চোপড় পরিধান করা	১৭
৮৫. কোন ঝগড়া-ফাসাদে যুলুমের সহযোগিতা করা	১৯
৮৬. আল্লাহ তা'আলার অসম্ভ্রষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সম্ভ্রষ্টি কামনা করা	১৯
৮৭. অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা	২০
৮৮. কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করা	২১
৮৯. যে কথায় আল্লাহ তা'আলা অসম্ভ্রষ্ট হবেন এমন কথা বলা	২২

৯০. কোন পুরুষের বেগানা কোন মহিলার সাথে অথবা কোন মহিলার
বেগানা কোন পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করা ২৩
৯১. বেগানা কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের মুসাফাহা করা ২৪
৯২. কোন মাহুরাম পুরুষের সঙ্গে ছাড়া যে কোন মহিলার দূর-দূরান্ত
সফর করা ২৫
৯৩. গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুন্য ২৭
৯৪. ধন-সম্পদের অপচয় ২৮
৯৫. আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিংবা অনুগ্রহ অস্বীকার তথা নিজ সম্পদ
থেকে গরীবের অধিকার আদায়ে অনীহা প্রকাশ করা ৩০
৯৬. বিদ্'আতী কিংবা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসা ৩৪
৯৭. ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা ৩৭
৯৮. যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলার রাস্তায় বের হওয়া
অথবা বেগানা কোন পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ৩৭
৯৯. কারোর জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তার
থেকে কোন উপটৌকন গ্রহণ করা ৩৯
১০০. কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়া ৪০
১০১. একেবারে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে কিছু ভিক্ষা
চাওয়া ৪২
১০২. কারোর থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা অথবা পরিশোধ
করতে টালবাহানা করা ৪৯
১০৩. গীবত বা পরদোষ চর্চা ৫১
১০৪. চুল বা দাঁড়িতে কালো রং লাগানো ৫৯
১০৫. অসিয়ত বা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের কাউকে প্রধান্য দিয়ে অন্যের
ক্ষতি করা ৬১

১০৬. কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখা ৬৫
১০৭. কারোর কবরের উপর হাঁটা বা বসা ৬৬
১০৮. কোন মহিলার নিজের উপর তার স্বামীর অবদান অস্বীকার করা ৬৭
১০৯. বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়া ৬৮
১১০. নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে রুকু', সিজ্দাহ বা অন্যান্য রুকন
আদায় না করা ৬৯
১১১. নামাযের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা ৭০
১১২. দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট,
ছুকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসা ৭৩
১১৩. শরীয়ী কোন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের
বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা ৭৪
১১৪. কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খাওয়া ৭৬
১১৫. নিজের মাতা-পিতাকে সরাসরি লা'নত দেয়া অথবা তাদের
লা'নতের কারণ হওয়া ৭৭
১১৬. কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকা ৭৮
১১৭. শরীয়ত সম্মত ভালো কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যালিমদের নিকট
যাওয়া, তাদেরকে সম্মান করা ও ভালোবাসা এমনকি যুলুমের
কাজে তাদের সহযোগিতা করা ৭৭
১১৮. শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া কুর'আনের কোন আয়াতের
মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া অথবা কুর'আনের কোন বিষয় নিয়ে অমূলক
বগড়া-ফাসাদ করা ৭৯
১১৯. কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলা ৮১
১২০. তাকে দেখে অন্য লোক তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা পছন্দ করা ৮২
১২১. কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো ৮৩

১২২. কোন পুরুষের উপুড় হয়ে শোয়া..... ৮৪
১২৩. কোন গুনাহ একাকীভাবে করে পরে তা অন্যের কাছে বলে
বেড়ানো ৮৫
১২৪. শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা কারোর ইমামতি অপছন্দ
করা সত্ত্বেও তার সেই ইমামতি পদে বহাল থাকা ৮৬
১২৫. কারোর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে ঊঁকি মারা ৮৭
১২৬. কারোর কাছে মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলা ৮৮
১২৭. কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করা ৮৯
১২৮. পণ্যের দোষ-ত্রুটি ফ্রেতাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা ৯০
১২৯. দাবা খেলা ৯২
১৩০. তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা
বলা ৯২
১৩১. ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্ব প্রথম নিজ থেকেই সালাম দেয়া ৯৩
১৩২. মসজিদে থুথু ফেলানো ৯৪
১৩৩. অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে অতঃপর তা ভুলে যাওয়া ৯৫
১৩৪. বিক্রি করতে গিয়ে বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা ৯৫
১৩৫. মক্কার হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা, শিকারের উদ্দেশ্যে
সেখানকার কোন পশু-পাখি তাড়ানো এবং সেখানকার রাস্তা থেকে
কোন হারানো জিনিস কুড়িয়ে নেয়া ৯৬
১৩৬. আযানের পর কোন ওযর ছাড়া একা নামায পড়ার উদ্দেশ্যে
মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া ৯৬
১৩৭. সন্দেশের দিনে রামাযানের রোযা রাখা ৯৭
১৩৮. মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় কিংবা পুকুর ও নদ-নদীর
ঘাটে মল ত্যাগ ৯৮

১৩৯. কোন পশুকে খাদ্য-পানীয় না দিয়ে দীর্ঘ সময় এমনিতেই
 ইচ্ছাকৃতভাবে বেঁধে রাখা যাতে সে ক্ষিধা-পিপাসায় মরে যায় ৯৯
১৪০. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মহান দায়িত্ব
 পরিহার করা..... ১০০
১৪১. মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা ১০১
১৪২. কোন মোসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা-মশ্কারা করা ১০১
১৪৩. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা ১০২
১৪৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সহবাসের ব্যাপারটি কাউকে জানানো ১০৩
১৪৫. কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া কোন মহিলা তার স্বামী থেকে
 তালাক চাওয়া ১০৪
১৪৬. যিহর তথা নিজ স্ত্রীকে আপন মাগের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে
 তুলনা করা ১০৫
১৪৭. সন্তান প্রসবের পূর্বে কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত
 হওয়া ১০৬
১৪৮. কোন দুনিয়ার স্বার্থের জন্য প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ১০৭
১৪৯. জনসম্মুখে বুয়ুর্গি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করা ১০৮
১৫০. মানুষকে দেখানো অথবা গর্ব করার জন্য ঘোড়ার প্রতিপালন ১০৯
১৫১. সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ছাড়া কারোর প্রবেশ করা অথবা
 নিজ স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেয়া ১১০
১৫২. যে মজলিসে হারামের আদান-প্রদান হয় এমন মজলিসে
 অবস্থান করা ১১১
১৫৩. বিচারকের মাধ্যমে কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করা যা
 আপনার নয় ১১১
১৫৪. উচ্চ স্বরে কুর'আন তিলাওয়াত করে অথবা যে কোন কথা বলে

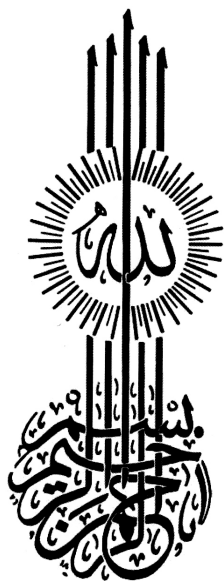
মসজিদের কোন মুসল্লিকে কষ্ট দেয়া	১১২
১৫৫. স্বামী ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়া-বান্ধবীর জন্য কোন মহিলার তিন দিনের বেশি শোক পালন করা	১১৪
১৫৬. কোন হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রি ও এর বিক্রিলব্ধ পয়সা খাওয়া	১১৪
১৫৭. বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেয়ে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশু ও বড়ো বড়ো নখ বিশিষ্ট থাবা মেয়ে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পাখির গোস্ত খাওয়া	১১৫
১৫৮. গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া	১১৬
১৫৯. মৃত্‌আ বিবাহ তথা কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা	১১৭
১৬০. শিগার বিবাহ	১২২
১৬১. কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সে স্ত্রী থাকাবস্থায় তার আপন খালা অথবা ফুফীকে বিবাহ করা	১২৩
১৬২. রামাযান বা কুরবানের ঈদের দিনে রোযা রাখা	১২৩
১৬৩. নামাযের ভেতর দো'আ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো	১২৪
১৬৪. বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করা	১২৫
১৬৫. কবর বা মাজারের দিকে ফিরে নামায পড়া	১২৬
১৬৬. শক্ত হওয়া বা পাকার আগে কোন ফল-শস্য বিক্রি করা	১২৬
১৬৭. কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা অথবা গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করা	১২৭
১৬৮. তিনটি সময়ে নফল নামায পড়া ও মৃত ব্যক্তি দাফন করা	১২৮
১৬৯. ঋণ ও বিক্রি, এক চুক্তিতে দু' বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করা	১২৯

১৭০. কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়া ১৩২
১৭১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার নফল রোযা রাখা অথবা
তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া ১৩৩
১৭২. সতিনের তালাক অথবা কারোর কাছে বিবাহ বসার জন্য তার
পূর্বের স্ত্রীর তালাক চাওয়া ১৩৪
১৭৩. কাকিরদের সাথে যে কোনভাবে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা ১৩৪
১৭৪. কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করা ১৩৯
১৭৫. কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া..... ১৪০
১৭৬. মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের
পোশাক পরিধান করা ১৪০
১৭৭. কারোর বিক্রির উপর অন্যের বিক্রি অথবা কারোর বিবাহের
প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব ১৪১
১৭৮. মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা, শিকার তাড়ানো
এবং তাতে কোন বিদ্‌আত করা..... ১৪২
১৭৯. ইদত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা ১৪৪
১৮০. সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে এমন
কথা বলা ১৪৫
১৮১. ইদত চলা কালীন সময় বিধবা মহিলার শরীয়ত নিষিদ্ধ যে
কোন কাজ করা ১৪৬
১৮২. হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়া ১৪৭
১৮৩. কোন মুহুরিমের জন্য জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ও মুজা
পরিধান করা ১৪৯
১৮৪. হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা ১৪৯
১৮৫. কোন নির্দোষকে অন্যের দোষে দণ্ডিত করা ১৫০

১৮৬. কোন গুনাহ'র কাজে মানত করে তা পুরা করা ১৫১
১৮৭. কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা ১৫৩
১৮৮. কোন মুহুরিমের জন্য বিবাহ করা ও বিবাহের প্রস্তাব দেয়া ১৫৪
১৮৯. বাম হাতে খাওয়া, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা অসতর্কতাবশ্যায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এমনভাবে কাপড় পরিধান করা ১৫৪
১৯০. একটু কমবেশি করে সোনার পরিবর্তে সোনা অথবা রূপার পরিবর্তে রূপা বিক্রি করা ১৫৫
১৯১. সোনাকে রূপার পরিবর্তে অথবা রূপাকে সোনার পরিবর্তে বাকি বিক্রি করা ১৫৬
১৯২. কোন মুহুরিমের জন্য ইহরামরত থাকাবশ্যায় কোন পশু শিকার করা ১৫৭
১৯৩. স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলাকে তার মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের নিকট বিবাহ বসতে বাধ্য করা ১৫৮
১৯৪. পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ করা ১৫৯



সমাপ্ত



আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শিরুক
২. ছোট শিরুক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতাজর্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সম্ভ্রষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সম্বন্ধনদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে

দা'ওয়াহু অফিস

কে. কে. এম. সি. হাফর আল-বাতিন

৭৭. শরীয়তের যে কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করাঃ

শরীয়তের যে কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।
কোন ব্যক্তি কারোর ক্বিসাস্ অথবা দিয়াত বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করলে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ নিপতিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قُتِلَ عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَاً فَعَقَلَهُ عَقْلُ الْخَطِيءِ ، وَ مَنْ قُتِلَ
عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ ، وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ،
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৪০, ৪৫৯১ নাসায়ী : ৮/৩৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৮৫)

অর্থাৎ যার হত্যাকারীর পরিচয় মিলেনি অথবা যাকে পাথর মেরে কিংবা লাঠি ও বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হচ্ছে ভুলবশত হত্যার দিয়াত। তবে যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে তার শাস্তি হবে ক্বিসাস্। যে ব্যক্তি উক্ত ক্বিসাস্ বা দিয়াত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লা'নত। তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার তাওবা অথবা ফিদ্যা (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করা হবে না। অন্য অর্থে, তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদাত গ্রহণ করা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৯৭ আহমাদ, হাদীস ৫৩৮৫ ত্বাবারানী, হাদীস ১৩০৮৪ বায়হাকী ৮/৩৩২ 'হাকিম ৪/৩৮৩)

অর্থাৎ যার সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করলো সে সত্যিই আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করলো।

৭৮. কোন মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করাঃ

কোন মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَفِيَ وَ الْمُخْتَفِيَةَ

(বায়হাকী ৮/৩৭০ সিলসিলাতুল আহাদীসিস সা'হীহাহ, হাদীস ২১৪৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লা'নত করেন কাফন চোর ও চুনিকে।

৭৯. কোন জীবিত পশুর এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিশ্রী বা বিকৃত করাঃ

কোন জীবিত পশুর এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিশ্রী বা বিকৃত করা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانِ

(নাসায়ী, হাদীস ৪১৩৯)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে কোন জীবিত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিকৃত করে দেয়।

এমন অপকর্ম সংঘটন করা যদি কোন জীবিত পশুর সাথে গুরুতর অপরাধ হলে থাকে তা হলে তা কোন মানুষের সাথে সংঘটন করা যে কতটুকু ভয়াবহ

তা এখান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এ জাতীয় হিংস্র অমানুষদের সুবুদ্ধি ফিরে আসবে কি?

৮০. কোন মু'মিন বা মুসলমান ব্যক্তি অহঙ্কারকারী কৃপণ অথবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হওয়াঃ

কোন মু'মিন বা মুসলমান ব্যক্তি অহঙ্কারকারী কৃপণ অথবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ وَالْجَعْفَرِيُّ

(স'হীহুল জামি', হাদীস ৪৫১৯)

অর্থাৎ অহঙ্কারকারী কৃপণ ও কঠিন হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৮১. শরীয়তের কোন বিধান অমান্য করার জন্য যে কোন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করাঃ

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিধান অমান্য করার জন্য যে কোন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

হযরত 'উমর রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

(বুখারী, হাদীস ৩৪৬০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে অভিসম্পাত করুক। কারণ, তাদের উপর যখন (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) চর্বি হারাম করে দেয়া হয়েছে তখন তারা তা গলিয়ে তেল বানিয়ে বিক্রি করেছে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা যখন কারো উপর কোন জিনিস হারাম করেন তখন তার বিক্রিলব্ধ পয়সাও হারাম করে দেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল ﷺ কে বাইতুল্লাহ্'র রুক্‌নে ইয়ামানীর পার্শ্বে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হেঁসে বললেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاغَوْهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا ،
وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৮)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদিদেরকে লা'নত করুক। রাসূল ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন ; অথচ তারা তা বিক্রি করে সে পয়সা ভক্ষণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করলে তার বিক্রিলব্ধ পয়সাও হারাম করে দেন।

বর্তমান যুগে হারামকে হালাল করার জন্য হরেক রকমের কৌশলই গ্রহণ করা হয়। সুদ খাওয়ার জন্য বর্তমান সমাজে কতো ধরনের পলিসি যে গ্রহণ করা হচ্ছে বা হয়েছে তা আজ কারোরই অজানা নয়। আবার কখনো কখনো হারাম বস্তুর নাম পাল্টিয়ে উহাকে হালাল বানিয়ে নেয়া হয়। আরো কণ্ডো কী?

রাসূল ﷺ এর বহু পূর্বেই এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

হযরত আবু উমামাহ্ বাহিলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ؛ يُسَوُّوْنَهَا
بِغَيْرِ اسْمِهَا

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৭)

অর্থাৎ দিনরাত শেষ হবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করবে। তারা মদকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে।

অথচ রাসূল ﷺ এর বহু পূর্বেই এ জাতীয় সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।
 হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ
 (মুসলিম, হাদীস ২০০৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ। আর সকল প্রকারের মদই হারাম।
 কোন হারাম বস্তুকে হালাল করার জন্য এ জাতীয় কূটকৌশল সত্যিই
 ভয়ঙ্কর। কারণ, মানুষ তখন কোন লজ্জা বা ভয় ছাড়াই নির্দিধায় এ সকল
 কাজ করে থাকে এ কথা ভেবে যে, তা তো হালালই এবং তা অতি দ্রুত
 গতিতেই সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

৮২. মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করাঃ

মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও
 হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
 করেনঃ

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
 النَّاسَ ...

(মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

অর্থাৎ দু' জাতীয় মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে
 এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ এমন যে, তাদের হাতে
 থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। এগুলো দিয়ে তারা অযথা
 মানুষকে প্রহার করবে।

হযরত আবু উমামাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ
 করেনঃ

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ ،
يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ ، وَ يَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ

(আহমাদ্ ৫/২৫০ 'হা'কিম ৪/৪৩৬ ত্বাবারানী, হাদীস ৮০০০)

অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে শেষ যুগে এমন কিছু লোক পরিলক্ষিত হবে যাদের সাথে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। তারা সকালে বের হবে আল্লাহু তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেলে ফিরবে আল্লাহু তা'আলার ক্রোধ নিয়ে।

**৮৩. কোন বিপদ আসলে তা সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে না নিয়ে
বরং আল্লাহু তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট হওয়াঃ**

কোন বিপদ আসলে তা সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে না নিয়ে বরং আল্লাহু তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম।

মু'মিন বলতেই তাকে এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, তার জীবনে যে কোন অঘটন ঘটুক না কেন তা একমাত্র তারই কিঞ্চিৎ কর্মফল। এর চাইতে আর বেশি কিছু নয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾

(শূরা : ৩০)

অর্থাৎ তোমাদের যে কোন বিপদাপদ ঘটুক না কেন তা তো একমাত্র তোমাদেরই কর্মফল। তবুও আল্লাহু তা'আলা তোমাদের অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন।

বিপদ যতো বড়োই হোক প্রতিদানও ততো বড়ো। তবে বিপদের সময় আল্লাহু তা'আলার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকা চাই। বরং বিপদাপদ আসা তো আল্লাহু তা'আলার ভালোবাসার পরিচায়কও বটে।

হযরত আনাস্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَ مَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْطُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪১০৩ সা'হীহুল জা'মি', হাদীস ২১১০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই বিপদ যতো বড়ো প্রতিদানও ততোই বড়ো। আর আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসলেই তো তাদেরকে বিপদের সম্মুখীন করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকলো তার জন্যই তো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি আর যে ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হলো তার জন্যই তো আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি।

হযরত আবু হুরাইরাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৬৪৫)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারোর সাথে ভালোর ইচ্ছে করলে তাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।

মু'মিনের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন সে জন্য তাকে একটি করে সাওয়াব এবং একটি করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشُّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭২)

অর্থাৎ মু'মিনের উপর যে কোন বিপদই আসুক না কেন এমনকি তার পায়ে একটি কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহু তা'আলা এর পরিবর্তে তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে রাখবেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাসুউদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৭১)

অর্থাৎ মুসলমানের কোন কষ্ট হলে চাই তা অসুখের কারণেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণে আল্লাহু তা'আলা সে জন্য তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন যেমনিভাবে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে পড়ে।

যে ব্যক্তি দীনের উপর যত বেশি অটল তার বিপদও ততো বেশি। এ কারণেই নবীরা বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এরপর যে যতটুকু নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে সে ততো বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে।

হযরত সা'দ বিনু আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ، فَلَا أَمْثَلُ، فَيَبْتَلِي الرَّجُلَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৯৫)

অর্থাৎ আমি বললামঃ হে আল্লাহু'র রাসূল ﷺ! মানুষের মধ্যে কারা বেশিরভাগ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়? রাসূল ﷺ বললেনঃ নবীগণ অতঃপর যারা তাদের আদর্শে বেশি অনুপ্রাণিত অতঃপর যারা এর পরের

অবস্থানে। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিকে তার ধার্মিকতার ভিত্তিতেই বিপদের সম্মুখীন করা হয়। অতএব তার ধার্মিকতা যদি শক্ত হয় তার বিপদও ততো শক্ত হবে। আর যার ধার্মিকতায় দুর্বলতা রয়েছে তাকে তার ধার্মিকতা অনুযায়ীই বিপদের সম্মুখীন করা হবে। সুতরাং বিপদ বান্দাহ্'র সাথে লেগেই থাকবে। এমনকি পরিশেষে তার অবস্থা এমন হবে যে, সে দুনিয়ার বুকে বিচরণ করছে ঠিকই অথচ তার কোন গুনাহ্ই নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةُ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৯)

অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ ও মহিলার সাথে বিপদ লেগেই থাকবে চাই তা তার ব্যক্তি সংক্রান্ত হোক অথবা সন্তান ও সম্পদ সংক্রান্ত। এমনকি পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করছে ঠিকই অথচ তার কোন গুনাহ্ই নেই।

হযরত ফুয়াইল্ বিন্ 'ইয়াযু (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلَاءُ نِعْمَةً ، وَ الرَّخَاءُ مُصِيبَةً ، وَ حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى

অর্থাৎ বান্দাহ্ কখনো ঈমানের মূলে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না সে বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে বিপদ মনে করবে এবং যতক্ষণ না সে আল্লাহ্'র ইবাদতের উপর মানুষের প্রশংসা অপছন্দ করবে।

ধৈর্য যে কোন মুসলমানের স্বাভাবিক ভূষণ হওয়া উচিত। বিপদের সময় যেমন সে ধৈর্য ধারণ করবে তেমনিভাবে সুখের সময়ও তাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বরং এ সময়ের ধৈর্য

প্রথমোক্ত ধৈর্যের চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহু (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

أَمَّا نِعْمَةُ الصَّرَاءِ فَاحْتِیاجُهَا إِلَى الصَّبْرِ ظَاهِرٌ ، وَ أَمَّا نِعْمَةُ السَّرَّاءِ فَحَتْیاجُ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ فِيهَا ، فَإِنَّ فِتْنَةَ السَّرَّاءِ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّرَّاءِ ، الْفَقْرُ یَصْلُحُ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، وَ الْغِنَى لَا یَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْهُمْ ، وَ لِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَسَاكِينُ ، لِأَنَّ فِتْنَةَ الْفَقْرِ أَهْوَنُ ، وَ كِلَاهُمَا یَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ وَ الشُّكْرِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي السَّرَّاءِ اللَّذَّةُ ، وَ فِي الصَّرَّاءِ الْأَلَمُ اشْتَهَرَ ذِكْرُ الشُّكْرِ فِي السَّرَّاءِ ، وَ الصَّبْرِ فِي الصَّرَّاءِ

অর্থাৎ বিপদের সময় ধৈর্য ধরার ব্যাপারটি একেবারেই সুস্পষ্ট যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামতও বটে। তেমনিভাবে সুখের সময়ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। তবে সুখের পরীক্ষা বেশি কঠিন দুঃখের পরীক্ষার চাইতেও। দরিদ্রতা বেশি সংখ্যক মানুষকেই মানায় কিন্তু ধন-সম্পদ খুব অল্প সংখ্যক লোককেই মানায়। এ কারণে দরিদ্ররাই বেশির ভাগ জান্নাতী। কারণ, দরিদ্রতার পরীক্ষা অনেকটাই সহজ। তবে উভয় অবস্থায়ই ধৈর্য ও আল্লাহ'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু সুখে বেশির ভাগ মজা এবং দুঃখে বেশির ভাগ কষ্ট থাকার দরুনই সুখের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ব্যবহার বেশি এবং দুঃখের ক্ষেত্রে ধৈর্য।

আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অতএব এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যে বস্তুটিকে আপনার জন্য কল্যাণকর ভাবছেন তা সত্যিই আপনার জন্য অকল্যাণকর আর আপনি যে বস্তুটিকে আপনার জন্য অকল্যাণকর ভাবছেন তা সত্যিই আপনার জন্য কল্যাণকর।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(বাক্বারাহ : ২১৬)

অর্থাৎ এমনও তো হতে পারে যে, তোমরা কোন বস্তুকে নিজের জন্য অপছন্দ করছো অথচ তাই হচ্ছে তোমাদের জন্য কল্যাণকর তেমনিভাবে তোমরা কোন বস্তুকে নিজের জন্য পছন্দ করছো অথচ তাই হচ্ছে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহু তা'আলাই এ ব্যাপারে সঠিক জানেন আর তোমরা তা জানো না।

বস্তুতঃ মু'মিনের জন্য সবই কল্যাণকর। তার জীবনে কোন খুশির ব্যাপার ঘটলে সে আল্লাহু তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে তখন তা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে। তেমনিভাবে তার জীবনে কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সে তা ধৈর্যের সাথে মেনে নিবে তখনও তা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে।

হযরত সুহাইব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَ لَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯)

অর্থাৎ মু'মিনের ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। কারণ, তার সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। আর এ ব্যাপারটি একমাত্র মু'মিনের জন্য। অন্য কারোর জন্য নয়। কারণ, তার জীবনে যখন কোন খুশির সংবাদ আসে তখন সে আল্লাহু তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অতএব তা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। তেমনিভাবে তার জীবনে যখন কোন দুঃখের সংবাদ আসে তখন সে ধৈর্যের সাথে তা মেনে নেয় অতএব তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

কারোর উপর কোন বিপদ আসলে তাকে যা করতে হয়ঃ

কারোর উপর কোন বিপদ আসলে তাকে নিম্নোক্ত দো'আ পড়তে হয়ঃ

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

হযরত উম্মে সালামাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ

ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَ أَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا
(মুসলিম, হাদীস ৯১৮)

অর্থাৎ কোন বান্দাহু'র উপর বিপদ আসলে সে যদি বলেঃ আমরা সবাই আল্লাহু'রই জন্য এবং আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আপনি আমার এ বিপদে আমাকে সাওয়াব দান করুন এবং আমাকে এর চাইতেও ভালো প্রতিদান দিন তখন আল্লাহু তা'আলা তাকে উক্ত বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য সাওয়াব দান করেন এবং তাকে এর চাইতেও উত্তম প্রতিদান দেন।

বিপদাপদ আসলে যে চিকিৎসাগুলো গ্রহণ করতে হয়ঃ

বিপদাপদ আসলে নিম্নোক্ত কাজগুলো অবশ্যই করণীয়ঃ

১. এ কথা মনে করবে যে, দুনিয়াটা হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র। সুতরাং এখানে সর্বদা আরাম করার তেমন কোন সুযোগ নেই।
২. এ কথাও মনে করবে যে, যতটুকু বিপদ আমার ভাগ্যে লেখা আছে তা তো ঘটবেই তাতে আমার করার কিছুই নেই। বরং তাতে একমাত্র সন্তুষ্টই থাকতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে।
৩. এটাও মনে করবে যে, এর চাইতে আরো বড় বিপদও তো আসতেই পারতো। তা হলে সে কঠিন বিপদ থেকে তো রক্ষাই পাওয়া গেলো।

৪. যে ব্যক্তি আপনার মতোই বিপদগ্রস্ত তার প্রতি খেয়াল করবেন। তা হলে বিপদের প্রকোপ সামান্যটুকু হলেও লাঘব হবে।
৫. আপনার চাইতেও বেশি বিপদগ্রস্ত এমন লোকের প্রতি তাকাবেন। তা হলে একটু হলেও খুশি লাগবে।
৬. আপনি যা হারিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার চাইতেও আরো উন্নত প্রতিদানের আশা করবেন। যদি বিকল্প পাওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে।
৭. অন্ততপক্ষে ধৈর্যের ফযীলতের কথা খেয়াল করে ধৈর্য ধরবেন। আর যদি পারেন আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালার উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকবেন।
৮. এ কথা অবশ্যই মনে করবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল ফায়সালাই আমার জন্য কল্যাণকর তা যাই হোক না কেন।
৯. এ কথাও মনে করতে হবে যে, কঠিন বিপদ নেককার হওয়ারই পরিচায়ক।
১০. এটাও মনে করবে যে, আমি আল্লাহ্'র গোলাম। আর গোলামের মনিবের উপর করার তো কিছুই নেই।
১১. আপনার অন্তর কখনো আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালার উপর বিদ্রোহ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই শাস্তাস্তা করবেন। কারণ, ক্ষিপ্ত হওয়াতে ক্ষতি ছাড়া কোন ফায়সালা নেই।
১২. এ কথা মনে করবেন যে, কোন বিপদ কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং এ বিপদও এক সময় অবশ্যই কেটে যাবে।
৮৪. কোন বেগানা পুরুষের সামনে কোন মহিলার খাটো, স্বচ্ছ কিংবা সংকীর্ণ কাপড়-চোপড় পরিধান করাঃ
কোন বেগানা পুরুষের সামনে কোন মহিলার খাটো, স্বচ্ছ কিংবা সংকীর্ণ

কাপড়-চোপড় পরিধান করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجِدُ مِنَ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

(মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

অর্থাৎ দু' জাতীয় মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ এমন যে, তাদের হাতে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। এগুলো দিয়ে তারা অস্বাভাবিক মানুষকে প্রহার করবে। তাদের মধ্যে আরেক জাতীয় মানুষ হবে এমন মহিলারা যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ। তারা বেগানা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে বুলে পড়া উটের কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি উহার সুগন্ধও পাবে না। অথচ উহার সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে এমন সংকীর্ণ কাপড়-চোপড় পরা হচ্ছে যে, বলাই মুশকিল, তা সেলাই করে পরা হয়েছে না কি পরে সেলানো হয়েছে। আবার এমন খাটো কাপড়ও পরা হয় যে, বলতে হচ্ছে হয়ঃ যখন লজ্জার মাথা খেঁজে এতটুকুই খুলে দিলে তখন আর বাকিটাই বা খুলতে অসুবিধে কোথায়? আবার এমন খোলা কাপড়ও পরিধান করা হয় যে, বাতাস তাদের মনের গতি বুঝে তা উড়িয়ে দিয়ে তাদের সবটুকুই মানুষকে দেখিয়ে দেয়। তখনই তাদের লুক্কায়িত প্রদর্শনোচ্ছাস সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। আবার কখনো এমন স্বচ্ছ কাপড় পরিধান করা হয় যে, তা পরেও না পরার মতো। বরং তা পরার পর মানুষ

তাদের দিকে যতটুকু তাকায় পুরো কাপড় খুলে চললে ততটুকু তাকাতো না।

৮৫. কোন ঝগড়া-ফাসাদে যুলুমের সহযোগিতা করাঃ

কোন ঝগড়া-ফাসাদে যুলুমের সহযোগিতা করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম।

কেউ অবৈধভাবে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তা জেনে শুনেও অন্য কেউ এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَظْلَمَ ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৩৪৯ 'হা'কিম ৪/৯৯)

অর্থাৎ কেউ যদি জেনে শুনে অন্যায় মূলক বিবাদে অন্যকে সহযোগিতা করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيُدْحِضَ بَبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرَّئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ

(সাহীহুল জামি', হাদীস ৬০৪৮)

অর্থাৎ কেউ যদি কোন যালিমকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলো যে, সে তার বাতিল দিয়ে কোন হককে প্রতিহত করবে তখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর যিম্মাদারি তার উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়।

৮৬. আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করাঃ

আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা

কবীরা গুনাহ ও হারাম।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَنِ التَّمَسَ رِضَاَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ التَّمَسَ رِضَاَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪১৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই কামনা করে মানুষের ব্যাপারে তার জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র মানুষের সন্তুষ্টিই কামনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। তিনি আর তার কোন ধরনের সহযোগিতা করেন না।

৮৭. অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করাঃ

অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত 'আয়িশ বিন্ 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবু সুফয়ান নিজ দলবল নিয়ে সাল্‌মান, সুহাইব ও বিলাল ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তাঁরা আবু সুফয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার কসম! আল্লাহ'র তরবারি এখনো তাঁর এ শত্রুর গর্দান উড়িয়ে দেয়নি। তখন আবু বকর ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কুরাইশ নেতার ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারলে?! অতঃপর রাসূল ﷺ কে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেনঃ

يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ

(মুসলিম, হাদীস ২৫০৪)

অর্থাৎ হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগিয়ে দিলে! যদি তুমি

তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তা হলে যেন তুমি আল্লাহু তা'আলাকে রাগান্বিত করলে।

অতঃপর হযরত আবু বকর রা তাঁদের নিকট এসে বললেনঃ হে আমার ভাইয়েরা! আমি তো তোমাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেনঃ না, হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই! বরং আমরা আপনার জন্য আল্লাহু তা'আলার নিকট দো'আ করছি তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

বর্তমান যুগে পরিস্থিতি আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এখন তো রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, খেলাধুলা, গানবাদ্য ইত্যাকার যে কোন বিষয় এমনকি সাধারণ ছুতানাতা নিয়েও একে অপরের সাথে তর্কবিতর্ক করে পরস্পর গালাগালি, হাতাহাতি এমনকি একে অপরকে হত্যা করতেও সচরাচর দেখা যায়। কখনো কখনো তো পরিস্থিতি এমন পর্যায়েও দাঁড়ায় যে, সমাজে পরিচিত তথাকথিত বহু পাক্ষা নামাযীকেও একজন কাফির বা ফাসিককে নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ সৃষ্টি করে তর্কবিতর্ক করতে দেখা যায়।

৮৮. কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করাঃ

কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করাও হারাম এবং কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَبُّهُ وَ أَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكِ الْأُمَلِكِ ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৪৩ বাগাওয়া, হাদীস ৩৩৭০)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলা সর্ব বেশি রাগান্বিত হবেন সে ব্যক্তির উপর এবং সে তাঁর নিকট সর্বনিকৃষ্টও বটে যাকে একদা রাজাধিরাজ বলে ডাকা হতো। অথচ সত্যিকার রাজা একমাত্র আল্লাহু তা'আলাই।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلِكُ الْأُمْلَاكِ ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ

(আহমাদ্ ২/৪৯২ 'হা'কিম ৪/২৭৫ স'হীহল্ জা'মি', হাদীস ৯৮৮)

অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা অনেক বেশি রাগান্বিত হবেন যে নিজকে রাজাধিরাজ মনে করে। অথচ সত্যিকার রাজা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

৮৯. যে কথায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলাঃ

যে কথায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত বিলাল্ বিন্ 'হরিস্ মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكُتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৪০ আহমাদ্ ৩/৪৬৯ হা'কিম ১/৪৪-৪৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ২৮০ মালিক ২/৯৮৫)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তার সন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। আবার তোমাদের কেউ কখনো এমন কথাও বলে ফেলে যাতে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই

কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন।

৯০. কোন পুরুষের বেগানা কোন মহিলার সাথে অথবা কোন মহিলার বেগানা কোন পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করাঃ

কোন পুরুষের বেগানা কোন মহিলার সাথে অথবা কোন মহিলার বেগানা কোন পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করা হারাম। চাই তা কোন ঘরেই হোক অথবা কোন রুমে কিংবা কোন গাড়িতে অথবা লিফটে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৪১)

অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন বেগানা কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করে সে মহিলার এগানা কোন পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেনঃ

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৭১)

অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন বেগানা কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করে। এমন করলে তখন শয়তানই হবে তাদের তৃতীয় জন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَ مَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

(মুসলিম, হাদীস ২১৭৩)

অর্থাৎ আজকের পর কোন পুরুষ যেন এমন মহিলার ঘরে প্রবেশ না করে

যার স্বামী তখন উপস্থিত নেই। তবে তার সাথে অন্য এক বা দু' জন পুরুষ থাকলে তখন তারা প্রবেশ করতে পারবে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ এ নিষেধাজ্ঞার কারণও উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো শয়তানের প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণার ভয়।

হযরত জাবির রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
 لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِّ ، قُلْنَا :
 وَمِنْكَ !؟ قَالَ : وَمِئِي ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৭২)

অর্থাৎ তোমরা এমন মহিলার ঘরে প্রবেশ না করে যার স্বামী তখন উপস্থিত নেই। কারণ, শয়তান তোমাদের শিরাউপশিরায় চলাচল করে। সাহাবাগণ বললেনঃ আমরা বললামঃ আপনারো? তিনি বললেনঃ আমারো। তবে আল্লাহু তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাই আমি তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ অথবা তাই সে এখন আমার অনুগত।

৯১. বেগানা কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের মুসাফাহা করাঃ

বেগানা কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের মুসাফাহা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ
 لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

(স'হীহুল জা'মি', হাদীস ৪৯২১)

অর্থাৎ তোমাদের কারোর মাথায় লোহার সুঁই দিয়ে আঘাত করা তার জন্য অনেক শ্রেয় বেগানা কোন মহিলাকে স্পর্শ করার চাইতে যা তার জন্য হালাল নয়।

কেউ কেউ মনে করেন, আমার মন খুবই পরিষ্কার। তাঁকে আমি মা, খালা অথবা বোনের মতোই মনে করি ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হলে মুসাফাহা করতে

অসুবিধে কোথায়। আমরা তাদেরকে বলবোঃ আপনার চাইতেও বেশি পরিষ্কার ছিলো রাসূল ﷺ এর অন্তর। এরপরও তিনি যে কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে অস্বীকৃতি জানান।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ أَوْ إِنِّي لَا أَمْسُ أَيْدِي النِّسَاءِ
(স'হীহল্ জা'মি', হাদীস ৩৫০৯, ৭০৫৪)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে রাজি নই।

বর্তমান সমাজে এমনো কিছু আত্মমর্যাদাহীন লোক রয়েছে যাদের নেককার স্ত্রী, মেয়ে ও বোনেরা বেগানা পুরুষের সাথে মুসাফাহা করতে রাজি নয়; চাই তা লজ্জাবশত হোক অথবা ঈমানী চেতার দরুন; তবুও এ ধর্মহীন লোকেরা তাদেরকে উক্ত কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, একবার যদি তাদের লজ্জা উঠে যায় দ্বিতীয়বার তা ফিরিয়ে আনা অবশ্যই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারেও এ কথা চিন্তা করা দরকার যে, যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ
(স'হীহল্ জা'মি', হাদীস ৩২০০)

অর্থাৎ লজ্জা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। তার মধ্যে একটি ফসকে গেলে অন্যটিও ফসকে যাবে অবশ্যই।

৯২. কোন মাহুরাম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া যে কোন মহিলার দূর-দূরান্ত সফর করাঃ

কোন মাহুরাম তথা যে পুরুষের সাথে মহিলার দেখা দেয়া জাযিয় এমন কোন পুরুষের সঙ্গ ছাড়া যে কোন মহিলার দূর-দূরান্ত সফর করা হারাম। চাই তা

হজ্জ, 'উমরাহ্ তথা ধর্মীয় যে কোন কাজের জন্যই হোক অথবা শুধু বেড়ানোর জন্য। চাই তা গাড়িতেই হোক অথবা প্লেনে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য এটা জাযিয় নয় যে, সে এক দিনের দূরত্ব সমপরিমাণ রাস্তা সফর করবে অথচ তার সাথে তার কোন মাহরাম নেই।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
(মুসলিম, হাদীস ১৩৪০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য এটা জাযিয় নয় যে, সে তিন দিন অথবা তিন দিনের বেশি দূরত্ব সমপরিমাণ রাস্তা সফর করবে অথচ তার সাথে তার পিতা, ছেলে, স্বামী, ভাই অথবা যে কোন মাহরাম নেই।

অনেক মহিলা তো কোন মাহরাম ছাড়া শুধু একাই সফর শুরু করে দেয়। তার এ কথা জানা নেই যে, সে গাড়ি বা প্লেনে কার সাথেই বা বসবে। পুরুষের সাথে না মহিলার সাথে। পুরুষের সাথে বসলে সে কি ভালো পুরুষ হবে না খারাপ পুরুষ। মহিলার সাথে বসলে গাড়ি কি ঠিক জায়গায় সময় মতো পৌঁছাবে না কি অসময়ে। পথিমধ্যে হঠাৎ সে কোন বিপদে পড়লে কেউ কি তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে সাওয়াবের আশায় না ভোগের আশায়। আরো কস্তো কী।

এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মাহুরাম পুরুষটি জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম সাবালক হওয়া চাই। তা না হলে তার মধ্যে আর মহিলার মধ্যে পার্থক্যই বা থাকলো কোথায়?! বরং তখন সে নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। অন্য মহিলার নিরাপত্তার ব্যাপার তো এরপরেই আসছে।

৯৩. গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাঃ

গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাও হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু মা'লিক আশ্'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৯০)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় অবশ্যই জন্ম নিবে যারা ব্যভিচার, সিক্কের কাপড়, মদ্য পান ও বাদ্যকে হালাল মনে করবে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু মাস্'উদ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহু তা'আলার কসম খেয়ে বলেনঃ আল্লাহু'র বাণীঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

(লুক্‌মান : ৬)

অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে তো কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহু তা'আলার পথ থেকে অন্যদেরকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য তথা গান (কিংবা সেগুলোর আসবাবপত্র) খরিদ করে এবং আল্লাহু প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) অবমাননাকর শাস্তি।

হযরত ইব্নু মাস্'উদ্ রাঃ কসম খেয়ে বলেনঃ উপরোক্ত আয়াত থেকে একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে গান-বাদ্য।

রাসূল ﷺ বাদ্যকে অভিসম্পাতও করেন। তিনি বলেনঃ

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مَزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَرَثَةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ
(সাহীহুল জামি', হাদীস ৩৮০১)

অর্থাৎ দু' ধরনের আওয়াজ দুনিয়া ও আখিরাতে লানতপ্রাপ্ত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুখের সময়ের বাদ্য। আর অপরটি বিপদের সময়ের চিৎকার।

বর্তমান যুগে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কার, গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সরগরম বাজার, আধুনিক সুরের রকমফের, গানের ভাষা ও ইঙ্গিতের ভয়ানকতা ব্যাপারটিকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আর কারোর সামান্যটুকু সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না। উপরন্তু গান হচ্ছে ব্যতিচারের প্রথম ধাপ এবং গান মানুষের মধ্যে মুনাক্কির ও জন্ম দেয়।

৯৪. ধন-সম্পদের অপচয়ঃ

ধন-সম্পদ অপচয় করাও আরেকটি হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ। যদিও তা নিজেরই হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

(আ'রাফ : ৩১)

অর্থাৎ তোমরা খাও এবং পান করো। কিন্তু অপচয় করো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا ، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَ أَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفْرُقُوا ، وَ يَكْرَهُ لَكُمْ

قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

(মুসলিম, হাদীস ১৭১৫)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ পছন্দ করেছেন। তেমনিভাবে আরো তিনটি কাজ অপছন্দ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা পছন্দ করেছেন তা হলো, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং তোমরা সবাই একমাত্র আল্লাহ'র রজ্জুকেই আঁকড়ে ধরবে। কখনো বিক্ষিপ্ত হবে না। তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেছেন তা হলো, এমন কথা বলা হয়েছে; অমুক এমন কথা বলেছে তথা অযথা সংলাপ, অহেতুক অত্যধিক প্রশ্ন এবং ধন-সম্পদের বিনষ্ট সাধন।

প্রতিটি মানুষকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে নিজের সম্পদের হিসেব দিতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟ وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟

(তিরমিযী, হাদীস ২৪১৬)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'টি পা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখ থেকে এতটুকুও নড়বে না যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ঃ তার পুরো জীবন সে কি কাজে ক্ষয় করেছে? তার পূর্ণ যৌবন সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার ধন-সম্পদ সে কোথায় থেকে সংগ্রহ করেছে এবং কি কাজে খরচ করেছে? তার জ্ঞানানুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে?

৯৫. আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিংবা অনুগ্রহ অস্বীকার তথা নিজ সম্পদ থেকে গরীবের অধিকার আদায়ে অনীহা প্রকাশ করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দয়া কিংবা অনুগ্রহ অস্বীকার তথা নিজ সম্পদ থেকে গরীবের অধিকার আদায়ে অনীহা প্রকাশ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের কয়েকজন ব্যক্তিকে অঢেল সম্পদ দিয়ে পুনরায় তাদেরকে ফিরিশ্তার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তাদের অধিকাংশই তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নয় বলে তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করতঃ তা তাদের বাপ-দাদার সম্পদ বলে দাবি করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেন। আর যারা তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বলে স্বীকার করলো তাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সঃ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَ أَعْمَى ، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَبَلَّيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ حَسَنَ وَ جِلْدَ حَسَنٍ وَ يَذْهَبَ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ وَ أُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَ جِلْدًا حَسَنًا ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ - إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الْإِبِلُ وَ قَالَ الْآخَرُ: الْبَقَرُ ، قَالَ: فَأَعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطِيَ شَعْرًا

حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقْرُ، فَأَعْطَيْتُ بَقْرَةً حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطَيْتُ شَاةً وَالِدًا، فَأَتَتْ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْكِينٌ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَ الْجِلْدَ الْحَسَنَ وَ الْمَالَ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحَقُّونَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدِرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ، قَالَ: وَ أَتَى الْأَفْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ. قَالَ: وَ أَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ، شَاةً أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَ دَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَ سَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৬৪, ৬৬৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৪)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি শ্বেতী রোগী, টাক মাথা ও অন্ধের নিকট আল্লাহ তা'আলা জনৈক ফিরিশ্তা পাঠিয়েছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার

জন্যে। ফিরিশ্‌তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয় যায়, যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্‌তাটি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্‌তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ উট অথবা গরু। শ্বেতি রোগী অথবা টাক মাথার যে কোন এক জন উট চেয়েছে আর অন্য জন গাভী। বর্ণনাকারী ইসহাক এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। যা হোক তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্‌তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহু তা'আলা তোমার এ উষ্ট্রীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্‌তাটি টাক মাথা লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর চুল এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয় যায়, যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্‌তাটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর চুল দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্‌তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ গাভী। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি গাভী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্‌তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহু তা'আলা তোমার এ গাভীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্‌তাটি অন্ধ লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে আল্লাহু তা'আলা যেন আমার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেয়। যাতে আমি মানুষ জন দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্‌তাটি তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহু

তা'আলা তার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেন। আবারো ফিরিশ্‌তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্‌ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ ছাগল। অতএব তাকে গৰ্ভবতী একটি ছাগী দেয়া হলো। অতঃপর প্রত্যেকের উষ্ট্রী, গাভী ও ছাগী বাচ্চা দিতে থাকে। এতে করে কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেকের উট, গরু ও ছাগলে এক এক উপত্যকা ভরে যায়।

আরো কিছু দিন পর ফিরিশ্‌তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি এক জন গরিব মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক আল্লাহু অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহু তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রং, মনোরম চামড়া ও সম্পদ দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললোঃ দায়িত্ব অনেক বেশি। তোমাকে কিছু দেয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফিরিশ্‌তাটি তাকে বললেনঃ তোমাকে চেনা চেনা মনে হয়। তুমি কি শ্বেতী রোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতো। তুমি কি দরিদ্র ছিলে না? অতঃপর আল্লাহু তা'আলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। সে বললোঃ না, আমি কখনো গরিব ছিলাম না। এ সম্পদগুলো আমি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। অতঃপর ফিরিশ্‌তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহু তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাভাস্য ফিরিয়ে দেন।

অনুরূপভাবে ফিরিশ্‌তাটি টাক মাথার নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে সে জাতীয় কথাই বললেন যা বলেছেন শ্বেতী রোগীর সঙ্গে এবং সেও সে উত্তর দিলো যা দিয়েছে শ্বেতী রোগী। অতঃপর ফিরিশ্‌তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহু তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাভাস্য ফিরিয়ে দেন।

তেমনভাবে ফিরিশ্‌তাটি অন্ধের নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি দরিদ্র মুসাফির মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক

আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি ছাগল চাচ্ছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হলে যায়। উত্তরে সে বললোঃ আমি নিশ্চয়ই অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমার যা ইচ্ছা নিলে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আজ আমি তোমাকে বারণ করবো না যাই তুমি আল্লাহ্'র জন্য নিবে। ফিরিশ্কাটি বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমিই রেখে দাও। তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষাই করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সাথীদ্বয়ের উপর হয়েছেন অসন্তুষ্ট।

উক্ত হাদীসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অস্বীকার ও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর দেয়া নিয়ামত তিনি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন। অন্য দিকে অপর জন তাঁর নিয়ামত স্বীকার করেন এবং তাতে তাঁর অধিকার আদায় করেন বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

অতএব নিয়ামতের শুকর আদায় করা অপরিহার্য। নিয়ামতের শুকর বলতে বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করাকেই বুঝানো হয়।

৯৬. বিদ্'আতী কিংবা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসাঃ

বিদ্'আতী কিংবা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠ-বসা করা হারাম। কারণ, তারা ইসলামের ব্যাপারে একজন খাঁটি মুসলমানের সামনে হরেক রকমের সংশয়-সন্দেহ উপস্থাপন করে তাঁর মূল পুঁজি তথা বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসকেই নষ্ট করে দেয়।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৩২)

অর্থাৎ খাঁটি মু'মিনই যেন তোমার একমাত্র সঙ্গী হয় এবং একমাত্র পরহেযগার ব্যক্তিই যেন তোমার খাবার খায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَا تُجَالِسْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ ؛ فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقَلْبِ

(ইবানাহ : ২/৪৪০)

অর্থাৎ তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের পার্শ্বে বসো না। কারণ, তাদের সাথে উঠা-বসা করলে অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যায়।

হযরত ফুয়াইল্ বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাল্লাহু) বলেনঃ

صَاحِبُ بِدْعَةٍ لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِكَ ، وَلَا تُشَاوِرُهُ فِي أَمْرِكَ ، وَلَا تَجْلِسَ إِلَيْهِ ،
وَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَوْرَثَهُ اللَّهُ الْعَمَى

(ইবানাহ : ২/৪৪২)

অর্থাৎ তোমার ধর্মকর্ম একজন বিদ'আতীর হাতে কখনোই নিরাপদ নয়। সুতরাং তোমার কোন ব্যাপারে তার সামান্যটুকু পরামর্শও নিবে না। এমনকি তার নিকটেও কখনো বসবে না। কারণ, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীর নিকট বসলো সে অচিরেই তার অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেললো।

হযরত মুসলিম বিন্ 'ইয়াসার (রাহিমাল্লাহু) বলেনঃ

لَا تُمَكِّنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ سَمْعِكَ فَيَصُبُّ فِيهِ مَا لَا تَقْدِرُ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ قَلْبِكَ

(ইবানাহ : ২/৪৫৯)

অর্থাৎ কোন বিদ'আতীকে কখনো তোমার কানের কাছে ঘেঁষতে দিবে না। কারণ, সে তখন তোমার কানে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিবে যা আর কখনো তোমার অন্তর থেকে বের করতে পারবে না।

হযরত মুফায্যাল্ বিন্ মুহাল্‌হাল্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ
 لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ إِذَا جَلَسَتْ إِلَيْهِ يُحَدِّثُكَ بِبِدْعَتِهِ حَدِيثُهُ وَفَرَرْتَ مِنْهُ ،
 وَ لَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِّ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْكَ بِدْعَتِهِ فَلَعَلَّهَا
 تَلْزِمُ قَلْبَكَ ، فَمَتَى تُخْرِجُ مِنْ قَلْبِكَ !؟

(ইবানাহ : ২/৪৪৪)

অর্থাৎ যদি কোন বিদ্‌আতীর নিকট বসলেই সে তোমার সাথে বিদ্‌আতের কথা আলোচনা করে তা হলে তুমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে এবং তার থেকে দূরে সরে যেতে পারতে। কিন্তু সে তো তা করছে না বরং সে সর্বপ্রথম তোমাকে সুন্নাতের কিছু হাদীস শুনাবে অতঃপর তার বিদ্‌আত তোমার নিকট সাপ্লাই দিবে। তখন তা তোমার অন্তরের সাথে গেঁথে যাবে যা অন্তর থেকে বের করার সুযোগ আর কখনো তোমার হবে না।

বর্তমান বিশ্বের অনেকেই অন্যের সাথে তার পারস্পরিক সম্পর্ক রাখার ব্যাপারটিকে সংখ্যাধিক্যের সাথে জুড়ে দেয়। তখন সে নিজ সুবিধার জন্য যাদের সংখ্যা বেশি তাদের সাথেই উঠাবসা করে এবং তাদের সাথেই বন্ধুত্ব পাতায়। কে সত্যের উপর আর কে মিথ্যার উপর তা সে কখনোই ভেবে দেখে না। অথচ ধর্মের খাতিরে তাকে একমাত্র সত্যের সাথীই হতে হবে। মিথ্যার নয়।

হযরত ফুযাইল্ বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ
 اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى، وَ لَا يَضُرُّكَ قَلَّةُ السَّالِكِينَ ، وَ إِيَّاكَ وَ طُرُقَ الضَّلَالَةِ ، وَ لَا
 تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ

(আল্ 'ই'তিস্বাম : ১/১১২)

অর্থাৎ একমাত্র হিদায়াতের পথই অনুসরণ করো ; এ পথের লোক সংখ্যা কম হলে তাতে তোমার কোন অসুবিধে নেই এবং ভ্রষ্টতার পথ থেকে বহু দূরে অবস্থান করো ; সে পথের লোক সংখ্যা বেশি বলে তুমি তাতে ঝোঁকা খেয়ো না।

৯৭. ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করাঃ

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

আলাহু তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

(বাকারাহ : ২২২)

অর্থাৎ তারা আপনাকে নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিনঃ তা হচ্ছে অশুচি। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট থেকে দূরে থাকো। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তীও হবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبْرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُتِرَ عَلَى مُحَمَّدٍ صঃ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ১৬৮০৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো অথবা কোন মহিলার মলদ্বার ব্যবহার করলো অথবা কোন গণককে বিশ্বাস করলো সে যেন মুহাম্মাদ সঃ এর উপর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করলো।

৯৮. যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোন পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করাঃ

যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোন পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম। চাই সে পুরুষ কাজের লোক হোক অথবা গাড়ি চালক। চাই

সে পণ্য বিক্রেতা হোক অথবা দারোয়ান। চাই সে যুবক হোক অথবা বুড়ো। চাই সে বের হওয়া কোন ইবাদাত পালনের জন্য হোক অথবা এমনতিই ঘোরা-ফেরার জন্য।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

(সা'হী'হুল জা'মি', হাদীস ২৭০১)

অর্থাৎ যে মহিলা কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে বেগানা কোন পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো ; যেন তারা তার সুগন্ধি গ্রহণ করতে পারে তা হলে সে সত্যিই ব্যভিচারিণী।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةً تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

(সা'হী'হুল জা'মি', হাদীস ২৭০১)

অর্থাৎ কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদ অভিমুখে বের হলে ; যাতে তার সুগন্ধি অন্য পুরুষের নাকে যায় তা হলে তার নামায কবুল করা হবে না যতক্ষণ না সে জানাবাতের গোসল তথা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে নেয়।

কোন মহিলা যদি যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে নিজ ঘর থেকে নামাযের জন্য মসজিদ অভিমুখে বের হলে সে নাপাক হয়ে যায় ; যাতে করে তার নামায কবুল হওয়ার জন্য তাকে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তা হলে যে মহিলা শুধু ঘোরা-ফেরার জন্য ঘর থেকে উৎকট সুগন্ধি ব্যবহার করে পার্ক বা নদীকূল অভিমুখে বের হয় সে আর কতটুকুই বা পবিত্র থাকতে পারবে। তাই তো এদের অনেককেই শুধু বিধানগত নাপাকই নয় বরং বাস্তবে নাপাক হয়ে ঘরে ফিরছে বলে পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। এরপরও কি তাদের এতটুকু চেতনাও ফিরবে না?!

৯৯. কারোর জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তার থেকে কোন উপটোকন গ্রহণ করাঃ

কারোর জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তার থেকে কোন উপটোকন গ্রহণ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

হযরত আবু উমামাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ ، فَقَدْ أَتَىٰ بَابَ عَظِيمًا مِنَ أَبْوَابِ الرَّبِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৪১)

অর্থাৎ কেউ নিজ কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য অন্যের নিকট কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে সে যদি তাকে এ জন্য কোন উপটোকন দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তা হলে সে যেন সুদের এক বিরাট দরোজায় ঢুকে পড়লো।

বর্তমান যুগে তো এমন অনেক লোকই পাওয়া যায় যার আয়ের অধিকাংশই এ জাতীয়। তার অবশ্যই এ কথা জানা দরকার যে, তার এ সকল সম্পদ একেবারেই হারাম। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় যখন এ জাতীয় উপটোকন অবৈধ কোন সুপারিশের জন্য হয়ে থাকে।

সুপারিশের মাধ্যমে কেউ কারোর বৈধ কোন উপকার করতে পারলে সে যেন তা করে। কারণ, তা সত্যিই পুণ্যের কাজ। কারণ, মানুষের মাঝে কারোর সম্মানজনক অবস্থান তা তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দান। অতএব সে জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে কোন মুসলামান ভাইয়ের জন্য বৈধ সুপারিশের মাধ্যমে। যাতে তার কোন বৈধ অধিকার আদায় হয়ে যায় অথবা কোন হত অধিকার উদ্ধার পায়।

হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৯৯)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ নিজ কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করতে পারলে সে যেন তা করে।

হযরত আবু মুসা আশ্-আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেনঃ

اشْفَعُوا تُجَرُّوْا، وَ يَقْضِيَّ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩২ মুসলিম, হাদীস ২৬২৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যাই চান ফায়সালা করবেনই। এতদসঙ্গেও তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো ; তোমাদেরকে সে জন্য সাওয়াব দেয়া হবে।

তবে কারোর জন্য সুপারিশ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার খর্ব করা যাবে না। অন্যথায় এক জনের সুবিধার জন্য অন্যের উপর যুলুম করা হবে। আর তখনই অন্যের সুবিধার জন্য নিজকেই অযথা গুনাহ'র বোঝা বহন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، وَ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴾

(নিসা' : ৮৫)

অর্থাৎ কেউ কারোর জন্য ভালো সুপারিশ করলে সে তার (সাওয়াবের) কিয়দংশ পাবে। আর কেউ কারোর জন্য খারাপ সুপারিশ করলে সেও তার (গুনাহ'র) কিয়দংশ পাবে। আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

১০০. কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়াঃ

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ
 بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ
 (বুখারী, হাদীস ২২২৭, ২২৭০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে
 অবস্থান নেবো। তাদের একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নামে কসম খেয়ে কারোর
 সাথে কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন
 স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা খেয়েছে। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে
 ব্যক্তি কোন পুরুষকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে তার মজুরি দেয়নি।

এ জাতীয় ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সত্যিকার অর্থেই দরিদ্র।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ
 ইরশাদ করেনঃ

أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِتْنًا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ
 الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا،
 وَقَذَفَ هَذَا، وَ أَكَلَ مَالَ هَذَا، وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا، وَ ضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا
 مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ
 مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮১ তিরমিযী, হাদীস ২৪১৮)

অর্থাৎ তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবারা বললেনঃ নিঃস্ব সে ব্যক্তিই
 যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূল সঃ বললেনঃ
 আমার উম্মাতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ
 তা'আলার সামনে) অনেকগুলো নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে।
 অথচ (হিসেব করতে গিয়ে) দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে।

অমুককে ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অমুকের সম্পদ খেয়ে ফেলেছে। অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু। এমনভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন ওদের গুনাহ সমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে।

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়ার কয়েকটি ধরন রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

ক. সরাসরি তার মজুরি দিতে অস্বীকার করা। তাকে এমন বলা যে, তুমি আমার কাছে কোন মজুরিই পাবে না।

খ. পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী তার মজুরি না দেয়া। বরং নিজ ইচ্ছা মতো তার মজুরি কিছু কম দেয়া।

গ. কাগজপত্রে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন উল্লেখ করে অন্য দেশ থেকে কাজের লোক নিয়ে এসে তাকে এর কম মজুরিতে চাকুরি করতে বাধ্য করা। অন্যথায় তাকে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর হুমকি দেয়া ; অথচ সে অনেকগুলো টাকা খরচ করে এখানে এসেছে।

ঘ. কোন মজুরকে নির্দিষ্ট কাজ বা নির্দিষ্ট সময় চাকুরি করার জন্য নিয়ে এসে তার সাথে নতুন কোন চুক্তি ছাড়া তাকে অন্য কাজ বা বাড়তি সময় চাকুরি করার জন্য বাধ্য করা।

ঙ. মজুরের মজুরি দিতে দেরি করা ; অথচ সে তার মজুরি সময় মতো পেলে তা অন্য কাজে খাটিয়ে আরো লাভবান হতে পারতো।

১০১. একেবারে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়াঃ

একেবারে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাওয়া

আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্।

যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে চেহারা ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উঠবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসুউদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ ، أَوْ خُدُوشٌ ، أَوْ كَدُوحٌ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا الْغِنَى ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬২৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাইলো ; অথচ তার নিকট তার প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা হলে তার এ ভিক্ষাবৃত্তি কিয়ামতের দিন তার চেহারা ক্ষতবিক্ষত অবস্থার রূপ নিবে। জনৈক সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ বলতে আপনি কতটুকু সম্পদকে বুঝাচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম রূপা অথবা উহার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

অপ্রয়োজনীয় ভিক্ষাবৃত্তি করা মানে প্রচুর পরিমাণ জাহান্নামের অগ্নি সঞ্চয় করা।

হযরত সাহল্ বিন্ হান্যালিয়াহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَأَلَ وَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ ، وَ فِي لَفْظٍ : مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا يُغْنِيهِ ؟ وَ فِي آخَرٍ : وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَبْغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةَ ؟ قَالَ : قَدَرٌ مَا يُغَدِّيهِ وَ يُعَشِّيهِ ، وَ فِي آخَرٍ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْعٌ يَوْمَ وَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬২৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর কাছে কোন কিছু ভিক্ষা চাইলো ; অথচ তার নিকট তার প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা হলে সে যেন জাহান্নামের অঙ্গার প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করলো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ বলতে আপনি কতটুকু সম্পদকে বুঝাচ্ছেন? অথবা কারোর নিকট কতটুকু ধন-সম্পদ থাকলে আর তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা অনুচিত? রাসূল ﷺ বললেনঃ সকাল-সন্ধ্যার খানা অথবা পুরো দিনের পেটভরে খাবার।

ধনী হওয়ার নেশায় ভিক্ষাকারী কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে তার চেহায়ায় কোন গোস্তই থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرَّةٌ لَحْمٍ
(বুখারী, হাদীস ১৪৭৪ মুসলিম, হাদীস ১০৪০)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তির পেশা চালু রাখলে সে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে) এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহায়ায় গোস্তের কোন টুকরাই অবশিষ্ট থাকবে না।

ধনী অথবা কর্ম করতে সক্ষম এমন কোন ব্যক্তি কারোর নিকট সাদাকা চাইতেও পারে না এবং খেতেও পারে না।

একদা সুঠাম দেহের দু'জন লোক রাসূল ﷺ এর কাছে সাদাকা নিতে আসলে তিনি তাদেরকে বললেনঃ

إِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৩)

অর্থাৎ তোমরা উভয় আমার নিকট সাদাকা চাইলে আমি তা তোমাদেরকে দিতে পারি। তবে তোমরা এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, ধনী ও কর্ম করতে

সক্ষম এমন শক্তিশালী পুরুষের জন্য সাদাকায় কোন অধিকার নেই।

তবে পাঁচ প্রকারের ধনীর জন্য সাদাকা খাওয়া জাযিয়।

হযরত 'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغْنِيٍّ إِلَّا لَخَمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِعَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغْنِيِّ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৫)

অর্থাৎ শুধুমাত্র পাঁচ ধরনের ধনীর জন্যই সাদাকা খাওয়া জাযিয়। আল্লাহ'র পথে লড়াইকারী, সাদাকা উঠানোর কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী, অন্যের জরিমানা বা দিয়াত বহনকারী, যে ধনী ব্যক্তি নিজ পয়সা দিয়েই সাদাকার বস্তু কিনে নিয়েছে, যে ধনী ব্যক্তির প্রতিবেশী গরিব এবং তাকেই কেউ কোন কিছু সাদাকা দিলে সে যদি তা ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেয়।

কেউ যদি নিজ জীবন এমনভাবে পরিচালনা করতে পারে যে, সে কখনো কারোর নিকট কোন কিছুই চায় না তা হলে এমন ব্যক্তির জন্য রাসূল ﷺ জান্নাতের দায়িত্ব নেন।

হযরত সাউবান রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا ، وَ أَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا ؛ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য এ দায়িত্ব নিবে যে, সে আর কারোর কাছে কোন কিছুই চাইবে না তা হলে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো। হযরত সাউবান রাঃ বললেনঃ আমিই হবো সেই ব্যক্তি। আর তখন থেকেই

হযরত সাউবান রাঃ কারোর নিকট কোন কিছুই চাইতেন না।

তবে প্রশাসনিক কোন ব্যক্তির কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কিছু চাওয়া যায়। যা না হলেই নয়।

হযরত সামুরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সাঃ ইরশাদ করেনঃ

الْمَسْأَلُ كُدُوحٌ يَكْدُحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَتَقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدَّ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৯)

অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষতের ন্যায়। যার মাধ্যমে মানুষ তার নিজ চেহারাকেই ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যে চায় তার চেহায়ায় ক্ষতগুলো থেকে যাক সেই ভিক্ষাবৃত্তি করবে। আর যে চায় তার চেহায়ায় ক্ষতগুলো না থাকুক সে যেন ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেয়। তবে প্রশাসনিক কোন ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যায় অথবা এমন ব্যাপারে কারোর কাছে কিছু চাওয়া যায় যা না হলেই নয়।

হযরত ক্বাবীস্বাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূল সাঃ এর নিকট সাদাকা চাইলে তিনি আমাকে বলেনঃ

يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمِلُ حِمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ فَاجْتَا حَتَّى مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ - يَا قَبِيصَةُ - سُحْتٌ؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪০)

অর্থাৎ হে ক্বাবীস্বাহ! শিক্ষা শুধুমাত্র তিন ব্যক্তির জন্যই জায়িয়। তার মধ্যে একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্য কারোর পক্ষ থেকে জরিমানা বা দিয়াত জাতীয় কোন কিছুর যামানত কিংবা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে তখন তার জন্য শিক্ষা করা জায়িয় যতক্ষণ না সে তা সংগ্রহ করতে পারে। তবে তা সংগ্রহ হয়ে গেলে সে আর শিক্ষা করবে না। অপরজন হচ্ছে, যাকে প্রাকৃতিক কোন বড় দুর্যোগ পেয়ে বসেছে যার দরুন তার সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে তখনও তার জন্য শিক্ষা করা জায়িয় যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে। আরেকজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি অভাবের কষাঘাতে একেবারেই জর্জরিত এমনকি তার বংশের তিনজন বুদ্ধিমানও এ ব্যাপারে তাকে সার্টিফাই করেছে যে, সে সত্যিই অভাবগ্রস্ত তখনও তার জন্য শিক্ষা করা জায়িয় যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে। তবে তা সংগ্রহ হয়ে গেলে সে আর শিক্ষা করবে না। হে ক্বাবীস্বাহ! এ ছাড়া আর সকল শিক্ষাবৃত্তি হারাম। শিক্ষুক যা হারাম হিসেবেই ভক্ষণ করবে।

রাসূল ﷺ শিক্ষাবৃত্তির প্রতি সর্বদা সাহাবাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি তাঁদেরকে এও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই বলবে আল্লাহ তা'আলা তার সে অভাব দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা একমাত্র মানুষকেই বলবে তার সে অভাব কখনোই দূর হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাস্'উদ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল স ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتُهُ ، وَ مَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغَنَى ؛ إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غَنًى عَاجِلٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে শুধুমাত্র মানুষের কাছেই ধরনা দেয় তার

অভাব কখনোই দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই ধরনা দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অভাব অতিসত্ত্বর দূর করে দিবেন। আর তা এভাবে যে, অতিসত্ত্বর সে মৃত্যু বরণ করবে অথবা অতিসত্ত্বর সে ধনী হয়ে যাবে।

তবে কেউ কাউকে চাওয়া ছাড়াই কোন কিছু দিলে সে তা গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে সে তা খাবে এবং বাকিটুকু সাদাকা করবে।

হযরত 'উমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৬৪৭)

অর্থাৎ তোমাকে চাওয়া ছাড়াই কোন কিছু দেয়া হলে তুমি তা খাবে এবং বাকিটুকু সাদাকা করবে।

হযরত 'উমর রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ মাঝে মাঝে আমাকে কিছু দান করলে আমি তাঁকে বলতামঃ আপনি আমাকে তা না দিয়ে আমার চাইতেও যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন তখন তিনি বলেনঃ

خُذْهُ ، إِذَا جَاءَكَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৭৩ মুসলিম, হাদীস ১০৪৫)

অর্থাৎ তুমি এটি নিজে নাও। মনে রাখবে, তোমার নিকট এমনিতেই কোন সম্পদ এসে গেলে; অথচ তুমি তা চাওনি এবং উহার জন্য তুমি লালায়িতও ছিলে না তা হলে তুমি তা নিতে পার। আর যা এমনিতেই আসছে না সে জন্য তুমি কখনো লালায়িত হয়ো না।

সম্পদের প্রতি চরমভাবে লালায়িত না হয়ে তা সহজে ও শরীয়ত সম্মত উপায়ে সংগ্রহ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাতে বরকত দিয়ে থাকেন। ঠিক এরই বিপরীতে সম্পদের প্রতি অত্যন্ত লালায়িত হয়ে তা সংগ্রহ করলে তাতে

আল্লাহু তা'আলা কখনো বরকত দেন না।

হযরত 'হাকীম বিন্ 'হিয়াম রা রাসূল সা এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দেন, আরো চাইলে আরো দেন, আরো চাইলে আরো দেন এবং বলেনঃ

يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
(বুখারী, হাদীস ১৪৭২)

অর্থাৎ হে 'হাকীম! এ দুনিয়ার সম্পদ তো হৃদয়গ্রাহী মনোরম। (অতএব তা সবাই সঞ্চয় করতে চাইবে) সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি লালায়িত না হয়ে তা গ্রহণ করে তাতে সতিহি বরকত হয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রতি লালায়িত হয়ে সঞ্চয় করে তাতে বরকত দেয়া হয় না। যেমনঃ যে ব্যক্তি খায় কিন্তু তার পেট ভরে না।

ভিক্ষা করার চাইতে নিজের হাতে কামাই করে খাওয়া অনেক উত্তম।

হযরত আবু হুরাইরাহু রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْجَبَلِ، فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

(বুখারী, হাদীস ১৪৮০ মুসলিম, হাদীস ১০৪২)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ভোর বেলায় রশি হাতে নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা কিছু খাবে আর বাকিটুকু সাদাকা করবে তা তার জন্য অনেক উত্তম মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে।

১০২. কারোর থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা অথবা পরিশোধ করতে টালবাহানা করাঃ

কারোর থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা অথবা পরিশোধ করতে

টালবাহানা করা আরেকটি কবীরা গুনাহ বা হারাম।

শরীয়তে ঋণের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা পরিশোধ না করে কিয়ামতের দিন এক কদমও সামনে এগুনো যাবে না। এমনকি যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে সেও নয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

(সা'হীহুল জা'মি', হাদীস ৮১১৯)

অর্থাৎ শুধুমাত্র ঋণ ছাড়া শহীদেবের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেনঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ، وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

(সা'হীহুল জা'মি', হাদীস ৩৫৯৪)

অর্থাৎ কি আশ্চর্য! আল্লাহ্‌ তা'আলা ঋণের ব্যাপারে কতই না কঠিন বিধান নাযিল করেছেন! সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় একবার শহীদ করা হলে অতঃপর আবারো জীবিত করা হলে অতঃপর আবারো শহীদ করা হলে অতঃপর আবারো জীবিত করা হলে অতঃপর আবারো শহীদ করা হলেও যদি তার উপর কোন ঋণ থেকে থাকে তা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার উক্ত ঋণ তার পক্ষ থেকে আদায় করা হয়।

ব্যাপারটি আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন ব্যক্তি কারোর থেকে ঋণ নেয়ার সময়ই তা পরিশোধ না করার পরিকল্পনা করে অথবা তখনই তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে কখনো তা পরিশোধ করতে পারবে না।

কেউ কেউ তো এমনো মনে করে যে, আমি যার থেকে ঋণ নিয়েছি সে বড়

ধনী ব্যক্তি। সুতরাং তাকে উক্ত ঋণ না দিলে তার কোন ক্ষতি হবে না। এ চিন্তা কখনোই সঠিক নয়। কারণ, ঋণ তো ঋণই। তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। চাই ঋণদাতার এর প্রতি কোন প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক। চাই তা কম হোক অথবা বেশি।

১০৩. গীবত বা পরদোষ চর্চাঃ

গীবত বা পরদোষ চর্চা আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম কাজ। গীবত বলতে অন্যের অনুপস্থিতিতে কারোর নিকট তার কোন দোষ চর্চাকে বুঝানো হয়। যা শুনলে সে রাগান্বিত অথবা অসন্তুষ্ট হবে। অন্ততপক্ষে তার মনে সামান্যটুকু হলেও কষ্ট আসবে।

আল্লাহু তা'আলা তাঁর পবিত্র কুর'আন মাজীদে মু'মিনদেরকে এমন অপতৎপরতা চালাতে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এর প্রতি মু'মিনদের কঠিন ঘৃণা জন্মানোর জন্যে এর এক বিশ্রী দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ، أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾
(হজুরাত : ১২)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের গীবত চর্চা করো না। তোমাদের কেউ কি চায় সে তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত কামড়ে কামড়ে খাবে। বস্তুতঃ তোমরা তা কখনোই করতে চাইবে না। তা হলে তোমরা আল্লাহু তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী অত্যন্ত দয়ালু।

রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَتَذُرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذَكَرْتُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ،
 قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَيْتَهُ،
 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৮৯ আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৪ তিরমিযী, হাদীস ১৯৩৪)

অর্থাৎ তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলা হয়? সাহাবারা বললেনঃ আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূলই ﷺ এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বলেনঃ তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে এমন কোন কথা তার পেছনে বলা। জনৈক সাহাবী বললেনঃ আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যেই থাকে তাও কি তা গীবত হবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তা হলেই তো গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তা হলে তা বুহ্তান তথা মিথ্যা অপবাদ।

কারো কারোকে যখন অন্যের গীবত করা থেকে বারণ করা হয় তখন তিনি বলে থাকেন, আমি হুবহু কথাটি তার সামনেও বলতে পারবো। তাকে আমি এতটুকুও ভয় পাই না। মূলতঃ তার এ ধরনের উক্তি কোন কাজের নয়। কারণ, রাসূল ﷺ গীবত না হওয়ার জন্য এ ধরনের সাহসিকতার শর্ত দেননি। সুতরাং তার সামনে বলার সাহস থাকলেও তা গীবত হবেই।

একদা হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হযরত স্মাফিয়্যাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পেছনে তার শারীরিক খর্বাকৃতির ব্যাপারটি রাসূল ﷺ এর সামনে তুলে ধরলে তিনি তাঁকে বলেনঃ

لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَرَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَ حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا
 فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أُنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَ أَنْ لِي كَذَا وَ كَذَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৫)

অর্থাৎ তুমি এমন কথা বললে যা এক সাগর পানির সাথে মিশালেও তা মিশে যাবে বরং তা বাড়তি বলেও মনে হবে। হযরত 'আয়িশা বলেনঃ আমি রাসূল

ﷺ এর সামনে জনৈক ব্যক্তির অভিনয় করলে তিনি আমাকে বলেনঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারোর অভিনয় করবো আর আমি এতো এতো কিছুর মালিক হবো।

রাসূল ﷺ মি'রাজে গিয়ে গীবতকারীদের শাস্তি স্বচক্ষে দেখে আসলেন।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَمَّا عَرَجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُّحَاسٍ يَخْخِشُونَ وَجُوهَهُمْ
وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ
وَيَقْعُونَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮)

অর্থাৎ যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা আমার নখ দিয়ে নিজেদের বক্ষ ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছে। আমি বললামঃ এরা কারা হে জিব্রীল! তিনি বললেনঃ এরা ওরা যারা মানুষের গোস্ত খায় এবং তাদের ইজ্জত লুটায়।

কারোর গীবত করা মুনাফিকের আলামত।

হযরত আবু বারযাহ্ আসলামী ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا
تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مِنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَ مَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ
يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮০)

অর্থাৎ হে তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছে ; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত এবং তাদের হিদ্দাশ্বেষণ করো না।

কারণ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের ছিদ্বায়েষণ করবে আল্লাহ তা'আলাও তার ছিদ্বায়েষণ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা যার ছিদ্বায়েষণ করবেন তাকে তিনি তার ঘরেই লাঞ্ছিত করবেন।

কাউকে অন্যের গীবত করতে দেখলে তাকে অবশ্যই বাধা দিবেন। তা হলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আপনাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

হযরত আবুদ্বারদা' রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৯৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের অপবাদ খণ্ডন করে নিজ কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

হযরত মু'আয বিন্ আনাস রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَ مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের কুৎসার হাত থেকে রক্ষা করলো আল্লাহ তা'আলা (এর প্রতিফল স্বরূপ) কিয়ামতের দিন তার নিকট এমন একজন ফিরিশ্তা পাঠাবেন যে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে তার ইজ্জত হননের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাপারে অপবাদ দিলো আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন (এর প্রতিফল স্বরূপ) জাহান্নামের পুলের উপর আটকে রাখবেন যতক্ষণ না সে উক্ত অপবাদ থেকে নিশ্কৃতি পায়।

একদা রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে নিয়ে আবুক এলাকায় বসেছিলেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কা'ব বিন্ মা'লিক কোথায়? তখন বনী সালিমাহু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তার সম্পদ ও আত্মগর্ব তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। তখন হযরত মু'আয বিন্ জাবাল ؓ প্রত্যুত্তরে বললেনঃ হে ব্যক্তি তুমি অত্যন্ত খারাপ উক্তি করলে। হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আল্লাহ্'র কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ধারণাই রাখি।

(মুসলিম, হাদীস ২৭৬৯)

তবে কোন সঠিক ধর্মীয় উদ্দেশ্য যদি গীবত ছাড়া কোনভাবেই অর্জিত না হয় তখন প্রয়োজনের খাতিরে কারো কারোর গীবত করা যায় যা নিম্নরূপঃ

১. কেউ কারো কর্তৃক যুলুম তথা অত্যাচারের শিকার হলে তার জন্য জাযিয় অত্যাচারীর বিপক্ষে রত্নপতি কিংবা বিচারপতির নিকট নালিশ করা। যাতে করে মযলুম তার হত অধিকার ফিরে পায়।

২. কাউকে বহুবার ওয়ায নসীহত করার পরও সে যদি শরীয়ত বিরোধী উক্ত অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তির কাছে নালিশ করা যাবে যে তাকে উক্ত অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. কোন অঘটনের ব্যাপারে উক্ত ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে অভিজ্ঞ কোন মুফতি সাহেবের নিকট ফতোয়া চাওয়া। তবে এ ব্যাপারে কারোর নাম ধরে না বলা অনেক ভালো। বরং সে মুফতি সাহেবকে বলবেঃ জনৈক ব্যক্তি কিংবা জনৈকা মহিলা এমন এমন কাজ করেছে অতএব এর শরয়ী সিদ্ধান্ত কি?

৪. কারোর ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদেরকে সতর্ক করা। যা নিম্নরূপঃ

ক. কোন হাদীসের বর্ণনাকারী কিংবা কোন সাক্ষী অগ্রহণযোগ্য হলে তার ব্যাপারে অন্যকে সতর্ক করা।

খ. কেউ কারোর ব্যাপারে আপনার নিকট পরামর্শ চাইলে তাকে সঠিক তথ্য ভিত্তিক পরামর্শ দেয়া। চাই তা কারোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেই হোক অথবা তার নিকট কোন আমানত রাখার ব্যাপারে কিংবা তার সাথে কোন ধরনের লেনদেন করার ব্যাপারে।

গ. কোন ধর্মীয় জ্ঞান অনুসন্ধানীকে কোন বিদ্'আতী কিংবা কোন ফাসিকের নিকট জ্ঞান আহরণ করতে দেখলে তাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা। তবে এ ব্যাপারে হিংসা যেন কোনভাবেই স্থান নিতে না পারে সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

ঘ. কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি উক্ত পদের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলে কিংবা ফাসিক অথবা গাফিল হলে তার ব্যাপারে তার উপরস্থ ব্যক্তিকে জানানো যাতে করে তাকে উক্ত পদ থেকে বহিস্কার করা যায় অথবা অন্ততপক্ষে সামান্যটুকু হলেও তাকে পরিশুদ্ধ করা যায়।

৫. কেউ সপ্রকাশ্যে কোন গুনাহ কিংবা বিদ্'আত করলে সে গুনাহটি অন্যের কাছে বলা যায়। যাতে করে তার বিরুদ্ধে বিপুল জনমত সৃষ্টি করে উহার প্রতিকার করা যায়।

৬. কারোর কোন দোষ কোন সমাজে এমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলে যা না বললে কেউ তাকে চিনবে না তখন সে দোষ উল্লেখ পূর্বক তার পরিচয় দেয়া যায়। তবে অন্যভাবে তার পরিচয় দেয়া সম্ভব হলে সেভাবেই পরিচয় দেয়া উচিত।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বলেনঃ

أَذْكُوا لَهُ ، بَيْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبَيْسَ ابْنِ الْعَشِيرَةِ

(বুখারী, হাদীস ৬০৩২, ৬০৫৪, ৬১৩১ মুসলিম, হাদীস ২৫৯১)

অর্থাৎ তাকে ঢুকার অনুমতি দাও। সে তো নিকৃষ্ট হীন বংশ।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ দু'জন মুনাফিক সম্পর্কে বলেনঃ

مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا

(বুখারী, হাদীস ৬০৬৭)

অর্থাৎ আমার ধারণা মতে অমুক আর অমুক ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না।

হযরত ফাতিমা বিন্তে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন আমি তালাকের ইদত শেষ করে হালাল হয়ে গেলাম তখন হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আবু জাহুম (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। ব্যাপারটি রাসূল ﷺ কে জানালে তিনি আমাকে বলেনঃ

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكَ، لَا مَالَ لَهُ،
اُنْكِحِيْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

(মুসলিম, হাদীস ১৪৮০)

অর্থাৎ আবু জাহুম তো লাঠি কাঁধ থেকেই নামায় না আর মু'আবিয়া তো খুবই গরীব; তার কোন সম্পদই নেই। তবে তুমি উসামাহ বিন্ যায়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারো।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আবু সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিন্ত 'উত্বাহ রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِنِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي
وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ

(বুখারী, হাদীস ২২১১ মুসলিম, হাদীস ১৭১৪)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আবু সুফয়ান তো খুবই কৃপণ। সে তো

আমার ও আমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট এতটুকু খরচা আমাদেরকে দেয় না। তবে আমি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে নিতে পারি। এতে কি আমার কোন গুনাহ হবে? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট এতটুকু খরচা তো তার সম্পদ থেকে ন্যায্যভাবে নিতে পারো।

হযরত য়ায়েদ বিন্ আরকাম ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম তখন আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাইকে বলতে শুনলাম সে বলছেঃ তোমরা রাসূল ﷺ এর আশপাশের লোকদের উপর কোন টাকা-পয়সা খরচ করো না যাতে তারা রাসূল ﷺ এর সঙ্গ ছেড়ে দেয়। সে আরো বললোঃ আমরা এখান থেকে মদীনা ফিরে গেলে আমাদের মধ্যে যারা পরাক্রমশালী তারা অধমদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবে। হযরত য়ায়েদ বলেনঃ আমি ব্যাপারটি আমার চাচা অথবা হযরত 'উমর ؓ কে জানালে তাঁরা তা রাসূল ﷺ কে জানায়। তখন রাসূল ﷺ আমাকে ডাকেন। আমি ব্যাপারটি তাঁকে বিস্তারিত জানালে তিনি আব্দুল্লাহ্ ও তার সাথীদেরকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট কসম খেয়ে বললোঃ তারা এমন কথা বলেনি। তখন রাসূল ﷺ তাদের কথা বিশ্বাস করলেন এবং আমাকে মিথ্যুক ভাবলেন। তখন আমি খুব চিন্তিত হই যা ইতিপূর্বে হইনি। আর তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাপোর্টে সূরা মুনাফিক্বনের প্রথম তিনটি আয়াত নাযিল করেন।

(বুখারী, হাদীস ৪৯০০ মুসলিম, হাদীস ২৭৭২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একদা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করে শেষ করলে জনৈক আনসারী বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! মুহাম্মাদ এ বন্টনে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনা করেনি। তখন আমি রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলে তিনি রাগে লাল হলেন বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ؑ কে দয়া করুন। তাঁকে এর চাইতেও বেশি

কষ্ট দেয়া হয়েছিলো ; অথচ তিনি তা অকাতরে সহ্য করেছেন।

(বুখারী, হাদীস ৬০৫৯ মুসলিম, হাদীস ১০৬২)

উক্ত ঘটনা সমূহে রাসূল ﷺ নিজেই অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর সামনেই অন্যের গীবত করে। যা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্যে গীবত জাযিয় হওয়াই প্রমাণ করে।

কেউ কারোর গীবত করে তার নিকট ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করাই উচিত। তেমনিভাবে কেউ স্বেচ্ছায় তার সকল গীবতকারীকে ব্যাপকভাবে ক্ষমা করে দিলে তা আরো অনেক ভালো।

হযরত ক্বাতাদাহু রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَيُّعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي صَيْعَمٍ أَوْ صَمْصَمٍ ؛ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ :
اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعَرْضِي عَلَى عِبَادِكَ !

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৮৬)

অর্থাৎ তোমরা কি আবু যায়গাম অথবা আবু যামযামের মতো হতে পারো না? সে প্রতিদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বলতোঃ হে আল্লাহ! আমি আমার ইযত তোমার সকল বান্দাহু'র জন্য সাদাকা করে দিলাম।

১০৪. চুল বা দাঁড়িতে কালো রং লাগানোঃ

চুল বা দাঁড়িতে কালো রং লাগানো আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ ؛ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২১২ নাসায়ী, হাদীস ৫০৭৭)

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা (চুল বা

দাঁড়িতে) কালো রং লাগাবে। যা দেখতে কবুতরের পেটের ন্যায়। তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

কারোর মাথার চুল বা দাঁড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো ছাড়া যে কোন কালার লাগানো সুন্নাত।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ؛ فَخَالَفُوهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৩)

অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (মাথার চুল বা দাঁড়ি) কালার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে তথা কালার করবে।

হযরত জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى بَابِي فُحَافَةً يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : غَيِّرُوا هَذَا بِشْيٍءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৪ নাসায়ী, হাদীস ৫০৭৮)

অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন (আবু বকর রাঃ এর পিতা) আবু কুহাফাহকে (রাসূল সঃ এর সামনে) উপস্থিত করা হলো। তখন তার মাথার চুল ও দাঁড়ি সাদা ফল ও ফুল বিশিষ্ট গাছের ন্যায় দেখাচ্ছিলো। তা দেখে রাসূল সঃ সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা কোন কিছু দিয়ে এর কালার পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো কালার কিন্তু লাগাবে না।

তবে রাসূল সঃ সাধারণত মেহেদি, জাফরান ও অর্স (লাল গোলাপের রস) দিয়ে কালার করতেন।

হযরত আবু রিম্‌সাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি ও আমার পিতা রাসূল সঃ এর কাছে আসলে তিনি আমার পিতাকে বলেনঃ এ ছেলটি কে? তখন আমার পিতা বললেনঃ সে আমারই ছেলে। তখন রাসূল সঃ বললেনঃ

তুমি তার সাথে অপরাধমূলক আচরণ করো না। হযরত আবু রিম্‌সাহ্ বলেনঃ তখন তাঁর দাঁড়ি মেহেদি লাগানো ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিনু 'উমর (রাখিয়াল্লাহু আনুহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ السَّيِّيَّةَ ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২১০)

অর্থাৎ নবী ﷺ চামড়ার জুতো পরিধান করতেন এবং অর্স তথা লাল গোলাপের রস ও জাফরান দিয়ে দাঁড়িটুকু হলুদ করে নিতেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ : الْحِنَاءُ وَالْكَتْمُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৫ নাসায়ী, হাদীস ৫০৮০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যা দিয়ে বার্ধক্যের সাধা বর্ণকে পরিবর্তন করা যায় তা হচ্ছে মেহেদি ও কাতাম যার ফল মরিচের ন্যায়।

১০৫. অসিয়ত বা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের কাউকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যের ক্ষতি করাঃ

অসিয়ত বা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের কাউকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যের ক্ষতি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

মূলতঃ কারোর নিজ কোন সন্তানের জন্য কোন কিছুর অসিয়ত করাই না জাযিয়। কারণ, সে তো ওয়ারিশ। আর ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা তো কোন প্রকারেই জাযিয় নয়। সুতরাং কোন সন্তানের জন্য কোন কিছুর অসিয়ত করা মানেই অন্য সন্তানের ক্ষতি করা।

হযরত আবু উমামাহ্ বাহিলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭০ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২৭৬৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিশের জন্য আর কোন অসিয়ত চলবে না।

তেমনিভাবে কোন ধর্মীয় ক্ষেত্র অথবা কোন ব্যক্তির জন্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করাও নিজ সন্তানদের ক্ষতি সাধন করার শামিল।

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি মক্কা বিজয়ের বছর রোগাক্রান্ত হই। এমনকি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখন রাসূল সা আমাকে দেখতে আসলেন। আমি রাসূল সা কে বললামঃ হে আল্লাহু'র রাসূল সা! আমার তো অনেকগুলো সম্পদ। তবে একটি মেয়ে ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিশ নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ সাদাকা করে দেবো? রাসূল সা বললেনঃ না। আমি বললামঃ তা হলে অর্ধেক সম্পদ? রাসূল সা বললেনঃ না। আমি বললামঃ তা হলে এক তৃতীয়াংশ। রাসূল সা বললেনঃ ঠিক আছে এক তৃতীয়াংশ। তবে তাও অনেক বেশি। তিনি আরো বললেনঃ

أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭৫৮)

অর্থাৎ তুমি তোমার সন্তানদেরকে ধনী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম তাদের গরীব রেখে যাওয়ার চাইতে যাতে তারা মানুষের কাছে হাত পাতে।

যারা জীবিত থাকতেই সময় মতো আল্লাহু'র রাস্তায় সাদাকা করে না তারা মৃত্যু ঘনিষ্বে আসলে এলোমেলোভাবে সাদাকা করে নিজ ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধন করে।

হযরত আবু হুরাইরাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা কে জিজ্ঞাসা করলোঃ হে আল্লাহু'র রাসূল সা! কোন ধরনের সাদাকা উত্তম? রাসূল সা বললেনঃ

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، تَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلَا تَمْنَهُلُ ،
 حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا ، لِفُلَانٍ كَذَا ، وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
 (আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬৫)

অর্থাৎ তুমি সাদাকা করবে যখন তুমি সুস্থ থাকো এবং সম্পদের প্রতি তোমার
 লোভ থাকে। দুনিয়ায় থাকার ইচ্ছা এবং দরিদ্রতার ভয় পাও। সাদাকা করতে
 দেরি করো না কিন্তু। এমন যেন না হয়, রূহ গলায় পৌঁছে গেলো। আর তুমি
 বললে: অমুকের জন্য এতো। অমুকের জন্য এতো; মূলতঃ তা অন্যের জন্যই।

কোন সন্তানকে এককভাবে কোন কিছু দান করা যাবে না। বরং দিতে চাইলে
 সবাইকে সমানভাবেই দিতে হবে। নতুবা স্বেচ্ছায় অন্য সন্তানের ক্ষতি সাধন
 করা হবে।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমার মা
 আমার পিতার নিকট আমার জন্য কিছু বিশেষ দান চাইলে তিনি আমাকে
 একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বললেনঃ আমি এতে সন্তুষ্ট হবো
 না যতক্ষণ না রাসূল সাঃ কে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানাবেন। তখন আমার পিতা
 রাসূল সাঃ এর নিকট এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাঃ! আমি 'আমরাহ্
 বিন্তে রাওয়াহার গর্ভজাত ছেলে তথা আমারই সন্তান নু'মানকে একটি
 গোলাম দিয়েছি। সে এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী বানাতে চায়। তখন রাসূল
সাঃ বললেনঃ

أَكُلْ وَلَدَكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَارْجِعْهُ ، وَ فِي رِوَايَةٍ: فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، وَ فِي رِوَايَةٍ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ، وَ فِي رِوَايَةٍ: أَلَيْسَ
 بِسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: فَلَا إِذَا

(বুখারী, হাদীস ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০ মুসলিম, হাদীস ১৬২৩
 ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৪০৪, ২৪০৫)

অর্থাৎ তোমার সকল সন্তানকেই এমন করে একটি একটি গোলাম দিয়েছে? তিনি বললেনঃ না। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ সুতরাং তা ফেরৎ নিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো। অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে, আমাকে যুলুমের সাক্ষী বানিও না। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, তোমার কি মনে চায় না যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবেই ভালো ব্যবহার দেখাক? তিনি বললেনঃ অবশ্যই। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হলে তুমি নু'মানকে এককভাবে একটি গোলাম দিতে পারো না।

এ যুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যদি কেউ তার সন্তানকে কোন কিছু এককভাবে দিয়ে দেয় তা ফেরত নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে; যদিও তা অন্যের ক্ষেত্রে জাযিয় নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস্ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَ مِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءً ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৩৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৪০৬)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির জন্য জাযিয় নয় যে, সে কাউকে কোন কিছু দিয়ে তা আবার ফেরৎ নিবে। তবে পিতা তার সন্তানকে কোন কিছু দিয়ে তা আবার ফেরৎ নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দিয়ে তা আবার ফেরৎ নেয় সে যেন কুকুরের ন্যায়। পেট ভরে খাদ্য খেয়ে বমি করলো এবং আবাবো সেই বমি খেলো।

তবে কোন সন্তানকে প্রয়োজনের খাতিরে কোন কিছু দিলে তা অন্যকেও সমভাবে দিতে হবে এমন নয় যতক্ষণ না তারো প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমনঃ

কেউ স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে তখন তার খরচ কিংবা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে তাকে দেয়ার সময় অন্য জনেরও এমন প্রয়োজন দেখা দিলে তাকেও দিবে এ মানসিকতা থাকতে হবে।

১০৬. কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখাঃ

কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় না রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقَّةٌ مَائِلٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৩৩)

অর্থাৎ যার দু'টি স্ত্রী রয়েছে এতদসত্ত্বেও সে এক জনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়লো তা হলে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে, তার এক পার্শ্ব নিম্নগামী থাকবে।

সুতরাং প্রত্যেক স্ত্রীর মাঝে খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমতা বজায় রাখতে হবে। তবে মনের টান অন্য জিনিস। তাতে সবার মধ্যে সমতা বজায় রাখা কখনোই সম্ভবপর নয়।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ، وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

(নিসা' : ১২৯)

অর্থাৎ তোমরা কখনো স্ত্রীদের মাঝে (সার্বিকভাবে) সুবিচার স্থাপন করতে

পারবে না। এ ব্যাপারে যতই তোমাদের ইচ্ছা বা নিষ্ঠা থাকুক না কেন। অতএব তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না। যাতে করে অপর জন বুলানো অবস্থায় থেকে যায়। তবে যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো তা হলে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল করুণাময়।

তবে কোন স্ত্রীকে এমনভাবে ভালোবাসা যা অন্য স্ত্রীর উপর যুলুম করতে উৎসাহিত করে তা অবশ্যই অপরাধ। যেমনঃ তাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, সর্বদা তারই আবদার-আবেদন রক্ষা করা হয় অন্য জনের নয় এবং তার কাছেই বেশি বেশি রাত্রি যাপন করা হয় অন্য জনের কাছে নয়। এমনকি তাকে সর্বদা নিকটে রেখেই অন্যকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়।

১০৭. কারোর কবরের উপর হাঁটা বা বসাঃ

কারোর কবরের উপর হাঁটা বা বসা আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

(মুসলিম, হাদীস ৯৭১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৫৮৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসলে তার কাপড় পুড়ে যদি তা চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাও তার জন্য অনেক ভালো কারোর কবরের উপর বসার চাইতে।

হযরত 'উক্বাহু বিন্ 'আমির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيَّ بِرَجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

أَمْشِي عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ، وَمَا أَبَالِي أَوْسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ
السُّوقِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা তলোয়ারের উপর হাঁটা কিংবা জুতোকে পায়ের সাথে সিলিয়ে দেয়া আমার নিকট অতি প্রিয় কোন মুসলমানের কবরের উপর হাঁটার চাইতে। আমি এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করি না যে, আমি কবর সমূহের মাঝে মল-মূত্র ত্যাগ করলাম না কি বাজারের মাঝে।

কোন কবরস্থানে প্রয়োজনের তাগিদে হাঁটতে চাইলে জুতোগুলো খুলে কবরগুলোর মাঝে খালি পায়েই হাঁটবে।

রাসূল ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে জুতো পায়ে কবরস্থানে হাঁটতে দেখে বললেনঃ

يَا صَاحِبَ السَّبَّيْتَيْنِ ! أَلْقِهِمَا

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৫৯০)

অর্থাৎ হে জুতো ওয়ালা! জুতোগুলো খুলে ফেলো।

১০৮. কোন মহিলার নিজের উপর তার স্বামীর অবদান অস্বীকার করাঃ

কোন মহিলার নিজের উপর তার স্বামীর অবদান অস্বীকার করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مِنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْطَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ،

وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا
قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

(বুখারী, হাদীস ১০৫২ মুসলিম, হাদীস ৯০৭)

অর্থাৎ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। অথচ আজকের মতো এতো ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি। জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীকে আমি মহিলাই পেলাম। সাহাবারা বললেনঃ তা কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! তিনি বললেনঃ তারা কুফরী করেছিলো। বলা হলোঃ তারা কি আল্লাহু তা'আলার সাথে কুফরী করেছে? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, বরং তারা নিজ স্বামীর সাথে কুফরী করেছে তথা তার অবদান অস্বীকার করেছে। তুমি যদি তাদের কারোর প্রতি পুরো জীবন অনুগ্রহ করলে আর সে হঠাৎ তোমার পক্ষ থেকে (তার রুচি বিরুদ্ধ) কোন কিছু পেয়ে গেলো তখন সে নির্দিধায় বলে ফেলবেঃ আমি কখনোই তোমার কাছ থেকে ভালো কিছু দেখতে পাইনি।

১০৯. বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়াঃ

বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়া আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।
আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا،
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝﴾

(মারুইয়াম : ৫৯-৬০)

অর্থাৎ নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা নামায বিনষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির পূজারী হলো। সুতরাং তারা “গাই” নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্, সা'ঈদ বিন্ মুসাইয়িব, 'উমর বিন্ আব্দুল আযিয, মাসরু'ক্ব ও অন্যান্যদের মতে উক্ত আয়াতে নামায বিনষ্ট করা বলতে ওয়াক্ত পার করে নামায পড়াকে বুঝানো হয়েছে।

নামায তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়তে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

(নিসা' : ১০৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মু'মিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।

১১০. নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে রুকু', সিজ্দাহ্ বা

অন্যান্য রুকন আদায় না করাঃ

নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে রুকু', সিজ্দাহ্ বা অন্যান্য রুকন আদায় না করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ আশ্'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল সঃ নামায শেষে কিছু সংখ্যক সাহাবাদেরকে নিয়ে মসজিদেই বসেছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে নামায পড়তে শুরু করলো। সে রুকু ও সিজ্দাহ্ ঠিকভাবে করছিলো না। তখন তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

أَتَرُونَ هَذَا ؟ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغَرَابُ الدَّمَ

(ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৩২)

অর্থাৎ তোমরা একে দেখতে পাচ্ছে। কোন ব্যক্তি এভাবে নামায পড়তে পড়তে মৃত্যু বরণ করলে ইসলামের উপর তার মৃত্যু হবে না। সে নামায পড়ছে যেন কোন কাক রক্তের উপর ঠাকর মারছে।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

لَا تُجْزِي صَلَاةَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ

(ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৩২)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তির নামায হবে না যে রুকু' ও সিজদায় নিজ পিঠকে সোজা রাখে না।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَسْأَلُ النَّاسَ سَرِقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لَا سُجُودَهَا

(স'হীহল জা'মি', হাদীস ৯৯৭)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট চোর সে ব্যক্তি যে নামায চুরি করে। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! সে আবার নামায চুরি করে কিভাবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ সে রুকু' ও সিজদাহ্‌ সঠিকভাবে আদায় করে না।

১১১. নামাযের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করাঃ

নামাযের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوَّلَ صُورَتُهُ صُورَةَ حِمَارٍ

(বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসলিম, হাদীস ৪২৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহু তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন।

তিনি আরো বলেনঃ

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ
(মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

অর্থাৎ তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কোন রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لَا وَحَدَّكَ صَلَّيْتُ وَلَا بِإِمَامِكَ أَفْتَدَيْتَ
(রিসালাতুল ইমাম আহমাদ)

অর্থাৎ (তোমার নামাযই হয়নি) না তুমি একা পড়লে না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে।

যে কোন কাজ ইমাম সাহেবের একটু পরেই করতে হবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে ও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে না।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

الْإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৪০৪ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৯৩)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই

রুকু থেকে মাথা উঠাবেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَ لَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ لَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْكَعُوا وَ قُولُوا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

(বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে “সামি’আল্লাহু লিমান্ হামিদাহু” বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে “রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ” বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদাহ শুরু করবে।

হযরত বারা বিন ‘আযিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحَطَّ لِلْسُجُودِ لَا يَخْنِي أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ

(বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসলিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন সিজদাহর জন্যে ঝুঁকে পড়তেন আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না নবী ﷺ নিজ কপাল জমিনে রাখতেন।

১১২. দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ কাঁচা পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট, হুকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসাঃ

দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ কাঁচা পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট, হুকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ।

হযরত 'উমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَيْشَتَيْنِ ، هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِثْهُمَا طَبْحًا

(মুসলিম, হাদীস ৫৩৭)

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা দুর্গন্ধময় দু'টি উদ্ভিদ খাচ্ছে যা পিয়াজ ও রসুন। আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি কারোর নিকট থেকে মসজিদে থাকাবস্থায় এমন গন্ধ পেলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে বকী'তে পাঠিয়ে দিতেন। অতএব কেউ তা খেতে চাইলে সে যেন তা পাকিয়ে খায়।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُتْنَنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذَى مِنْ يَأْذَى مِنْهُ الْإِنْسُ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় উদ্ভিদ খেলো সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটও না ঘেঁষে। কারণ, ফিরিশ্তাগণ এমন বস্তু কর্তৃক কষ্ট পায় যা কর্তৃক কষ্ট পায় মানুষগণ।

১১৩. শরয়ী কোন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করাঃ

শরয়ী কোন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৪ স'হীহল জা'মি', হাদীস ৭৬৩৫)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য জাযিয় নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কেউ তা করলে সে মৃত্যুর পর জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এক বছর কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা তো তাকে হত্যা করার ন্যায়।

হযরত আবু খিরাশু সুলামী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ؛ فَهُوَ كَسَفَكَ دَمَهُ
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৫)

অর্থাৎ কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে তাকে হত্যা করা।

রাসূল সঃ সম্পর্ক ছিন্নতার একটি ধরনও উল্লেখ করেছেন। যা থেকে দোষী ব্যক্তির বাস্তব চিত্র সবার সামনে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয়ও মিলে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ;

كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ؛ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৩)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য জায়য নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তা এমন যে, তার সাথে ওর সাক্ষাৎ হলে সে তাকে তিন বার সালাম দেয় ; অথচ সে তার সালামগুলোর একটি বারও উত্তর দিলো না। এতে তারই গুনাহ হবে; ওর নয়।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، يَلْتَقِيَانِ ؛ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১১)

অর্থাৎ কোন মুসলমানের জন্য জায়য নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তা এমন যে, তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হলো ; অথচ তারা একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তবে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম সালাম বিনিময় করে।

কারোর সাথে বগড়া-বিবাদ করে মন কষাকষি হলে তথা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব জন্ম নিলে আল্লাহু তা'আলার সাধারণ ক্ষমা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، يُقَالُ : أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৬)

অর্থাৎ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরোজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং উক্ত উভয় দিনেই সকল শিরুকমুক্ত বান্দাহকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে এমন দু'জন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যাদের পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়ঃ এদেরকে আরো কিছু সময় দাও যাতে তারা সমঝোতায় আসতে পারে।

তবে সম্পর্ক ছিন্ন করা যদি শরয়ী কোন কারণে হয়ে থাকে তা হলে তা অবশ্যই জাযিয়। যেমনঃ কেউ নামায পড়ে না অথবা কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করে। সুতরাং আপনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তবে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার মধ্যে পাপবোধ জন্ম নেয় অথবা তার সঠিক পথে ফিরে আসার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবশ্যই দরকার। কারণ, তা অসৎ কাজে বাধা দেয়ার শামিল। তবে যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে আরো গাদ্দার অথবা আরো হঠকারী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করাই উচিত। বরং তাকে মাঝে মাঝে নসীহত করবে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

নবী ﷺ জনৈকা স্ত্রীর সাথে চল্লিশ দিন কথা বলেননি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর ছেলের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেননি। হযরত 'উমর বিন্ আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) জনৈক ব্যক্তিকে দেখে নিজ চেহারা ঢেকে ফেলেন।

১১৪. কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খাওয়াঃ

কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ

بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

(বুখারী, হাদীস ২২২৭, ২২৭০)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো। তাদের একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নামে কসম খেয়ে কারোর সাথে কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা খেয়েছে। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন পুরুষকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে তার মজুরি দেয়নি।

বর্তমান যুগে ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসী কর্তৃক কোন এলাকার সুঠাম দেহ স্বাধীন পুরুষ এবং স্বাধীনা যুবতী মহিলাকে জোরপূর্বক কিংবা অর্থের লোভ দেখিয়ে সম্মানজনক কাজের কথা বলে অবৈধ কাজ কিংবা নীচু কাজের জন্য অন্য এলাকার কারোর নিকট কাজের লোক হিসেবে বিক্রি করে দিয়ে সে পয়সা খাওয়াও এরই শামিল।

১১৫. নিজের মাতা-পিতাকে সরাসরি লা'নত দেয়া

অথবা তাদের লা'নতের কারণ হওয়াঃ

নিজের মাতা-পিতাকে সরাসরি লা'নত দেয়া অথবা তাদের লা'নতের কারণ হওয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

(বুখারী, হাদীস ৫৯৭৩)

অর্থাৎ সর্ব বৃহৎ কবীরা গুনাহ'র একটি এও যে, কোন ব্যক্তি তার মাতা-

পিতাকে লা'নত দিবে। বলা হলোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! কিভাবেই বা কোন ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেনঃ সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয়। তেমনিভাবে সে অন্যের মাকে গালি দেয় তখন সেও তার মাকে গালি দেয়।

১১৬. কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকাঃ

কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
(হুজুরাত : ১১)

অর্থাৎ তোমরা অন্য কোন মুসলমান ভাইকে কোন কিছুই অপবাদ দিও না এবং কোন খারাপ নামেও ডেকো না। কারণ, কারোর জন্য ঈমান আনার পর ফাসিকী উপাধিটি খুবই নিকৃষ্ট। যারা উক্ত অপকর্ম থেকে তাওবা করবে না তারা ই তো সত্যিকারার্থে যালিম।

কোন মানুষকে এমন কোন উপাধিতে ভূষিত করা যা শুনলে তার মনে কষ্ট আসে তা সকল আলিমের মতেই হারাম। চাই তা সরাসরি তারই ভূষণ হোক অথবা তার পিতা-মাতার। যেমনঃ কানা, অন্ধ ইত্যাদি অথবা কানার ছেলে, লম্পটের ছেলে ইত্যাদি।

১১৭. শরীয়ত সম্মত ভালো কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যালিমদের নিকট

যাওয়া, তাদেরকে সম্মান করা ও ভালোবাসা এমনকি

যুলুমের কাজে তাদের সহযোগিতা করাঃ

শরীয়ত সম্মত ভালো কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যালিমদের নিকট যাওয়া, তাদেরকে সম্মান করা ও ভালোবাসা এমনকি যুলুমের কাজে তাদের সহযোগিতা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত কা'ব বিন্ 'উজ্জরাহু   থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল   ইরশাদ করেনঃ

أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ! مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي ، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ ، وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَ سِيرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ
(তিরমিযী, হাদীস ৬১৪)

অর্থাৎ হে কা'ব বিন্ 'উজ্জরাহু! আমি আল্লাহু তা'আলার নিকট তোমার জন্য আশ্রয় চাচ্ছি এমন আমিরদের থেকে যারা আমার পরে আসবে। যে তাদের দরোজা মাড়াবে এবং তাদের মিথ্যা সাপোর্ট করবে এমনকি তাদের যুলুমে সহযোগিতা করবে সে আমার নয় এবং আমিও তার নই; আমার সাথে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না এমনকি আমার হাউসে কাউসারের পানিও তার ভাগ্যে জুটবে না। তবে যে ব্যক্তি তাদের দরোজা মাড়িয়েছে কিন্তু তাদের মিথ্যার কোন সাপোর্ট দেয়নি এবং তাদের যুলুমেও সে কোন সহযোগিতা করেনি অথবা একেবারেই তাদের দরোজা মাড়ায়নি সে আমার এবং আমিও তার; তার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে এমনকি সে আমার হাউসে কাউসারের পানিও পান করবে।

১১৮. শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া কুর'আনের কোন আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া অথবা কুর'আনের কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করাঃ

শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া কুর'আনের কোন আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া অথবা কুর'আনের কোন বিষয় নিয়ে অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করা কবীরা গুনাহ ও হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ ، وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(আ'রাফ : ৩৩)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি ঘোষণা করে দাওঃ নিশ্চয়ই আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ; যে ব্যাপারে তিনি কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

افْرُؤُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ ، فَإِذَا قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ ، وَ لَا تُمَارَوْا فِيهِ ، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ

(স'হীহল জা'মি', হাদীস ১১৬৩)

অর্থাৎ তোমরা কুর'আন পড়ো সাতভাবে তথা সাতটি আঞ্চলিক রূপে। এ রূপগুলোর মধ্য থেকে তোমরা যেভাবেই পড়বে তাই শুদ্ধ। তবে কুর'আনকে নিয়ে তোমরা অমূলক ঝগড়া-ফাসাদ করো না। কারণ, তা করা কুফরি।

হযরত আবু বকর ﷺ কে কুর'আন মাজীদের নিম্ন আয়াতঃ

﴿ وَ فَاكِهَةً وَ أَبًا ﴾

(আবাসা : ৩১)

উক্ত আয়াতের “আবু” শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

أَيُّ سَمَاءٍ تُظَلِّنِي ، وَ أَيُّ أَرْضٍ تُقَلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ

অর্থাৎ কোন্ আকাশই বা আমাকে ছায়া দিবে এবং কোন্ জমিনই বা

আমাকে বহন করবে যদি আমি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছু না জেনে শুনে মনগড়া কোন কথা বলি।

১১৯. কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলাঃ

কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলা হারাম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَ لِيَذْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ ،
فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

(মুসলিম, হাদীস ৫০৫)

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন সে যেন কাউকে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে না দেয়। বরং কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তাকে সাধ্য মতো বাধা দিবে। যদি তাতেও কোন ফায়েরদা না হয় তা হলে তার সাথে প্রয়োজনে লড়াই করবে। কারণ, সে তো শয়তান।

কোন নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটা কতো যে মারাত্মক তা অনুমান করা যায় রাসূল সঃ নিম্নোক্ত বাণী থেকে।

হযরত আবু জুহাইম রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

(মুসলিম, হাদীস ৫০৭)

অর্থাৎ যদি নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটা ব্যক্তি জানতে পারতো তার কতটুকু গুনাহ হচ্ছে তা হলে তার জন্য চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম বলে বিবেচিত হতো নামাযীর সামনে দিয়ে হাঁটার চাইতে।

হাদীস বর্ণনাকারী আবুনা নাযর বলেনঃ আমি সঠিকভাবে জানি না চল্লিশ দিন না কি মাস না কি বছর।

১২০. তাকে দেখে অন্য লোক তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক
তা পছন্দ করাঃ

তাকে দেখে অন্য লোক তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা পছন্দ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত মু'আবিয়া রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(বুখারী/আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৯৭৭ আবু দাউদ, হাদীস ৫২২৯ তিরমিযী ২/১২৫ আহমাদ ৪/৯৩, ১০০ ত্বাহাবী/মুশকিলুল আসার ২/৪০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, মানুষ তাকে দেখলেই তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা হলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

রাসূল সা সাহাবাদের নিকট এতো প্রিয় পাত্র ছিলেন তবুও তাঁরা তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন না।

হযরত আনাস রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ সা ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ ، لِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لَذَلِكَ

(বুখারী/আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৯৪৬ তিরমিযী ২/১২৫ আহমাদ ৩/১৩২ ত্বাহাবী/মুশকিলুল আসার ২/৩৯ ইবনু আবী শায়বাহ ৮/৫৮৬ বায়হাকী/শু'আবুল ইম্যান ৬/৪৬৯/৮৯৩৬)

অর্থাৎ দুনিয়াতে সাহাবাদের নিকট রাসূল সা এর চাইতে আরো বেশি ভালোবাসার পাত্র আর কেউ ছিলেন না। যাকে দেখতে তাঁরা ছিলেন লালায়িত। তবুও তাঁরা যখন রাসূল সা কে দেখতেন তাঁর সম্মানে কেউ দাঁড়াতেন না। কারণ, তাঁরা জানতো রাসূল সা এমনটি পছন্দ করেন না।

১২১. কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানোঃ

কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসুউদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

(ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ৭৮৯ ইবনু হিব্বান/ইহসান, হাদীস ৬৮০৮ তুবারারানী/কাবীর, হাদীস ১০৪১৩ বাযযার/কাশফুল আসতার, হাদীস ৩৪২০)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ ওরা যারা জীবিত থাকতেই কিয়ামত এসে গেলো এবং ওরা যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করলো।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হযরত উম্মে হাবীবাহু ও হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইখিওপিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলেন যাতে অনেকগুলো ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। তাঁরা তা রাসূল ﷺ কে জানালে তিনি বলেনঃ

إِنَّ أَوْلَانِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ ، فَأَوْلَانِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(বুখারী, হাদীস ৪২৭, ৪৩৪, ১৩৪১, ৩৮৭৩ মুসলিম, হাদীস ৫২৮ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ৭৯০)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওরা তাদের মধ্যে কোন ওলী-বুয়ুর্গ ইত্তিকাল করলে তারা ওর কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং এ জাতীয় ছবি সমূহ টাঙ্গিয়ে রাখে। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

নবী ﷺ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন।

হযরত 'আয়েশা ও ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا

(বুখারী, হাদীস ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪ মুসলিম, হাদীস ৫৩১)

অর্থাৎ যখন রাসূল ﷺ মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি চেহারা খুলে বললেনঃ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত ; তারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো। এ কথা বলে নবী ﷺ নিজ উম্মতকে সে কাজ না করতে সতর্ক করে দিলেন।

নবী ﷺ কবরের উপর মসজিদ বানানোর ব্যাপারে শুধু লা'নত ও নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি তা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধও করেছেন।

হযরত জুন্দাব্ব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

أَلَا وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنَهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩২)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুয়ুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিওনা। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

১২২. কোন পুরুষের উপুড় হয়ে শোয়াঃ

কোন পুরুষের উপুড় হয়ে শোয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ।

হযরত ত্বিহুফাহু আল-গিফারী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা আমাকে মসজিদের মধ্যে উপুড় হয়ে শুতে দেখে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেনঃ

مَا لَكَ وَ لِهَذَا النَّوْمُ ! هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ ، أَوْ يُبْغِضُهَا اللَّهُ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৭৯১)

অর্থাৎ তোমার কি হলো! এমনভাবে ঘুমাও কেন? এমন ঘুম তো আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন তথা পছন্দ করেন না।

হযরত আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল সাঃ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন আমি উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে পা দিকে ধাক্কা মেরে বললেনঃ

يَا جُنَيْدُ ! إِنَّمَا هَذِهِ ضِجَّةُ أَهْلِ النَّارِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৭৯২)

অর্থাৎ হে জুনাইদিব! এ শোয়া তো জাহান্নামীদের শোয়া।

১২৩. কোন গুনাহ একাকীভাবে করে পরে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানোঃ

কোন গুনাহ একাকীভাবে করে পরে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো আরকটি কবীরা গুনাহ বা হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ أُمَّتِي مُعَاْفِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

(বুখারী, হাদীস ৬০৬৯)

অর্থাৎ আমার প্রতিটি উম্মতই নিরাপদ তথা ক্ষমার যোগ্য। তবে প্রকাশ্য গুনাহগাররা নয়। আর প্রকাশ্য গুনাহ বলতে এটাকেও বুঝানো হয় যে, কেউ রাত্রিবেলায় মানব সমাজের অলক্ষ্যেই গুনাহ'র কাজটা করলো। ভোর পর্যন্ত কারোর নিকট তা ফাঁস হয়ে যায়নি; অথচ ভোর হতেই সে অন্যকে বললোঃ হে অমুক! আমি গত রাত্রিতে এমন এমন অপকর্ম করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তো তার উক্ত কর্মটি সকাল পর্যন্ত লুকিয়ে রাখলেন; অথচ সে ভোর হতেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলো।

এ ছাড়াও কোন গুনাহ'র কাজ জনসমাজে বার বার বলা হলে অথবা প্রকাশ্যে আলোচনা করা হলে মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করে নেয় এবং তা ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করে। এ ভয়ঙ্করতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
(নূর : ১৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা অশ্লীল কাজ মুসলিম সমাজে চালু হয়ে যাক তা পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। আল্লাহ তা'আলাই এর ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে ভালোই জানেন; অথচ তোমরা তা জানো না।

১২৪. শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা কারোর ইমামতি অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার সেই ইমামতি পদে বহাল থাকাঃ

শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা কারোর ইমামতি অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার সেই ইমামতি পদে বহাল থাকা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ।

হযরত আবু উমামাহু رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ
وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَ إِمَامٌ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৬০ স'হীহুল জা'মি', হাদীস ৩০৫৭)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের উপরে যায় না তথা কবুল হয় না। মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া গোলামের নামায যতক্ষণ না সে মালিকের নিকট ফিরে আসে। সে মহিলার নামায যে রাতটি কাটিয়ে দিলো ; অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। সে ইমামের নামায যে নামায থানা পড়ালো ; অথচ মুসল্লীরা তার নামায পড়ানোটা পছন্দ করছে না।

হযরত 'আমর বিন্ 'হারিস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ এর যুগে নিম্নোক্ত হাদীসটি বলা হতোঃ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا ، وَ إِمَامٌ قَوْمٍ وَ هُمْ
لَهُ كَارِهُونَ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তি পাবে দু'জন ব্যক্তিঃ তার মধ্যে এক জন হচ্ছে, যে মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য এবং অপর জন হচ্ছে, যে ইমাম কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করছে ; অথচ তারা তার ইমামতি করাটা পছন্দ করছে না।

১২৫. কারোর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে ঊঁকি মারাঃ

কারোর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে ঊঁকি মারা কবীরা গুনাহ ও হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُرُوا عَيْنَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৫৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর ঘরে ঊঁকি মারলো তাদের অনুমতি ছাড়া তার চোখটি গুঁটিয়ে দেয়া হালাল।

হযরত সাহুল বিন্ সা'দ সা'য়িদী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি একদা রাসূল সাঃ এর দরোজার ফাঁক দিয়ে তাঁর ঘরে ঊঁকি মারছিলো। তখন রাসূল সাঃ এর হাতে ছিলো একটি শলা যা দিয়ে তিনি নিজ মাথা খানি চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূল সাঃ তাঁর ঊঁকি মারার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لَوْ أَغْلَمُ أَتُكَّ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
(মুসলিম, হাদীস ২১৫৬)

অর্থাৎ যদি আমি ইতিপূর্বে জানতে পারতাম, তুমি আমাকে দরোজার ফাঁক দিয়ে ঊঁকি মেরে দেখছো তা হলে আমি এ শলা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। আরে কারোর ঘরে ঢুকার পূর্বে তার অনুমতি নেয়ার ব্যাপারটি তো শরীয়তে রাখা হয়েছে একমাত্র অনাকাঙ্ক্ষিত কোন জায়গায় কারোর চোখ পড়বে বলেই তো।

বর্তমান যুগে মানুষের ঘর-বাড়িগুলো একটার সাথে অন্যটা লাগোয়া এবং ঘরের দরোজা-জানালাগুলো পরস্পর মুখোমুখী হওয়ার দরুন একের পক্ষে অন্যের ঘরে ঊঁকি দেয়া খুবই সহজ। অতএব এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রত্যেকের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই এ গুনাহ থেকে সকলের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। অন্যথায় নয়। উপরন্তু এতে করে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সম্মানহানি এবং প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়।

১২৬. কারোর কাছে মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলাঃ

কারোর কাছে মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাখিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلْفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعْرَتَيْنِ ، وَلَنْ يَفْعَلَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪২ তিরমিযী, হাদীস ২২৮৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

(বুখারী, হাদীস ৭০৪৩)

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যা এই যে, কেউ যা স্বপ্নে দেখেনি তা সে দেখেছে বলে দাবি করছে।

১২৭. কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করাঃ

কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করা আরেকটি হারাম কাজ। দালালি বলতে নিলামে বিক্রি কোন মাল তো তার কেনার কোন ইচ্ছে নেই; অথচ সে উক্ত পণ্যের বেশি দাম হাকিয়ে ওর মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাসূল ﷺ এমন কাজ করতে সবাইকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

(বুখারী, হাদীস ২৭২৩)

অর্থাৎ তোমরা দালালি করো না এবং এক জন মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করার জন্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিবে না।

বর্তমান যুগে নিলামে গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে এমন অপতৎপরতা বেশি দেখা

যায়। গাড়ির দাম হাঁকার সময় গাড়ির মালিক, তার বন্ধুবান্ধব অথবা কোন দালাল ক্রেতার বেশে ক্রেতাদের মাঝে সতর্কভাবে ঢুকে পড়ে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় ; অথচ পণ্যটি কেনার তাদের কোন ইচ্ছে নেই। এতে করে ক্রেতার প্রতারণিত হয়। কারণ, তারা তখন পণ্যটি আসল দামের চাইতে অনেক বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয় ; অথচ রাসূল ﷺ উক্ত অপতৎপরতাকে জাহান্নামের কারণ বলে আখ্যায়িত করেন।

হযরত ক্বাইস্ বিন্ সা'দ ও হযরত আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمَكْرُورُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ

(ইবনু 'আদি' ২/৫৮৪ বায়হাক্বী/স্ত'আবুল ঈমান ২/১০৫/২ হা'কিম ৪/৩০৭)

অর্থাৎ ষোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ।

১২৮. পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখাঃ

পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২২৭৬ স'হীহুল জামি', হাদীস ৬৭০৫)

অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছে ত্রুটিযুক্ত কোন কিছু বিক্রি করলে তার জন্য সে ত্রুটি লুকিয়ে রাখা কখনোই জাযিয নয়। বরং তা তাকে অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল ﷺ খাদ্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উক্ত স্তূপে হাত ঢুকিয়ে দিলে ভেতরের খাদ্য ভেজা দেখতে পান। তখন তিনি বলেনঃ

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

(মুসলিম, হাদীস ১০২)

অর্থাৎ এটা কি, হে খাদ্যের মালিক? সে বললোঃ হে রাসূল ﷺ! বৃষ্টি হলেছিলো তো তাই। রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি কেন ভেজা খাদ্যগুলো উপরে রাখলে না তা হলেই তো মানুষ তা দেখতে পেতো। যে কোন মুসলমানকে ধোঁকা দিলো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে এ কথা জানতে হবে যে, বেচা-বিক্রিতে কাউকে ধোঁকা দিলে সে ব্যবসায় বরকত ও সত্যিকারের সমৃদ্ধি কখনোই আসে না। হঠাৎ দেখা যাবে কোন একটি জটিল রোগ একই চোটে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে দিলো। হঠাৎ ব্যবসায় খস নেমে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেলো।

হযরত 'হাকীম বিনু 'হিয়াম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

(বুখারী, হাদীস ২১১০)

অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বাধীন যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা এ ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে উভয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে তা হলে আল্লাহু তা'আলা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দিবেন। আর যদি তারা এ ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি একে অপর থেকে লুকিয়ে

রাখে তা হলে আল্লাহু তা'আলা তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন।

১২৯. দাবা খেলাঃ

দাবা খেলা আরেকটি হারাম কাজ। এতে করে জুয়ার প্রশস্ত পথ খুলে যায় এবং প্রচুর মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৩৮ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৮৩০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল সঃ এর অবাধ্য হলো।

হযরত বুরাইদাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خنزِيرٍ وَ دَمِهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬৬০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৩৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৮৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে যেন তার হাত খানা শুকরের গোস্ত ও রক্তে রঞ্জিত করলো অথবা তাতে ডুবিয়ে দিলো।

১৩০. তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলাঃ

তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলা আরেকটি হারাম কাজ। তেমনিভাবে তৃতীয় জনের সামনে অন্য দু' জন এমন ভাষায় কথা বলা যা সে বুঝে না অথবা এমন আকার-ইঙ্গিতে কথা বলা যা সে বুঝে না তাও হারাম। কারণ, তাতে সে সত্যিই ব্যথিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ মাস্'উদ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ

ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنْ ذَلِكَ يُحْزَنُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৮৪)

অর্থাৎ যখন তোমরা শুধুমাত্র তিন জন থাকবে তখন তৃতীয় জনকে দূরে রেখে অন্য দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলবে না। কারণ, এ রকম আচরণ তৃতীয় জনকে সত্যিই ব্যথিত করে।

তবে কোন জন সমুদ্রের মাঝে দু' ব্যক্তি পরস্পর চুপিসারে কথা বললে তাতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, উক্ত হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزَنُ

অর্থাৎ যখন তোমরা শুধুমাত্র তিন জন থাকবে তখন অন্য জনকে দূরে রেখে তোমরা দু' জন পরস্পর চুপিসারে কথা বলবে না যতক্ষণ না তোমরা মানব জন সমুদ্রে হারিয়ে যাও। কারণ, এ রকম আচরণ তৃতীয় জনকে ব্যথিত করে।

১৩১. ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্বপ্রথম নিজ থেকেই সালাম দেয়াঃ

ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্বপ্রথম নিজ থেকেই সালাম দেয়া আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَبْدُرُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَصِيْقِهِ

(মুসলিম, হাদীস ২১৬৭)

অর্থাৎ তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সর্বপ্রথম নিজ থেকেই সালাম দিও না। বরং যখনই তাদের কাউকে রাস্তায় পাবে তখনই তাকে একেবারে সংকীর্ণ

পথেই চলতে বাধ্য করবে।

এ ছাড়াও সালাম তো ভালোবাসারই একান্ত প্রতীক। তাই ওদেরকে সালাম দেয়া যাবে না। কারণ, তাদের সাথে ভালোবাসা ঈমান বিধবংসীই বটে।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾
(মা'যিদাহ : ৫১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তারা তো একে অপরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা যালিমদেরকে সুপথ দেখান না।

ওদের আল্লাহু তা'আলাকে নিশ্চয়ই ভয় করা উচিত যারা খেলার পাগল হয়ে কাফির খেলোয়াড়কেও ভালোবাসে এবং গানের পাগল হয়ে কাফির গায়ক-গায়িকাকেও ভালোবাসে; অথচ তাদের করণীয় হচ্ছে শুধু ঈমানদারদেরকেই ভালোবাসা যদিও তারা তার উপর যুলুম ও অত্যাচার করুক না কেন এবং কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা যদিও তারা তার উপর দয়া বা অনুগ্রহ করুক না কেন। কারণ, আল্লাহু তা'আলা এ দুনিয়াতে কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন এ জন্যই যে, যেন সকল আনুগত্য হয় একমাত্র তাঁরই জন্য। সুতরাং ভালোবাসা হবে একমাত্র তাঁরই আনুগত্যকারীদের জন্য এবং শত্রুতা হবে একমাত্র তাঁরই বিরুদ্ধাচারীদের জন্য। সম্মান পাবে একমাত্র তাঁরই বন্ধুরা এবং লাঞ্ছনা পোহাবে একমাত্র তাঁরই শত্রুরা। ভালো প্রতিদান পাবে একমাত্র তাঁরই বন্ধুরা এবং শাস্তি পাবে একমাত্র তাঁরই শত্রুরা।

১৩২. মসজিদে থুখু ফেলাঃ

মসজিদে থুখু ফেলা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আনাস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْبَزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

(বুখারী, হাদীস ৪১৫)

অর্থাৎ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ'র কাজ। যার কাফফারা হলো তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা।

১৩৩. অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে অতঃপর তা ভুলে যাওয়াঃ

অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে অতঃপর তা ভুলে যাওয়া বিশেষ করে (তীর, গোলা, বারুদ ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা শিখে অতঃপর তা পরিচালনা করা ভুলে যাওয়া আরেকটি হারাম কাজ। কারণ, এভাবে একে একে সবাই তা ভুলে গেলে মুসলমানরা একদা আর শত্রুর মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না।

হযরত 'উক্বাহ্ বিন্ 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

(মুসলিম, হাদীস ১৯১৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (তীর, গোলা, বারুদ ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা শিখে অতঃপর তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে সে আমার উম্মত নয় কিংবা সে নিশ্চয়ই গুনাহ'র কাজ করলো।

১৩৪. বিক্রি করতে গিয়ে বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করাঃ

বিক্রি করতে গিয়ে বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৮৩, ১৫৬৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বান্দিকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।

১৩৫. মক্কার হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা, শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানকার কোন পশু-পাখি তাড়ানো এবং সেখানকার রাস্তা থেকে কোন হারানো জিনিস কুড়িয়ে নেয়াঃ

মক্কার হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা, শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানকার কোন পশু-পাখিকে তাড়ানো এবং সেখানকার রাস্তা থেকে কোন হারানো জিনিস কুড়িয়ে নেয়া আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا

(বুখারী, হাদীস ১৫৮৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং এর কোন গাছ কাটা যাবে না। শিকারের উদ্দেশ্যে এর কোন পশু-পাখি তাড়ানো যাবে না এবং এর রাস্তা থেকে হারানো কোন জিনিস কুড়িয়ে নেয়া যাবে না।

১৩৬. আযানের পর কোন ওযর ছাড়া জামাতে নামায না পড়ে

মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়াঃ

আযানের পর কোন ওযর ছাড়া জামাতে নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত আবুশ্শা'সা' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا فُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ؓ

(মুসলিম ৫/১৬২)

অর্থাৎ আমরা একদা হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআয্বিন আযান দিলো। তখন জনৈক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো। হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ তার দিকে অপলক তাকিয়েই থাকলেন যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। তখন হযরত আবু হুরাইরাহু ؓ বললেনঃ এ তো রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ

(স'হীহল্ জা'মি', হাদীস ২৯৭)

অর্থাৎ যখন মুআয্বিন আযান দিবে তখন তোমাদের কেউ (মসজিদ থেকে) বের হবে না যতক্ষণ না সে (উক্ত মসজিদে) নামায পড়ে নেয়।

১৩৭. সন্দেহের দিনে রামাযানের রোযা রাখাঃ

সন্দেহের দিনে রামাযানের রোযা রাখা আরেকটি হারাম কাজ।

হযরত 'আম্মার বিন্ ইয়াসির ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ؓ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৮৬ আবু দাউদ, হাদীস ২৩৩৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬৬৮)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দিনে রামাযানের রোযা রাখলো যে দিন রামাযানের প্রথম দিন হওয়া সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ রয়েছে তা হলে সে সত্যিই রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

শা'বানের ত্রিশতম দিন রামাযানের প্রথম দিন হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে শা'বান মাস পুরা করাই রাসূল ﷺ এর আদর্শ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

(বুখারী, হাদীস ১৯০৭)

অর্থাৎ আরবী মাস উনত্রিশ দিনেরও হতে পারে। তাই তোমরা রোযা রাখবে না যতক্ষণ না নতুন মাসের চাঁদ দেখবে। তবে আকাশে মেঘ থাকলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পুরা করবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

(বুখারী, হাদীস ১৯০৯)

অর্থাৎ তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখলেই রোযা রাখবে এবং ঈদের চাঁদ দেখলেই রোযা ছাড়বে। তবে আকাশে মেঘ থাকলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পুরা করবে।

১৩৮. মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় কিংবা পুকুর ও নদ-নদীর ঘাটে মল ত্যাগঃ

মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় কিংবা পুকুর ও নদ-নদীর ঘাটে মল ত্যাগ আরেকটি হারাম কাজ কিংবা কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫)

অর্থাৎ তোমরা অভিশাপের দু'টি কারণ হতে দূরে থাকো। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেনঃ অভিশাপের কারণ দুটি কি? তিনি বললেনঃ পথে-ঘাটে অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।

হযরত মু'আয রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَفَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩২৮)

অর্থাৎ তোমরা লা'নতের তিনটি কারণ থেকে দূরে থাকো। যা হচ্ছে, পুকুর ও নদী ঘাট, রাস্তার মধ্যভাগ এবং গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।

১৩৯. কোন পশুকে খাদ্য-পানীয় না দিয়ে দীর্ঘ সময় এমনিতেই

ইচ্ছাকৃতভাবে বেঁধে রাখা যাতে সে ক্ষিধা-পিপাসায়

মরে যায়ঃ

কোন পশুকে খাদ্য-পানীয় না দিয়ে দীর্ঘ সময় এমনিতেই ইচ্ছাকৃতভাবে বেঁধে রাখা যাতে সে ক্ষিধা-পিপাসায় মরে যায় এমন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعَمْهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

(বুখারী, হাদীস ২৩৬৫, ৩৩১৮)

অর্থাৎ জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালের দরুন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছে। না তাকে কিছু খেতে দিয়েছে। না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকা-মাকড় টুকিয়ে খেতে পারে।

১৪০. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মহান দায়িত্ব পরিহার করাঃ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মহান দায়িত্ব পরিহার করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

(মা'যিদাহ : ৭৮-৭৯)

অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) কাফিরদের উপর লা'নত দাউদ ও 'ঈসা বিন্ মারইয়াম ('আলাইহিমুস-সালাম) এর মুখে এবং তা এ কারণে যে, তারা ছিলো ওহীর আদেশ বিরোধী এবং সীমা লঙ্ঘনকারী। তারা একে অপরকে কৃত গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করতো না। মূলতঃ তাদের উক্ত কাজ ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

হযরত 'হুযাইফাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ

(তিরমিযী, হাদীস ২১৬৯)

অর্থাৎ সে সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তা না হলে আল্লাহু তা'আলা অচিরেই তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ শাস্তি পাঠাবেন। তখন তোমরা তাঁকে ডাকবে ; অথচ তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না।

১৪১. মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করাঃ

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : أَشْهِمُ زَانَ ، وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بَضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ ، وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ

(স'হী'হল-জা'মি', হাদীস ৩০৭২)

অর্থাৎ তিন জাতীয় মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (সুদৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, নির্ধন গর্বকারী এবং এমন এক ব্যক্তি যার পণ্যের অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, কিনতে গেলেও সে কসম খায় এবং বিক্রি করতে গেলেও সে কসম খায়।

ব্যবসার ক্ষেত্রে কসম খেলে পণ্য দ্রুত বিক্রি করা যায় ঠিকই। কিন্তু তাতে সত্যিকারার্থে কোন ফায়দা বা বরকত নেই।

হযরত আবু ক্বাতাদাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمَحُقُ

(মুসলিম, হাদীস ১৬০৭)

অর্থাৎ তোমরা বেচা-বিক্রিতে বেশি কসম খাওয়া থেকে দূরে থাকো। কারণ, তাতে পণ্য বাজারজাত হয় বেশি ঠিকই। তবে তাতে কোন বরকত থাকে না।

১৪২. কোন মোসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা-মশ্কারা করাঃ

কোন মোসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা-মশ্কারা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ ، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بَنَسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَ مَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

(হুজুরাত : ১১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে নিয়ে ঠাট্টা না করে। কারণ, যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে হয় তো বা সে (আল্লাহু তা'আলার নিকট) ঠাট্টাকারীর চাইতেও উত্তম। তেমনিভাবে তোমাদের মধ্যকার কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে নিয়ে ঠাট্টা না করে। কারণ, যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে হয় তো বা সে (আল্লাহু তা'আলার নিকট) ঠাট্টাকারিণীর চাইতেও উত্তম। তোমরা কেউ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং মন্দ নামে ডেকো না। কারণ, ঈমানের পর কুফরি খুবই নিকৃষ্টতম ভূষণ। যারা এ রকম আচরণ থেকে তাওবা করবে না তারা অবশ্যই যালিম।

ঠাট্টা বলতেই তা একটি হারাম কাজ। চাই তা কথার মাধ্যমেই হোক অথবা অভিনয়ের মাধ্যমে। চাই তা ইঙ্গিতে হোক অথবা প্রকাশ্যে। চাই তা কোন ব্যক্তির গঠন নিয়েই হোক অথবা তার কথা নিয়ে কিংবা তার কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

১৪৩. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করাঃ

যে কোন মানুষের সাথে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার নিকট এ জাতীয় লোক হবে সর্ব নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهِينِ ، الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بَوَجْهِهٖ ، وَ هَوْلَاءَ بَوَجْهِهٖ

(বুখারী, হাদীস ৬০৫৮ মুসলিম, হাদীস ২৫২৬)

অর্থাৎ তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলার নিকট দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারীকে সর্ব নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম দেখতে পাবে। যে এদের কাছে আসে এক চেহারা আবার অন্যের কাছে যায় অন্য চেহারা।

হযরত 'আম্মার রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا ؛ كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে।

১৪৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সহবাসের ব্যাপারটি অন্য কাউকে জানানোঃ

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সহবাসের ব্যাপারটি অন্য কাউকে জানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ।

রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَ لَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟! فَأَرَمَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ وَ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَهُ فِي طَرِيقٍ فَعَشِيَهَا وَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ

(আলবানী/আ'দাবুয যিফাফ : ১৪৪)

অর্থাৎ হয়তোবা কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যা করে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়। হয়তোবা কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে যা করে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় ?? সাহাবায়ে কিরাম চুপ থাকলেন। কেউ কোন কিছুই বললেন না। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললামঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলারা এমন করে থাকে এবং পুরুষরাও। তিনি বললেনঃ না, তোমরা এমন করো না। কারণ, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন যে কোন এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে রাস্তায় সহবাস করলো। আর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

১৪৫. কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া কোন মহিলা তার স্বামী থেকে তালাক চাওয়াঃ

কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া কোন মহিলা তার স্বামী থেকে তালাক চাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত সাউবান রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ২২২৩ তিরমিযী, হাদীস ১১৮৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২০৫৫)

অর্থাৎ যে কোন মহিলা কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া নিজ স্বামীর নিকট তালাক চাইলো তার উপর জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।

হযরত সাউবান রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

الْمُخْتَلَعَاتُ ؛ هُنَّ الْمَنَافَقَاتُ

(তিরমিযী, হাদীস ১১৮৬)

অর্থাৎ (কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া) কোন কিছুই বিনিময়ে তালাক গ্রহণকারিণী মহিলারা মুনাফিক।

তবে কোন মারাত্মক সমস্যা দেখা দিলে কোন কিছুই বিনিময়ে স্বামীর কাছ

থেকে তালাক গ্রহণ করা যেতে পারে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হাবীবা বিনতে সাহলকে তার স্বামী সাবিত বিন্ ক্বাইস বিন্ শাম্মাস মেয়ে তার একটি হাড় ভেঙ্গে ফেলে। ভোর বেলা রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে জানানো হলে তিনি হযরত সাবিতকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর বললেনঃ তুমি তার (তার স্ত্রী) কাছ থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। হযরত সাবিত বললেনঃ এমনকি চলে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, চলে। তখন হযরত সাবিত বললেনঃ আমি তাকে দু'টি খেজুরের বাগান দিয়েছি। এখনো তা তারই দখলে। তখন নবী ﷺ বললেনঃ বাগান দু'টি নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর হযরত সাবিত তাই করলেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ২২২৮)

১৪৬. যিহার তথা নিজ স্ত্রীকে আপন মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করাঃ

যিহার তথা নিজ স্ত্রীকে আপন মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

﴿الَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نَّسَائِهِمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ، إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ ، وَ إِيَّاهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾

(মুজাদালাহ : ২)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে যিহার তথা তাকে তার মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো ওরাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা ও নিকৃষ্ট কথা বলে। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

উক্ত আয়াতে যিহারকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মিথ্যা কথা বলা তো কবীরা গুনাহ। সুতরাং যিহার করাও কবীরা গুনাহ।

১৪৭. সন্তান প্রসবের পূর্বে কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াঃ

সন্তান প্রসবের পূর্বে কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ।

হযরত আবুদাদরা' থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি একটি গর্ভবতী বান্দি তার তাঁবুর সামনে নিয়ে আসলে রাসূল সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ মনে হয় লোকটি সঙ্গম করার জন্যই ওকে নিয়ে এসেছে ?! তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। তখন রাসূল বললেনঃ আমার মনে চায় তাকে এমন অভিসম্পাত দেই যা তার সাথে তার কবর পর্যন্ত পৌছবে। কিভাবে সে গর্ভের সন্তানটিকে ওয়ারিশ বানাবে ; অথচ সে তার জন্য হালাল নয়। কিভাবে সে তাকে দাস বানাবে ; অথচ সে তার জন্য হালাল নয়।

(মুসলিম, হাদীস ১৪৪১)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ইরশাদ করেনঃ

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحْبِضَ حَيْضَةً

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৭)

অর্থাৎ কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গম করা যাবে না যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করে এবং গর্ভবতী নয় এমন কোন বান্দির সাথেও সঙ্গম করা যাবে না যতক্ষণ না সে একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে। (তা হলে সে যে গর্ভবতী নয় তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।)

হযরত রুওয়াইফি' বিন্ সাবিত আনসারী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَحِلُّ
لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّيِّئِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন পুরুষের জন্য হালাল হবে না কোন গর্ভবতী বান্দির সাথে সঙ্গম করা এবং আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন পুরুষের জন্য হালাল হবে না গর্ভবতী নয় এমন কোন বান্দির সাথে সঙ্গম করা যতক্ষণ না সে একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে তার গর্ভবতী না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

১৪৮. কোন দুনিয়ার স্বার্থের জন্য প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাঃ

কোন দুনিয়ার স্বার্থের জন্য প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ
مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ ، وَ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ ، إِنْ أُعْطِيَ
مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَفْ لَهُ ، وَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بَسْلُعةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ
لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَ كَذَا ؛ فَصَدَّقَهُ ، فَأَخَذَهَا وَ لَمْ يُعْطَ بِهَا

(বুখারী, হাদীস ৭২১২ নাসায়ী, হাদীস ৪৪৬৪)

অর্থাৎ তিন জন মানুষের সাথে আল্লাহু তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবে না বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিঃ পথিমধ্যে অবস্থিত জনৈক ব্যক্তি যার নিকট তার

প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি রয়েছে ; অথচ সে পথচারীকে তা পান করতে বাধা দিচ্ছে। জনৈক ব্যক্তি যে তার প্রশাসককে মেনে নিয়েছে দুনিয়ার জন্য। তার উদ্দেশ্য হাসিল হলে তাকে সে মেনে নেয় নতুবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জনৈক ব্যক্তি যে আসরের নামাযের পর পণ্য বিক্রি করার সময় এমন কসম খায় যে, তার উক্ত পণ্যের মূল্য এতো পর্যন্ত উঠছে। তখন ক্রেতা তা বিশ্বাস করে তার উক্ত পণ্য কিনে নিয়েছে ; অথচ তার উক্ত পণ্যের মূল্য এতটুকু পর্যন্ত উঠেনি।

১৪৯. জনসম্মুখে বুয়ুর্গি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করাঃ

জনসম্মুখে বুয়ুর্গি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ।

হযরত সাউবান রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ
 لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا،
 فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا، جَلَّهِمْ
 لَنَا؛ أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَ مِنْ جِلْدَتِكُمْ
 وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَ لَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا
 (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪৩২১)

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের এমন কিছু সম্প্রদায়কে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা পাহাড়ের ন্যায় শুভ্র-পরিচ্ছন্ন অনেকগুলো নেকি নিয়ে মহান আল্লাহু তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। তখন আল্লাহু তা'আলা সেগুলোকে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিবেন। হযরত সাউবান বলেনঃ হে আল্লাহু'র রাসূল! আপনি আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। তাদের ব্যাপারটি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলুন। তা হলে আমরা না জেনে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না। রাসূল

ﷺ বলেনঃ তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই। দেখতে-শুনতে তোমাদেরই মতো। তারাও তাহাজ্জুদ পড়ে যেমনিভাবে তোমরা পড়ো। তবে তারা এমন সম্প্রদায় যে, যখন তারা নির্জনে যায় তখন তারা হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

এদের ব্যাপারটি এতো ভয়ানক হওয়ার কারণ এই যে, তারা মূলতঃ আল্লাহুভীরু না হওয়ার দরুন বাহ্যিক বুয়ুর্গি দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানকে সুকৌশলে পথভ্রষ্ট করা তাদের জন্য অনেক সহজ। কারোর স্ত্রী-সন্তান তাদের হাতে নিরাপদ নয়।

তবে এর মানে এই নয় যে, কেউ ভেতরে ভেতরে হারাম কাজ করলে তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবে যাতে মানুষ তাকে প্রকাশ্যভাবে বুয়ুর্গ মনে না করে। বরং যখন আল্লাহু তা'আলা তার ব্যাপারটি লুকিয়ে রেখেছেন তা হলে সেও যেন তার ব্যাপারটি লুকিয়ে রাখে। তবে এ ধরনের অভ্যাস পরিত্যাগ করার দুর্বার চেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ, এ ধরনের আচরণ মুনাফিকির পর্যায়ে পড়ে।

১৫০. মানুষকে দেখানো অথবা গর্ব করার জন্য ঘোড়ার প্রতিপালনঃ

মানুষকে দেখানো অথবা গর্ব করার জন্য ঘোড়ার প্রতিপালন হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْخَيْلُ لثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَ عَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَ تَعَفُّفًا وَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَ لَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَ رِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ

(বুখারী, হাদীস ৭৩৫৬ মুসলিম, হাদীস ৯৮৭)

অর্থাৎ ঘোড়া তিন জাতীয় মানুষের জন্য। কারোর জন্য তা সাওয়াব কামানোর মাধ্যম হবে। আবার কারোর জন্য তা নিজ সম্মান রক্ষা করার মাধ্যম হবে। আবার কারোর জন্য তা গুনাহ'র কারণ হবে। যার জন্য তা সাওয়াব কামানোর মাধ্যম হবে সে ওই ব্যক্তি যে ঘোড়াটিকে আল্লাহ'র রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রতিপালন করছে। ... দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সে যে ঘোড়াটিকে সচ্ছলতা ও আরেক জনের নিকট হাত পাতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিপালন করছে। আর সে এ ব্যাপারে আল্লাহু তা'আলার অধিকার সমূহ ভুলে যায়নি। তা হলে তা তার জন্য সম্মান রক্ষার মাধ্যম হবে। আরেকজন ঘোড়াটিকে লোক দেখানো এবং গর্ব করার জন্য প্রতিপালন করছে। তা হলে তা তার জন্য গুনাহ'র কারণ হবে।

১৫১. সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ছাড়া কারোর প্রবেশ করা অথবা নিজ স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেয়াঃ

সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ছাড়া কারোর প্রবেশ করা অথবা নিজ স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেয়াও হারাম। কারণ, এ জাতীয় শৌচাগারে পর্দা রক্ষা করা অসম্ভবই বটে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْرٍ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৮০১ আলবানী/আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৩৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ করতে না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিম্নবসন ছাড়া সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ না করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন এমন খাবার টেবিলে না বসে যেখানে মদ বা মাদকদ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي

(স্বা'হীহল-জামি', হাদীস ৩১৯২)

অর্থাৎ সাধারণ শৌচাগার আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হারাম।

১৫২. যে মজলিসে হারামের আদান-প্রদান হয় এমন মজলিসে অবস্থান করাঃ

যে মজলিসে হারামের আদান-প্রদান হয় এমন মজলিসে অবস্থান করা হারাম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(তিরমিযী, হাদীস ২৮০১ আলবানী/আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৩৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ করতে না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিম্নবসন ছাড়া সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন এমন খাবার টেবিলে না বসে যেখানে মদ বা মাদকদ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

১৫৩. বিচারকের মাধ্যমে কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করা যা আপনার নয়ঃ

বিচারকের মাধ্যমে কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করা যা আপনার নয়

হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَيَبْئُوءَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর নিকট এমন কিছু দাবি করলো যা তার নয় তা হলে সে আমার উম্মত নয় এবং সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

১৫৪. উচ্চ স্বরে কুর'আন তিলাওয়াত করে অথবা যে কোন

কথা বলে মসজিদের কোন মুসল্লিকে কষ্ট দেয়াঃ

উচ্চ স্বরে কুর'আন তিলাওয়াত করে অথবা যে কোন কথা বলে মসজিদের কোন মুসল্লিকে কষ্ট দেয়া হারাম কাজ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ একদা মসজিদে ই'তিকাফ করলে সাহাবাদের উচ্চ কিরাত শুনতে পান। তখন তিনি পর্দা উঠিয়ে বলেনঃ

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩২)

অর্থাৎ জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই তার প্রভুর সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন এ সময় অন্যকে কষ্ট না দেয় এবং নামাযের ভেতরে বা বাইরে উচ্চ স্বরে কিরাত না পড়ে।

উচ্চ স্বরে কিরাত পড়ার চাইতে নিচু স্বরে কিরাত পড়ায় সাওয়াব বেশি।

হযরত 'উক্ববাহু বিন্ 'আমির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাঃ ইরশাদ করেনঃ

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩৩)

অর্থাৎ উচ্চ স্বরে কুর'আন পড়া প্রকাশ্য সাদাকার ন্যায়। আর নিচু স্বরে কুর'আন পড়া লুক্কায়িত সাদাকার ন্যায়।

তবে উচ্চ স্বরে কুর'আন পড়ায় কারোর কোন ক্ষতি না হয়ে যদি লাভ হয় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ একদা রাত্রি বেলায় ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন হযরত আবু বকর রাঃ নিচু স্বরে নামায পড়ছেন আর হযরত 'উমর রাঃ উচ্চ স্বরে। যখন তাঁরা উভয় রাসূল সঃ এর নিকট একত্রিত হলেন তখন তিনি বললেনঃ হে আবু বকর! আমি একদা তোমাকে নিচু স্বরে নামায পড়তে দেখলাম। তখন হযরত আবু বকর রাঃ বললেনঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! আমি যার সাথে একান্তে আলাপ করছিলাম তিনি তো আমার আওয়ায শুনেছেন। অতঃপর রাসূল সঃ হযরত 'উমর রাঃ কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে 'উমর! আমি একদা তোমাকে উচ্চ স্বরে নামায পড়তে দেখলাম। তখন হযরত 'উমর রাঃ বললেনঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! আমি শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম আর ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাচ্ছিলাম। রাসূল সঃ আরো দেখলেন হযরত বিলাল রাঃ এক সূরা থেকে কিছু আয়াত আবার অন্য সূরা থেকে আরো কিছু আয়াত তিলাওয়াত করছেন। তখন তিনি হযরত বিলাল রাঃ কে একদা এ ব্যাপারে জানালে তিনি বলেনঃ কথাগুলো খুবই সুন্দর! আল্লাহু তা'আলা সবগুলো একত্রিত করে নিবেন। তখন রাসূল সঃ সবাইকে বললেনঃ তোমরা সবাই ঠিক করেছে।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩০)

হযরত 'আযিশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক সাহাবী রাত্রি বেলায় নামাযে উচ্চ স্বরে কিরাত পড়েছেন। ভোর হলে রাসূল সঃ তাঁর সম্পর্কে বললেনঃ আল্লাহু তা'আলা অমুককে দয়া করুন! সে গতরাত আমাকে অনেকগুলো আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমার পড়া

থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলো।

(আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩১)

১৫৫. স্বামী ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়া-বান্ধবীর জন্য কোন মহিলার তিন দিনের বেশি শোক পালন করাঃ

স্বামী ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়া-বান্ধবীর জন্য কোন মহিলার তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম।

হযরত যায়নাব বিন্তে আবী সালামাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন শাম দেশ থেকে আবু সুফ্‌ইয়ান رضي الله عنه এর মৃত্যু সংবাদ আসলো তখন এর তৃতীয় দিনে (তাঁর মেয়ে) হযরত উম্মে 'হাবীবাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর দু' হাত ও উভয় গণ্ডদেশে হলুদ রঙ্গের খোশবু লাগিয়ে বললেনঃ আমার এ হলুদ রঙ্গের খোশবু লাগানোর কোন প্রয়োজন ছিলো না যদি আমি রাসূল ﷺ থেকে এ হাদীস না শুনতাম। রাসূল ﷺ বলেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدِثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحْدِثُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(বুখারী, হাদীস ১২৮০, ১২৮১, ৫৩৩৪, ৫৩৪৫ মুসলিম, হাদীস ১৪৮)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য হালাল হবে না স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা যাবে।

১৫৬. কোন হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রি ও এর বিক্রিলব্ধ পয়সা খাওয়াঃ

কোন হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রি ও এর বিক্রিলব্ধ পয়সা খাওয়া হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاتَّقُوا ﴾

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

(মা'য়িদাহ : ২)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে নেক কাজ ও আল্লাহুভীরুতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করো। তবে গুনাহ'র কাজ ও শত্রুতা বিকাশে কারোর সাহায্য করো না এবং আল্লাহু তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

এ কথা নিশ্চিত যে, কারোর কাছ থেকে কোন হারাম বস্তু ক্রয় করা মানে হারামের প্রচার-প্রসারে তার সহযোগিতা করা এবং কারোর নিকট কোন হারাম বস্তু বিক্রি করা মানে তাকে উক্ত হারাম কাজে উৎসাহিত করা।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল ﷺ কে বাইতুল্লাহ'র রুক্‌নে ইয়ামানীর পার্শ্বে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعَوْهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا ،
وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৮)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা ইহুদিদেরকে লা'নত করুক। রাসূল ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেছেন। কারণ, আল্লাহু তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন; অথচ তারা তা বিক্রি করে সে পয়সা ভক্ষণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহু তা'আলা কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করলে তার বিক্রিলব্ধ পয়সাও হারাম করে দেন।

১৫৭. বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র
পশু ও বড়ো বড়ো নখ বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া
হিংস্র পাখির গোস্তু খাওয়াঃ

বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশু ও বড়ো বড়ো নখ

বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পাখির গোস্ত খাওয়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

كُلْ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلْهُ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৩৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ সঃ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৩৪)

অর্থাৎ রাসূল সঃ প্রত্যেক বড়ো বড়ো দাঁত বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পশু ও প্রত্যেক বড়ো বড়ো নখ বিশিষ্ট থাবা মেরে ছিঁড়ে খাওয়া হিংস্র পাখির গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

১৫৮. গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়াঃ

গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া হারাম।

হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ সঃ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجَ الْقَرْيَةِ ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ সঃ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَأَكْفَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৯৪০)

অর্থাৎ যখন রাসূল সঃ খাইবার বিজয় করলেন তখন আমরা জনবসতির বাইরে কিছু গাধা পেয়ে যাই। আমরা তা যবাই করে কিছু পাকিয়ে ফেললাম।

তখন রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেনঃ তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহু তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোস্ত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ, তা নাপাক এবং শয়তানের কাজ। তখন সবগুলো পাতিল গোস্তসহ উবু করে ফেলা হয় ; অথচ তখনো পাতিলগুলো গোস্তসহ উথলে উঠছিলো।

উক্ত হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম রহিম আল্লাহু তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বাণী সমূহ আমলে বাস্তবায়িত করতেন তা খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় ; অথচ তাঁরা ছিলেন তখন খুবই ক্ষুধার্ত।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَ كَانَ النَّاسُ حَاجَاتُهَا إِلَيْهَا

(মুসলিম, হাদীস ৫৩১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ খাইবারের দিন গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন ; অথচ তা তখন সবাই খাওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

১৫৯. মুত্'আ বিবাহ তথা কোন কিছু বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাঃ

মুত্'আ বিবাহ তথা কোন কিছু বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾

(মা'আরিফ : ২৯-৩১)

অর্থাৎ আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফায়তকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও

অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী যে মহিলার সাথে মুত্'আ করা হচ্ছে সে প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়মিত স্ত্রী নয়। কারণ, এ জাতীয় মহিলা বিধিসম্মতভাবে তার পক্ষ থেকে কোন মিরাস পায় না, চুক্তি শেষে তাকে তালাকও দিতে হয় না এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হয় না। এমনকি সে তার অধিকারভুক্ত দাসীও নয়। সুতরাং তার সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করা সীমালংঘনই বটে।

হযরত সাব্রাহু আল-জুহানী رحمته الله থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৬)

অর্থাৎ হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে মহিলাদের সাথে মুত্'আ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম ; অথচ আল্লাহু তা'আলা এখন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। অতএব তোমাদের কারোর নিকট এ জাতীয় কোন মহিলা থেকে থাকলে সে যেন তাকে নিজ গতিতে ছেড়ে দেয়। আর তোমরা যা তাদেরকে মোহর হিসেবে দিয়েছো তা থেকে এতটুকুও ফেরত নিবে না।

উক্ত বিবাহ ইসলামের শুরু যুগে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরাম যখন নিজ স্ত্রীদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন তখন তাঁদেরই নিতান্ত প্রয়োজনে চালু করা হয়। যা মক্কা বিজয়ের সময় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত এ দীর্ঘ কালের যে কোন সময়

তার যতোই প্রয়োজন হোক না কেন তা আর চালু করা যাবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিনু মাস্'উদ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كُنَّا نَعُزُّوْهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَحْضِيْ؟ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ
(মুসলিম, হাদীস ১৪০৪)

অর্থাৎ একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরুতাম। তখন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ ছিলো না। তাই আমরা রাসূল ﷺ কে বললামঃ আমরা কি খাসি হয়ে যাবো না ? তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেন। বরং তিনি শুধুমাত্র একটি কাপড়ের বিনিময়ে হলেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ তথা মুত্'আ করা আমাদের জন্য হালাল করে দিলেন।

খাইবারের যুদ্ধ পর্যন্ত সাধারণভাবে এ নিয়ম চালু ছিলো। অতঃপর তা উক্ত যুদ্ধেই সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত 'আলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ
(মুসলিম, হাদীস ১৪০৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ খাইবারের যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া এবং মহিলাদের সাথে মুত্'আ করা নিষেধ করে দিয়েছেন।

মক্কা বিজয়ের সময় তা আবার কিছু দিনের জন্য চালু করা হয়। অতঃপর তা আবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত সাব্রাহ্ আল-জুহানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করে আমাদেরকে মুত্'আ করতে আদেশ করেন। অতঃপর মক্কা থেকে বের হতে না হতেই তা আবার নিষেধ করে দেন।

হযরত সাব্রাহু আল-জুহানী রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সঃ এর সঙ্গে মক্কায় পনেরো দিন অবস্থান করেছিলাম। অতঃপর রাসূল সঃ আমাদেরকে মুত্'আ করতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়েই আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই মুত্'আ করতে রওয়ানা করলাম। আমি ছিলাম তার চাইতে একটু বেশি জোয়ান, ফরসা ও সুন্দর গড়নের। আর সে ছিলো একটু কালো বর্ণের। আমাদের উভয়ের সাথে ছিলো দু'টি চাদর। তবে আমার চাদরটি ছিলো পুরাতন। আর তার চাদরটি ছিলো খুবই সুন্দর এবং নতুন। আমরা মক্কার উঁচু-নিচু ঘুরতে ঘুরতে বনু 'আমির বংশের এক সুন্দরী মহিলা পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে বললামঃ আমাদের কেউ কি তোমার সাথে মুত্'আ করতে পারবে ? সে বললোঃ তোমরা আমাকে এর বিনিময়ে কি দিবে ? তখন আমরা উভয়ে তাকে নিজ নিজ চাদর দেখালাম। আমার সাথীর চাদর দেখে সে আকৃষ্ট হয়। তবে তাকে দেখে নয়। আবার আমাকে দেখে সে আকৃষ্ট হয়। তবে আমার চাদর দেখে নয়। আমার সাথী বললোঃ এর চাদরটি পুরাতন। আর আমার চাদরটি নতুন। তখন সে বললোঃ এর চাদরে কোন সমস্যা নেই। কথাটি সে দু' বার অথবা তিন বার বললো। অতঃপর আমি তার সাথে তিন দিন মুত্'আ করি। ইতিমধ্যে রাসূল সঃ বললেনঃ যার কাছে মুত্'আর মহিলা রয়েছে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়।

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৬)

সকল সাহাবায়ে কিরাম মুত্'আ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। তবে হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে তা হালাল

হওয়ার মতও পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে উক্ত মত পরিহার করেছেন। অতএব তা সাহাবাদের সর্ব সম্মতিক্রমে হারামই প্রমাণিত হলো। নিম্নে সাহাবাগণের কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত হলো:

হযরত 'আলী রা বলেনঃ রমযানের রোযা অন্যান্য বাধ্যতামূলক রোযাকে রহিত করে দিয়েছে যেমনিভাবে তালাক, ইদত ও মিরাস মুত'আ বিবাহকে রহিত করে দিয়েছে।

(মুস্বান্নাফি আদ্রির রায়যাক্ব ৭/৫০৫)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ রা বলেনঃ তালাক, ইদত ও মিরাস মুত'আ বিবাহকে রহিত করে দিয়েছে।

(মুস্বান্নাফি আদ্রির রায়যাক্ব ৭/৫০৫)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে উক্ত মুত'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তা ব্যভিচার।

(মুস্বান্নাফি আদ্রির রায়যাক্ব ৭/৫০৫)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও বলেনঃ তা ব্যভিচার।

(মুস্বান্নাফি ইব্বনি আবী শাইবাহ ৩/৫৪৬)

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ মুত'আ বিবাহ হারাম। এর প্রমাণ সূরা মা'আরিজের উনত্রিশ থেকে একত্রিশ নম্বর আয়াত।

(বায়হাক্বী ৭/২০৬)

হযরত জা'ফর বিন্ মুহাম্মাদ (রাহিমাল্লাহু) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তা হুবহু ব্যভিচার। এতে কোন সন্দেহ নেই।

(বায়হাক্বী ৭/২০৭)

ইমাম নাওয়াওয়া (রাহিমাল্লাহু) বলেনঃ 'আল্লামাহ্ মাযিরী (রাহিমাল্লাহু) বলেনঃ মুত'আ বিবাহ ইসলামের শুরু যুগে জাযিয ছিলো। যা পরবর্তী যুগে বিপুল হাদীস দ্বারা রহিত করা হয় এবং এর হারামের উপর সকল গ্রহণযোগ্য আলিম একমত।

‘আল্লামাহু ক্বাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ শুধু রাফিয়ী ছাড়া সকল আলিম তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং সবাই এ ব্যাপারেও একমত যে, এখনো কোন ব্যক্তি তা সম্পাদন করলে সাথে সাথেই তা বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে উক্ত মহিলার সাথে সঙ্গম করুক বা নাই করুক।

(মুসলিম/ইমাম নাওয়াওয়ায়ীর ব্যাখ্যা ৯-১০/১৮৯)

শিয়া সম্প্রদায় এখনো উক্ত মুত্‌আ বিবাহকে হালাল মনে করে। যা কুর’আন-সুন্নাহ্‌র সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত ‘আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ ‘আব্বাস্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও তাঁর কিছু ভক্তরা উক্ত বিবাহ জাযিয় বললে বা করলে তা জাযিয় হয়ে যাবে না। কারণ, কুর’আন-সুন্নাহ্‌র সামনে কোন সাহাবার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু অন্যান্য সকল সাহাবা তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং তিনিও পরিশেষে উক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলতঃ আজো যারা উক্ত অগ্রহণযোগ্য মতকে আঁকড়ে ধরে আছে তারা নিশ্চয়ই নিজ কুপ্রবৃত্তির অদম্য পূজারী। নতুবা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হওয়ার পরও একটি বিচ্ছিন্ন মতকে আঁকড়ে ধরার আর অন্য কোন মানে হয় না।

১৬০. শিগার বিবাহঃ

শিগার বিবাহ তথা একজন অপরজনকে এমন বলা যে, আমি তোমার নিকট আমার বোন বা মেয়েটিকে বিবাহ দিচ্ছি এ শর্তে যে, তুমি আমার নিকট তোমার বোন বা মেয়েটিকে বিবাহ দিবে। তবে তাতে কোন ধরনের মোহরের আদান-প্রদান হবে না অথবা হতেও পারে এমন কাজ হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌, জাবির বিন্‌ আব্দুল্লাহ্‌ ও হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ ‘উমর রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّغَارِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ শিগার বিবাহ করতে নিষেধ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১৫)

অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে শিগার বিবাহ বলতে কিছুই নেই।

১৬১. কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সে স্ত্রী থাকাবস্থায়

তার আপন খালা অথবা ফুফীকে বিবাহ করাঃ

কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সে স্ত্রী থাকাবস্থায় তার আপন খালা অথবা ফুফীকে বিবাহ করা হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৮)

অর্থাৎ কোন মহিলা ও তার (আপন) ফুফীকে এবং কোন মহিলা ও তার (আপন) খালাকে কারোর বিবাহ বন্ধনে একত্রিত করা যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَاتِ

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৮)

অর্থাৎ ফুফীকে তার ভাতিজির উপর এবং বোনঝিকে তার খালার উপর বিবাহ করা যাবে না।

১৬২. রামাযান বা কুরবানের ঈদের দিনে রোযা রাখাঃ

রামাযান বা কুরবানের ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম।

হযরত আবু 'উবাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি হযরত 'উমর রা এর সাথে ঈদের নামায পড়ার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি নামায শেষে খুতবায় দাঁড়িয়ে বললেনঃ

إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمٌ فَطَرَكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ،
وَالْآخَرُ: يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ১১৩৭)

অর্থাৎ এ দু' দিন রাসূল ﷺ রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন। এক দিন হচ্ছে যে দিন তোমরা রামাযানের রোযা শেষ করবে। আরেক দিন হচ্ছে যে দিন তোমরা কুরবানীর গোস্ত খাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ, আবু সা'ঈদ ও হযরত 'আয়িশা রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَ يَوْمِ الْفِطْرِ
(মুসলিম, হাদীস ৮২৭, ১১৩৮, ১১৪০)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ দু' দিন রোযা থাকতে নিষেধ করেছেনঃ কুরবানীর ঈদের দিন ও রামাযানের ঈদের দিন।

১৬৩. নামাযের ভেতর দো'আ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানোঃ

নামাযের ভেতর দো'আ অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ
لَيُخْطَفْنَ أَبْصَارُهُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৪২৯)

অর্থাৎ নামাযের ভেতর দো'আর সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হত-লুপ্তিত হবে।

১৬৪. বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করাঃ

বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু মালিক আশ্'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتَرَكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطُّغْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْجُؤْمِ، وَالتَّيَّاحَةُ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৪ 'হা-কিম : ১/৩৮৩ তাবারানি/কাবীর, হাদীস ৩৪২৫, ৩৪২৬ বায়হাকী : ৪/৬৩ বাগাওয়া, হাদীস ১৫৩৩ ইবনু আবী শাইবাহ : ৩/৩৯০ আহমাদ : ৫/৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪ 'আব্দুর রায়যাক : ৩/৬৬৮৬)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি কাজ চালু থাকবে। তারা তা কখনোই ছাড়বে না। বংশ নিয়ে গৌরব, অন্যের বংশে আঘাত, কোন কোন নশ্বত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস এবং বিলাপ।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يَدْهَدُهُ الْخِرَاءَ بِأَنَفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خَلِقٌ مِنْ تُرَابٍ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৯৫৫)

অর্থাৎ নিজেদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্বকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। কারণ, তারা তো মূলতঃ জাহান্নামের কয়লা। অন্যথায় তারা আল্লাহু তা'আলার নিকট মলকীটের চাইতেও অধিক মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। আরে মলকীটের কাজই তো শুধু নাক দিয়ে মলখণ্ড ঠেলে নেয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহু তা'আলা তোমাদেরকে জাহিলী যুগের

হঠকারিতা তথা নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্ব করা থেকে পবিত্র করেছেন। মূলতঃ মানুষ তো শুধুমাত্র দু' প্রকারঃ মুত্তাকী ঈমানদার অথবা দুর্ভাগা ফাসিক। সকল মানুষই তো আদম সন্তান। আর আদম عليه السلام কে তো মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এতে একের উপর অন্যের গর্বের কীই বা রয়েছে?!

১৬৫. কবর বা মাজারের দিকে ফিরে নামায পড়াঃ

কবর বা মাজারের দিকে ফিরে নামায পড়া হারাম।

হযরত আবু মার্সাদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا

(মুসলিম, হাদীস ৯৭২ আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৯ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ৭৯৩)

অর্থাৎ তোমরা কবরের উপর বসোনা এবং উহার দিকে ফিরে নামাযও পড়ো না।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ

(ইবনু হিব্বান, হাদীস ৩৪৫ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮৮৮ বাযযার/কাশফুল আস্তার, হাদীস ৪৪১, ৪৪২)

অর্থাৎ নবী ﷺ কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

১৬৬. শক্ত হওয়া বা পাকার আগে কোন ফল-শস্য বিক্রি করাঃ

শক্ত হওয়া বা পাকার আগে কোন ফল-শস্য বিক্রি করা হারাম।

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَطِيبَ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تُشَقِّقَ، وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تُشَقِّقَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৩৩ স্বা'হীহল-জা'মি', হাদীস ৬৯২৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কোন ফল বা শস্য বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, পাকে তথা লাল বা হলদে রং ধারণ করে কিংবা তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهُوَ، وَعَنِ السَّنْبِلِ حَتَّى يَبْيَضَ
 وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৩৫)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা লাল বা হলদে রং ধারণ করে এবং শস্য বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা সাদা রং ধারণ করে ও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়। তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই।

১৬৭. কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা

অথবা গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করাঃ

কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা অথবা গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করা হারাম।

হযরত আবু মাস্'উদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلُوانِ الْكَاهِنِ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৩৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং গণকের গণনালব্ধ পয়সা গ্রহণ করতে।

হযরত রা'ফি' বিন্ খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৫৬৮)

অর্থাৎ কুকুরের বিক্রিলব্ধ পয়সা নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত পয়সা নিকৃষ্ট।

তবে পরবর্তীতে কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত পয়সাগুলো হালাল করে দেয়া হয়। রাসূল ﷺ একদা জনৈক দূষিত রক্ত বেরকারী গোলামকে তাঁর দূষিত রক্ত বের করার কাজ শেষে উক্ত কর্মের পয়সাগুলো দিয়ে দেন এবং তার জন্য টেক্স কমানোর সুপারিশ করেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدًا لِبَنِي بَيَّاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ ، وَ كَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرَبَاتِهِ ، وَلَوْ كَانَ سَحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ

(মুসলিম, হাদীস ১২০২)

অর্থাৎ একদা বানী বায়াযা গোত্রের জনৈক গোলাম নবী ﷺ এর দূষিত রক্ত বের করে দিলে তিনি তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দেন এবং তার মালিকের সাথে কথা বলে তার টেক্স কমিয়ে দেন। যদি দূষিত রক্ত বেরকারীর উক্ত পয়সাগুলো হারাম হতো তা হলে নবী ﷺ তাকে তা দিতেন না।

১৬৮. তিনটি বিশেষ সময়ে নফল নামায পড়া ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করাঃ

তিনটি বিশেষ সময়ে নফল নামায পড়া ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হারাম।

হযরত 'উকুবাহ্ বিন্ 'আমির জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَ حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَ حِينَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

(মুসলিম, হাদীস ৮৩১)

অর্থাৎ তিনটি সময় এমন যে, রাসূল ﷺ আমাদেরকে সে সময়গুলোতে নামায পড়তে অথবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উঠার সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণভাবে উঠে যায়। ঠিক দুপুর বেলায় যতক্ষণ না তা মধ্যাকাশ থেকে সরে যায়। সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ

(বুখারী, হাদীস ৫৮৩)

অর্থাৎ যখন সূর্যের কিয়দংশ উদিত হয় তখন নামায পড়তে একটু দেরি করো যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে যায় এবং যখন সূর্যের কিয়দংশ ডুবে যায় তখন নামায পড়তে একটু দেরি করো যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়।

১৬৯. ঋণ ও বিক্রি, এক চুক্তিতে দু' বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করাঃ

ঋণ ও বিক্রি, এক চুক্তিতে দু' বিক্রি, মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করা হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ হযরত 'আত্তাব বিন্ আসীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে মক্কায় পাঠানোর সময় বলেনঃ

أَتَدْرِي إِلَى أَيْنَ أَبْعَثُكَ؟ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্, হাদীস ১২১২)

অর্থাৎ তুমি কি জানো, আমি তোমাকে কোথায় পাঠাচ্ছি ? আল্লাহ্ তা'আলার ঘরের নিকট অবস্থানকারীদের কাছে তথা মক্কার অধিবাসীদের নিকট। তুমি তাদেরকে চার জাতীয় বেচা-বিক্রি থেকে নিষেধ করবে: বিক্রি ও ঋণ, দু' শর্তে বিক্রি, মূল্যের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৩৪ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২২১৮)

অর্থাৎ কোনভাবেই হালাল হবে না ঋণ ও বিক্রি, দু' শর্তে বিক্রি, মূল্যের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ এবং নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৩১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক চুক্তিতে দু' বিক্রি নিষেধ করেছেন।

হযরত 'হাকীম বিন্ 'হিয়াম ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললামঃ কখনো কখনো এমন হয় যে, জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায় যা আমার নিকট নেই। তা এভাবে যে, আমি মার্কেট থেকে তা ক্রয় করে তার কাছে বিক্রি করবো। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৩২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২২১৭)

অর্থাৎ তোমার কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করো না।

ঋণ ও বিক্রি মানে আপনি এমন বললেন যে, আমি তোমার নিকট এ সাইকেলটি বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, তুমি আমাকে এক হাজার টাকা ঋণ দিবে। এতে ঋণের মাধ্যমে লাভ গ্রহণ করা হয় যা হারাম।

দু' শর্তে বিক্রি তথা এক চুক্তিতে দু' বিক্রি মানে আপনি এমন বললেন যে, আমি এ কাপড়টি তোমার নিকট নগদে এক শ' এবং বাকিতে দু' শ' টাকায় বিক্রি করলাম অথবা এমন বললেন যে, আমি এ কাপড়টি তোমার নিকট এক মাসে টাকা পরিশোধের শর্তে এক শ' টাকা এবং দু' মাসে টাকা পরিশোধের শর্তে দু' শ' টাকায় বিক্রি করলাম।

মূলের দায়-দায়িত্ব নেয়া ছাড়া তা থেকে লাভ গ্রহণ মানে আপনি কারোর থেকে কোন পণ্য খরিদ করে তা অধিকারে আনার পূর্বেই অন্যের নিকট তা কিছু লাভের ভিত্তিতে বিক্রি করে দিলেন। তখন আপনি উক্ত পণ্যের দায়-দায়িত্ব না নিলেই তা থেকে লাভ গ্রহণ করলেন। কারণ, উক্ত পণ্যের দায়-দায়িত্ব তো এখনো প্রথম বিক্রেতার উপর।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাসু (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

(স্বা'হী'হল-জা'মি', হাদীস ৩৪২)

অর্থাৎ যখন তুমি কোন পণ্য খরিদ করো তখন তা বিক্রি করবে না যতক্ষণ না তা অধিকারে আনো।

নিজের কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করা মানে কোন গরু বা মহিষ পালিয়ে গিয়েছে ; অথচ আপনি তা বিক্রি করে দিয়েছেন। কোন জমিন আপনার দখলে নেই তথা যা আপনার হাত ছাড়া ; অথচ আপনি তা বিক্রি করে দিয়েছেন।

১৭০. কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়াঃ

কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়া হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ রা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী সা ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ ، وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ
قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৩৯ নাসায়ী, হাদীস ৩৬৯২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৪০৬, ২৪০৭, ২৪১৩, ২৪১৪, ২৪১৫)

অর্থাৎ কারোর জন্য হালাল হবে না যে, সে কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নিবে। তবে পিতা কোন কিছু নিজ সন্তানকে দিয়ে তা আবার ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সে কুকুরের ন্যায় যে পেট ভরে খেয়ে বমি করে দেয়। অতঃপর সে বমিগুলো আবার নিজে খায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সা ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ ؛ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَغُودُ فِي قَيْئِهِ

(তিরমিযী, হাদীস ১২৯৮ নাসায়ী, হাদীস ৩৭০১)

অর্থাৎ আমাদের জন্য নিকৃষ্ট কোন দৃষ্টান্ত নেই, যেহেতু আমরা মু'মিন। যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সেই কুকুরের ন্যায় যে বমি করে তা আবার নিজে খায়।

কেউ কারোর কাছ থেকে নিজ দান ফেরত নিতে চাইলে সে হুবহু তাই ফেরত নিবে যা সে দান করেছে। এর চাইতে এতটুকুও সে আর বেশি নিতে পারবে না। যদিও তা তার দানেরই ফলাফল হোক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقِفْ فَلْيَعْرِفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ
(আবু দাউদ, হাদীস ৩৫৪০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সে কুকুরের ন্যায় যে বমি করে তা আবার নিজে খায়। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দান করে সে আবার তা ফেরত নেয় তা হলে তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে সে যা ফেরত নিয়েছে তা যেন তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে তাই দেয়া হয় যা সে দান করেছে।

১৭১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার নফল রোযা রাখা অথবা তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়াঃ

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার নফল রোযা রাখা অথবা তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহু (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَ لَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَ مَا أَتَفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤْذِي إِلَيْهِ شَطْرَهُ
(বুখারী, হাদীস ৫১৯৫ মুসলিম, হাদীস ১০২৬)

অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য জাযিব হবে না তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নফল রোযা রাখা এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া। কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোন সম্পদ ব্যয় করলে তার অর্ধেক তাকে ফেরত দিতে হবে।

১৭২. সতিনের তালাক অথবা কারোর কাছে বিবাহ বসার জন্য তার পূর্বের স্ত্রীর তালাক চাওয়াঃ

সতিনের তালাক অথবা কারোর কাছে বিবাহ বসার জন্য তার পূর্বের স্ত্রীর তালাক চাওয়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا ،
وَفِي رِوَايَةٍ : لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لَتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنْثَاهَا

(বুখারী, হাদীস ৫১৫২ মুসলিম, হাদীস ১৪১৩)

অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য হালাল হবে না তার কোন মুসলিম বোনের তালাক চাওয়া যাতে করে তার স্বামীর ভাগটুকু পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে এসে যায়। কারণ, সে তো তাই পাবে যা তার ভাগ্যে লেখা আছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন মহিলা যেন অন্য মহিলার তালাক না চায় যাতে করে তার স্বামীর ভাগটুকু পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে এসে যায়।

১৭৩. কাফিরদের সাথে যে কোনভাবে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখাঃ

কাফিরদের সাথে যে কোনভাবে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

(হাদীদ : ১৬)

অর্থাৎ মু'মিনদের কি এখনো আল্লাহু তা'আলার স্মরণ ও অবতীর্ণ অহীর সত্য বাণী শুনে অন্তর বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি ?? উপরন্তু তারা যেন পূর্বেকার আহুলে কিতাবদের মতো না হয় বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিলো। মূলতঃ তাদের অধিকাংশই তো ফাসিক।

উক্ত আয়াতে যদিও তাদের ন্যায় অন্তরকে কঠিন বানাতে নিষেধ করা হয়েছে যা একমাত্র গুনাহু'রই কুফল তবুও যে কোনভাবে তাদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। যা বিপুল সংখ্যক হাদীস ভাণ্ডার কর্তৃক প্রমাণিত। যার কিয়দাংশ বিষয় ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নামায সংক্রান্তঃ

হযরত শাদাদ্ বিন্ আউস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৫২)

অর্থাৎ ইহুদিদের বিপরীত করো। (অতএব জুতো পরে নামায পড়ো।) কারণ, ইহুদিরা জুতো ও মোজা পরে নামায পড়ে না।

হযরত আব্দুল্লাহু বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَرَزَّ بِهِ ، وَلَا يَشْتَمِلْ اسْتِمَالَ الْيَهُودِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৩৫)

অর্থাৎ কারোর দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন উভয়টি পরেই নামায পড়ে। আর যদি কারোর একটি মাত্র কাপড় থাকে তা হলে সে যেন কাপড়টিকে নিম্ন বসন হিসেবেই পরিধান করে। ইহুদিদের মতো সে যেন কাপড়টিকে পুরো শরীর পেঁচিয়ে না পরে।

রোযা সংক্রান্তঃ

হযরত বশীর খাশ্বাস্বিয়াহু রাহিমাহুল্লাহ এর স্ত্রী হযরত লাইলা (রাখিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি দু' দিন লাগাতার রোযা রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী বশীর তা আমাকে করতে দেয়নি। বরং তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ

إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، صَوْمُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَاتِمُّوا الصَّوْمَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ﴿ وَ اتِمُّوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا

(আহমাদ্ ৫/২২৫)

অর্থাৎ এমন কাজ তো খ্রিস্টানরাই করে। তোমরা আল্লাহু তা'আলার নির্দেশ মোতাবিক রোযা রাখবে এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবিকই তা সম্পূর্ণ করবে। আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ করো। সুতরাং রাত আসলেই তোমরা ইফতার করে ফেলবে।

হজ্জ সংক্রান্তঃ

হযরত 'আমর বিন্ মাইমুন (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত 'উমর রাহিমাহুল্লাহ মুযদালিফায় ফজরের নামায শেষে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ ، وَيَقُولُونَ: أَشْرَقَ ثَبِيرٌ (كَيْمَا تُغَيِّرُ) ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(বুখারী, হাদীস ১৬৮৪, ৩৮৩৮)

অর্থাৎ মুশ্রিকরা মুযদালিফাহু থেকে রওয়ানা করতো না যতক্ষণ না সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্য উদ্ভিত হতো। তারা বলতোঃ হে সাবীর পাহাড়! তুমি সকালে উপনীত হও যাতে আমরা রওয়ানা করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা করেই সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা করেন।

কবর সংক্রান্তঃ

হযরত জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْخُذْ لَنَا وَ الشَّقُّ لِهَلِ الْكِتَابِ

(আহমাদ্ ৪/৩৬৩)

অর্থাৎ লাহুদ তথা এক সাইড ঢালু করা কবর আমাদের জন্য আর মধ্যভাগ গর্ত করা কবর আহুলে কিতাবদের জন্য।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْخُذْ لَنَا وَ الشَّقُّ لَغَيْرِنَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২০৮ তিরমিযী, হাদীস ১০৪৫)

অর্থাৎ লাহুদ তথা এক সাইড ঢালু করা কবর আমাদের জন্য আর মধ্যভাগ গর্ত করা কবর অন্যদের জন্য।

হযরত জুন্দাব্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ

أَلَا وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ،

أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنْئِي أَنَهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩২)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বকার লোকেরা নিজ নবী ও গুলী-বুয়ুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

পোশাক ও সাজ-সজ্জা সংক্রান্তঃ

হযরত 'হুযাইফাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَشْرَبُوا فِي إِيَاءِ الذَّهَبِ وَ الْفِصَّةِ ، وَ لَا تَلْبَسُوا الدِّيَّاجَ وَ الْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২০৬৭)

অর্থাৎ তোমরা সোনা ও রূপার পেয়ালায় কোন কিছু পান করো না এবং মোটা ও পাতলা সিল্কের কাপড় পরিধান করো না। কারণ, তা তো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে কিয়ামতের দিনে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আনুহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسُهَا ، قُلْتُ: أَعْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِفُهُمَا

(মুসলিম, হাদীস ২০৭৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমার গায়ে দু'টি উস্ফুর নামী উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত লাল-হলুদ রঙে রঙানো কাপড় দেখে বললেনঃ এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং তুমি তা পরো না। আমি বললামঃ আমি কি কাপড় দু'টি ধুয়ে ফেলবো? তিনি বললেনঃ না, বরং কাপড় দু'টি পুড়ে ফেলবে।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ ؛ فَخَالَفُوهُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২০৩)

অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (মাথার চুল বা দাঁড়ি) কালার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে তথা কালার করবে।

অভ্যাস ও আচরণ সংক্রান্তঃ

হযরত 'আমর বিন্ শু 'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى؛ فَإِنْ تَسَلَّمَ الْيَهُودُ
 الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسَلَّمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةَ بِالْأَكْفُفِ
 (তিরমিযী, হাদীস ২৬৯৫)

অর্থাৎ সে আমার উম্মত নয় যে অমুসলিমদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখলো। তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখো না। কারণ, ইহুদিরা সালাম দেয় আঙ্গুলের ইশারায়। আর খ্রিস্টানরা সালাম দেয় হাতের ইশারায়।

এ ছাড়াও যে কোনভাবে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
 (আবু দাউদ, হাদীস ৪০৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

১৭৪. কোন অন্ধকে পথপ্রষ্ট করাঃ

কোন অন্ধকে পথপ্রষ্ট করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّه أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّه أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ
 (আহমাদ ১/২১৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫২১ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ 'হাকিম ৪/৩৫৬ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ বায়হাকী ৮/২৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র লা'নত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন অন্ধকে পথপ্রষ্ট করে।

১৭৫. কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াঃ

কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ

(আহমাদ ১/২১৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫২১ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ 'হাকিম ৪/৩৫৬ টাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ বায়হাকী ৮/২৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র লা'নত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَىٰ بِبَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলো তাকে হত্যা করো এবং তার সাথে সেই পশুটিকেও।

১৭৬. মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের পোশাক পরিধান করাঃ

মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের পোশাক পরিধান করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةِ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ، ثُمَّ تَلْهَبُ فِيهِ النَّارُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪০২৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে কোন উন্নত মানের পোশাক পরিধান করলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সে জাতীয় পোশাকই পরাবেন। অতঃপর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।

১৭৭. কারোর বিক্রির উপর অন্যের বিক্রি অথবা কারোর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাবঃ

কারোর বিক্রির উপর অন্যের বিক্রি অথবা কারোর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব হারাম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১২)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করবে না এবং কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দিবে না যতক্ষণ না তাকে পূর্ব ব্যক্তি উক্ত কাজের অনুমতি দেয়।

হযরত 'উক্বাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

(মুসলিম, হাদীস ১৪১৪)

অর্থাৎ মু'মিন তো মু'মিনেরই ভাই। সুতরাং কোন মু'মিনের জন্য হালাল হবে না তার অন্য কোন মু'মিন ভাইয়ের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করা এবং তার অন্য কোন মু'মিন ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দেয়া যতক্ষণ না সে উক্ত বিক্রি বা বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।

১৭৮. মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা, শিকার তাড়ানো

এবং তাতে কোন বিদ্'আত করাঃ

মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা, শিকার তাড়ানো এবং তাতে কোন বিদ্'আত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

হযরত 'আলী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، لَا يُخْتَلَى خِلَافَهَا ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُنْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السَّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ
(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৪, ২০৩৫)

অর্থাৎ মদীনার 'আযির পাহাড় থেকে সাউর পাহাড় পর্যন্ত হারাম এলাকা। সেখানকার (কারোর কোন পরিশ্রম ছাড়া নিজে জন্মানো) কোন উদ্ভিদ কাটা যাবে না, কোন শিকার তাড়ানো যাবে না, কোন হারানো জিনিস উঠানো যাবে না। তবে কোন ব্যক্তি যদি তা প্রচার বা বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্যে উঠায় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। সেখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কারোর জন্য অস্ত্র বহন করাও জাযিয নয়। তেমনিভাবে সেখানকার কোন গাছ কাটাও জাযিয নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি তার উটকে ঘাস খাওয়াতে চায় তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَقَلْبِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

(মুসলিম, হাদীস ১৩৭০ আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৪)

অর্থাৎ মদীনার 'আইর পাহাড় থেকে সাউর পাহাড় পর্যন্ত হারাম এলাকা। কেউ তাতে কোন বিদ্'আত করলে অথবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দিলে

তার উপর আল্লাহু তা'আলা, সকল ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহু তা'আলা তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না।

হযরত 'আস্বিম আল-আ'হুওয়াল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা হযরত আনাস্কে (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ রাসূল (সা) কি মদীনা শরীফকে হারাম করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তা হারাম।

لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
(মুসলিম, হাদীস ১৩৬৭)

অর্থাৎ সেখানকার (কারোর কোন পরিশ্রম ছাড়া নিজে জন্মানো) কোন উদ্ভিদ কাটা যাবে না। কেউ কাটলে তার উপর আল্লাহু তা'আলা, সকল ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে।

কেউ কাউকে তাতে গাছ কাটা অথবা শিকার করা অবস্থায় ধরতে পারলে তার জন্য উক্ত ব্যক্তির সাথে থাকা সকল বস্তু ছিনিয়ে নেয়া হালাল হবে।

হযরত সুলাইমান বিন্ আবু আব্দুল্লাহু (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি হযরত সা'দ বিন্ আবী ওয়াক্বাস্কে (রাহিমাহুল্লাহ) কে মদীনার হারাম এলাকায় শিকাররত জনৈক গোলামকে ধরে তার সকল পোশাক-পরিচ্ছদ ছিনিয়ে নিতে দেখেছি। অতঃপর তার মালিক পক্ষ হযরত সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বলেনঃ রাসূল (সা) এ হারাম এলাকাকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেনঃ

مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ ثِيَابُهُ
(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৭)

অর্থাৎ কেউ কাউকে এ হারাম এলাকায় শিকাররত অবস্থায় ধরতে পারলে সে যেন তার সকল পোশাক-পরিচ্ছদ ছিনিয়ে নেয়।

হযরত সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সুতরাং রাসূল (সা) যা আমার জন্য হালাল করেছেন

তা আমি ফেরত দেবো না। তবে তোমরা চাইলে আমি এর মূল্য পরিশোধ করতে পারি।

হযরত সা'দ রা এর গোলাম থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত সা'দ রা মদীনার কিছু গোলামকে হারাম এলাকার গাছ কাটতে দেখেন। অতঃপর তিনি তাদের আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেন। এ ব্যাপারে তাদের মালিক পক্ষ তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা কে মদীনার যে কোন গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং তিনি বলেনঃ

مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ سَلْبُهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৩৮)

অর্থাৎ কেউ কাউকে মদীনার হারাম এলাকার কোন গাছ কাটা অবস্থায় ধরতে পারলে তার সমূহ আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে।

১৭৯. ইদত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করাঃ

ইদত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা হারাম। ইদত বলতে এখানে কাকিরদের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে কোন বিবাহিতা বান্দিকে ধরে আনার পর তার একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করা অথবা তার পেটে বাচ্চা থাকলে তার বাচ্চাটি প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে বুঝানো হয়।

হযরত রুওয়াইফ রা বিনু সাবিত আনসারী রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সা কে 'হুনাইন যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقَسَمَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮, ২১৫৯)

অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না অন্যের ক্ষেত্রে নিজের পানি সেচ দেয়া তথা গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা। তেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না কাফিরদের সাথে যুদ্ধলব্ধ কোন বান্দির সাথে সহবাস করা যতক্ষণ না একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে তার জরায়ু খালি থাকা নিশ্চিত হওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহু তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না বন্টনের পূর্বে কোন যুদ্ধলব্ধ মাল বিক্রি করা।

১৮০. সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে এমন কথা বলাঃ

সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে এমন কথা বলা হারাম। মূলতঃ মুনাফিকরাই এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে উসকানি দিয়ে থাকে।

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহু (রাখিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা নবী ﷺ এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন জনৈক মুহাজির ছেলে জনৈক আনসারী ছেলের সাথে দ্বন্দ্ব করে তার পাছায় আঘাত করে। তখন আনসারী ছেলেটি এ বলে ডাক দিলোঃ হে আনসারীরা! তোমরা কোথায়? তোমরা আমার সহযোগিতা করো। এ আমাকে মেরে ফেলছে। মুহাজির ছেলেটি বললোঃ হে মুহাজিররা! তোমরা কোথায়? তোমরা আমার সহযোগিতা করো। এ আমাকে মেরে ফেলছে। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ কি? জাহিলী যুগের ডাক শুনা যাচ্ছে কেন? সাহাবাগণ রাসূল ﷺ কে উক্ত ব্যাপারটি জানালে তিনি বলেনঃ

دَعَوْهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ ، وَ فِي رِوَايَةٍ : فَلَا بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ
(বুখারী, হাদীস ৪৯০৫, ৪৯০৭ মুসলিম, হাদীস ৫৮৮৪)

অর্থাৎ আরে এমন কথা ছাড়া, এটি একটি বিশী কথা! অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আরে ব্যাপারটি তো সাধারণ, তা হলে এতে কোন অসুবিধে নেই। তবে মনে রাখবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার অন্য মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করে। চাই সে যালিম হোক অথবা মাযলুম। যালিম হলে তাকে যুলুম করতে বাধা দিবে। এটিই হবে তার সহযোগিতা। আর মাযলুম হলে তো তার সহযোগিতা করবেই।

ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন্ উবাই কথাটি শুনে বললোঃ আরে তাদেরকে ছাড়া হবে না। তারা এমন করবে কেন? আমরা মদীনায় পৌঁছুলে এ অধমদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবো। নবী ﷺ এর নিকট কথাটি পৌঁছুলে হযরত 'উমর রাসূল ﷺ কে বললেনঃ আপনি আমাকে একটু সুযোগ দিন। মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেবো। নবী ﷺ বললেনঃ ক্ষান্ত হও, মানুষ বলবেঃ মুহাম্মাদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে দিচ্ছে। হযরত জাবির রাসূল ﷺ বলেনঃ হিজরতের পর মুহাজিররা কম থাকলেও পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

১৮১. ইদত চলা কালীন সময় বিধবা মহিলার শরীয়ত নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করাঃ

ইদত চলা কালীন সময় বিধবা মহিলার শরীয়ত নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করা হারাম।

হযরত উম্মে 'আত্টিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تُحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ بُدَّةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৮)

অর্থাৎ কোন মহিলা যেন নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা যাবে। উক্ত শোক পালনের সময় সৌন্দর্য বর্ধক কোন রঙিন কাপড় সে পরিধান করবে না। তবে স্বাভাবিক যে কোন কাপড় সে পরিধান করতে পারবে। রাসূল ﷺ এর যুগে ইয়েমেন থেকে এ জাতীয় কিছু কাপড় তখন আমদানি করা হতো। চোখে সুরমা লাগাবে না। কোন সুগন্ধি সে ব্যবহার করবে না। তবে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতার পর স্রাবের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য এ জাতীয় সামান্য কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। রাসূল ﷺ এর যুগে “কুসুত্ব” ও “আয্ফার” জাতীয় সুগন্ধি উক্ত কাজে ব্যবহৃত হতো।

তিনি আরো বলেনঃ

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرِ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ

(স্বা’হী’হল-জা’মি’, হাদীস ৬৬৭৭)

অর্থাৎ যে মহিলার স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে সে মহিলা ‘উস্ফুর নামী উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত লাল-হলুদ রঙে রঙানো কাপড়, লাল মাটিতে রঙানো কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কার পরবে না। হাত পাও রঙাবে না এবং সুরমাও লাগাবে না।

১৮২. হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়াঃ

হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়া হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহু ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَذَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُتِبَ عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ

مَرَاتٍ ، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عَرَضُهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৪)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ করো না। ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করো না। একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না। কারোর পেছনে পড়ো না। কেউ অন্যের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করবে না। বরং তোমরা এক আল্লাহু তা'আলার বান্দাহ হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। সত্যিই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাই কোন মুসলিম ভাইয়ের উপর যুলুম করা যাবে না, তাকে বিপদে ফেলে রাখা যাবে না। তাকে কোন ভাবেই হীন মনে করা যাবে না। রাসূল ﷺ নিজের বুকের দিকে তিন বার ইঙ্গিত করে বললেনঃ আল্লাহু ভীরুতার স্থান তো এটিই। কারোর খারাপ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে অন্য মুসলিম ভাইকে হীন মনে করবে। এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম।

হযরত আবু হুরাইরাহু রাঃ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَ لَا تَحَسَّسُوا ، وَ لَا تَجَسَّسُوا ، وَ لَا تَنَافَسُوا ، وَ لَا تَحَاسَدُوا ، وَ لَا تَبَاغَضُوا ، وَ لَا تَفَاطَعُوا ، وَ لَا تَدَابَرُوا ، وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

(মুসলিম, হাদীস ২৫৬৩)

অর্থাৎ তোমরা কারোর ব্যাপারে অমূলক ধারণা করো না। কারণ, অমূলক ধারণা মিথ্যা কথারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না। (দুনিয়ার ব্যাপারে) কারোর সাথে প্রতিযোগিতা করো না। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা করো না। কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। কারোর পেছনে পড়ো না। বরং

তোমরা এক আল্লাহু তা'আলার বান্দাহ হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও।

১৮৩. কোন মুহুরিমের জন্য জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি বা মোজা পরিধান করাঃ

কোন মুহুরিমের (যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরাহ করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরে ইহ্রামের নিয়্যাত করেছে) জন্য জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ও মোজা পরিধান করা হারাম।

হযরত 'আব্দুল্লাহু বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনুহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرُتْسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ ، وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الثَّغْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

(বুখারী, হাদীস ৫৮০৬ মুসলিম, হাদীস ১১৭৭)

অর্থাৎ কোন মুহুরিম জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি এবং এমন কাপড় পরিধান করবে না যাতে জাফরান অথবা ওয়ার্স (সুগন্ধি জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ) লাগানো হয়েছে। তেমনিভাবে মোজাও পরবে না। তবে কারোর জুতো না থাকলে সে তার মোজা দু'টো গিঁটের নিচ পর্যন্ত কেটে নিবে।

১৮৪. হারাম বস্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করাঃ

হারাম বস্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করাও হারাম।

নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحِرَامٍ

(স্বা'হী'হল-জা'মি', হাদীস ১৬৩৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে তার চিকিৎসাও। সুতরাং রোগ হলে তোমরা তার চিকিৎসা করো। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।

আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে এ উন্মত্তের জন্য কোন চিকিৎসাই রাখেনি।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(বাইহাকী, হাদীস ১৯৪৬৩ ইবনু হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি।

১৮৫. কোন নির্দোষকে অন্যের দোষে দণ্ডিত করাঃ

কোন নির্দোষকে অন্যের দোষে দণ্ডিত করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

(আন'আম : ১৬৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী। কোন পাপীই অন্যের পাপের বোঝা নিজে বহন করবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

(নিসা' : ১১২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই কোন অপরাধ বা পাপ করে তা নিরপরাধ কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করে তা হলে সে নিজেই উক্ত অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ বহন করবে।

হযরত 'আমর বিনু আ'হুওয়াস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ) কে বিদায় হজ্জের দিবসে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ
 أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৭১৯)

অর্থাৎ যে কোন অপরাধী অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্য কেউ নয়।
 অতএব পিতার অপরাধের জন্য সন্তান দায়ী নয়। অনুরূপভাবে সন্তানের অপরাধের জন্য পিতাও দায়ী নন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبَدًا وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ

(নাসায়ী, হাদীস ৪১২৯)

অর্থাৎ আমার ইত্তিকালের পর তোমরা কাফির হয়ে যেও না। পরস্পর হত্যাকাণ্ড করো না। কাউকে তার পিতা বা ভাইয়ের দোষে পাকড়াও করা যাবে না।

১৮৬. কোন গুনাহ'র কাজে মানত করে তা পুরা করাঃ

কোন গুনাহ'র কাজে মানত করে তা পুরা করা হারাম। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৮৯ তিরমিযী, হাদীস ১৫২৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২১৫৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলার আনুগত্য (ইবাদাত) করবে বলে মানত করেছে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে তথা মানত পূরা করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহু তা'আলার অবাধ্যতা তথা গুনাহুর কাজ করবে বলে মানত করেছে সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয় তথা মানত পূরা না করে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَذَرُ فِي مَعْصِيَةٍ ؛ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৯০, ৩২৯২ তিরমিযী, হাদীস ১৫২৪, ১৫২৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২১৫৫)

অর্থাৎ কোন গুনাহুর ব্যাপারে মানত করা চলবে না। তবে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ এ জাতীয় মানত করে ফেললে উহার কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারা হিসেবে দিতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহু বিনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

التَّائِدُّ نَذْرَانِ : فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ ، وَ مَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ ، وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

(ইবনুল জারুদ/মুনতাক্বা, হাদীস ৯৩৫ বায়হাক্বী ১০/৭২)

অর্থাৎ মানত দু' প্রকার। তার মধ্যে যা হবে একমাত্র আল্লাহু তা'আলারই জন্য তার কাফ্ফারা হবে শুধু তা পূরা করা। আর যা হবে শয়তানের জন্য তথা শরীয়ত বিরোধী তা কখনোই পূরা করতে হবে না। তবে সে জন্য সথশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে।

সুতরাং কেউ যদি তার কোন আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে বলে মানত করে কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিবে বলে মানত করে অথবা কোন হারাম কাজ করবে বলে মানত করে তা হলে সে এ জাতীয় মানত পূরা করবে না। বরং সে কসমের কাফ্ফারা তথা দশ জন মিসকিনকে

খানা খাওয়াবে অথবা তাদেরকে কাপড় কিনে দিবে। আর তা অসম্ভব হলে তিনটি রোযা রাখবে।

১৮৭. কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখাঃ

কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর দেখা এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা হারাম। আর কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা তো অবশ্যই হারাম তা তো আর বলার অপেক্ষাই রাখে না। সতর বলতে শরীয়তের দৃষ্টিতে মানব শরীরের যে অঙ্গ দেখা অন্যের জন্য হারাম উহাকেই বুঝানো হয়।

বিশুদ্ধ মতে কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর হাত, পা, ঘাড় ও মাথা ছাড়া তার বাকি অংশটুকু তথা গলা বা ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন বেগানা মহিলার পুরো শরীরটিই সতর। তবে কোন পুরুষের জন্য তার কোন মাহুরাম (যাকে চিরতরে বিবাহ করা তার জন্য হারাম) মহিলার সতর ততটুকুই যতটুকু কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
(মুসলিম, হাদীস ৩৩৮)

অর্থাৎ কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সতরের দিকে একেবারেই তাকাবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সতরের দিকে একেবারেই তাকাবে

না। তেমনিভাবে কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করবে না।

১৮৮. কোন মুহুরিমের জন্য বিবাহ করা ও বিবাহ'র প্রস্তাব দেয়াঃ

কোন মুহুরিমের জন্য বিবাহ করা ও বিবাহ'র প্রস্তাব দেয়া হারাম। মুহুরিম বলতে যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরাহ করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরে ইহুলাম বেঁধেছে তাকেই বুঝানো হয়।

হযরত 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সঃ ইরশাদ করেনঃ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

(মুসলিম, হাদীস ১৪০৯)

অর্থাৎ কোন মুহুরিম ই'হুলাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না এবং তাকে কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও করাবে না। এমনকি এমতাবস্থায় সে কাউকে বিবাহ'র প্রস্তাবও দিবে না।

১৮৯. বাম হাতে খাওয়া, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা অসতর্কতাবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এমনভাবে কাপড় পরিধান করাঃ

বাম হাতে খাওয়া, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা অসতর্কতাবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এমনভাবে কাপড় পরিধান করা হারাম।

হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْسِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ ، وَأَنْ يَجْتَنِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ
(মুসলিম, হাদীস ২০৯৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন বাম হাতে খেতে, একটিমাত্র জুতো পরে হাঁটতে, সহজে হাত বের করা যায় না অথবা লজ্জাস্থান খুলে যায় এমনভাবে কাপড় পরতে।

১৯০. একটু কমবেশি করে সোনার পরিবর্তে সোনা অথবা রূপার পরিবর্তে রূপা বিক্রি করাঃ

একটু কমবেশি করে সোনার পরিবর্তে সোনা অথবা রূপার পরিবর্তে রূপা বিক্রি করা হারাম।

হযরত আবু বাকরাহু ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَ يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

(বুখারী, হাদীস ২১৭৫, ২১৮২ মুসলিম, হাদীস ১৫৯০)

অর্থাৎ তোমরা সোনাকে সোনার পরিবর্তে কোন রকম কমবেশি করা ছাড়া সমান পরিমাণে বিক্রি করবে এবং রূপাকে রূপার পরিবর্তে কোন রকম কমবেশি করা ছাড়া সমান পরিমাণে বিক্রি করবে। তবে সোনাকে রূপার পরিবর্তে এবং রূপাকে সোনার পরিবর্তে যাচ্ছে তাই বিক্রি করতে পারো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَ لَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَ لَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَ لَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى

بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

(বুখারী, হাদীস ২১৭৭ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৪)

অর্থাৎ তোমরা সোনাকে সোনার পরিবর্তে সমান পরিমাণে বিক্রি করবে ; তাতে কোন রকম কমবেশি করো না এবং রূপাকে রূপার পরিবর্তে সমান পরিমাণে বিক্রি করবে ; তাতে কোন রকম কমবেশি করো না। তবে এর মধ্যে কোনটা অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিতির পরিবর্তে তা বিক্রি করবে না। অর্থাৎ এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পণ্যই সাথে সাথে হস্তান্তর করতে হবে। বাকিতে বিক্রি করা যাবে না।

১৯১. সোনাকে রূপার পরিবর্তে অথবা রূপাকে সোনার পরিবর্তে বাকি বিক্রি করাঃ

সোনাকে রূপার পরিবর্তে অথবা রূপাকে সোনার পরিবর্তে বাকি বিক্রি করা হারাম।

হযরত আবুল-মিন্‌হাল (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার এক অংশীদার কিছু রূপা হজ্জ মৌসুম পর্যন্ত বাকিতে বিক্রি করে আমাকে তা জানালে আমি তাকে বললামঃ কাজটি তো ঠিক করোনি। তখন সে বললোঃ আমি তো কাজটি বাজারেই করেছি। আমাকে তো কেউ উক্ত কাজে বাধাই দিলো না। অতঃপর আমি ব্যাপারটি বারা' বিন্ 'আযিব رضي الله عنه কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ নবী ﷺ মদীনায় আসলেন তখনো আমরা এ জাতীয় বেচাবিক্রি করতাম। অতঃপর তিনি একদা বললেনঃ

مَا كَانَ يَدًا يَبِيدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا

(মুসলিম, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ তা নগদ বা হাতে হাতে হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে বাকিতে হলে তাতে সুদ হবে।

এরপরও হযরত বারা' রা আমাকে বললেনঃ তুমি হযরত যাদ্বেদ বিন্ আরক্বামের নিকট যাও। কারণ, তিনি হচ্ছেন আমার চাইতেও বড়ো ব্যবসায়ী। তাই তিনি এ ব্যাপারে অবশ্যই সঠিক জানবেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও একই কথা বললেন।

হযরত বারা' বিন্ 'আযিব ও হযরত যাদ্বেদ বিন্ আরক্বাম (রাযিয়াল্লাহু আনুহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ أَوْ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

(বুখারী, হাদীস ২১৮০, ২১৮১ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৯)

অর্থাৎ রাসূল সা রূপার পরিবর্তে সোনা এবং সোনার পরিবর্তে রূপা বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

১৯২. কোন মুহুরিমের জন্য ইহরামরত থাকাবস্থায় কোন পশু শিকার করাঃ

কোন মুহুরিমের (যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরাহু করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরেছে) জন্য ইহরামরত থাকাবস্থায় কোন পশু শিকার করা হারাম।

আল্লাহু তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾

(মায়ীদাহ : ৯৫)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমরা ইহরামরত থাকাবস্থায় কোন বন্য পশুকে হত্যা করো না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এ জাতীয় পশুকে হত্যা করলো তাকে

অবশ্যই হত্যা কৃত পশুর সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে দু' জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিই ফায়সালা করে দিবে। তা হাদিও (হজ্জ সথশ্লিষ্ট কোরবানীর পশু) হতে পারে যা যবাইয়ের জন্য কা'বায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে অথবা কাফ্ফারা স্বরূপ খাদ্যদ্রব্যও হতে পারে যা মক্কার মিসকিনদেরকে খাওয়ানো হবে কিংবা এর সমপরিমাণ রোযা রেখে দিবে। তা এ জন্যই করা হলো যাতে করে সথশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন করতে পারে। যা (গুনাহ) অতীত হলে গেছে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে যে ব্যক্তি আবারো এমন কর্ম করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে সত্যিই প্রতিশোধ নিবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

তবে কোন মুহরিম ব্যক্তি এমতাবস্থায় মানুষের জন্য কষ্টদায়ক পাঁচটি প্রাণীর যে কোনটি হত্যা করলে তাকে এর পরিবর্তে কোন কিছুই দিতে হবে না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ

(বুখারী, হাদীস ১৮২৬, ৩৩১৫ মুসলিম, হাদীস ১১৯৯)

অর্থাৎ পাঁচ জাতীয় প্রাণিকে কেউ ইহুলামরত অবস্থায় হত্যা করলে তাতে কোন অসুবিধে নেইঃ বিছু, হুঁদুর, আক্রমণাত্মক কুকুর, কাক ও চিল।

১৯৩. স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলাকে তার মৃত স্বামীর

কোন আত্মীয়ের নিকট বিবাহ বসতে বাধ্য করাঃ

স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলাকে তার মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের নিকট বিবাহ বসতে বাধ্য করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾

(নিসা' : ১৯)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ এটা তোমাদের জন্য হালাল হবে না যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে এবং তোমরা তাদেরকে প্রতিরোধ করো না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ জাহিলী যুগে কেউ মারা গেলে তার ওয়ারিশরা তার স্ত্রীর মালিক হয়ে যেতো। তখন বিবাহ'র ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার নিজের উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকতো না। ওয়ারিশদের কেউ চাইলে তাকে নিজেই বিবাহ করে নিতো অথবা তাদের খেয়ালখুশি মতো কারোর নিকট উক্ত মহিলাকে বিবাহ দিয়ে দিতো। নয়তো বা তাকে এভাবেই রেখে দিতো। কারোর নিকট তাকে বিবাহও দিতো না। তখন উক্ত আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়।

(আবু দাউদ, হাদীস ২০৮৯)

১৯৪. পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ করাঃ

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে তথা সতাই মাকে বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ، وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

(নিসা' : ২২)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করো না। তবে যা গত হয়ে গেছে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অরুচিকর ও নিকৃষ্টতম পন্থা।

হযরত বারা' রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমার চাচার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার হাতে ছিলো একখানা বাগ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ،
وَأَخَذَ مَالَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৫৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৫৬)

অর্থাৎ আমাকে রাসূল সঃ এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন যে নিজ পিতার স্ত্রী তথা তার সৎ মায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রাসূল সঃ আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান কেটে দিতে এবং তার সম্পদ হরণ করতে।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকলকে উক্ত হারাম ও কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন।

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ